নমঃ পরমাত্মনে ॥

সুশ্রুত।

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা বিজ্ঞান।

বাঙ্গলা অনুবাদ এবং সংস্করণ।

MEDICAL SCIENCE OF THE ANCIENT HINDOOS

TRANSLATED AND EDITED.

BY

OMBICA CHARANA BANDOPADHYAYA.

কলিকাতা।

বহুবাজার ৩৪ নং বাঞ্ছারাম অক্রূরের গলিতে

ভিক্টোরিয়া যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত

শকাব্দা ১৭৯৫।

বিজ্ঞাপন।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥

বহু কাল হইতে আমাদিগের দেশে প্রাচীন মুনিগণ প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ বিহিত চিকিৎসা প্রণালী লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এক্ষণে মারিভয় প্রভৃতি বিবিধ প্রকার রোগ চতুর্দ্দিকে প্রাদুর্ভূত হওয়াতে ডাক্তারি চিকিৎসাই লোকের এক মাত্র গতি হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চিকিৎসার পরিণাম ফল দেখিয়া এবং প্রাকৃতিক নিয়ম পর্য্যালোচনা করিয়া, এক্ষণে অনেকেই বিবেচনা করিয়া থাকেন, যে ইংরাজী চিকিৎসা অনেক সময়ে আমাদিগের শরীরের পক্ষে পরিণামে স্বাস্থ্যকর হয় না। এই সিদ্ধান্তটি নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক বলিয়া বোধ হয় না। আধুনিক ও প্রাচীন শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, যে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিতে না পারিলে চিকিৎসা কার্য্য কোন মতেই সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারেনা। যদি এই নিয়মটি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে আমাদিগের প্রাচীন ভৈষজ্য তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্বয়ং এদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের ও তদ্দ্বারা স্বদেশ বাসিগণের শারীরিক প্রকৃতি যেরূপ বিবেচনা করিতে পারিয়াছেন, সেরূপ ভিন্নদেশীয় পণ্ডিতগণের পক্ষে কোন মতেই সম্ভবে না। এবং তাঁহারা এইরূপ প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদিগের যে রোগের যে ঔষধ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের শরীরে যে রূপ কার্য্যকর হইবে, আর কোন ঔষধই সেরূপ কার্য্যকর হওয়া সম্ভব নহে। আমাদিগের প্রাচীন চিকিৎসা প্রণালী যে কেবল ভারত বাসিগণের স্বাস্থ্য বিধান বিষয়েই আধুনিক ভৈষজ্যতত্ত্ববেত্তাদিগের প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এমত নহে। ভারত ভূমির সেই প্রাচীন মহাত্মা গণ স্বদেশের কীর্ত্তিকেতন স্বরূপ যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বোধ হয়, যে প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক পবিত্র ও ন্যায়ানুগতভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে কেবল তাঁহারাই জানিতেন। এবং ভৈষজ্য তত্ত্ব জ্ঞান সম্বন্ধে এমত কোন বিষয় নাই যাহাতে তাঁহাদিগের দৃষ্টি ছিলনা। দুর্ভাগ্য ক্রমে পণ্ডিত মণ্ডলীতে আলোচনা না থাকায়, এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রযুক্ত সাধারণের বোধগম্য না হওয়ায়, আমাদিগের কীর্ত্তি কুশল প্রাচীন পুরুষগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ সেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এক দিকে হতাদর হইয়া মৃত প্রায় রহিয়াছে। অপর দিকে ভারতবাসিগণ দুর্ভর রোগ ভারে অভিভূত হইয়া গতি হীন অনভিজ্ঞ জনের ন্যায় আত্ম পরিত্রাণার্থে ত্রাহি ত্রাহি শব্দে বিজাতীয়

চিকিৎসা প্রণালির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। যত দূর সাধ্য স্বদেশের এই অকীর্ত্তিকরী শোচনীয়া দশা মোচনাভিলাষে; স্বদেশের প্রাকৃতিক নিয়মানুগত প্রাচীন ও পবিত্র বিধানানুসারে প্রিয়তম পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবার গণের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে সকল ভারতবাসিগণকে প্রবৃত্তি প্রদানাভিলাষে; আধুনিক জন সমাজে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ সেই অরণ্যবাসী ফল মুলাশী তাপস গণের অলোক সামান্য ধীশক্তির গাম্ভীর্য্য ও চাতুর্য্য প্রদর্শনাভিলাষে; এবং যদি সম্ভবে ভারতের এক কালীন নির্ব্বাপিত গৌরব শিখা কিঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ উদ্দীপিত করণাভিলাষে; আমি, ভারতবাসির আদি পুরুষ সেই ঐশ্বর্য্য-ভোগ-বিরত তপোব্রত মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রান্তর্গত সুশ্রুত নামক গ্রন্থ স্বদেশবাসী সর্ব্বজন সুলভ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। কার্য্যটী বিলক্ষণ আয়াস সাধ্য; কেবল স্বদেশ বাসী সহৃদয় জন গণের উৎসাহের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রবৃত্ত হইলাম, কত দূর সফল হইব বলিতে পারি না।

এই গ্রন্থানুসারে চিকিৎসা করিবার প্রণালী বহুদিন হইতে আমাদিগের দেশে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। লুপ্ত বিজ্ঞান শাস্ত্র অনুবাদ করা যে কত কঠিন তাহা বিজ্ঞজন মাত্রেই বিবেচনা করিতে পারিবেন। মূলের মর্ম্মানুসারে যত দূর সাধ্য, সরল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিতেছি, যত্ন ও শ্রমের কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছি না। কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইব তাহার কিছুই নিশ্চয় বলিতে পারি না। অনুবাদ সম্বন্ধে ভিষক্ কুল ভূষণ শ্রীযুক্ত কালীদাস গুপ্ত বিদ্যারত্ন উপাধি ভূষিত সুহৃৎ বরের আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়াই প্রবৃত্ত হইলাম।

এই গ্রন্থে যন্ত্র ও শস্ত্র প্রকরণ, ঔষধ প্রকরণ, দ্রব্য গুণ, শারীর স্থান, রোগের নিদান লক্ষণ ও চিকিৎসা, শস্ত্র ও ঔষধচিকিৎসা, সর্পাদি জন্তুর বিষচিকিৎসা প্রভৃতি যে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় বিবৃত আছে তাহা এই প্রথম খণ্ড পাঠ করিলেই পাঠক বর্গ জানিতে পারিবেন। এককালীন প্রকাশ করা সমধিক অর্থ সাধ্য একারণ আপনাদিগের এবং দেশবাসী সর্ব্বসধারণের সুলভের কারণ খণ্ডং করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব।

শ্রীঅম্বিকা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অষ্টাদশাধ্যায়।

ব্রণের আলেপন ও বন্ধন*

সকল প্রকার শোফের (ফুলার) প্রথম উপক্রমে আলেপনের দ্বারাই প্রতিকার করিবে। প্রলেপ দুই প্রকার, সামান্য এবং বিশেষ। যে রোগে বা অবস্থায় যে প্রকার প্রলেপ বিধেয়, তাহা প্রত্যেক রোগের অধিকারে বলা যাইবে। প্রলেপ অপেক্ষা বন্ধ শ্রেষ্ঠ। বন্ধের দ্বারা ব্রণের সংশোধন ও রোপণ হয়, এবং অস্থির সংযোগ দৃঢ় হয়। শরীরে আলেপন করিতে হইলে, প্রতিলোম-ভাবে (শরীরের নিম্ন-দিক্ হইতে উর্দ্ধ দিকে) আলেপন করিবে। অনুলোম-ভাবে (উর্দ্ধদিক্ হইতে নিম্ন-দিকে) কর্ত্তব্য নহে। প্রতিলোম-ভাবে আলেপন করিলে, ঔষধ শরীরে সংলগ্ন হইয়া থাকে, এবং সকল রোম-কূপে ও স্বেদ-বাহিনী (১) সকল শিরার মুখে তাহার তেজঃ প্রবেশ করে।

প্রলেপ শুষ্ক হইলে শরীরে রাখিবে না। তাহা কার্য্যকারী নহে, অথচ শরীরের পীড়াকর (চড়চড় করে)। প্রলেপ তিন প্রকার, প্রলেপ, প্রদেহ ও আলেপ। তাহার মধ্যে শুষ্ক হউক বা না হউক, শীতল এবং অল্প হইলেই প্রলেপ বলা যায়। উষ্ণ অথবা শীতল, অনেক অথবা অল্প, এবং শুষ্ক, এরূপ হইলে প্রদেহ বলা যায়। এই উভয় প্রকারের মধ্যবর্ত্তী হইলে আলেপ বলা যায়।

---

* আলেপন ও বন্ধন অর্থাৎ যাহাকে আধুনিক ইউরোপীয় শস্ত্র-চিকিৎসাবিৎ পণ্ডিতেরা পুল্‌টিস এবং ব্যাণ্ডেজ্ কহে।

(১) যে শিরার দ্বারা শরীরের ঘর্ম্ম নির্গত হয়, তাহাকে স্বেদবাহিনী শিরা কহে।

রক্তপিত্ত-জন্য রোগে আলেপ বিধেয়। এবং বাত-শ্লেষ্মা-জন্য রোগ হইলে, অথবা ভগ্ন অস্থির সংযোগ করিতে হইলে, অথবা ব্রণের শোধন (২) বা পূরণ করিতে হইলে, অথবা ফুলার স্থানে বেদনা হইলে, প্রদেহ বিধেয়। ক্ষত বা অক্ষত উভয় স্থলেই প্রদেহ ব্যবহার করা যায়। যাহা ক্ষত-স্থানে প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে কল্ক অথবা নিরুদ্ধালেপন কহে। তাহার দ্বারা ব্রণের স্রাব (ব্রণ হইতে রস রক্তাদি নিঃসৃত হওয়া) রুদ্ধ হয়, ব্রণ কোমল হয় (শক্ত থাকিলে নরম হয়), এবং সকল পূতি (পচা) মাংস নির্গত হইয়া যায়। সুতরাং তদ্দ্বারা ব্রণের আভ্যন্তরিক স্থান সংশোধিত হইয়া নির্দ্দোষ হয়।

যে শোফ ক্ষারের দ্বারা দগ্ধ করা না হয়, তাহার পক্ষে আলেপন হিতকর। যে দ্রব্য ভক্ষণ বা পান করিলে শরীরের অভ্যন্তরস্থ যে দোষের শান্তি হয়, সেই দ্রব্যের প্রলেপ দিলে শরীরের ত্বক্-স্থিতও সেই দোষের শান্তি হয়*, এবং ব্রণের জ্বালা ও চুলকনাও নিবৃত্ত হয়। শরীরের ত্বক সংশোধন ও ব্রণের দাহ-শান্তি করিতে হইলে, আলেপনই প্রধান উপায়। ইহার দ্বারা মাংস ও রক্ত সংশোধিত হয়, এবং শোফের (ফুলা স্থানের) চুলকনার শান্তি হয়। শরীরের

(২) দূষিত রক্ত বা পুযাদি না জন্মিলে বা না থাকিলে ব্রণের শোধন হওয়া কহে।

* গব্য ঘৃতের দ্বারা বায়ু পিত্ত কফ এই তিন দোষের শান্তি হয় বলিয়াই, যে রূপ ব্রণ হউক সচরাচর গব্য ঘৃতের লেপনের দ্বারা উপকার হয়। এই রূপে ব্রণের দোষ বিবেচনা করিয়া প্রলেপ ব্যবস্থা করিলে যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবনা।

মর্ম্মস্থানে অথবা গুহ্য-স্থানে যে সকল রোগ হয়, তাহার সংশোধনের নিমিত্ত আলেপন বিধেয়।

আলেপন প্রস্তুত করিতে হইলে, পিত্ত-জন্য রোগে, সকল আলেপন-দ্রব্য মিলিয়া যত পরিমাণ হইবে, তাহার ষোড়শ ভাগের ছয় ভাগ স্নেহ-দ্রব্য (ঘৃত তৈল বা বসা প্রভৃতির কোন একটী) তাহাতে সংযোগ করিবে। বায়ু-জন্য রোগে, চারি ভাগ (শিকি) পরিমাণে, এবং শ্লেষ্মা-জন্য রোগে, অর্দ্ধেক পরিমাণে স্নেহ-দ্রব্য সংযোগ করিবে। মহিষের চর্ম্ম আর্দ্র হইলে যে পরিমাণে উচ্চ হয় (ফুলিয়া উঠে), শরিরের আলেপও সেই পরিমাণ বেধবিশিষ্ট (পুরু) হইবে। আলেপন রাত্রিকালে প্রয়োগ করিবে না। এবং যাবৎ কাল ব্রণ হইতে উষ্ণতা (উত্তাপ) নির্গত হইতে থাকে, তাবৎ তাহাতে শীতল আলেপন প্রয়োগ করিবে না। কারণ, ব্রণের উষ্ণতা নির্গত হইতে না পাইলে, সেই উষ্ণতা বদ্ধ থাকিয়া ব্রণের অন্তরে বিকৃত ভাব জন্মায়।

শরীরে প্রদেহ লেপন করিতে হইলে, দিবাভাগে লেপন করাই হিতকর। বিশেষতঃ পিত্তজন্য, রক্তজন্য, অভিঘাৎ (শরীরে কোন আঘাৎ) জন্য অথবা বিষজন্য রোগে, দিবাভাগেই

বায়ু পিত্ত অথবা শ্লেষ্মা এই তিন দোষের মধ্যে যে কোন দোষ জন্য ব্রণ হউক, তাহার আলেপনে ঘৃতই সংযোগ করা প্রশস্ত। কারণ, ঘৃতের দ্বারা তিন দোষেরই শান্তি হয়। কিন্তু তৈল অথবা বসা প্রভৃতি স্নেহ, আলেপনে সংযোগ করিতে হইলে, সেই প্রকার স্নেহের দ্বারা ব্রণের আভ্যন্তরিক দোষের শান্তি হইতে পারে কিনা, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। অন্যথা হইলে বিপরীত হইতে পারে। তাহার উদাহরণ স্থল, যেমন রক্তপিত্ত জনিত ব্রণ হইলে, তাহার আলেপনে তৈল-সংযোগ অবিধেয়।

লেপন করা কর্ত্তব্য। যে প্রলেপ পূর্ব্বদিন প্রস্তুত করা থাকে, তাহা কদাচ প্রয়োগ করিবে না। কারণ, সে প্রলেপ গাঢ় হইয়া যায়, এবং তাহা প্রয়োগ করিলে, উষ্ণতা, বেদনা ও দাহ জন্মে। প্রলেপের উপর প্রলেপ দিবে না। অথবা, যে প্রলেপ একবার শরীর হইতে মোচন করা হয়, তাহা পুনর্ব্বার শরীরে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা শুষ্ক হওয়া প্রযুক্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

অতঃপর যে সকল দ্রব্যের দ্বারা ব্রণ বন্ধন করিতে হয়, তাহার উপদেশ প্রদান করিতেছি। বৃক্ষের ছাল-নির্ম্মিত বস্ত্র, কার্পাস, কম্বল, পট্টবস্ত্র, চর্ম্ম বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ ছাল, অলাবু শকল (লাউয়ের খণ্ড), লতা, অরহর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে যে রজ্জু জন্মে সেই রজ্জু, দুগ্ধের সর, তূল-ফল (আকন্দ-ফল) এবং লৌহ। রোগ এবং কাল বিবেচনা করিয়া এই সকল বন্ধনের দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। রোগের প্রকরণে ইহার বিশেষ বর্ণন করিব। কোশ, দাম, স্বস্তিক, অনুবেল্লিত, প্রতোলী, মণ্ডল, স্থগিকা, যমক, খট্বা, চীন, বিবন্ধ, বিতান, গোফণা এবং পঞ্চাঙ্গী, শরীরের স্থান-ভেদে ব্রণের উপর এই চতুর্দ্দশ প্রকার বন্ধন ব্যবহৃত হয়। এই সকল নামের দ্বারাই সেই সকল বন্ধনের আকার বুঝিতে হইবে। তাহাদিগের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলির পর্ব্বে বন্ধন করিতে হইলে, কোশ নামক বন্ধন বিধেয়। শরীরের কোন স্থানে কামড়ানী প্রভৃতি যাতনা হইলে, দাম নামক বন্ধন বিধেয়। শরীরের সন্ধিস্থানে, স্তনদ্বয়ের এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, তল-প্রদেশে এবং কর্ণে, স্বস্তিক নামক বন্ধন বিধেয়। গ্রীবা এবং মেঢ্রদেশে

প্রতোলী-বন্ধন বিধেয়। শরীরের যে সকল স্থান গোলাকার, সেই সকল স্থানে মণ্ডল-বন্ধন বিধেয়। অঙ্গুষ্ঠের অঙ্গুলির এবং লিঙ্গের অগ্রভাগে স্থগিকা-বন্ধন বিধেয়। যমক (যোড়া) ব্রণ হইলে যমক-বন্ধন বিধেয়। হনু প্রদেশে, গণ্ডদেশে, এবং ললাটে খট্বা নামক বন্ধন বিধেয়। অপাঙ্গ-দেশে চীন-বন্ধন বিধেয়। পৃষ্ঠে উদরে এবং বক্ষঃস্থলে, স্থবিবন্ধ বিধেয়। মূর্দ্ধ্ন-দেশে বিতান-বন্ধন বিধেয়। চিবুক, নাসিকা, ওষ্ঠ, স্কন্ধ এবং বস্তি-দেশে (তল পেটে) গোফণা-বন্ধ বিধেয়। এবং স্কন্ধ সন্ধির উপরিভাগে পঞ্চাঙ্গী-বন্ধন বিধেয়। অথবা শরীরের স্থান-ভেদে এই সকল প্রকারে বন্ধন করিবে, অথবা যে স্থানে যে রূপে বন্ধন করিলে বন্ধনটী সুনিবিষ্ট হয়, সেই স্থানে সেই রূপেই বন্ধন করিবে। সেই বন্ধনের উপরিভাগে, নিম্নে এবং পার্শ্বভাগে রজ্জু আদির দ্বারা বন্ধন দৃঢ় করিবে।

বন্ধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ ঘন প্রলেপ দিবে। তাহার উপরিভাগে সরল এবং অসঙ্কুচিত ভাবে কোমল পট্ট-বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করিবে। ব্রণের উপরিভাগে দৃঢ়-গ্রন্থি দিবে না। ব্রণের উপরে যদি দৃঢ় গ্রন্থি দেওয়া যায়, তবে প্রলেপের ঔষধ কিম্বা পলিতা (১) অতিশয় ঘৃত-যুক্ত থাকিলে, ব্রণের স্থান ক্লেদ-যুক্ত হয়, এবং ঔষধ রুক্ষ অর্থাৎ ঘৃতাদি রহিত হইলে খণ্ড২ হইয়া পড়ে। বিপরীত ভাবে বন্ধন হইলে, অর্থাৎ যে স্থান যে রূপে বন্ধন করা উচিত তাহার বিপরীত হইলে, ব্রণের মুখ ঘৃষ্ট হয়, (ঘষড়ে যায়)। ব্রণের আয়তনানুসারে বন্ধন তিন প্রকার হইয়া থাকে,—দৃঢ়, সম এবং

(১) এক্ষণে যে অভিপ্রায়ে ব্রণের মধ্যে লিন্ট দেওয়া হয়, পূর্ব্বে সেই অভিপ্রায়ে ব্রণের মধ্যে পলিতা দেওয়া হইত।

শিথিল। বন্ধনে কষ্ট বোধ হইলে দৃঢ়-বন্ধ কহে। বন্ধনের মধ্যে বায়ু গমনাগমন করিতে পারিলে শিথিল-বন্ধ কহে। এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলে সমবন্ধন কহে। তাহার মধ্যে নিতম্ব, উদর, বগল, কুঁচকি, বক্ষঃস্থল এবং মস্তক, এই সকল স্থানে দৃঢ়-বন্ধন ব্যবহার করিবে। হস্ত, পদ, মুখ,কর্ণ, কণ্ঠ, মেঢ্র, মুষ্ক, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব এবং উদর, এই সকল স্থানে সম-বন্ধন ব্যবহার করিবে। চক্ষুর সন্ধি-স্থানে শিথিল-বন্ধন ব্যবহার করিবে। পিত্ত অথবা শোণিত দূষিত হইয়া রোগ হইলে, শরীরের যে স্থানে দৃঢ়-বন্ধন করিতে হয়, সেই স্থানে সম-বন্ধন করিবে, সম-বন্ধের স্থানে শিথিল-বন্ধন করিবে, এবং শিথিল-বন্ধের স্থানে এককালে বন্ধন করিবে না। শ্লেষ্মা-জন্য অথবা বায়ুজন্য রোগ হইলে, শরীরের যে স্থানে শিথিল-বন্ধন করিতে হয়, তাহাতে সমবন্ধন করিবে, সমবন্ধনের স্থানে দৃঢ় বন্ধন করিবে, এবং দৃঢ়-বন্ধনের স্থানে, অতিশয় দৃঢ় বন্ধন করিবে। শরৎ ও গ্রীষ্ম কালে, পিত্তদূষিত অথবা রক্ত-দূষিত ব্যাধি হইলে, প্রাতর্ (সকাল) এবং সায়ং (সন্ধ্যা) এই দুই কালে দুই বার বন্ধন করিবে। হেমন্ত ও বসন্ত কালে,শ্লেষ্মা-জন্য অথবা বায়ু জন্য ব্যাধি হইলে,প্রাতর্ মধ্যাহ্ন ও সাযাহ্ন, এই তিন কালে তিন বার বন্ধন করিবে। সম-বন্ধন এবং শিথিল-বন্ধনের স্থানে দৃঢ় বন্ধন করিলে, প্রলেপ বিফল হয়, এবং ফুলা ও বেদনা জন্মে। দৃঢ় এবং সম-বন্ধনের স্থানে শিথিল বন্ধন হইলে, প্রলেপ পড়িয়া যায়, এবং বন্ধনের বস্ত্র শিথিল হওয়া প্রযুক্ত তাহার ঘর্ষণে ব্রণের মুখ ছিন্ন হয়। গাঢ় এবং শিথিল বন্ধের স্থানে সম বন্ধন করিলে, বন্ধন করাই

বিফল হয়। এই সকল নিয়ম অনুসারে বন্ধন করিলে, বেদনার শান্তি হয়, রক্তের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তি হয়, এবং ব্রণ কোমল হয়। বন্ধন না করিলে, দংশ, মশক, তৃণ, কাষ্ঠ, শীতল বায়ু এবং রৌদ্র প্রভৃতির দ্বারা ব্রণের স্থান অভিহত হয়। তাহাতে ব্রণের স্থানে নানা প্রকার পীড়া জন্মে, ব্রণ দূষিত হয়, এবং আলেপনও শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। অস্থি, চূর্ণ, মথিত (মচ্কান), ভগ্ন, বিশ্লিষ্ট (যোড় ছাড়া) বা উৎপাতিত হইলে, (উঠে পড়িলে) অথবা শিরা বা স্নায়ু ছিন্ন হইলে, বন্ধনের দ্বারা তাহার প্রতিকার হয়। ব্রণে বন্ধন করিলে, ব্রণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বচ্ছন্দ-ভাবে শয়ন গমন ও উপবেশন করিতে পারে, তাহাতে ব্রণের স্থানে কোন পীড়া বোধ হয় না। এবং যে ব্যক্তি স্বচ্ছন্দ ভাবে শয়ন বা উপবেশন করিয়া থাকে, তাহার ব্রণ শীঘ্র পূরিয়া উঠে। পিত্ত-জন্য, রক্ত-জন্য, শরীরে অভিঘাত-জন্য, অথবা বিষজন্য ব্রণ হইলে, অথবা ফুলা, দাহ, রক্তবর্ণ এবং বেদনা বিশিষ্ট হইয়া পাকিবার উন্মুখ হইলে, অথবা ক্ষার-কর্ত্তৃক কিম্বা অগ্নি-কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া পাকিতে আরম্ভ হইলে, অথবা সেই দগ্ধ স্থানের মাংস সকল শীর্ণ হইয়া পড়িলে, ব্রণের স্থানে বন্ধন করিবে না।

কুষ্ঠ রোগির, অগ্নিদগ্ধ রোগির, পিড়ক-প্রমেহ রোগির, অথবা মধুমেহ রোগির ব্রণ হইলে, অথবা ব্রণ কোন প্রকারে বিষ-যুক্ত হইলে, অথবা ব্রণ স্থানের মাংস পাকিতে আরম্ভ হইলে, অথবা মলদ্বার অতিশয় পাকিয়া উঠিলে, বন্ধন করিবে না। সেই সকল স্থলে কোন্‌টী শস্ত্রক্রিয়ার যোগ্য এবং কোন্‌টী অযোগ্য, বুদ্ধিমান্ বৈদ্য অগ্রে তাহার নিশ্চয় করিবেন। এবং

তাহাতে বন্ধন করিতে হইলে, দেশ কাল ও ব্রণের দোষ বিবেচনা করিয়া বন্ধন করিবেন*। বন্ধন তিন প্রকার, ঊর্দ্ধ-বন্ধ, অধো-বন্ধ এবং পার্শ্ব-বন্ধ।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

যে প্রকারে বন্ধন করিতে হয় তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। প্রলেপ ঘন এবং আচ্ছাদন বস্ত্র কোমল হইবে। ঔষধ এবং পলিতা অতিশয় স্নেহ-যুক্ত হইবে না। অতিশয় স্নেহ-যুক্ত হইলে ব্রণের স্থান ক্লেদ বিশিষ্ট হয়, এবং রুক্ষ হইলে ব্রণের স্থান ক্ষীণ হয়, অর্থাৎ যে সকল দূষিত পদার্থ একত্র হইয়া ব্রণের মুখে উচ্চ ভাবে থাকে, তাহা পুনর্ব্বার শরীরে মিলিয়া যায়। অথবা পলিতা স্নেহ-যুক্ত হইলে ব্রণের মাংস পূরিয়া উঠে। পলিতাটী ব্রণের মুখে উত্তমরূপে দেওয়া না হইলে, ব্রণের মুখ ঘৃষ্ট হয় (ঘষড়া লাগে), এবং বিপরীত ভাবে দেওয়া হইলে ব্রণের মুখ স্তম্ভিত হইয়া যায়, ও তাহা হইতে রস রক্ত প্রভৃতি নিঃসৃত হইতে থাকে। ব্রণের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পিত্ত-দূষিতঅথবা রক্ত-দূষিত ব্রণ হইলে, তাহার চারি-দিকে অঙ্গুলির দ্বারা টিপিয়া একবার মাত্র স্রাব করাইবে। এবং কফ-জন্য বা বায়ু-জন্য হইলে ব্রণের তলায় করতলের দ্বারা টিপিয়া পুনঃ২ অনুলোম ভাবে স্রাব করাইবে। সকল প্রকার বন্ধন শরীরের গূঢ় স্থানে এবং সন্ধি স্থানে প্রয়োগ করিবে। ওষ্ঠ সংযোগ করিবার স্থলে, অথবা অস্থি ভগ্নের স্থলে প্রয়োগ করিতে হইলে, অভিজ্ঞ বৈদ্য

* ব্রণের দোষ বিবেচনা করা অর্থাৎ বায়ু জন্য ব্রণ, কি পিত্তজন্য ব্রণ, কি শ্লেষ্মাজন্য ব্রণ, ইহা নিশ্চয় করা।

বিবেচনা পূর্ব্বক বন্ধন করিবেন, যেন উঠিতে বসিতে, শয়ন বা গমন করিতে,অথবা কোন প্রকার বাহনের দ্বারা গমন করিতে, ব্রণ দূষিত না হয় (চাড় না লাগে)। ত্বকের অথবা মাংসের উপরিভাগে, সন্ধি অস্থি অথবা কোষ্ঠ স্থানে, শিরা কিম্বা স্নায়ু মধ্যে, যে সকল গাঢ় অথচ গম্ভীর ব্রণ হয়, অথবা যে সকল ব্রণ শরীরে বিপরীত ভাবে স্থিত হয়, বন্ধন ব্যতিরেকে সেই সকল ব্রণ কদাচ আরোগ্য করিতে পারা যায় না।

একোনবিংশতি অধ্যায়।

ব্রণ হইলে যে রূপ আচরণ কর্ত্তব্য তাহার উপদেশ।

ব্রণের উপক্রমেই গৃহ-মধ্যে অবস্থিতি করিবে। যে গৃহ পবিত্র, রৌদ্র এবং বায়ু বর্জ্জিত ও যাহার বাস্তু প্রশস্ত, সেই গৃহে শারীরিক মানসিক বা আগন্তু (হঠাৎ যে রোগ জন্মে), কোন প্রকার রোগ হয় না। সেই গৃহে মনোহর, বিস্তৃত এবং অক্লেশকর শয্যা প্রস্তুত করিবে। সেই শয্যার শিরো-ভাগ পূর্ব্ব-দিকে হইবে, এবং তাহাতে কোন প্রকার শস্ত্র থাকিবে। সেই বিস্তৃত শয্যাতে ব্রণ-রোগী স্বচ্ছন্দ-ভাবে শয়ন করিবেন। পূর্ব্বদিকে দেবতারা অবস্থিতি করেন বলিয়া, তাঁহাদিগের সম্মানার্থ পূর্ব্বদিকেই মস্তক অবনত রাখিয়া, সেই বিস্তৃত শয্যায় ব্রণ-রোগী স্বচ্ছন্দ-ভাবে শয়ন করিবেন। সেই গৃহ-মধ্যে প্রিয়বাদী অনুকূল সুহৃদগণ-কর্ত্তৃক বেষ্টিত থাকিবে ও ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্য করিবে। কারণ প্রিয়-বাদী সুহৃৎগণ সর্ব্বদা নিকটে থাকিলে, তাহাদিগের আশ্বাস বাক্যে ও নানা প্রকার কথার প্রসঙ্গে ব্রণের যাতনা দূর হয়। দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ, দিবানিদ্রার দ্বারা

ব্রণে কণ্ডু, শোফ, বেদনা ও রস রক্তাদি স্রাব, এই সকল দোষ জন্মে, ব্রণ রক্ত-বর্ণ হয় এবং শরীর ভার হয়। উত্থান, উপবেশন, পরিবর্ত্তন (পাশ ফেরা), গমনাগমন, এবং উচ্চৈঃ-স্বরে বাক্য কথন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া, অতি ধীর-ভাবে নির্ব্বাহ করিয়া ব্রণকে রক্ষা করিবে। ব্রণ-রোগির পক্ষে এই সকল কার্য্য সামর্থ্য থাকিলেও কর্ত্তব্য নহে। এই সকল শারীরিক ক্রিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে অথবা আগ্রতার সহিত নির্ব্বাহ করিতে গেলে, শরীরে বায়ু কুপিত হইয়া ব্রণের স্থানে বেদনা জন্মায়। অতএব এরূপ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে, অথবা সাবধানে নির্ব্বাহ করিবে। যে সকল স্ত্রীলোক গমনীয়, তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা, আলাপ করা অথবা তাহা-দিগকে স্পর্শ করা, এককালে পরিত্যাগ করিবে। যদি স্ত্রীলোকের সন্দর্শনাদির দ্বারা কোন মতে শুক্র ক্ষরিত হয়, তবে স্ত্রীসংসর্গ না করিলেও সংসর্গ জনিত দোষ ঘটে। নূতন তণ্ডুল, মাষকলাই, তিল, কলাই, কুলত্থ কলাই, বরবটী, হরিদ্-বর্ণ শাক, অম্ল-দ্রব্য, লবণ, কটুদ্রব্য, গুড়, পিষ্টক, শুষ্ক মাংস, শুষ্ক-শাক, ছাগ অথবা মেষ মাংস, নির্জ্জল-দেশে যে পশু জন্মে তাহার মাংস, বসা, শীতল জল, কৃশরা, পায়স, দধি, দুগ্ধ, তক্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। নূতন-ধান্য হইতে তক্র পর্য্যন্ত যে কয়েকটী বর্গ পশ্চাৎ কহিব, তাহা সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। কারণ, তাহাতে ব্রণ দূষিত হয়, এবং পূয বৃদ্ধি হয়। মদ্যপায়ী ব্যক্তি মৌরেয় সুরা, নিম্ব-বৃক্ষ-জাত সুরা, এবং অন্যান্য সুরার বিকৃতি পরিত্যাগ করিবে। অম্ল, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, এবং আশুকারী (যাহাতে শীঘ্র নেশা হয়), এই

সকল গুণ বিশিষ্ট মদ্য পান করিলে ব্রণ ব্যাপাদিত হয় (বসিয়া যায়)। বায়ু রৌদ্র ধূলা ধূম এবং হিম অতিশয় সেবন করা, অনিষ্ট দর্শন বা শ্রবণ, ঈর্ষা, অক্ষান্তি, ভয়, ক্রোধ, শোক, রাত্রি জাগরণ, একাগ্র চিন্তা, বিপরীত আহার (বিংশতি অধ্যায়ে কথিত), অতিশয় আহার, অনাহার, সর্ব্বদা শয়ন, কলহ, পুনঃ২ গমনাগমন, শীতল বায়ু, এবং অজীর্ণ জনক দ্রব্য, এই সকল পরিত্যাগ করিবে। এই সকল আচরণে অথবা সেবনে ব্রণ-রোগির শরীর সন্তপ্ত হয়। সন্তপ্ত হইলে শরীরের রক্ত ও মাংস ক্ষয় হইতে থাকে। শরীরের সন্তাপ ও ক্ষীণতা প্রযুক্ত ভুক্ত-দ্রব্য সম্যক্ পরিপাক হয় না। পরিপাক না হইলে বায়ু কুপিত ও বলবান্ হইয়া উঠে। তাহার দ্বারা ব্রণের স্থানে ফুলা, বেদনা, ও দাহ জন্মে, রস-রক্তাদি নিঃসরণ হয়, এবং ব্রণ পাকিয়া উঠে।

ব্রণ-রোগী সর্ব্বদা পবিত্র ভাবে থাকিবে, অল্প নখ, অল্পরোম ও শুক্ল-বস্ত্র ধারণ করিবে, শান্তি ও মঙ্গল কার্য্য করিবে, এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরু-পরায়ণ হইবে। যে হেতু, যে সকল বলবান্ রাক্ষস, পশুপতি কুবের ও কার্ত্তিকেয়ের অনুচর, তাহারা হিংসার নিমিত্ত বিচরণ করে। মাংস ও শোণিত প্রিয় সেই সকল রাক্ষসগণ সৎকৃত হইবার অথবা বিনাশ করিবার অভিলাষে, ব্রণ-রোগির নিকটে উপস্থিত হয়। তাহাদিগের পূজার নিমিত্ত মনে মনে যত্ন করিবে, এবং ধূপ বলি ও ভক্ষ-দ্রব্যের দ্বারা তাহাদিগকে উপহার প্রদান করিবে। তাহারা তৃপ্ত হইলে আত্মরক্ষাভিলাষী-দিগকে হিংসা করে না। অতএব সর্ব্বদা লোক কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, এবং দীপ, জল, মাল্য,

পুষ্প এবং লাজ প্রভৃতি গৃহ-মধ্যে স্থাপন করিয়া, সম্পদসূচক মঙ্গল-সূচক ও আহ্লাদ-সূচক কথার প্রসঙ্গে সেই গৃহ-মধ্যে বাস করিবে। সম্পদ-সূচক প্রভৃতি মনোহর কথার প্রসঙ্গে মন সন্তুষ্ট থাকিলে, ব্যাধি হইতে শীঘ্র মুক্ত হইবার অভিলাষ জন্মে। সুতরাং তদ্দ্বারা সুখলাভ হয়। ঋক্ যজুঃসাম অথর্ব্ব এই চারি বেদ-কর্ত্তৃক অথবা অন্য কোন শাস্ত্র-কর্ত্তৃক, যে সকল আশীর্ব্বাদ বাক্য বিহিত হইয়াছে, সেই সকল আশীর্ব্বাদ বাক্যের দ্বারা আচার্য্য এবং বৈদ্য দুই সন্ধ্যা রোগিকে রক্ষা করিবে। সর্ষপ ও নিম্বপত্রে ঘৃত এবং লবণ মিশ্রিত করিয়া ধূপ নির্ম্মাণ করিবে। উপর্য্যুপরি দশ দিবস প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সেই ধূপ গৃহ-মধ্যে প্রজ্জ্বালিত করিবে (ধূঁয়া দিবে)। মৌরী, শোলফা-শাক, লাঙ্গূলী, জটা-মাংসী, ব্রাহ্মীশাক, ঋদ্ধি, শালপাণী চাকুলিয়া, শ্বেত-দুর্ব্বা, দুর্ব্বা ও শ্বেত-সর্ষপ, এই সকল মস্তকে ধারণ করিবে।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

বাল ব্যজনের (নূতন-পাখা) দ্বারা ব্রণের উপরি বাতাস করিবে। ব্রণ কদাচ ঘর্ষণ করিবে না, টিপিবে না, অথবা চুলকাইবে না। শয্যাতে থাকিয়া সাবধানে ব্রণের স্থান রক্ষা করিবে। বনে সিংহ থাকিলে মৃগ যে রূপ বন পরিত্যাগ করে। ব্রণ-রোগী এই প্রকার নিয়মবিশিষ্ট হইলে নিশাচরেরা তাহাকে সেইরূপ পরিত্যাগ করে। স্নিগ্ধ, অল্প-উষ্ণ, দ্রব-প্রায়, পুরাতন শালী-তণ্ডুলের অন্ন, বন্য-পশুর মাংসের সহিত ভোজন করাই ব্রণ-রোগীর পথ্য, তাহাতে ব্রণ শীঘ্র আরোগ্য হয়। অথবা, নটেশাক, জীবন্তী, সুষুণী-শাক, বেতো-শাক,

অপক্ক-মূলক, বার্ত্তাকু, পটোল এবং কারবেল্ল (করলা উচ্ছে), এই সকল দ্রব্য আমলকী এবং দাড়িমের সহিত, ঘৃত ও সৈন্ধব লবণ সংযোগে ভর্জ্জিত করিবে (ভাজিবে)। এই সকল ভর্জ্জিত দ্রব্যের অথবা এই রূপ গুণ-বিশিষ্ট অন্য দ্রব্যের সহযোগে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অন্ন ভোজন করিবে। অথবা, গোধূম বা যবের শুষ্ক-চূর্ণ ও মণ্ড, মুদ্গ-রসের (মুগের ডাউলের ঝোলের) সংযোগে পান করিবে। এবং কাঞ্জি (আমানি) ও জল অগ্নিতে তপ্ত করিয়া পান করিবে। পরিশ্রম-হেতু ব্রণে শ্বয়থু (ফুলা বা শোথ) জন্মে। রাত্রি-জাগরণ-হেতু ফুলা এবং রক্ত-বর্ণ হয়। দিবানিদ্রা-হেতু রক্তবর্ণ ফুলা ও বেদনা হয়। এবং স্ত্রীসংসর্গ-প্রযুক্ত এই সমস্ত দোষ এবং মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। ব্রণ-রোগী, দিবা ভাগে নিদ্রা যাইবে না, বায়ু-শূন্য গৃহে অবস্থিতি করিবে, এবং বৈদ্যের মতে চলিবে। তাহা হইলে, ব্রণ শীঘ্র আরোগ্য হয়। এই রূপ আচরণ করিলে, ব্রণ-রোগী সুখ এবং দীর্ঘ-আয়ু লাভ করে।

বিংশতি অধ্যায়।

আহারীয় দ্রব্যের হিতাহিত বর্ণন।

কোন২ পণ্ডিতেরা কহেন যে, যে দ্রব্য বায়ুর পক্ষে পথ্য, তাহা পিত্তের পক্ষে অপথ্য। এই হেতু কোন দ্রব্যই একান্ত হিতকর বা একান্ত অহিতকর হইতে পারেনা। কিন্তু তাহাতে সম্যক্-রূপে দ্রব্যের হিতাহিত জ্ঞান হয় না। কারণ সকল দ্রব্যই স্বভাবতঃ অথবা অন্যদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে, একান্ত হিতকর, একান্ত অহিতকর, অথবা হিত ও অহিত উভয়

গুণ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। জল, ঘৃত, দুগ্ধ এবং অন্ন প্রভৃতি জাতিসাত্ম্য (১) প্রযুক্ত একান্ত হিতকর। অগ্নি, ক্ষার ও বিষ প্রভৃতি দ্রব্য, দহন, পচন ও মারণাদি গুণ-বিশিষ্ট বলিয়া, একান্ত অহিতকর। দ্রব্যান্তরের সহিত সংযুক্ত হইলেও, অনেক দ্রব্য বিষ-তুল্য হইয়া থাকে। এবং হিত ও অহিত গুণ-বিশিষ্ট সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা বায়ুর পক্ষে পথ্য, তাহা পিত্তের পক্ষে অপথ্য, এবং যাহা পিত্তের পক্ষে পথ্য, তাহা বায়ুর পক্ষে অপথ্য হইয়া থাকে। অতএব সকল প্রাণির আহারের নিমিত্ত, দ্রব্যের বর্গ উপদেশ করা হইতেছে। রক্তবর্ণ ধান্য, ষষ্টিক (ষাট) ধান্য, গঙ্গুক, মুকুন্দ, পাণ্ডু, পীত, প্রমোদ, কাল, অশন, পুষ্প, কর্দ্দম, শকুনাহৃত, সুগন্ধ, কলমা, নীবার (উড়ি), এবং উদ্দালক, এই সকল প্রকার ধান্য শ্যামাঘাস গোধূম এবং যব ইত্যাদি সামান্যতঃ সকলের পক্ষেই সুপথ্য। সকল প্রকার মৃগ, কালসার, ক্রকর (খৈরী), কপোত, অলাব (ছাতরা), তিত্তির, কপিঞ্জল, বর্ত্তী এবং অবর্ত্তী, মাংসের মধ্যে এই সকল পশু পক্ষিগণের মাংস সামান্যতঃ সকলের পক্ষে সুপথ্য। মুগ, বনমুগ, ছোলা, মসূর, হরেণু, অরহর, এবং সতীন (তেওড়া) এই সকল কলাই সামান্যতঃ সকলেরই পথ্য। চিল্লি-শাক, বেতো শাক, সুষুণি-শাক, জীবন্তী, নটেশাক, এবং থুলকুড়ী, এই গুলি সামান্যতঃ সকলের পক্ষে সুপথ্য। দুগ্ধ, ঘৃত, সৈন্ধব, দাড়িম ও আমলকী এগুলিও সেই রূপ সামান্যতঃ সুপথ্য। ব্রহ্মচর্য্য আচরণ, বায়ু-শূন্য স্থানে শয়ন, উষ্ণোদক পান,

(১) যে জাতীয় জীবের যে রূপ আহারে শরীর পোষণ হয়, তাহাকেই সেই জীবের জাতি-সাত্ম্য আহার বলা যায়।

রাত্রিকালে নিদ্রা যাওয়া, এবং ব্যায়াম অভ্যাস করণ, একান্ত হিতকর। যে প্রকার দ্রব্য একান্ত হিতকর, বা একান্ত অহিতকর তাহা বলা হইল। যে সকল দ্রব্য হিত ও অহিত উভয় গুণ বিশিষ্ট, তাহারা বায়ুর পক্ষে পথ্য হইলে পিত্তের পক্ষে অপথ্য হয়, এবং পিত্তের পক্ষে পথ্য হইলে বায়ুর পক্ষে অপথ্য হয়। অপর অনেক প্রকার দ্রব্য আছে, যাহারা অন্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে বিষতুল্য হয়। যথা বল্লীফল (লতা গাছের ফল, যথা লাউ কুমড়া), কবক (ফল বিশেষ), অম্ল-ফল (চালতা আমড়া প্রভৃতি), লবণ, কুলত্থ-কলাই, পিণ্যাক্ (তিল বা সরিষা বাটা), তৈলে ভর্জ্জিত পিষ্টক, শুষ্ক শাক, ছাগলের অথবা মেষের মাংস, মদ্য, জাম-ফল, চিলিচিম (চিংড়ী মৎস্য), গোধা অথবা বরাহ মাংস, এই সকলের মধ্যে কোন দ্রব্য দুগ্ধের সহিত একত্র ভোজন করিবে না। রোগ, প্রকৃতি, দেশ, কাল, দেহের অবস্থা, এবং অগ্নির দীপ্তি, এই সকল বিবেচনা করিয়া রোগির আহারের ব্যবস্থা করিবে। দুগ্ধ এবং বিষের মধ্যে, দুগ্ধ নিতান্ত হিতকর, এবং বিষ নিতান্ত অহিতকর। কিন্তু রোগিদিগের সম্বন্ধে অতিশয় অবস্থান্তর হইলে, দ্রব্যের স্বাভাবিক হিতকারিতা বিবেচনা না করিয়া, তৎকালে যাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, এরূপ দ্রব্য ব্যবস্থা করিবে*। হে বৎস সুশ্রুত, দ্রব্য রস অথবা সলিলাদি অন্য দ্রব্য বা রসের সহিত সংযুক্ত হইলে, অবস্থা বিশেষে এই রূপ একান্ত হিতকর হইয়া থাকে জানিবে।

* দুগ্ধ একান্ত হিতকর পথ্য হইলেও কোন২ স্থলে তাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। এবং বিষ নিতান্ত অহিতকর হইলেও অবস্থা বিশেষে স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

অতঃপর অপরাপর যে সকল দ্রব্য পরস্পর সংযোগে অহিতকর হয় তাহা কহিতেছি। নূতন ধান্যের অন্নের সহিত অথবা, বসা, মধু, গুড় দুগ্ধ কিম্বা মাষকলাইয়ের সহিত, গ্রাম্য বা নির্জ্জল দেশ-জাত পশুর মাংস ভোজন করিবে না। দুগ্ধ বা মধুর সহিত রোহিণী (কটফল শাক) অথবা জাতু (হিঙ্গু) শাক ভোজন করিবে না। কাঞ্জি অথবা মদ্যের সহিত বলাকার (বাল-হাঁস) মাংস, পিপ্পলী অথবা মরীচের সহিত কাকমাচী (১), অথবা নাড়ীভঙ্গ-শাক কুক্কুট-মাংস এবং দধি, একত্র ভোজন করিবে না। মধু পান করিয়াই উষ্ণোদক পান করিবে না। পিত্তের সহিত মাংস পাক করিয়া ভোজন করিবে না। সুরা তিল-মিশ্রিত-পিষ্টক এবং পায়স একত্র ভোজন করিবে না। কাঞ্জির সহিত তিলের পিষ্টক, মৎস্যের সহিত গুড় চিনী প্রভৃতি ইক্ষুবিকার, গুড়ের সহিত কাকমাচী, মধুর সহিত মূলক, এবং গুড় অথবা মধুর সহিত বরাহ মাংস, ভোজন করা বিরুদ্ধ। দুগ্ধের সহিত মূলক, আম্র, জাম্ব, শূকর-মাংস, গোসাপ, কোন প্রকার মৎস্য, বিশেষতঃ চিলিচিম (চিংড়ি মৎস্য), এবং দুগ্ধ দধি অথবা তাল-ফলের সহিত কদলীফল, ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। দুগ্ধ দধি মাষসূপ (মাষকলাইয়ের ডাল) মধু অথবা ঘৃতের সহিত লকুচ ফল (মাদার) ভক্ষণ করিবে না। যে সকল দ্রব্য দুগ্ধ-যোগে আহার করিতে নিষেধ, তাহা দুগ্ধ পান করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে আহার করিবে না।

(১) ইহাকে গুড়কামাই বলে

যে সকল আহারীয় দ্রব্য ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা বিরুদ্ধ হয়, তাহা কহিতেছি। কপোত-মাংস সর্ষপ-তৈলে ভর্জ্জন করিয়া ভোজন করিবেনা। কপিঞ্জল, ময়ূর, ছাতরা, তিতির ও গোসাপ, ইহাদিগের মাংস, এরণ্ড কাষ্ঠের অগ্নিতে, অথবা এরণ্ড তৈলে পাক করিয়া ভোজন করিবে না। ঘৃত অথবা মধু দশরাত্র কাংশ্য পাত্রে রাখিয়া পান করিবে না। উষ্ণ দ্রব্যের সহিত কাকমাচী পাক করিয়া খাইবে না। তিলবাটার সহিত কলমী শাক পাক করিয়া খাইবে না। নারিকেল ও বালহাঁসের মাংস একত্র বরাহ বসাতে (শূকরের চর্ব্বিতে) ভর্জ্জন করিয়া খাইবে না। কুক্কুট-মাংস, শলাকায় বিদ্ধ করিয়া অঙ্গারের অগ্নিতে পাক করিয়া ভোজন করিবে না।

অতঃপর যে সকল দ্রব্য পরিমাণের ভেদে বিরুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহা কহিতেছি। মধু এবং জল, অথবা মধু এবং ঘৃত তুল্য পরিমাণে পান করিবে না। দুই প্রকার স্নেহ-দ্রব্য, মধু ও কোন প্রকার স্নেহ-দ্রব্য, এবং জল ও কোন প্রকার স্নেহ-দ্রব্য, একত্র পান করিবে না। বিশেষতঃ মধু অথবা কোন প্রকার স্নেহ পান করিয়া, তাহার অব্যবহিত পরেই বর্ষার জল পান করা অকর্ত্তব্য।

অতঃপর যে সকল রস পরস্পর মিলিত হইয়া, রসে বীর্য্যে অথবা পরিপাকে বিরুদ্ধ হয়, তাহা কহিতেছি। মধুর এবং অম্ল-রস মিলিত হইলে রসে এবং বীর্য্যে বিরুদ্ধ। মধুর ও লবণ-রস, এবং মধুর ও কটু-রস মিলিত হইলে, রসে বীর্য্যে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ। মধুররস ও তিক্তরস, রসে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ। মধুর ও কষায়রস, এবং অম্ল ও লবণরস,

রসে বিরুদ্ধ। অম্ল ও কটু, রসে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ। অম্ল তিক্ত এবং অম্ল কষায়, রসে বীর্য্যে এবং পরিপাকে, লবণ ও কটু-রস পরিপাকে, লবণ ও তিক্ত-রস, এবং লবণ ও কষায়-রস, রসে বীর্য্যে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ। কটু ও তিক্ত, রসে এবং বীর্য্যে, কটু ও কষায়, এবং তিক্ত ও কষায় কিবল রসে বিরুদ্ধ। অতি-রুক্ষ, অতি-স্নিগ্ধ, অতি-উষ্ণ এবং অতি-শীতল, এই সকল বর্জ্জন করিবে।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

যে সকল আহারীয় দ্রব্য রসে বীর্য্যে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ, তাহারা নিতান্ত অহিতকর। এতদ্ব্যতিরেকে অপর সকল দ্রব্য হিত এবং অহিত উভয় প্রকার গুণ বিশিষ্ট। এই সকল প্রকার বিরুদ্ধ আহারের দ্বারা, ব্যাধি, ইন্দ্রয়ের দুর্ব্বলতা, এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। এই সকল বিরুদ্ধ আহার প্রযুক্ত অল্পমাত্র দোষ ঘটিলে, যদি তাহাদিগকে নির্গত করা না হয়, তবে সেই রস ক্রমশঃ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। বিরুদ্ধ ভোজনে যে সকল রোগ জন্মে, তাহা বিরেচনের দ্বারা নাশ হয়। এবং বমন করিলে, রোগ জন্মিবার পূর্ব্বেই তাহার শমতা হয়। অভ্যাস থাকিলে, পরিমাণ অল্প হইলে, অগ্নির দীপ্তি থাকিলে, বয়স তরুণ হইলে, শরীর স্নিগ্ধ থাকিলে, অথবা ব্যায়ামশীল বা বলিষ্ঠ হইলে, বিরুদ্ধ ভোজন ক্লেশকর হয় না। ব্যায়ামশীল, বলবান্, শিশু, স্নিগ্ধ-শরীর-বিশিষ্ট, বা বহুভোজনকারী হইলে, বা অগ্নির দীপ্তি থাকিলে, বিরুদ্ধ ভোজনের দ্বারা এই সকল ব্যক্তির রোগ জন্মে না। অথবা অভ্যাস থাকিলে বা অল্প পরিমাণে আহার করিলেও রোগ জন্মে না।

অনন্তর বায়ুর গুণ বর্ণন করা যাইতেছে।

পূর্ব্বদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা মধুর ও লবণ-রস বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, ভার, অম্লপিত্ত-জনক, এবং রক্তপিত্ত-বর্দ্ধনকারী। বিশেষতঃ যাহারা ক্ষত-রোগ, বিষ-রোগ, অথবা ব্রণরোগ বিশিষ্ট, অথবা যাহাদিগের শ্লেষ্মল শরীর, পূর্ব্বদিকস্থ বায়ুর দ্বারা তাহাদিগের রোগ বর্দ্ধিত হয়, এবং ব্রণের ক্লেদও (পূযাদি) বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু যাহারা বায়ুরোগ বিশিষ্ট, শ্রান্ত, অথবা যাহাদিগের শরীরের কফভাগ শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। দক্ষিণদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা মধুর ও কষায় রস বিশিষ্ট, লঘু, চক্ষুর দীপ্তিকারী ও বল-বর্দ্ধনকারী। ইহাতে অম্লপিত্ত জন্মে না, এবং বায়ুরও প্রকোপ হয় না। পশ্চিমদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা বিশদ রুক্ষ, কঠিন, খরস্পর্শ, তীক্ষ্ণ, কফ ও মেদ শোষণকারী, এবং শরীরের চিক্কণতা ও বল বিনাশকারী। ইহার দ্বারা শরীর শুষ্ক হয়, এবং প্রাণ-নাশও হইয়া থাকে। উত্তরদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা স্নিগ্ধ, মৃদু, মধুর ও কষায়-রস বিশিষ্ট, এবং শীতল। ইহার দ্বারা কোন দোষের প্রকোপ হয় না, বরং বল বৃদ্ধি হয়, কিন্তু শরীরে ক্লেদ জন্মে। ক্ষীণ, এবং ক্ষয়-রোগ ও বিষরোগ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা বিশেষ-রূপে হিতকারী।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

বাতাদির স্থান সঞ্চয় প্রকোপ প্রসরণ ও তদ্দারা ব্রণ উৎপত্তির বিবরণ।

বাত-পিত্ত শ্লেষ্মাই দেহের উৎপত্তির কারণ*। যেমন তিনটী স্তম্ভে গৃহ ধারণ করে। সেই রূপ ইহারাও শরীরের

* "বাত পিত্ত শ্লেষ্মা শরীর ধারণের মূল" আর্য্যগণের এই অভিপ্রায়টী স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। এই সম্বন্ধে এ গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে রূপ বলা হইয়াছে, তাহাতে পিত্ত এবং শ্লেষ্মার উৎপত্তি আকার, আশ্রয়, লক্ষণ, এবং শরীরের যে২ কার্য্যের জন্য তাহাদিগের প্রয়োজন, এই সকল বিষয়ের অধিকাংশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বায়ুকে যে কি কারণে আর্য্যেরা শরীর ধারণের মূল বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন এক্ষণে তাহার বিবেচনা করা যাইতেছে। বা ধাতুর অর্থ গমন করা। যদ্দারা দেহ-যন্ত্র চালিত হয়, তাহাকে বায়ু কহে। আয়ুর্ব্বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে প্রধান বায়ু পাঁচটী এবং উপবায়ু পাঁচটী। শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া-বিশিষ্ট প্রাণ বায়ুই তাহার মধ্যে প্রধান। স্থান ভেদে এই প্রাণ বায়ুরই দশবিধ নাম হইয়াছে। অনেকানেক তন্ত্রে বর্ণিত আছে যে দেহস্থ কুণ্ডলিনী নাম্নী শক্তি হইতে সেই প্রাণ-বায়ু সম্ভূত হইয়াছে। তন্ত্রকারেরা সেই কুণ্ডলী শক্তিকে বায়ু এবং অগ্নির সূক্ষ্মাংশ তড়িন্ময় পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করেন। সেই শক্তি মেরু দণ্ডের মধ্যে থাকিয়া, জ্ঞান ইচ্ছা ক্রিয়া এই তিন রূপে বিভক্ত হইয়া,কি বাহ্যেন্দ্রিয়ের কার্য্য কি আন্তরিক যন্ত্রকার্য্য, দেহস্থ সমস্ত কার্য্যেরই প্রবর্ত্তিকা হইয়াছেন। অসংখ্য শূন্য অথবা বায়ু বাহিনী ধমনী মেরুদণ্ডে সংলগ্না বলিয়া তন্ত্রে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে জ্ঞান-শক্তি বাহিনী, ইচ্ছা শক্তি-বাহিনী এবং ক্রিয়া-শক্তি-বাহিনী এই তিন নাড়ী প্রধানা বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। সেই সকল ধমনী-পথে তড়িন্ময় সূক্ষ্ম বায়ু সহকারে জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া-শক্তি দেহে এবং দেহস্থ সমস্ত যন্ত্রে সংযোজিতা হয়। পাশব তাড়িৎ তত্ত্ববেত্তা ডাক্তার ডড্ সাহেব স্বীয় তাড়িৎতত্ত্ব গ্রন্থে, শরীরে শোণিত সঞ্চালিত হওনের হেতু সম্বন্ধে এই রূপ বলিয়াছেন,যে মেরুদণ্ড হইতে হৃদয়ের উপরিভাগ পর্য্যন্ত যে একটী শিরা সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা ছেদন মাত্রই রক্তের সঞ্চালন এককালে রহিত হয়। ইহাতেই তিনি অনুমান করেন যে ঐ ধমনীর দ্বারাই হৃদয়ে রক্তসঞ্চালিনী শক্তি সংযোজিতা হয়। শারীর তত্ত্ববিৎ ডাক্তার কুম্বসাহেব বলেন, যে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে জ্ঞান শক্তি-বাহিনী ও ক্রিয়াশক্তি-বাহিনী যে শিরা আছে, তাহা তিনি সেই শিরা ছেদন পূর্ব্বক পরীক্ষা

অধ ঊৰ্দ্ধ এবং মধ্যদেশে অবিকৃত ভাবে থাকিয়া এই শরীরকে ধারণ করে। এ কারণ কোন২ পণ্ডিত এই শরীরকে ত্রিস্থূণ (তিনটী স্তম্ভ বিশিষ্ট) গৃহ বলিয়া থাকেন। ইহাদিগের বিকৃতি ভাব হইলেই দেহের নাশ হয়। এই তিনটী এবং শোণিত, এই চারিটী উৎপত্তি স্থিতি এবং বিনাশ কালেও শরীরে অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে। বাত পিত্ত শ্লেষ্মা এবং শোণিত, এই চারিটী ব্যতিরেকে দেহ রক্ষা হয় না। ইহারাই দেহকে নিরন্তর ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে বা ধাতুর অর্থ গতি এবং গন্ধন বুঝায়, ইহার উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিয়া বাত শব্দ উৎপত্তি হয়। তপ ধাতুর অর্থ সন্তাপ বুঝায়, তাহার উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিয়া পিত্ত শব্দের উৎপত্তি হয়। এবং শ্লিষ ধাতুর অর্থ আলিঙ্গন বুঝায়, তাহার উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া শ্লেষ্মা শব্দের উৎপত্তি হয়।

অতঃপর বাত পিত্ত শ্লেষ্মা এবং শোণিত, এই চারিটী দোষের আশ্রয়ের স্থান কহিতেছি। ইহাদিগের মধ্যে বায়ু, কটিদেশ এবং মলাশয় আশ্রয় করিয়া থাকে। কটি এবং মলাশয়ের উপরিভাগে এবং নাভির অধোভাগে পক্কাশয়, সেই পক্কাশয় এবং আমাশয়ের* মধ্য-স্থানে পিত্ত আশ্রয়

করিয়া দেখিয়াছেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে সেই মেরুদণ্ডাশ্রিত সকল ধমনীর মধ্যগতা যে সকল বায়বী শক্তি আছে ও তাহার শ্বাস প্রশ্বাস আদি যে সকল বাহ্যক্রিয়া দৃষ্ট হয় তাহাই আর্য্যগণের দ্বারা দেহস্থ মূল-বায়ু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নিদান স্থানে ইহার আরও বিশেষ রূপ মীমাংসা পাওয়া যাইবে।

* জীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ভুক্ত দ্রব্য অপক্ক অবস্থায় যে স্থানে থাকে তাহাকে আমাশয় কহে। আমাশয়ের স্থান নাভির উপরিভাগ।

করিয়া থাকে। এবং শ্লেষ্মা, আমাশয়ের স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে। এই বাত পিত্ত শ্লেষ্মা পুনর্ব্বার পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হইয়া পঞ্চ-স্থানে অবস্থিতি করে। তাহার মধ্যে বায়ুর পঞ্চ স্থান বাতব্যাধির অধিকারে কহিব। পিত্তের স্থান যকৃৎ-প্লীহা, হৃদয়, দৃষ্টি, ত্বক্, এবং পূর্ব্বোক্ত পক্ক ও আমাশয়ের মধ্য-স্থান। শ্লেষ্মার স্থান বক্ষ, মস্তক, কণ্ঠদেশ, সন্ধি-স্থান এবং আমাশয়। বাত পিত্ত শ্লেষ্মা এই তিন দোষ বিকৃত না হইলে, এই সকল স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে। যেমন চন্দ্র সূর্য্য এবং বায়ু, ক্ষরণ আকর্ষণ এবং সঞ্চালন ক্রিয়ার দ্বারা এই জগৎ-রূপ বিরাট দেহকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই রূপ কফ পিত্ত বায়ু প্রাণিগণের দেহকে ধারণ করিয়া থাকে।

এ স্থলে বিবেচনার বিষয় এই যে পিত্ত ব্যতিরেকে দেহে অন্য কোন রূপ অগ্নি আছে, কি পিত্তই অগ্নি। পিত্ত ব্যতিরেকে দেহে অন্য কোন প্রকার অগ্নির উপলব্ধি হয় না। পিত্ত আগ্নেয় পদার্থ। দহন ও পরিপাক বিষয়ে পিত্তই অধিষ্ঠিত থাকিয়া অগ্নির ন্যায় কার্য্য করে। ইহাকেই অন্তরগ্নি কহে। কারণ, প্রথমতঃ দেহে অগ্নির মান্দ্য হইলে, যাহাতে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, এ রূপ দ্রব্যই সেবন করা যায়, এবং অগ্নি অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, শীতল ক্রিয়ার দ্বারাই তাহার প্রতিকার করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, আগম শাস্ত্রেও এ রূপ কথিত আছে, যে পিত্ত ভিন্ন দেহে অন্য কোন প্রকার অগ্নির অধিষ্ঠান নাই। পক্বাশয় এবং আমাশয়ের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, পিত্ত যে কি প্রাণালীতে চতুর্বিধ আহার পরিপাক করে, এবং কি প্রণালীক্রমেই বা আহার জনিত রস বায়ু পিত্ত

কফ মূত্র এবং পুরীষ প্রভৃতিকে পরস্পর পৃথক্ করে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না। পিত্ত ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়াই অগ্নিক্রিয়ার দ্বারা দেহে অপর চারিটী পিত্ত স্থানের ক্রিয়ার সাহায্য করে। সেই পক্ক ও আমাশায়ের মধ্যস্থিত পিত্তে, পাচক নামে অগ্নি অধিষ্ঠান করে। যকৃৎ প্লীহা মধ্যে যে পিত্ত অধিষ্ঠিত, তাহাতে রঞ্জক নামে অগ্নি অবস্থিতি করে। সেই রঞ্জক অগ্নিই আহার-সম্ভূত রসকে রক্ত-বর্ণ করে। যে পিত্ত হৃদয়-স্থানে সংস্থিত, তাহাতে সাধক নামে অগ্নি অবস্থিতি করে। তদ্দ্বারা মনের সকল অভিলাষ সাধিত হয়। যে পিত্ত দৃষ্টি স্থানে অধিষ্ঠিত, তাহাতে আলোচক নামে অগ্নি অবস্থিতি করে। তদ্দ্বারা পদার্থের রূপ অথবা প্রতিবিম্ব গৃহীত হয়। যে পিত্ত ত্বচে সংস্থিত, তাহাতে ভ্রাজক নামে অগ্নি অবস্থিতি করে। তৈলমর্দ্দন অবগাহন আলেপন প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা যে সকল স্নেহ প্রভৃতি দ্রব্য শরীরে লিপ্ত হয়, এই পিত্তের দ্বারা সেই সকল দ্রব্যের পরিপাক ও দেহের ছায়ার প্রকাশ হয়।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

পিত্ত, তীক্ষ্ণগুণ ও পূতিগন্ধ বিশিষ্ট, নীল অথবা পীত-বর্ণ বিশিষ্ট, এবং তরল। পিত্ত উষ্ণ হইলে কটুরস বিশিষ্ট, এবং বিদগ্ধ হইলে অম্লরস বিশিষ্ট হয়।

অতঃপর শ্লেষ্মার স্থান কহিতেছি। শ্লেষ্মার স্থান আমাশয়। সেই স্থান পিত্তাশয়ের উপরিভাগে থাকা প্রযুক্ত, শ্লেষ্মা এবং পিত্ত পরস্পর বিপরীত গুণবিশিষ্ট হওয়া প্রযুক্ত, এবং পিত্তের ঊর্দ্ধগতি প্রযুক্ত, চন্দ্র যে রূপ সূর্য্য-ক্রিয়ার আধার,

সেই রূপ শ্লেষ্মাও চারি প্রকার আহারের আধার*। সেই আমাশয়ের স্থানে, শ্লেষ্মার জলীয় গুণের দ্বারা সকল প্রকার ভুক্ত-দ্রব্য ক্লিন্ন (আর্দ্র) হয়, একত্রীভূত থাকিলে পৃথক্২ হয়, এবং তাহাতে অনায়াসেই জীর্ণ হয়। শ্লেষ্মা আমাশয়ের স্থানেই উৎপত্তি। মাধুর্য্য এবং পিচ্ছিল ভাব প্রযুক্ত, এবং ভুক্ত দ্রব্যকে প্রক্লেদিত করা প্রযুক্ত, ইহা মধুর-রস ও শীতল গুণ বিশিষ্ট। শ্লেষ্মা আমাশয়ে অবস্থিতি করিয়া, সাধ্যানুসারে উদক ক্রিয়ার দ্বারা শরীরের অপরাপর শ্লেষ্মা স্থানের আনুকূল্য করে। হৃদয়স্থ শ্লেষ্মা, কটিদেশের সন্ধি ধারণ করে, এবং অন্নরসের সহিত মিলিত হইয়া হৃদয়স্থান অবলম্বন করে। কণ্ঠস্থিত শ্লেষ্মা, জিহ্বামূল আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং রসনেন্দ্রিয়ের সৌম্যগুণ প্রযুক্ত রসের আস্বাদন কার্য্যেই তাহার অধিষ্ঠান হয়। মস্তকে যে সকল তৈল প্রভৃতি স্নেহ-দ্রব্য মর্দ্দন করা যায়,

* "চ্ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধঃস্থো ঘনবদ্ভবেৎ"। জ্যোতিষের এই বচনের দ্বারা জানা যাইতেছে যে আর্য্যেরা চন্দ্রকে সূর্য্য এবং পৃথিবীর মধ্যস্থিত বলিয়া নিরূপণ করিয়াছিলেন। সেই উপমান অনুসারেই এস্থলে শ্লেষ্মাকেও পিত্তাগ্নি এবং ভুক্তদ্রব্যের মধ্যস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। চন্দ্র এই সমস্ত বিশ্ব চরাচরকে অমৃত রসে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সূর্য্য স্বীয় কিরণ দ্বারা সেই রস উত্তাপিত করিয়া সমস্ত পদার্থকে পরিপাক করিতেছেন। সুতরাং রস অথবা চন্দ্রই সূর্য্যক্রিয়ার আধার। চন্দ্র না থাকিলে পদার্থের পরিপাক হইতনা, এককালে দগ্ধ হইয়া যাইত। সেই রূপ পিত্তাগ্নিও শ্লেষ্মাকে উত্তপ্ত করিয়া ভুক্ত-দ্রব্য পরিপাক করে। শ্লেষ্মার দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকিলে ভুক্ত-দ্রব্য পরিপাক না হইযা দগ্ধ হইয়া যাইত। এ স্থলে উপমান এবং উপামেয়ের সম্বন্ধ বিবেচনা করিতে গেলে, শ্লেষ্মাকে পিত্তক্রিয়ার আধার বলাই সম্ভবে, তাহা না করিয়া চতুর্ব্বিধ আহারের আধার বলাতে, উপমান এবং উপমেয়ের পরস্পর সঙ্গতি যে কি রূপে রক্ষা করা যায় তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

তাহার দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া, শিরঃস্থিত শ্লেষ্মা, শ্রবণ দর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-কার্য্যের আনুকূল্য করে। সন্ধিস্থান-গত শ্লেষ্মা, শরীরের সন্ধিস্থান সংশ্লিষ্ট রাখিবার পক্ষে আনুকূল্য করে।

এই স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

শ্লেষ্মা, গুরু শ্বেত-বর্ণ, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, এবং শীতল। সেই শ্লেষ্মা মধুর-রস বিশিষ্ট হইলে অবিদাহী, এবং লবণ-রস বিশিষ্ট হইলে বিদাহি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শোণিতের স্থান যকৃৎ ও প্লীহা। শোণিত, ঐ দুই স্থান হইতেই দেহের সমুদায় শোণিত-ক্রিয়ায় আনুকূল্য করে। শোণিত, উষ্ণ নহে, শীতলও নহে, স্নিগ্ধ, রক্তবর্ণ, গুরু, মাংস-গন্ধ-বিশিষ্ট, এবং পিত্তের ন্যায় বিদাহ-গুণ-বিশিষ্ট।

প্রত্যেক দোষের যে২ স্থান বলা হইল, সেই২ স্থানে তাহারা সঞ্চিত হয়। যে২ কারণে যে২ দোষ সঞ্চিত হয়, তাহা ঋতু-বর্ণন অধ্যায়ে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কোন দোষ সঞ্চিত হইলে, কোষ্ঠ-দেশ পূর্ণ এবং ভার হয়, শরীরের ঈষৎ পীতবর্ণতা, অল্প উষ্ণতা, ভার, ও আলস্য জন্মে, এবং যে সকল কারণে সেই দোষ জন্মে, সেই সকল কারণের প্রতি বিদ্বেষ, এই সকল লক্ষণ ঘটে। সঞ্চিত দোষের প্রতিকার করিবার পক্ষে এইটী প্রথম কাল।

অতঃপর যে কারণে যে দোষের প্রকোপ হয় তাহা কহিতেছি। বলবানের সহিত ব্যায়াম করা, অতিরিক্ত ব্যায়াম করা, স্ত্রীসংসর্গ, অধ্যয়ন, পতন, ধাবন (দৌড়ান), প্রপীড়ন (অতিশয় টেপা), অভিঘাত, লঙ্ঘন, প্লবন (জলে থাকা),

সন্তরণ, রাত্রি-জাগরণ, ভার-বহন, গজ, অশ্ব, রথ প্রভৃতি বাহনে অথবা পদব্রজে গমন, কটু কষায় তিক্ত বা রুক্ষ দ্রব্য, লঘু অথবা শীতল তেজ-বিশিষ্ট-দ্রব্য, শুষ্ক শাক, শুষ্ক মাংস, কোদ্দালক, কোর-দূষক, শ্যামা-ধান্য, নীবার (উড়ি ধান্য), মুদ্গ, মসূর, অরহর ও কলাই, এই সকল দ্রব্য ভোজন, অনশন, বিপরীত ভোজন, অধিক ভোজন, এবং বাত মূত্র পুরীষ শুক্র ছর্দ্দি (বমন) হাঁচি উদ্গার ও অশ্রু প্রভৃতির বেগ ধারণ, এই সকল কারণে বায়ুর প্রকোপ হয়। বিশেষতঃ মেঘাচ্ছন্ন কালে, শীতল-বায়ু প্রবাহণ কালে, ঘর্ম্মের নিবারণ-কালে, এবং প্রতিদিন প্রত্যূষে অপরাহ্ন কালে ও অন্ন পরিপাক হইয়া গেলে, বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে।

ক্রোধ শোক ভয় চিন্তা উপবাস অগ্নিদাহ মৈথুন উপ-গমন, অথবা কটু অম্ল লবণ তীক্ষ্ণ উষ্ণ লঘু বিদাহী তিলতৈল পিণ্যাক কুলত্থ সর্ষপ মসিনা হরিদ্বর্ণ শাক গোধা (গোসাপ), মৎস্য ছাগ বা মেষমাংস দধি ঘোল দধিমস্তু ছানা কাঁজি সুরা, বা কোনরূপ সুরার বিকৃতি ও অম্লরস বিশিষ্ট ফল, এই সকলের দ্বারা পিত্তের প্রকোপ হয়। বিশেষতঃ উষ্ণক্রিয়া করিলে, বা উষ্ণ-কাল হইলে, মেঘের অবসান হইলে, অথবা মধ্যাহ্নকাল বা অর্দ্ধ-রাত্র হইলে, অথবা ভুক্ত-দ্রব্য পরিপাক হইবার কাল উপস্থিত হইলে, পিত্তের প্রকোপ হয়।

দিবানিদ্রা, শ্রমের অভাব, অলস, মধুররস, অম্লরস, লবণরস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল-দ্রব-বস্তু, হৈমন্তিক ধান্য, যব, মাষ, গোধূম, তিল-পিষ্টক, দধি, দুগ্ধ, কৃশরা, পায়স, ইক্ষু-বিকার, মাংস, বসা, মৃণাল, কেশুর, শৃঙ্গাটক(পাণীফল), মধুররস

বিশিষ্ট-অলাবু ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি লতা ফল, সম্যক্ ভোজন, বা অতিরিক্ত ভোজন, এই সকলের দ্বারা শ্লেষ্মার প্রকোপ হয়। বিশেষতঃ শীতল ক্রিয়া করিলে, বা শীত কিম্বা বসন্ত ঋতু হইলে, এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে সায়ংকালে ও আহার করিবামাত্র, শ্লেষ্মার প্রকোপ হয়।

পিত্তের প্রকোপ হইলেই রক্ত কুপিত হয়, অথবা যদি সর্ব্বদা দ্রব স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য আহার করে, দিবাভাগে নিদ্রা যায়, অথবা ক্রোধ, অগ্নিতাপ সেবন, রৌদ্র সেবন, শ্রম, অভিঘাত, অজীর্ণ-জনক অথবা বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, ইত্যাদি কোন প্রকার অহিতাচার করে, তাহাতেও রক্তের প্রকোপ হয়। বায়ু পিত্ত কফ এই তিন দোষের মধ্যে কোন দোষ কুপিত না হইলে, রক্ত কুপিত হয় না। অতএব সেই আনুসঙ্গী দোষ যে২ কালে কুপিত হয়, রক্তও সেই২ কালে কুপিত হয়*। কোন দোষ কুপিত হইলে, কোষ্ঠ দেশে বেদনা, অম্লরস যুক্ত পানীয় দ্রব্যে অভিলাষ, গাত্রদাহ, অন্নে অরুচি, এবং হৃদয়ে উৎক্লেদ (শ্লেষ্মার আশ্রয়) হইয়া থাকে। কুপিত দোষের প্রতিকার করিবার পক্ষে এইটী দ্বিতীয় কাল।

অতঃপর সেই সকল কুপিত দোষ যে রূপে শরীরে প্রসারিত হয় তাহা কহিতেছি। সুরা প্রস্তুত কালে, যেমন

* দোষের প্রকোপ কালেই যে রক্তের প্রকোপ হয়, তাহা জ্বর রোগে স্পষ্টই জানা যায়। কারণ যে দোষ কুপিত হইয়া জ্বর হয়। সেই দোষ কুপিত হইবার পক্ষে দিবারাত্রির মধ্যে যে কাল নির্ণীত হইয়াছে, প্রতিদিন সেই কালেই শরীর উত্তপ্ত হইয়া জ্বর আরম্ভ হয়। ইহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে প্রতিদিন প্রকোপ কালে দোষ কুপিত হইলে, রক্তও তাহার সহিত কুপিত হইয়া উঠে। রক্ত কুপিত হইলে উত্তপ্ত হয়, তদ্দ্বারা শরীরও উত্তপ্ত হইয়া উঠে।

কিন্বোদক (মশলার জল) এবং পিষ্ট-তণ্ডুল একত্র পর্য্যুসিত হইলে (পচিলে) বর্দ্ধিত হয়, সেই রূপ পূর্ব্বোক্ত সকল কারণে দোষ কুপিত হইলে, বর্দ্ধিত হইয়া গতি-বিশিষ্ট হয়। বায়ুর গতি শক্তির দ্বারাই তাহাদিগের গতি হইয়া থাকে। বায়ু অচেতন পদার্থ হইলেও, তাহাতে অধিক পরিমাণে রজোগুণ (১) আছে। রজোগুণ, সকল ভাবের প্রবর্ত্তক। যেমন একটি সেতুর এক দিকে সমধিক জলরাশি একত্র সঞ্চিত হইলে, সেই জলরাশি সেতু ভঙ্গ করিয়া, অপর দিকস্থ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া, নানা দিকে প্রসারিত হয়, সেই রূপ সকল দোষের মধ্যে কোন দোষ কুপিত হইলে, সেই সমস্ত দোষ স্বতন্ত্র২, অথবা দুইটী বা সকলে একত্র মিলিয়া, অথবা শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া, নানা প্রকারে প্রসারিত হইতে থাকে। সকল দোষ স্বতন্ত্র অথবা মিলিত হইয়া এই পঞ্চদশ প্রকারে প্রসারিত হয়, যথা বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শোণিত, বাত-পিত্ত, বাত-শ্লেষ্মা, পিত্ত-শ্লেষ্মা, বাত-শোণিত, পিত্ত-শোণিত, শ্লেষ্ম-শোণিত, বাত-পিত্ত-শোণিত, বাত-শ্লেষ্মা-শোণিত, পিত্ত-শ্লেষ্মা-শোণিত, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা এবং বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা-শোণিত।

যে রূপ আকাশের মধ্যে যে স্থানে মেঘের সঞ্চার হয়, সেই স্থানেই বৃষ্টি হয়, সেই রূপ শরীরের মধ্যে যে স্থানে কুপিত দোষের গতি হয়, সেই স্থানেই বিকৃতি জন্মে। দোষ কুপিত হইয়া প্রথমতঃ গমন পথে লীন হইয়া থাকে। পরে

(১) ক্রিয়া-প্রবর্ত্তিনী শক্তি অথবা গুণই রজোগুণ। যে গুণের দ্বারা শরীরে অথবা বাহ্য জগতে ক্রিয়া-শক্তির উদ্ভাবন হয়, অধ্যাত্ম পণ্ডিতেরা তাহাকেই রজো-গুণ বলেন।

তাহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারে এরূপ কোন কারণ না থাকিলে,কাল সহকারে সেই দোষ কোন একটী কারণ পাইলেই তৎক্ষনাৎ কুপিত হইয়া উঠে।

যে বায়ু কুপিত হইয়া পিত্ত স্থানে গমন করে, তাহার পিত্তের ন্যায়, যে পিত্ত কুপিত হইয়া শ্লেষ্মার স্থানে গমন করে, তাহার শ্লেষ্মার ন্যায়, এবং যে শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া বায়ুর স্থানে গমন করে, তাহার বায়ুর ন্যায়, প্রতিকার করিবে। কুপিত দোষ শরীরে প্রসারিত হইলে যে রূপ লক্ষণ হয়, তাহা বলা যাইতেছে। কুপিত বায়ুর গতি হইলে, বায়ুর বিপরীত পথে গতি, এবং আটোপ হয়। কুপিত পিত্তের গতি হইলে উষ্ণতা, সর্ব্বাঙ্গ দাহ, এবং ধূমোদ্গার হয়। কুপিত শ্লেষ্মার গতি হইলে, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, অঙ্গের অবসাদ, এবং বমন, এই সকল লক্ষণ ঘটে। কুপিত দোষের প্রতিকারের এইটী তৃতীয় কাল।

অতঃপর কুপিত দোষের আশ্রয়ের স্থান কহিতেছি। দোষ কুপিত হইয়া শরীরের মধ্যে যে২ স্থানে গমন করে, সেই২ রূপ ব্যাধি জন্মায়। উদরে অবস্থিতি করিলে, গুল্ম, বিদ্রধি, অগ্নিমান্দ্য, আনাহ, বিসূচিকা ও অতিসার প্রভৃতি রোগ জন্মায়। বস্তিদেশে অবস্থিতি করিলে, প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ প্রভৃতি রোগ জন্মায়। মেঢ্রগত হইলে, নিরুদ্ধ প্রকাশ, উপদংশ ও শূকদোষ প্রভৃতি রোগ জন্মায়। মলদ্বার গত হইলে, ভগন্দর অর্শঃ প্রভৃতি রোগ জন্মায়। বৃষণ (অণ্ডকোষ) গত হইলে, কোষ বৃদ্ধি হয়। স্কন্ধ-দেশের গত হইলে, উর্দ্ধ-গত সকল রোগ জন্মায়। ত্বক্ মাংস

অথবা শোণিত গত হইলে, ক্ষুদ্র-রোগ কুষ্ঠ এবং দদ্রু রোগ জন্মায়। মেদ-গত হইলে, গ্রন্থি, অপচি, অর্ব্বুদ, গলগণ্ড, অলজী প্রভৃতি রোগ জন্মায়। অস্থি-গত হইলে, বিদ্রধি, অনুশয়ী প্রভৃতি রোগ জন্মায়। পাদগত হইলে, শ্লীপদ, বাত-শোণিত, অথবা বাত-কণ্টক প্রভৃতি রোগ জন্মায়। এবং সর্ব্বাঙ্গ গত হইলে,জ্বর এবং অন্যান্য সর্ব্বাঙ্গ-গত রোগ জন্মায়। এই সকল রোগের পূর্ব্বরূপ প্রত্যেক রোগের অধিকারে কহিব। রোগের পূর্ব্বরূপই প্রতিকারের চতুর্থ ক্রিয়াকাল। অতঃপর রোগের প্রকাশ হইলে যে রূপ লক্ষণ হয় তাহা কহিতেছি। শোফ (ফুলা), অর্ব্বুদ (আব), গ্রন্থি, বিদ্রধি (রাজগাঁড়), এবং বিসর্প (দদ্রু) প্রভৃতি রোগের প্রকাশ হইলে স্পষ্টতই জানা যায়। এবং জ্বর অতিসার প্রভৃতি রোগ প্রকাশ হইলে, তাহাদিগের লক্ষণও স্পষ্ট জানা গিয়া থাকে। রোগ যে কালে শরীরে প্রকাশ পায়, সেই কালে তাহার প্রতিকার করিবার পক্ষে পঞ্চম ক্রিয়া-কাল।

কোন রোগে ক্ষত হইয়া শরীরে ব্রণ উপস্থিত হইলে, সেই অবস্থা সেই রোগের প্রতিকারের পক্ষে ষষ্ঠ ক্রিয়া-কাল। জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগ দীর্ঘ কাল স্থায়ী। এই ষষ্ঠ ক্রিয়া-কালে প্রতিকার না করিলে রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে।

সঞ্চয়, প্রকোপ, গতি, শরীরের মধ্যে কোন স্থান আশ্রয় করা, প্রকাশ হওয়া, এবং ব্রণ-ভাবে পরিণত হওয়া, দোষের এই অবস্থা গুলি যিনি জানেন, তিনিই বৈদ্য। সঞ্চিত হইবার কালেই যে দোষের শান্তির বিধান করা যায়, তাহা আর বৃদ্ধি হইতে পায় না। দোষ যতই বৃদ্ধির অবস্থা পাইতে থাকে,

ততই বলবান্ হইয়া উঠে। সকল দোষের মধ্যে, যদি একটী বা ততোধিক দোষ কুপিত হয়, তবে তাহার সংসর্গে অপর একটী, দুইটী, বা অবশিষ্ট সমস্ত দোষই কুপিত হইয়া, সেই কুপিত দোষের অনুগমন করে। এই রূপ সংসর্গের দ্বারা অধিক দোষ কুপিত হইলে, তাহাদিগের মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, অগ্রে তাহারই চিকিৎসা করিবে। কিন্তু এ রূপ প্রণালীতে চিকিৎসা করিতে হইবে, যেন অপর সকল দোষ বৃদ্ধি না হয়। সন্নিপাতে অর্থাৎ সকল দোষ একত্র কুপিত হইবার স্থলেও এই রূপে চিকিৎসা করিবে।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রণের স্রাব বিজ্ঞানীয় অধ্যায়।

ত্বক্ মাংস শিরা স্নায়ু অস্থি সন্ধি কোষ্ঠ এবং মর্ম্ম, এই আট প্রকার ব্রণ-বস্তু। এই সকল স্থানেই ব্রণ জন্মিয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে কেবল ত্বক্ মাত্র ভেদ করিয়া যে সকল ব্রণ উৎপত্তি হয়, তাহা সুচিকিৎসনীয়। অবশিষ্ট কোন স্থানে যে ব্রণ জন্মিয়া স্বয়ং বিদীর্ণ হয়, তাহা দুশ্চিকিৎসনীয়। চতুরস্র, গোল, এবং ত্রিকোণ, ব্রণের সচরাচর এই রূপ আকৃতিই হইয়া থাকে। এ ভিন্ন যাহারা বিকৃত-আকৃতি বিশিষ্ট, সহজে তাহাদিগের চিকিৎসা করা যায় না। অহিতাচার না করিলে, এবং সুবৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসিত হইলে, সকল প্রকার ব্রণই শীঘ্র আরোগ্য হয়। অহিতাচার করিলে, অথবা কুবৈদ্য কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইলে, দোষ বৃদ্ধি হইয়া ব্রণ দূষিত হয়। অতিশয় সংবৃত (মুখ ছোট হওয়া), বা অতিশয় বিবৃত (মুখ বড় হওয়া), অতিশয় কঠিন বা অতিশয়

মৃদু, অতিশয় উচ্চ, বা অতিশয় নিম্ন, অতিশয় শীতল বা অতিশয় উষ্ণ, এবং কৃষ্ণ, রক্ত, পীত, শুক্ল প্রভৃতি বর্ণ ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার বর্ণ-বিশিষ্ট, দেখিতে ভয়ঙ্কর, দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট পূয মাংস সিরা স্নায়ু প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, উন্মার্গী (ঊর্দ্ধে শোষ), উৎসঙ্গী (ফাঁপা ও ফুলা), দুর্গন্ধি-বিশিন্ট-পূয-স্রাবী, অপ্রিয়-গন্ধ-বিশিষ্ট, অতিশয় বেদনা বিশিষ্ট, দাহ পাক রাগ কণ্ডু শোফ এবং পীড়ক, এই সকল উপদ্রব বিশিষ্ট, দুষ্ট-রক্ত-স্রাবী এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী, এই গুলি দুষ্ট ব্রণের লক্ষণ। দোষের ন্যূনাধিক অনুসারে সকল ব্রণ ছয় প্রকারে বিভক্ত। সেই সকল দোষ অনুসারে তাহাদিগের চিকিৎসা করিবে।

অতঃপর সকল প্রকার ব্রণের স্রাব কহিতেছি। ত্বকে যে সকল স্ফোট হয়, ঘৃষ্ট ছিন্ন ভিন্ন বা বিদীর্ণ হইলে, সেই সকল স্ফোট হইতে অল্প মাংস-গন্ধ বিশিষ্ট ঈষৎ পীতবর্ণ জলের মত রস নিঃসৃত হয়। মাংস-গত ব্রণ হইলে, ঘৃতের ন্যায় ঘন শ্বেত এবং পিচ্ছিল পদার্থের স্রাব হয়। সিরা-গত ব্রণ হইলে, ও তাহাতে সিরা তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইলে, অতিশয় রক্ত নিঃসৃত হয়। সেই ব্রণ পাকিয়া উঠিলে, জলনালীর দ্বারা যে রূপ জল নিঃসৃত হয়, সেই রূপ তাহা হইতে লালা বা শ্লেষ্মার সদৃশ অথবা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ পূয, বিচ্ছিন্ন সূত্রের ন্যায় অতিসূক্ষ্ম-ধারা-ক্রমে স্রাব হইতে থাকে। স্নায়ুগত ব্রণ হইলে যে স্রাব হয়, তাহা স্নিগ্ধ, ঘন, রক্ত মিশ্রিত, এবং সিংহাণ (নাসিকা হইতে নিঃসৃত শ্লেষ্মা) সদৃশ। অস্থিগত ব্রণ হইলে, এবং অস্থি স্থান অভিহত, স্ফুটিত, ভিন্ন, বিদীর্ণ অথবা জীর্ণ হইলে, অস্থি নিঃসার হইয়া পড়ে, ও তাহা হইতে

ঝিনুক-ধোয়া জলের মত জল নিঃসৃত হইতে থাকে। সেই আস্রাব স্নিগ্ধ, এবং মজ্জা ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া নিঃসৃত হয়। সন্ধি-স্থানে ব্রণ হইলে, ভাল রূপে উত্থিত হয় না অথচ যাতনা হয়। এবং আকুঞ্চন, প্রসারণ, উন্নত-করণ, অবনত-করণ, বেগে গমন, অধিক বাক্য কথন এবং প্রবাহণ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা স্রাব বৃদ্ধি হয়। সেই আস্রাব পিচ্ছিল ও সূত্রের ন্যায়, এবং ফেনা পূয ও রুধির মিশ্র হইয়া থাকে। কোষ্ঠ-গত ব্রণ হইলে, রক্ত, মূত্র, পুরীষ পূয ও জলবৎ রস স্রাব হয়। মর্ম্মস্থানে ব্রণ হইলে, ত্বক্ প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং তাহার আস্রাব বলা নিষ্প্রয়োজন। বায়ু-জন্য ব্রণ হইলে, ত্বক্ মাংস সিরা স্নায়ু সন্ধি অস্থি এবং কোষ্ঠ, সপ্ত স্থান হইতে যে আস্রাব হয়, তাহা যথা ক্রমে কঠিন, ঈষৎ কৃষ্ণ-বর্ণ, হিম-সদৃশ, এবং দধি-মস্তু, ক্ষারজল, মাংস-ধৌত অথবা তুষ-ধৌত জলের ন্যায়। পিত্ত-জন্য ব্রণ হইলে, পূর্ব্বোক্ত সপ্ত ধাতু হইতে যে স্রাব হয় তাহা যথা ক্রমে গোমেদ গোমূত্র, ভস্ম, শঙ্খ, কষায়, মধু এবং তৈলের ন্যায়। রক্ত-জন্য ব্রণ হইলে, পিত্ত-জন্য ব্রণের যে সকল লক্ষণ হয়, সেই সমস্ত হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অতিশয় আমীষ-গন্ধ হয়। কফ-জন্য ব্রণ হইলে, উক্ত সপ্ত-স্থান হইতে যথাক্রমে নবনীত, হিরেকস, মজ্জা, তণ্ডুল-পিষ্ট, তিল বা নারিকেল জল, ও বরাহ-রস সদৃশ স্রাব হয়। সন্নিপাত-জন্য ব্রণ হইলে তিল বা নারিকেল জল, কাঁকুড়ের রস, কাঞ্জি, খদিরের জল, যকৃৎ বা মুদ্গ-যুষ, এই সকলের ন্যায় বর্ণ হইয়া থাকে।

পক্বাশয় হইতে যদি তুঁষের জলের মত স্রাব হয়, অথবা রক্তাশয় হইতে যদি ক্ষার-জলের ন্যায় স্রাব হয়, অথবা আমাশয় হইতে যদি কলাইয়ের জলের ন্যায় স্রাব হয়, তবে তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। স্রাব পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর সকল প্রকার ব্রণের বেদনা বর্ণন করিতেছি। পীড়ন ভেদন, তাড়ন, ছেদন, রোধন, বিলোড়ন, বিক্ষেপণ, চুম চুম করণ, অতিশয় দাহ, ভঞ্জন, স্ফোটন, বিদারণ, উৎপাটন কম্পন, বিশ্লেষ করণ, পূরণ, স্তম্ভন, আকুঞ্চন, অঙ্কুশ দ্বারা আঘাত করণ, যে ব্রণে এই সকল প্রকার অথবা কোন কারণ ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার বেদনা মুহুর্মুহুঃ উপস্থিত হয়, তাহাকে বাতিক-জন্য ব্রণ বলিয়া জানিবে। যে ব্রণে শরীরের এবং ব্রণের জ্বালা, পাকিবার সময় শরীরে যেন অগ্নি নিক্ষেপ করিতেছে এ রূপ যাতনা, শরীরের উষ্মতা বৃদ্ধি, এবং ব্রণ ক্ষত হইলেও (গলিয়া গেলেও) তাহাতে ক্ষার-দগ্ধের ন্যায় জ্বালা, ও অন্যান্য প্রকার বেদনা বিশেষ জন্মে, তাহাকে পিত্ত-জন্য ব্রণ বলিয়া জানিবে। রক্ত-জন্য ব্রণ হইলেও, পিত্ত-জনিত ব্রণের ন্যায় লক্ষণ হইয়া থাকে। যে ব্রণে কণ্ডু, গুরুত্ব, স্তম্ভ, অল্প বেদনা ও শীতলতা এই গুণ গুলি ঘটে, তাহাকে শ্লেষ্মা-জন্য বলিয়া জানিবে। যে ব্রণে পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার লক্ষণই ঘটে, তাহাকে সান্নি-পাতিক বলিয়া জানিবে।

অতঃপর সকল প্রকার ব্রণের বর্ণ কহিতেছি। ব্রণ, বায়ু-জন্য হইলে, ভস্ম, কপোত বা অস্থি বর্ণ, অথবা পরুষ, অরুণ বা কৃষ্ণ বর্ণ হয়। পিত্ত-জন্য হইলে, নীল পীত হরিত শ্যাব

কৃষ্ণ রক্ত কপিল অথবা পিঙ্গলবর্ণ হইয়া থাকে। রক্ত-জন্য হইলেও এইরূপ লক্ষণ হয়। শ্লেষ্মা-জন্য হইলে শ্বেত স্নিগ্ধ অথবা পাণ্ডু-বর্ণ হয়। সান্নিপাতিক হইলে সকল বর্ণেরই লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

বৈদ্য যে কেবল ব্রণ-রোগেই এই প্রকার বেদনা এবং বর্ণের প্রতি লক্ষ করিবে এমত নহে, সকল প্রকার শোফের বিকার অবস্থায় এই রূপ লক্ষ করা কর্ত্তব্য।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

কৃত্যাকৃত্য বিধি।

যৌবন-অবস্থা, দৃঢ়-শরীর, ক্লেশ-সহিষ্ণু, অথবা বলবান্ হইলে, ব্রণ সহজে আরোগ্য হয়। যাহাতে এই চারিটী গুণই থাকে, তাহার ব্রণ অতিশয় সুখসাধ্য। যৌবনাবস্থায় সকল ধাতুর বৃদ্ধির মুখ বলিয়া ব্রণ শীঘ্র পূরিয়া উঠে। শরীর দৃঢ় হইলে, কঠিন ও মাংসল প্রযুক্ত, শস্ত্র-ক্রিয়া-কালে শস্ত্রটী সিরা অথবা স্নায়ু পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না। ক্লেশ-সহিষ্ণু হইলে, কোন প্রকার বেদনা, অথবা শস্ত্রক্রিয়া-জনিত যন্ত্রণার দ্বারা অন্য কোন প্রকার পীড়া জন্মে না। বলবান্ হইলে, গুরুতর শস্ত্রক্রিয়া করিলেও বেদনা জন্মে না। অতএব এই সকল ব্যক্তির ব্রণ অতিশয় সুখসাধ্য। বৃদ্ধ, কৃশ, অল্প-প্রাণ এবং ভীরু ব্যক্তিতে এই সকলের বিপরীত গুণ লক্ষিত হয়। উপস্থ, গুহ্য-দেশ, ললাট, গণ্ড, ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ, কর্ণফলক, কোষ, উদর, স্কন্ধ-সন্ধি, এবং মুখের অভ্যন্তরে যে সকল ব্রণ হয়, তাহা সহজে আরোগ্য হয়। চক্ষু, দন্ত নাসিকা অপাঙ্গ কর্ণ, নাভি, জঠর, সেবনী, নিতম্ব, পার্শ্ব, কুক্ষি, বক্ষঃ, কক্ষা

স্তন, অথবা সন্ধি স্থানে যে ব্রণ হয়, যে ব্রণের মধ্যে ফেনা-যুক্ত পূয ও শোণিত এবং বায়ু-প্রবাহিনী নালী হয়, অথবা যাহাতে কোন প্রকার শল্য (১) বিদ্ধ বা বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা কষ্টে আরোগ্য হয়। শরীরের অধো-বাহিনী (নীচে দিকে শোষ) ঊর্দ্ধ-বাহিনী (উপর দিকে শোষ), রোম-কূপ মধ্যে, নখ মধ্যে, মর্ম্ম স্থানে জঙ্ঘা-দেশে অথবা অস্থি প্রদেশে ব্রণ হইলেও, কিম্বা ভগন্দর অন্তর্মুখ (ভিতরে মুখ) হইলেও কষ্টে আরোগ্য হইয়া থাকে। এবং কুষ্ঠ রোগীর, বিষার্ত্ত রোগীর, শোষ এবং মধুমেহ রোগীর ব্রণ হইলে, অথবা ব্রণের উপরি ব্রণ হইলেও কষ্টসাধ্য হয়। অবপাটিকা নিরুদ্ধ-প্রকাশ, নিরুদ্ধ-গুদ, জঠর গ্রন্থি, অথবা ক্ষত (কুষ্ঠ প্রভৃতি) রোগ বা পীনস্-জাত অথবা কোষ্ঠ-স্থান-জাত রোগ, ত্বক্-দোষ-বিশিষ্ট রোগির অথবা প্রমেহ রোগির শরীরের ক্ষয় অবস্থায় যে সকল রোগদৃষ্ট হয় সেই সকল রোগ, শর্করা বা সিকতা মেহ, বাত-কুণ্ডলী, অষ্ঠীলা দন্ত-শর্করা (দাঁতের পাথুরী), উপকুশ কণ্ঠশালুক দন্তবেষ্ট, দদ্রু, অস্থি-ক্ষত, উরঃক্ষত, ব্রণ-গ্রন্থি প্রভৃতি রোগ যাপ্য, অর্থাৎ স্থগিত থাকে, একবারে আরোগ্য হয় না।

প্রতিকার না করিলে সাধ্য-রোগও ক্রমশঃ যাপ্য হয়, যাপ্য রোগ অসাধ্য হয়, এবং অসাধ্য রোগ প্রাণ নাশ করে। যে রোগ প্রতিকার করিলেই স্থগিত থাকে, এবং প্রতিকার না করিলে দেহ নাশ করে, তাহাকেই যাপ্য রোগ বলা যায়।

---

(১) শরীরে যে কোন পদার্থ বিদ্ধ বা বদ্ধ হইয়া পীড়া দায়ক হয় তাহাকে শল্য কহে।

স্তম্ভ উপযুক্ত রূপে যোজিত হইলে যেমন পতনোন্মুখ গৃহকে রক্ষা করে, সেই রূপ উপযুক্ত রূপে প্রতিকার হইলে যাপ্যরোগ-বিশিষ্ট রোগীরও দেহ রক্ষা হয়।

অতঃপর অসাধ্য রোগ কহিতেছি। যে ব্রণ মাংসপিণ্ডের ন্যায় উদ্গত, সর্ব্বদা স্রাব-যুক্ত, অন্তরে পূয ও বাহিরে বেদনা বিশিষ্ট, এবং. যাহার ক্ষত-স্থানের (ঘায়ের) সকল পার্শ্ব অশ্বের গুহ্য-দেশের ন্যায় উচ্চ, যে ব্রণ কঠিন, গোরুর শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, এবং কোমল মাংসাঙ্কুর বিশিষ্ট, যে ব্রণ হইতে দূষিত রুধির বা অল্প পিচ্ছিল পদার্থ স্রাব হয়, এবং যাহার মধ্যভাগ উন্নত, যে ব্রণের ছিদ্র বা মুখ পর্য্যন্ত না থাকে, যে ব্রণ শণের আঁইশের ন্যায় স্নায়ুজাল-বিশিষ্ট, দেখিতে ভয়ঙ্কর, ও যাহা হইতে বসা মেদ মাংস অথবা মস্তিষ্ক নিঃসৃত হয়, অথবা যে ব্রণ কোষ্ঠ-স্থানে জন্মে, এবং পীত অথবা কৃষ্ণ-বর্ণ মূত্র বা পুরীষ ও বায়ু বাহিনী, তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। শরীরের মস্তক ও কণ্ঠ-দেশে অল্প-মাংস-বিশিষ্ট চতুর্দ্দিকে শোষ ও মাংসের বুদ্বুদযুক্ত যে সকল বায়ু-বাহিনী ব্রণ জন্মে, শরীরে যে সকল অল্প-মাংস-বিশিষ্ট পূয-রক্ত-বাহিনী ব্রণ জন্মে, ও তদ্দ্বারা রোগির অরুচি, অপাক, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব ঘটে, অথবা শিরোদেশ বা কপাল (মাথার খুলি) ভিন্ন হইয়া, যদি মস্তিষ্ক দৃষ্ট হয়, এবং তাহাতে ত্রিদোষের লক্ষণ প্রাদুর্ভূত হয়, অথবা যদি তদ্দ্বারা কাস ও শ্বাস উপদ্রব ঘটে, তবে সেই ব্রণও অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

যে ব্রণ হইতে বসা মেদ মজ্জা অথবা মস্তিষ্ক নিঃসৃত হয়,

সেই ব্রণ যদি শরীরে কোন প্রকার আঘাত জন্য জন্মে, তবে আরোগ্য হয়। শারীরিক দোষ কুপিত হইয়া জন্মিলে আরোগ্য হয় না। শরীরের যে সকল স্থানে মর্ম্ম শিরা সন্ধি অথবা অস্থি না থাকে, সেই সকল স্থানে ব্রণ জন্মিয়া যদি বিকৃত হয়, তবে সেই ব্রণ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। তাহা ক্রমে২ বিকৃত হইয়া সমুদায় ধাতুর মধ্যে প্রবেশ করে। বর্দ্ধিত বৃক্ষকে যে রূপ উন্মূলিত করা যায় না। সেই রূপ সেই রোগকে উন্মূলিত করা যায় না। যে রূপ দুষ্ট-গ্রহ মন্ত্রের প্রভাব নিবারণ করে, সেই রূপ সেই রোগ স্থির মহান্ ও ধাতুগত হইয়া সকল প্রকার ঔষধের বীর্য্য নাশ করে। অবদ্ধ-মূল বৃক্ষকে যে রূপ অনায়াসে উন্মূলিত করা যায়। এই সকল লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে, ব্রণও সেই রূপ সহজে আরোগ্য হয়। তিন দোষের কোন প্রকার দোষ না থাকিলে, শ্যাম বর্ণ ও ক্ষুদ্র আকার হইলে, এবং বেদনা ও আস্রাব রহিত হইলে, ব্রণ শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্রণের কপোতের ন্যায় বর্ণ, অন্তরে ক্লেদ রহিত, এবং কঠিন চিপিটিকা (চামড়ী) বিশিষ্ট, সেই ব্রণ ক্রমশঃ পূরিতেছে বলিয়া জানিবে। যে ব্রণ গ্রন্থি-শূন্য, বেদনা ও যন্ত্রণা রহিত, ত্বকের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ও তাহার সহিত সমান ভাবে স্থিত, এবং যাহার মুখ পূরিয়া উঠিয়া থাকে, তাহাকে সম্যক্ রূপে রূঢ় (পূরিয়াছে) বলিয়া জানিবে। ব্রণ পূরিয়া উঠিলেও, দোষের প্রকোপ, ব্যায়াম, অভিঘাত (শারীরিক আঘাত),

---

'এবং' ও 'অথবা' এই দুই শব্দের ভেদ বিবেচনা করিতে হইবে।

অজীর্ণ, হর্ষ, ক্রোধ অথবা ভয় প্রযুক্ত, পুনর্ব্বার তাহা বিদীর্ণ হয় (ফুলিয়া উঠিয়া রস পড়ে)।

চতুর্বিংশতি অধ্যায়।

ব্যাধি সমুদ্দেশীয় অধ্যায়।

ব্যাধি দুই প্রকার। শস্ত্রসাধ্য এবং স্নেহাদি ক্রিয়া-সাধ্য। যে রোগ শস্ত্র-ক্রিয়া সাধ্য, তাহাতে স্নেহাদি ক্রিয়া করা অকর্ত্তব্য নহে, কিন্তু যে সকল রোগ স্নেহাদি-ক্রিয়া-সাধ্য তাহাতে শস্ত্র চিকিৎসা করা অবৈধ। এই গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সামান্যতঃ সকল খণ্ডই আছে, সুতরাং সকল প্রকার রোগই ইহাতে স্থূল রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পুরুষে দুঃখ সংযোগ হইলেই ব্যাধি বলা যায়। সেই দুঃখ তিন প্রকার, যথা—আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক ও আধি-দৈবিক। সেই তিন প্রকার দুঃখ সপ্ত প্রকার ব্যাধিতে প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সপ্ত প্রকার ব্যাধি যথা,—আদিবল-জাত, জন্মবল-জাত, দোষ-বল-জাত, সংঘাত-বল জাত, কালবল-জাত, দৈব-বল-জাত, এবং স্বভাব-বল-জাত। শুক্র-শোণিত দোষে কুষ্ঠ অর্শঃ প্রভৃতি যে সকল রোগ জন্মে, তাহারাই আদিবল-জাত রোগ। আদিবল জাত রোগ দুই প্রকার। মাতৃ-দোষ-জাত এবং পিতৃদোষ-জাত। মাতৃ-দোষ প্রযুক্ত জন্মান্ধ, বধির, মূক, মিণমিণ ও বামন প্রভৃতি জন্মে। মাতৃ দোষ দুই প্রকার, রস জনিত-দোষ, এবং দৌহৃদ-জনিত দোষ*। আতঙ্ক অথবা মিথ্যা আহার-বিহার-জনিত যে

* গর্ব্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের যে আহার বিহার বা সম্ভোগ বিশেষের অভিলাষ জন্মে, তাহাকে দৌহৃদ কহে। আর্য্যদিগের মতে সেই অভিলাষ

সকল রোগ, তাহাদিগকেই দোষ-বল-জাত রোগ কহে। দোষ-বল-জাত ব্যাধি দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক দোষও দুই প্রকার,—আমাশয় আশ্রিত, ও পক্বাশয় আশ্রিত। পূর্ব্বোক্ত সকল পীড়াকে আধ্যাত্মিক বলা যায়। আগন্তু রোগই সংঘাতবল-জাত ব্যাধি। আগন্তু ব্যাধি (শরীরে কোন প্রকার আঘাত জন্য রোগ) দুই প্রকার, শস্ত্রাঘাত-জনিত, এবং হিংস্র জন্তুর কৃত। আগন্তু রোগকেই আধি-ভৌতিক কহে। শীত, উষ্ণ বাত, বর্ষা প্রভৃতি কারণে যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদিগকে কালবল জাত রোগ কহে। কালবল জনিত রোগ দুই প্রকার, যথা,—ব্যাপন্ন ঋতু (ঋতু বিপর্য্যয়) জনিত রোগ, এবং অব্যাপন্ন (স্বাভাবিক) ঋতু জনিত রোগ*)। দেব-দ্রোহ বা অভিশাপ প্রযুক্ত, অথবা অথর্ব্ব বেদোক্ত অভিচার বা উপসর্গ জনিত যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদিগকেই দৈব-বল জনিত ব্যাধি বলা যায়। দৈববল জনিত ব্যাধি দুই প্রকার যথা বিদ্যুৎ বা বজ্রাঘাত কৃত, এবং পিশাচাদি কৃত। তাহাদিগকে আরও দুই প্রকারে বিভক্ত করা যায় যথা,—আকস্মিক এবং সংসর্গজাত (যাহা ঘটনাক্রমে জন্মে)। ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু ও নিদ্রা প্রভৃতি স্বভাব-বল জাত ব্যাধি। ইহারাও দুই প্রকার, কালকৃত এবং অকাল-কৃত। অতি যত্নেও যাহা নিবারণ করা যায় না, তাহাকেই কাল-জন্য বলা যায়। যত্ন না করা প্রযুক্ত যাহা ঘটে তাহাই অকাল-সম্ভূত।

পূর্ণ না হইলে সন্তানে দোষ বর্ত্তে। এই নিমিত্তই গর্ভবতী স্ত্রীলোককে সাধ দিবার প্রথা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

* ব্যাপন্ন এবং অব্যাপন্ন ঋতুর লক্ষণ ঋতুচর্য্যা অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

বাত, পিত্ত শ্লেষ্মাই সকল রোগের মূল। সকল রোগেই তাহাদিগের লক্ষণ দেখা যায়, এবং শাস্ত্রেও সেই রূপ বিবরণ পাওয়া যায়। বিকার-সম্ভূত বিশ্ব-রূপে অবস্থিত এই সকল বিবিধি জগৎ-পদার্থ যেমন সত্ব রজ স্তমঃ, এই তিন গুণ ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। বিশ্বরূপে অবস্থিত বিবিধ বিকার সম্ভূত এই দেহস্থ সকল রোগও বাত পিত শ্লেষ্মা এই তিনকে অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারে না*। দোষ ধাতু এবং মলের পরস্পর সংসর্গ ভেদে (১), স্থান ভেদে (২),

* পঞ্চভূতের বিকৃতির দ্বারা জন্মে বলিয়া জগৎ পদার্থকে বিকার সম্ভূত বলে। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য দ্রব্য গুণ ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ। সেই সমস্ত দ্রব্য গুণ ক্রিয়া একত্র করিয়া একাকারে ভাবিলে বিরাট্ বলিয়া বলা যায়, এবং সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ভাবিলে বিশ্ব বলিয়া বলা যায়। 'সেই অসংখ্য বিশ্ব'পদার্থ সত্ত্ব রজস্তম এই তিন গুণ ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, গ্রন্থকারের এই অভিপ্রায় বিবেচনা করা যাইতেছে। অস্ ধাতুর উত্তর শতৃ করিয়া সং শব্দের উৎপত্তি। তাহার উত্তর ত্ব প্রত্যয় করিয়া সত্ত্ব শব্দ সিদ্ধ হয়। ইহাতে সত্ত্ব শব্দের অর্থ নিরন্তর স্থিতি হওয়া বা কখন অভাব না হওয়া বুঝায়। যতই রূপান্তর বা নামান্তর হউক, দ্রব্যের একবারে ধ্বংস হয় না, কিবল নাম ও রূপের পরিবর্ত্তন হয়। এই ভাবে সকল পদার্থই নিত্য। এই রূপ নিত্য ভাবে থাকাই সকল পদার্থের সত্ত্বগুণের লক্ষণ। দ্রব্য মাত্রেরই গুণ আছে। সেই গুণ ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক। সেই ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক গুণ থাকাই পদার্থের রজো-গুণের লক্ষণ। সেই ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক গুণের দ্বারা পদার্থের নিয়ত রূপান্তর হইতেছে। স্বরূপ ত্যাগ করিয়া রূপান্তর হওয়াই পদার্থের তমোগুণের লক্ষণ। এই রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দোষ-ধাতু ও মল বিকৃত হইয়াই দেহস্থ বিবিধ প্রকার রোগ উৎপত্তি হয়। সেই রোগ বাত পিত্ত শ্লেষ্মা ব্যতিরেকে কদাচ থাকিতে পারে না।

(১) দোষ-ধাতু ও মলের মধ্যে যে২ পদার্থ যে পরিমাণে কুপিত হয় ও কুপিত হইয়া যে পরিমাণে পরস্পর মিলিত হয় সেই অনুসারে রেগোর ভিন্নতা হইয়া থাকে।

(২) শরীরের মধ্যে যে২ স্থানে সেই কুপিত দোষ আশ্রয় করে সেই২ স্থানের ভিন্নতা প্রযুক্ত রোগেরও ভিন্নতা হয়।

এবং কারণ ভেদে (৩), দেহস্থ রোগ বিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। সপ্ত-ধাতু, দোষ কর্ত্তৃক অতিশয় দূষিত হইয়া যে সকল রোগ জন্মায়, সেই সকল রোগের রসজ, রক্তজ, মাংসজ মেদজ, অস্থিজ, মজ্জজ এবং শুক্রজ, এই সকল নাম দেওয়া যায়। তাহাদিগের মধ্যে রস-ধাতু দূষিত হইলে, অন্নে অশ্রদ্ধা, অরুচি, অপাক, অঙ্গমর্দ্দ (গায়ের কামড়ানি), জ্বর, হৃল্লাস, তৃপ্তি (ক্ষুধার অভাব), শরীরের গৌরব, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, মার্গের উপরোধ, কৃশতা, মুখের বিরসতা, অবসন্নতা, অকালে ত্বকের সঙ্কোচ ও কেশ পক্ব হওয়া প্রভৃতি বিকার জন্মে। শোণিত দূষিত হইলে, কুষ্ঠ, বিসর্প, পীড়ক, নীলিকা, তিল, ব্যঙ্গ, ন্যচ্ছ, ইন্দ্রলুপ্ত, প্লীহা, বিদ্রধি, গুল্ম, বাতরক্ত, অর্শঃ, অর্ব্বুদ, অঙ্গমর্দ্দ, অসৃগ্দর, রক্ত-পিত্ত, এবং মুখ মলদ্বার ও মেঢ্র দেশে পাক, ইত্যাদি বিকার জন্মে। মাংস দূষিত হইলে, অধিমাংস, অর্ব্বুদ, অর্শঃ, অধিজিহ্বা, উপকুশ, গলশুণ্ডিকা, অলজী, এবং-মাংস-সংঘাত প্রভৃতি বিকার জন্মে। মেদ দূষিত হইলে, গ্রন্থি, বৃদ্ধি, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, ওষ্ঠ-প্রকোপ, মধুমেহ, অতি-স্থূলতা, ও অতিশয় ঘর্ম্ম নিঃসরণ প্রভৃতি বিকার জন্মে। অস্থি দূষিত হইলে, অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থি-তোদ ও কুনখ প্রভৃতি বিকার জন্মে। মজ্জা দূষিত হইলে, তমোদৃষ্টি (অন্ধকার দেখা), মূর্চ্ছা, ভ্রম, শরীরের গৌরব, ঊরু ও জঙ্ঘার স্থূলতা, চক্ষের অভিস্যন্দি প্রভৃতি বিকার জন্মে। শুক্র দূষিত হইলে, ক্লীবতা, প্রহর্ষণ (গায়ে কাঁটা দেওয়া বা শরীর রোমাঞ্চ হওয়া), শুক্রাশ্মরী

(৩) যে২ কারণে দোষ কুপিত হয় সেই২ কারণের ভিন্নতা প্রযুক্ত রোগেরও ভিন্নতা হইয়া থাকে।

ও শুক্রমেহ প্রভৃতি বিকার জন্মে। মলাশয় দূষিত হইলে, ত্বক্-রোগ জন্মে, মল রুদ্ধ অথবা অতিশয় নিঃসরণ হয়। শারীরিক কোন ইন্দ্রিয়ের স্থান দূষিত হইলে, ইন্দ্রিয়-কার্য্যের অপ্রবৃত্তি অথবা অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ এই স্থলে সংক্ষেপে কহিলাম। পরে প্রত্যেক রোগে বিশেষ করিয়া কহিব। দোষ কুপিত হইয়া শরীরের সর্ব্ব স্থানে ধাবিত হইতে থাকে। তাহার মধ্যে যে স্থানে সেই কুপিত দোষের সংসর্গে অন্য দোষ বিগুণ হয়, সেই স্থানেই ব্যাধি জন্মে।

এই স্থলে এই রূপ সংশয় জন্মিতেছে যে জ্বর প্রভৃতি রোগ, বায়ু পিত্ত কফ এই তিন দোষকে নিত্য আশ্রয় করিয়া থাকে, কি তাহাদিগের বিরাম আছে? যদি নিত্য আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে সকল প্রাণীকে নিত্য পীড়িত থাকিতে হয়। যদি বায়ু পিত্ত কফ ভিন্ন এবং জ্বর ভিন্ন বলা যায়, তবে জ্বর কালে অন্য প্রকার লক্ষণ না হইয়া কি নিমিত্ত কেবল বায়ু পিত্ত কফের লক্ষণ দৃষ্ট হয়? এ কারণ বায়ু পিত্ত কফই জ্বরের কারণ বলা যায়। কিন্তু তাহা নহে। এক্ষণে তাহার মীমাংসা করা যাইতেছে। বায়ু পিত্ত ও কফেই জ্বর প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাহাতে নিত্য অবস্থিতি করে না। যেমন বিদ্যুৎ বাত বজ্র বর্ষা আকাশ ব্যতীত প্রকাশ পায় না, অথচ তাহারা নিয়ত আকাশে থাকে না, অন্য কোন কারণের দ্বারা আকাশে সম্ভূত হয়। জ্বরও সেই রূপ অন্য কারণে বায়ু পিত্ত ও কফকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। তরঙ্গ অথবা বুদ্বুদ যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে। অথচ জল থাকিলেই

তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ বা বুদ্বুদ থাকে না, অন্য কারণের দ্বারা তাহারা জলে উৎপত্তি হয়। জ্বরাদি রোগও সেই রূপ অন্য কারণের দ্বারা বায়ু পিত্ত ও কফে উৎপত্তি হয়*। সকল রোগের পৃথক্ পৃথক্ বিকারের লক্ষণ, পরিমাণ এবং সংখ্যা উত্তর তন্ত্রে বিস্তার করিয়া বলা যাইবে।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

অষ্টবিধ শস্ত্র কর্ম্মের বিবরণ।

ভগন্দর, গ্রন্থি, শ্লেষ্মজ-ব্রণ, তিলকালক, (দেহে যে তিল জন্মে), ব্রণ-বর্ত্ম, অর্ব্বুদ, অর্শঃ, চর্ম্মকীল, অস্থিগত বা মাংসগত শল্য, জতুমণি, মাংস-সংঘাত (আব বিশেষ), গলশুণ্ডিকা, অস্থি-জাত মাংস-জাত বা শিরা-জাত কোথ, বল্মীক, শতপোনক, অধ্রুষ, উপদংশ, মাংসকন্দী, ও অধিমাংস,† এই সকল রোগে ছেদন কার্য্য করিবে। সান্নিপাতিক ব্যতীত আর সকল বিদ্রধি রোগে, বাত-জন্য পিত্ত জন্য অথবা শ্লেষ্মা-জন্য গ্রন্থি রোগে,

* কোন প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘনে অথবা ঋতুর প্রভাবে বায়ু পিত্ত কফের মধ্যে একটী বা ততোধিক দোষ বৃদ্ধি হয়। সেই বর্দ্ধিত দোষ সেই রূপ কোন কারণে কুপিত হয়। সেই কুপিত দোষ শরীরের কোন এক দেশ আশ্রয় করিলে, এক-দেশ-গত রোগ (ঘা ফুলা বেদনা প্রভৃতি) জন্মায়। সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হইলে জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ-গত-রোগ হয়। কিন্তু দোষ কুপিত হইয়া শরীরের এক দেশই আশ্রয় করুক বা সমস্ত শরীরই আশ্রয় করুক, দোষের প্রকোপ মাত্রই রক্তের প্রকোপ হয়। রক্ত কুপিত হইলেই উষ্ণ ও অধিকতর বেগবান হইয়া উঠে। তজ্জন্য প্রায় সকল প্রকার রোগেই জ্বরের লক্ষণ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ শরীর উষ্ণ এবং ধমনী বেগবতী বলিয়া অনুভব হয়।

† এই সকল রোগ যে কি রূপ তাহা প্রত্যেক রোগের অধিকারে জানা যাইবে। বাঙ্গালা ভাষায় সকল রোগের নাম পাওয়া যায় না।

শুক্রশোণিত দোষে যে সকল বিসর্প রোগ জন্মে সেই সকল বিসর্প রোগে, বৃদ্ধি রোগে, পীড়ক প্রমেহ রোগে, শোফ অথবা স্তন-রোগে অবমন্থ রোগে, কুম্ভীকা (নেত্র রোগ বিশেষ) রোগে, অনুশয়ী (পায়ে যে ঘা হয়) রোগে, নাড়ী ব্রণ (নালী ঘা), এবং বৃন্দ অলজী প্রভৃতি প্রায় সকল ক্ষুদ্র রোগে, তালু-পুপ্‌পুট বা দন্ত-পুপ্‌পুট রোগে, তুণ্ডিকেরী বা গিলায়ু রোগে অথবা যে সকল ব্রণ পূর্ব্বে শরীরের অন্তরে থাকিয়া পরে বাহিরে প্রকাশ হয় সেই সকল ব্রণ রোগে, মলাশয়-জাত বা মূত্রাশয়-জাত রোগে, অথবা অশ্মরী বা সকল প্রকার মেদ-রোগে, ভেদন ক্রিয়া করিবে। চারি প্রকার রোহিণী রোগ, কিলাস, উপজিহ্বিকা, সকল প্রকার মেদ-জাত রোগ, দন্তবৈদর্ভ ও গ্রন্থি-রোগ, চক্ষুর পাতাগত রোগ, অধিজিহ্বা, সকল প্রকার অর্শ, মণ্ডল, মাংসকন্দী এবং মাংসোন্নতি, এই সকল রোগে লেখন ক্রিয়া করিবে। সকল প্রকার শিরোগত রোগে, মূত্রবৃদ্ধি এবং জলোদরী রোগে বেধন ক্রিয়া করিবে। নাড়ীব্রণ (নালী ঘা) হইলে, নাড়ীর মধ্যে শল্য থাকিলে, অথবা ব্রণের পার্শ্ব-ভাগে শোষ হইলে, এষণ কার্য্য (শলাকার দ্বারা অনুসন্ধান) করিবে। অশ্মরী (পাথুরী) জন্মিলে, দন্তশর্করা (দাঁতের গোড়ায় পাথুরী) হইলে, শরীরে কোন প্রকার শল্য বিদ্ধ বা বদ্ধ হইলে, মূঢ়গর্ভ অর্থাৎ গর্ভ মধ্যে সন্তান নষ্ট হওয়া প্রযুক্ত অথবা বিপরীত ভাবে থাকা প্রযুক্ত প্রসব হইতে না পারিলে, অথবা গুহ্যদেশে মল কঠিন হইয়া বদ্ধ থাকিলে, আহরণ ক্রিয়া (দেহ-মধ্য হইতে বাহির করা) কর্ত্তব্য। সান্নিপাতিক গুল্ম ব্যতীত অপর পঞ্চ প্রকার গুল্ম, কুষ্ঠ, বাত-

জন্য বেদনা, এক-দেশ-জাত শোফ (১), কর্ণ-পালীস্থিত রোগ, শ্লীপদ (গোদ), বিষ-দূষিত-শোণিত, অর্ব্বুদ (আব্), বিসর্প, (দদ্রু রোগ), গ্রন্থি-রোগের অধ্যায়ে যে তিন প্রকার গ্রন্থি-রোগ প্রথমে বলা হইবে, সেই তিন প্রকার গ্রন্থি রোগ, তিন প্রকার উপদংশ রোগ, স্তনরোগ, বিদারিকা, শৌষের, গল-শালূক, কণ্টক, কৃমি-দন্ত (দাঁতে পোকা হওয়া), দন্ত-বেষ্ট, উপকুশ, শীতাদ, দন্ত-পুপ্পুট, পিত্ত-রক্ত অথবা কফজন্য ওষ্ঠব্রণ, এবং নানা প্রকার ক্ষুদ্র রোগ, এই সকল রোগে স্রাব (রস রক্ত পূযাদি নির্গত) ক্রিয়া কর্ত্তব্য। যে সকল ব্রণ মেদ-ধাতুতে জন্মে, এবং ভেদ ক্রিয়া ও লেখন ক্রিয়ার দ্বারা দূষিত রক্ত পূযাদি যাহা হইতে নিঃশেষে নির্গত হইয়া থাকে, অথবা সচল সন্ধি-স্থানে (২) যে সকল ব্রণ সদ্য জন্মে (কোন প্রকার আঘাতের দ্বারা), সেই সকল ব্রণে সীবন (সেলাই) কার্য্য করিবে। কিন্তু ক্ষার-ক্রিয়া বা অগ্নিক্রিয়া প্রযুক্ত ব্রণ হইলে, বা ব্রণ বিষযুক্ত হইলে, অথবা ব্রণে শোষ থাকিলে অথবা ব্রণের মধ্যে রক্ত বা পূয প্রভৃতি শল্য বদ্ধ থাকিলে, অগ্রে সেই সকলের শোধন করিয়া, পরে ব্রণ সীবন করা কর্ত্তব্য। পাংশু রোম নখ অথবা ভগ্ন-অস্থি-খণ্ড, দেহের মধ্যে বদ্ধ থাকিলে তাহাদিগকে অগ্রে বাহির করা কর্ত্তব্য।

(১) শরীরের মধ্যে কোন এক স্থানে ফুলিয়া উঠিলে এক-দেশ-জাত শোফ কহে। সর্ব্ব শরীর ফুলিয়া উঠিলেও শোফ বলে, কিন্তু তাহা এস্থলে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত নহে। কারণ, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সর্ব্ব শরীর ফুলিয়া উঠিলে শস্ত্র-ক্রিয়া বিধেয় নহে।

(২) যে সন্ধির দ্বারা শরীরের অঙ্গ সঞ্চালিত হয়, যথা স্কন্ধ হাটু ইত্যাদি, ইহারাই সচল সন্ধি।

কারণ তাহারা বদ্ধ থাকিলে সেই স্থানের মাংস পাকিয়া উঠে, এবং বিবিধ প্রকার যন্ত্রণা হয়। এরূপ স্থলে অগ্রে ব্রণের শোধন করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর ব্রণের মুখ পরস্পর মিলিত করিয়া, সূক্ষ্ম সূত্র অথবা অশ্মন্ত বৃক্ষের বল্কলের দ্বারা সীবন (সেলাই) করিবে। শণ ক্ষৌম-সূত্র স্নায়ু কেশ মুর্ব্বা অথবা গুড়ুচী সূত্রের দ্বারাও সীবন কার্য্য হইতে পারে। বক্র গোফণিকা তুন্নসেবনী এবং ঋজুগ্রন্থ (১) এই চারি প্রকার সীবন ক্রিয়ার মধ্যে শরীরের যে স্থানে যে প্রকার সুসঙ্গত হয়, সে স্থানে সেই প্রকারে সেলাই করিবে। শরীরের অল্প মাংস-বিশিষ্ট স্থানে অথবা সন্ধি-স্থানে দুই অঙ্গুলি পরিমিত গোল সূচী ব্যবহার করিবে। মাংস-বিশিষ্ট-স্থানে তিন অঙ্গুলি পরিমিত ত্রিকোণ সূচী প্রশস্ত। মর্ম্ম-স্থানে ফলকোষে (অণ্ডকোষ) এবং উদরে সীবন করিতে হইলে ধনুর ন্যায় বক্র সূচী প্রশস্ত। সীবন ক্রিয়াতে এই তিন প্রকার সূচী ব্যবহৃত হয়। সেই সকল সূচীর অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ, এবং আকার মালতী পুষ্পের বৃন্তের অগ্রভাগের ন্যায় গোল হওয়া উচিত। সীবন কার্য্যে ব্রণের মুখ হইতে অধিক দূরে২ বা অতি নিকটে নিকটে সূচীপাত করিবে না। কারণ দূরে২ সূচীপাত করিলে ব্রণের মুখে বেদনা হয়। ব্রণের মুখের নিকটে২ করিলে সেলাই খুলিয়া যায়। সেলাই করা হইলে, ক্ষৌম এবং তুলার দ্বারা আচ্ছন্ন করিবে, এবং প্রিয়ঙ্গু অঞ্জন যষ্টি-মধু ও রোধ্র এই চারি দ্রব্যের চূর্ণ তাহার চতুর্দ্দিকে মাখাইবে।

---

(১) এই চারটী সেলাইয়ের নাম।

অথবা সল্লকীফল বা ধ্যামক (গন্ধ তৃণ বিশেষ) চূর্ণ করিয়া মাখাইবে। অনন্তর ব্রণ-বন্ধনের বিধানক্রমে বন্ধন করিয়া, যে রূপ আচরণ করিতে হয় রোগিকে তাহার উপদেশ দিবে। এই অষ্টবিধ কার্য্য এখানে সংক্ষেপে কহিলাম, পরে চিকিৎসিত স্থানে বিশেষ বিস্তার পূর্ব্বক কহিব। অল্প ছেদ করা, অতিরিক্ত ছেদ করা, বক্র-ভাবে ছেদ করা, এবং আপনার অঙ্গ ছেদ করা, পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার কর্ম্ম করিতে এই চারি প্রকার ব্যাঘাত ঘটে।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

অজ্ঞান লোভ ভয় বা মোহ প্রযুক্ত অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ, শস্ত্র-ক্রিয়া-কালে বৈদ্য মন্দ শস্ত্র ব্যবহার করিলে, ব্রণ-মধ্যে অশেষ প্রকার বিকার জন্মে। যে বৈদ্য পুনঃ২ অযৌক্তিক রূপে ক্ষার অগ্নি বা শস্ত্র-ক্রিয়া অথবা ঔষধ প্রয়োগ করে, জীবিতাভিলাষী ব্যক্তি তাহাকে বিষ বা অগ্নির ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিবে। তাহার দ্বারা চিকিৎসিত হইলে, সাংঘাতিক মর্ম্মস্থান, সন্ধিস্থান, সিরা স্নায়ু অথবা অস্থি আহত হয়। মূর্খ বৈদ্যের চিকিৎসায়, তৎক্ষণেই হউক বা বিলম্বেই হউক, রোগির প্রাণ বিয়োগ হয়। ভ্রম, প্রলাপ, উঠিতে অসমর্থ, মোহ, ইন্দ্রিয়-গণের কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, সংলপন, শরীরের উষ্ণতা, অঙ্গের শিথিলতা, মূর্চ্ছা, বায়ুর ঊর্দ্ধ গতি, বায়ু-জন্য তীব্র বেদনা, মাংস ক্ষালিত জলের ন্যায় রক্ত নিঃসরণ, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় বৃত্তির অভাব, শরীরের পঞ্চ মর্ম্ম স্থান* সামান্যতঃ আহত হইলে, এই

* অস্থি মাংস সিরা স্নায়ু ও সন্ধি এই পঞ্চবিধ মর্ম্ম স্থান।

সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। শিরা ছিন্ন ভিন্ন বা ক্ষত হইলে, ইন্দ্র গোপ কীটের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট রক্তের অধিক পরিমাণে নিঃসরণ, এবং বায়ু কর্ত্তৃক বিবিধ প্রকার রোগ হইয়া থাকে। স্নায়ু বিদ্ধ হইলে, শরীরের বক্রভাব, অঙ্গের অবসন্নতা, কার্য্যে অসমর্থ, তুমুল বেদনা এবং বিলম্বে ব্রনের রোপণ হওয়া, এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। সন্ধি-স্থান আহত হইলে, অতিশয় ফুলা তুমুল বেদনা, বল ক্ষয়, পর্ব্বের (১), ভেদ (বেদনা বিশেষ) ও ফুলা এবং সন্ধি স্থানের ক্রিয়া রাহিত্য এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। অস্থি বিদ্ধ হইলে, ঘোরতর যন্ত্রণা, দিবা রাত্রির মধ্যে কোন অবস্থাতেই তাহার শান্তি না হওয়া, তৃষ্ণা, অঙ্গের অবসন্নতা, ফুলা, এবং বেদনা হইয়া থাকে। মর্ম্মস্থান বিদ্ধ হইলে যে স্থানে সেই মর্ম্ম থাকে সেই স্থান বিদ্ধ হইলে যে রূপ লক্ষণ হয়, সেই স্থানের মর্ম্ম বিদ্ধ হইলেও সেইরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে। যেমন অস্থিস্থানে যে মর্ম্ম থাকে তাহা বিদ্ধ হইলে, অস্থি বিদ্ধের ন্যায় লক্ষণ হইয়া থাকে। মাংসস্থিত মর্ম্ম আহত হইলে স্পর্শ জ্ঞান থাকে না, এবং পাণ্ডু বর্ণ হয়। যে বৈদ্য শস্ত্র-ক্রিয়া করিতে রোগিকে বিনাশ করে, সেই জঘন্য আত্মঘাতী বৈদ্যকে জীবনাভিলাষী ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে। তির্য্যক্‌ভাবে ছেদ করিলে যে দোষ ঘটে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব যাহাতে দোষ না ঘটে এ রূপে শস্ত্র পাত করিবে। পীড়িত ব্যক্তির পিতা মাতা বান্ধব বর্গের প্রতি বিশ্বাস হয় না, কিন্তু বৈদ্যকে অনায়াসে বিশ্বাস হয়। বৈদ্যের হস্তে আত্ম

(১) 'পর্ব্ব' শব্দের অর্থ গ্রন্থি।

সমর্পন করিতে রোগী কখনই শঙ্কিত হয় না। অতএব বৈদ্য রোগিকে পুত্রবৎ জ্ঞান করিবে। কোন রোগ একটী কর্ম্মের দ্বারা, কোন রোগ বা দুইটী কর্ম্মের দ্বারা, কোন রোগ বা তিনটী কর্ম্মের দ্বারা, কোন রোগ বা চারিটী কর্ম্মের দ্বারা আরোগ্য হয়। এই প্রকার রোগির হিতাভিলাষী হইয়া কার্য্য করিলে, ধর্ম্ম অর্থ এবং কীর্ত্তি সমধিক লাভ হয়। ইহাই সাধুগণকে বশীভুত করিবার উত্তম উপায়, এবং ইহার দ্বারা স্বর্গবাস লাভ হয়।

ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়।

প্রণষ্ট শল্যের বিজ্ঞান।

শল অথবা শ্বল ধাতুর অর্থ গমন করা। শল্য শব্দ তাহা হইতে উৎপন্ন। শল্য দুই প্রকার, শারীরিক এবং আগন্তু। সকল শল্যই শরীরের পীড়াকর। এই শাস্ত্রে সেই শল্যের উপদেশ করা যাইতেছে বলিয়া ইহাকে শল্য-শাস্ত্র কহে। রোম নখ সপ্ত-ধাতু মল এবং বায়ু পিত্ত কফ শরীরের মধ্যে দূষিত হইলে ইহাদিগকেই শারীরিক শল্য বলা যায়। শারীরিক শল্য ব্যতীত অপর যাহা কিছু শরীরের ক্লেশ-জনক হয়, তাহাকে আগন্তু শল্য বলা যায়। আগন্তু শল্য প্রায়ই লৌহ-ময়, বেণুময়, বৃক্ষময় তৃণময় শৃঙ্গময় অথবা অস্থিময় হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে লৌহময় শল্য দুর্নিবার্য্য সূক্ষ্ম-মুখ এবং দূর হইতে যোজিত হয় বলিয়া প্রাণ-বিয়োগ-কারী। অতএব লৌহময় শল্য অথবা শরের বিষয়ই এ স্থলে বিশেষ রূপে বলা যাইতেছে। শর (বাণ) দুই প্রকার,—কর্ণী (কাণ বিশিষ্ট) এবং শ্লক্ষ্ণ (সরু)। সেই সকল শল্যের আকার, প্রায়

নানাবিধ বৃক্ষ পত্র পুষ্প অথবা ফলের ন্যায়, অথবা হিংস্র জন্তু বা পশু পক্ষির মুখের ন্যায়। স্থূল অথবা সূক্ষ্ম এই উভয় প্রকার শরেরই পাঁচ প্রকার গতি, ঊর্দ্ধ, অধঃ, পশ্চাৎ, বক্র ও সরল। নিক্ষিপ্ত হইলে সেই সকল শর, বেগের হ্রাস হওয়া অথবা প্রতিহত হওয়া (বাধা পাওয়া) প্রযুক্ত, শরীরের মধ্যে ত্বক্ মাংস সিরা স্নায়ু অস্থি প্রভৃতি ব্রণ-বস্তুতে বদ্ধ হইয়া থাকে। শরীরে শল্য বদ্ধ থাকিলে যে সকল লক্ষণ হয় তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। সেই লক্ষণ দুই প্রকার, সামান্য ও বিশেষ। ব্রণের স্থান অল্প-মাংস বিশিষ্ট, কৃষ্ণ-বর্ণ, দাহ ফুলা ও বেদনা বিশিষ্ট, এবং তাহা হইতে জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় অল্প অল্প রক্ত নিঃসরণ, ব্রণের মধ্যে শল্য বদ্ধ থাকিলে সমান্যতঃ এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। অতঃপর বিশেষ লক্ষণ কহিতেছি। শল্য ত্বক্-মধ্যে বদ্ধ হইলে, ব্রণটী আয়ত বিবর্ণ ফুলা-বিশিষ্ট এবং কঠিন হইয়া থাকে। মাংস-মধ্যে বদ্ধ হইলে, শল্যটী মাংসের দ্বারা আবৃত থাকে, চোষ ও অসহনীয় যাতনা হয়, এবং ব্রণ পাকিয়া উঠে। মাংস-পেশীর মধ্যে বদ্ধ ইহলে, শল্য মাংস-গত হইলে যে সকল লক্ষণ হয়, সেই সমস্ত লক্ষণ হয়, কেবল চোষ ও শোফ হয় না। সিরামধ্যে রুদ্ধ হইলে, শিরা-স্ফীত হয়, ও তাহাতে বেদনা ও শোথ হয়। স্নায়ু-মধ্যে থাকিলে, সেই স্থানের সকল স্নায়ু উৎক্ষিপ্ত হয়, এবং তাহাতে সংরম্ভ ও উগ্র বেদনা জন্মে। স্রোত-মধ্যে অর্থাৎ রস-রক্তবাহিনী শিরা বা শরীরের দ্বার মধ্যে শল্য রুদ্ধ হইলে, স্রোত-পথের কার্য্যের হানি হয়। ধমনী-মধ্যে থাকিলে, ফেনা-যুক্ত রক্ত স্রাব হয়, শব্দ সহকারে বায়ু নির্গত হয়, এবং

শরীরের কামড়ানী, পিপাসা ও বমী হইয়া থাকে। অস্থি গত হইলে, ফুলিয়া উঠে ও বিবিধ প্রকার বেদনার প্রাদুর্ভাব হয়। অস্থির ছিদ্র মধ্যে বদ্ধ হইলে, অস্থির পূর্ণতা ও বেদনা হয়, এবং বায়ু বলবান্ হইয়া উঠে। শল্য সন্ধি-স্থানে প্রবিষ্ট হইলে, অস্থি-মধ্যে প্রবিষ্ট হওনের ন্যায় সকল লক্ষণ হয় ও সন্ধি-স্থানের ক্রিয়া রহিত হয়। কোষ্ঠ-স্থানে থাকিলে, আটোপ ও আনাহ হয়, ও ব্রণ-মুখ হইতে মূত্র পুরীষ এবং ভুক্ত দ্রব্য দৃষ্ট হয়। মর্ম্ম-স্থানে থাকিলে, মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে যে রূপ হয়, সেই রূপ সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। শল্যের সূক্ষ্মগতি হইলে, এই সকল লক্ষণ স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ পায় না। বিশুদ্ধ দেহে স্থূল অথবা সূক্ষ্ম শল্য অনুলোম ভাবে (১) প্রবিষ্ট হইলে, ভিতরে শল্য বদ্ধ থাকিয়া প্রবেশের মুখ পূরিয়া উঠে। বিশেষতঃ কণ্ঠ-স্রোত, সিরা ত্বক্ এবং অস্থি বিবরে প্রবিষ্ট হইলে, এই রূপে পূরিয়া উঠিয়াও, দোষের প্রকোপ ব্যায়াম অথবা শরীরে অন্য কোন প্রকার আঘাত প্রযুক্ত সেই স্থান হইতে প্রচলিত হইয়া পুনর্ব্বার ক্লেশকর হইয়া উঠে।

শল্য যদি ত্বকের মধ্যে থাকিয়া অনুদ্দেশ হয়, তবে প্রথমতঃ ত্বকে স্নেহ ও স্বেদ দিবে। ঘর্ম্ম হইলে, মৃত্তিকা মাষকলাই যব গোধূম ও গোময় একত্র করিয়া ত্বকে মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দন করিলে যে স্থানে সংরম্ভ অথবা বেদনা হয়, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া জানিবে। অথবা গাঢ় ঘৃত মৃত্তিকা বা চন্দন পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, শরীরের যে স্থানে শল্যের উষ্ণতার দ্বারা ঘৃত

(১) মাংসপেশীর সিরা যে দিকে দীর্ঘ সেই দিকে দীর্ঘ হইয়া প্রবিষ্ট হওয়া

শীঘ্র দ্রব হয় অথবা লেপ শুষ্ক হইয়া যায়, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া জানিবে। মাংস-মধ্যে শল্য অনুদ্দেশ হইলে, স্নেহ স্বেদ প্রভৃতি অবিরুদ্ধ ক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা অগ্রে রোগিকে কৃশ করিবে। কৃশ হইলে শল্য দেহ মধ্যে শিথিল হইয়া পড়ে। তৎকালে টিপিয়া দেখিলে যে স্থানে সংরম্ভ ও বেদনা বোধ হয়, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া জানিবে। কোষ্ঠ অস্থি সন্ধি পেশী এবং অস্থি-বিবরে শল্য অনুদ্দিশ্য ভাবে থাকিলে, এই রূপে পরীক্ষা করিবে। সিরা ধমনী স্রোত এবং স্নায়ুর মধ্যে অনুদ্দিশ্য ভাবে থাকিলে, রোগিকে ভগ্নচক্র-যুক্ত যানে অরোহণ করাইয়া, বিষম (উচ্চ নীচ) পথে গমন করাইবে। এই রূপে গমন করিতে শরীরের যে স্থানে সংরম্ভ বা বেদনা জন্মে সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া নির্ণয় করিবে। শল্য অস্থি-মধ্যে অনুদ্দেশ হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্নেহ ও স্বেদাদি ক্রিয়া এবং অস্থি-স্থানে বন্ধন ও পীড়ন করিবে। তাহাতে যে স্থানে সংরম্ভ ও বেদনা হইবে, সেই স্থানে শল্য আছে জানিবে। সন্ধি-স্থানে অনুদ্দিশ্য হইলে, অগ্রে সেই সন্ধি-স্থানে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে। পরে সেই সন্ধি স্থান আকুঞ্চন ও প্রসারণ এবং তাহাতে বন্ধন ও পীড়ন প্রভৃতি করিলে, যদ্যপি সংরম্ভ বা বেদনা জন্মে, তাহা হইলে সেই স্থানে শল্য থাকাই নির্ণয় করিবে। মর্ম্ম-স্থানে অনুদ্দেশ হইলে, সিরা স্নায়ু সন্ধি ও অস্থি, এই সকলের মধ্যেই মর্ম্ম নিহিত থাকায়, তাহার স্বতন্ত্র প্রকার পরীক্ষা করিতে হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতেই তাহার পরীক্ষা করা যায়। হস্তি স্কন্ধে বা অশ্ব-পৃষ্ঠে গমন, পর্ব্বত বা

বৃক্ষে আরোহণ, পথ গমন, উল্লজ্মন, সন্তরণ, ধনু-র্ব্যায়াম, দ্রুত-গমন, প্লবন, ব্যায়াম, জৃম্ভ, উদ্গার, কাস, ক্ষবথু, হসন, প্রাণায়াম, এই সকল ক্রিয়া করিবার সময়, অথবা বাত মূত্র পুরীষ ও শুক্র ত্যাগ করিবার সময়, যে স্থানে সংরম্ভ বা বেদনা হয়, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া নিরূপণ করিবে।

শরীরের যে স্থান চিক্কণতা-হীন বেদনা ও ভার বোধ হয়, অথবা যে স্থান রগড়াইলে রস রক্তাদি স্রাব ও বেদনা বোধ হয়, অথবা রোগী যে স্থান সর্ব্বদা রক্ষা করে বা মর্দ্দন করে, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া নিরূপণ করিবে।

অল্প পীড়া থাকিলে অথবা ফুলা, বেদনা বা অন্য উপদ্রব রহিত হইলে, ভিতর পর্য্যন্ত কোমল হইলে, ব্রণের স্থান উন্নত না থাকিলে, এষণীর দ্বারা ব্রণ-মধ্যে চারিদিক্ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, এবং পীড়িত অঙ্গ অবাধে প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করিতে পারিলে, ব্রণ-মধ্যে শল্য নাই বলিয়া নির্ণয় করা যায়। শরীর-মধ্যে অস্থিময় শল্য বিদ্ধ বা বদ্ধ হইয়া থাকিলে, তাহা ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া শীর্ণ হইতে থাকে। লৌহময় বা শৃঙ্গময় শল্য শরীরে বদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে। বৃক্ষময়, বেণুময় বা তৃণময় শল্য যদি দেহ হইতে নির্গত না হয়, তবে শরীরের রক্ত ও মাংস পাক করিতে থাকে। কনক, রজত, তাম্র, পিত্তল, রাং অথবা শিশে, শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, পিত্ত তেজের প্রতাপে কিছু দিন পরে শরীরে বিলীন হইয়া যায়। যে সকল দ্রব্য স্বভাবতঃ শীতল বা মৃদু, তাহারা শরীর-মধ্যে থাকিলে ক্রমশঃ ধাতুর সহিত মিলিয়া যায়। শৃঙ্গ, দন্ত, কেশ, অস্থি, বেণু, দারু অথবা উপল-খণ্ড শরীর-মধ্যে বিশীর্ণ

হয় না। ত্বক্ প্রভৃতি ব্রণ-বস্তুর মধ্যগত 'দুই প্রকার শল্য, এবং তাহাদিগের পাঁচ প্রকার গতি যিনি জানেন তিনিই রাজবৈদ্য।

সপ্তবিংশতি অধ্যায়।

শল্য অপনয়ন।

শল্য (১) দুই প্রকার, বদ্ধ এবং অবদ্ধ। তাহার মধ্যে বদ্ধ-শল্য উদ্ধারের উপায় পঞ্চদশ প্রকার। যথা, স্বাভাবিক ক্রিয়া, পাচন, ভেদন, দারণ, পীড়ন, ধ্মাপন, বমন, বিরেচন, প্রক্ষালন, প্রতিমর্ষ, প্রবাহণ, আচূষণ, অয়স্কান্ত(চুম্বক পাথর) এবং হর্ষ। তাহার মধ্যে অশ্রু, ক্ষবথু, উদ্গার, কাস, মূত্র, এবং পুরীষ এই সকলের সহিত স্বাভাবিক ক্রিয়ার দ্বারা দেহ হইতে শল্য নির্গত হয়। শল্য গাঢ়রূপে দেহে বদ্ধ হইলে, সেই স্থান দগ্ধ করিবে। পরে পাকিয়া উঠিলে পূয ও শোণিতের বেগে অথবা আপন ভার প্রযুক্ত দেহ হইতে নির্গত হয়। পাকিয়া উঠিলে যদি আপনি নির্গত না হয়, তবে সেই স্থান ভেদ করিয়া অথবা যন্ত্র বা অঙ্গুলির দ্বারা পীড়ন করিয়া সেই শল্য বাহির করিবে। চক্ষে ক্ষুদ্র শল্য থাকিলে, জল-সেচন ও বস্ত্র কেশ বা হস্তের দ্বারা মার্জ্জন করিবে। ভুক্ত দ্রব্যের অবশিষ্ট গলনলীতে বদ্ধ হইলে, কাসি বমন বা অঙ্গুলির দ্বারা নির্গত করিবে, এবং পক্বাশয়ে বদ্ধ হইলে বিরেচনের দ্বারা নির্গত করিবে। বাত মূত্র বা পুরীষের স্থানে অথবা গর্ভ-মধ্যে শল্য থাকিলে বেগ প্রদানের দ্বারা নির্গত করিবে।

(১) পূর্ব্বাধ্যায় এবং এ অধ্যায়ের অনেক স্থলেই শল্য শব্দে শর অথবা বাণই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

শোণিত বিষ-যুক্ত বা স্তন্য দূষিত হইলে মুখ বা শৃঙ্গের দ্বারা চূষিয়া নির্গত করিবে। যে শল্য (শর অথবা বাণ) অল্প বিদ্ধ হইয়া শরীরে সরল ভাবে থাকে, ও যাহার কর্ণ (কাণি) না থাকে, তাহা অয়স্কান্তের দ্বারা বাহির করিবে। হৃদয়ে শোক রূপ শল্য বদ্ধ থাকিলে, হর্ষোৎপাদনের দ্বারা অপনীত করিবে। শল্য দুই প্রকারে বাহির করা যায়।* যে শল্যের ঊর্দ্ধদিকে মুখ, তাহাকে নিম্নদিক্ হইতে টানিয়া বাহির করিবে। এবং যে শল্যের নিম্নদিকে মুখ তাহাকে ঊর্দ্ধদিক্ হইতে টানিয়া বাহির করিবে।

শল্য বাহির করিবার কালে মূর্চ্ছিত হইলে, শীতল জল অবসেচন করিবে, রোগির মর্ম্ম স্থান রক্ষা করিবে, এবং মুহুর্মুহুঃ শীতল জলের দ্বারা আশ্বাসিত করিবে। শল্য নির্গত হইলে, এবং শোণিত নিঃসরণ স্থগিত হইলে, স্বেদনীয় হইলে অগ্নি ও ঘৃত প্রভৃতির দ্বারা সেই স্থানে স্বেদ দিবে, নচেৎ দগ্ধ করিবে এবং ঘৃত ও মধু লেপন করিবে। অনন্তর ব্রণ বন্ধন করিয়া যে রূপ নিয়ম পালন করিতে হয় তাহার উপদেশ দিবে। শল্য, শিরাতে অথবা স্নায়ুতে বিদ্ধ হইয়া থাকিলে, অগ্রে শলাকার দ্বারা তাহা বিযুক্ত করিয়া পরে বাহির করিবে। যদি ব্রণের ফুলা প্রযুক্ত শল্য আবৃত হইয়া থাকে, তবে ফুলার চারিদিকে টিপিয়া শল্যে কুশ অথবা রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক টানিয়া বাহির করিবে। হৃদয়ের কোন স্থানে শল্য বিদ্ধ হইলে, অগ্রে শীতল জল প্রভৃতির দ্বারা রোগিকে ব্যাকুলিত

---

* ভারতবর্ষে প্রাচীন রাজাদিগের যখন বাণ যুদ্ধের প্রথা ছিল, তৎকালেই এই চিকিৎসা প্রচলিত ছিল।

করিবে, পশ্চাৎ যে রূপে সহজে বাহির করা যায় সেই রূপে বাহির করিবে। শল্য যদি এরূপ বিদ্ধ হয় যে তাহাকে সহজে টানিয়া বাহির করা যায় না, তবে তাহাকে উৎপাটিত করিবে (উপড়াইয়া ফেলিবে)। যদি অস্থি-বিবর মধ্যে প্রবিষ্ট অথবা অস্থিতে বিদ্ধ হয়, তবে পাদদ্বয়ের দ্বারা যন্ত্র ধারণ করিয়া, সেই যন্ত্রের দ্বারা শল্য ধরিয়া বাহির করিবে। স্বয়ং অশক্ত হইলে বলবান্ লোকের দ্বারা ধরাইবে। অথবা ধনুকের গুণে শল্য-বন্ধন করিয়া টানিয়া বাহির করিবে। শল্য অস্থিদেশে ঊর্দ্ধ মুখ হইয়া থাকিলে, নুড়ী প্রস্তর অথবা মুদ্গর প্রহারের দ্বারা সঞ্চালিত করিয়া বাহির করিবে। অস্থি অথবা অন্য কোন দ্রব্য কণ্ঠ-মধ্যে তির্য্যক্ ভাবে বিদ্ধ হইলে, চুলের লুটী করিবে, ও সেই লুটী একটী দীর্ঘ সূত্রের এক দিকে দৃঢ় বন্ধন করিয়া কোন প্রকার দ্রব দ্রব্যের সহিত পান করাইবে। কণ্ঠাপর্য্যন্ত পান করিলে পর বমন করাইবে। বমন করিতে করিতে যখন সেই লুটি কণ্ঠস্থ শল্যে জড়িত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা হইবে, তখন হঠাৎ সেই সূত্রের অপর দিক্ ধরিয়া টানিবে। অথবা দন্ত-ধাবনের কোমল কাষ্ঠিকার দ্বারাও বাহির করা যাইতে পারে। তাহাতে যদি কণ্ঠ-নালী ক্ষত হয়, তবে ঘৃত মধু অথবা মধু শর্করা মিশ্রিত ত্রিফলা চূর্ণ লেহন করিতে দিবে। অথবা জল পান করাইয়া অধোমুখে রাখিবে। সেই অবস্থায় তাহাকে শব্দ করাইবে বা বমন করাইবে, অথবা তাহার গলা পর্য্যন্ত ভস্ম রাশিতে পুতিয়া রাখিবে। ভোজনীয় দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে যদি কণ্ঠদেশে কোন প্রকার শল্য বিদ্ধ হয়, তবে পীড়িত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে

তাহার স্কন্ধদেশে মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিবে, অথবা স্নেহ মদ্য বা জল পান করাইবে। বাহু রজ্জু বা লতা পাশের দ্বারা কণ্ঠদেশ পীড়িত হইলে (১), বায়ু প্রকুপিত হইয়া শ্লেষ্মাকে কুপিত করে। সেই কুপিত শ্লেষ্মার দ্বারা শরীরের সকল দ্বার রোধ হইয়া মুখ হইতে লালাস্রাব ও ফেনা নিঃসরণ হয়, এবং জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে। সে স্থলে তৈলাদি মর্দ্দন ও ঘর্ম্ম নিঃসরণ করাইবে, এবং শিরো-বিরেচনার্থ তীক্ষ্ণ রস (২) ও বায়ু শান্তির নিমিত্ত অন্যান্য উপায় বিধান করিবে।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

শল্যের আকৃতি এবং স্থান বিবেচনা করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যন্ত্রের দ্বারা তাহা শরীর হইতে অপনীত করিবে। শল্য কর্ণ-বিশিষ্ট হইলে, (তীরের ফলার মত কাণি থাকিলে), যুক্তির দ্বারা তাহা নির্গত করিবে। পূর্ব্বোক্ত সকল উপায়ের দ্বারা যদি শল্য নির্গত না হয়, তবে যন্ত্রের দ্বারা তাহা নির্গত করিবে। শল্য নির্গত না হইলে, তীব্র বেদনা ও শোথ জন্মে, পাকিয়া উঠে, অথবা অঙ্গের বৈকল্য বা মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। অতএব বৈদ্যের যত্ন-পূর্ব্বক শরীর হইতে শল্য বাহির করা কর্ত্তব্য।

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়।

বিপরীতাবিপরীত ব্রণের বিজ্ঞান।

পুষ্প ধূম এবং মেঘের দ্বারা যেমন ফল অগ্নি এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা জানা যায়। সেইরূপ রিষ্ট-চিহ্নের দ্বারা মৃত্যুর

(১) ইহাতে গলাটেপা বা গলায় রজ্জু দেওয়াও বুঝায়।

(২) 'শিরো বিরেচন' হাঁচি বা অন্য উপায়ের দ্বারা মস্তক হইতে শ্লেষ্মা নিঃসারিত করণ।

সম্ভাবনা জানা যায়। সেই সকল চিহ্ন সূক্ষ্ম প্রযুক্ত, অনবধান প্রযুক্ত, বা শীঘ্র ব্যতিক্রম হওয়া প্রযুক্ত, চঞ্চল অনভিজ্ঞ লোকে জানিতে পারে না। রিষ্ট-চিহ্ন হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ অথবা রসায়ন তপস্যা বা জপ পরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা তাহা নিবারিত হইতে পারে। পণ্ডিতেরা বলেন যে, যেরূপ নানা প্রকার নক্ষত্র-জনিত পীড়া, কালে প্রকাশ পায়, সেই রূপ রিষ্ট-চিহ্ন প্রযুক্ত নানা প্রকার পীড়া, কালে প্রকাশ পায়। আয়ুহীন ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রতীকার করিলেও সিদ্ধি হয় না। অতএব সকল রিষ্ট-চিহ্ন বৈদ্যের যত্ন-পূর্ব্বক দেখা কর্ত্তব্য। ব্রণের গন্ধ বর্ণ অথবা রস প্রভৃতির বিকৃতি হওয়াই পাকিবার লক্ষণ। বাত পিত্ত অথবা শ্লেষ্মা জন্য ব্রণ হইলে, ব্রণে কটু বা তীক্ষ্ণ রস ও মাংসগন্ধ হইয়া থাকে। শোণিত জন্য ব্রণ হইলে, আমীষ-গন্ধ হয়। সান্নিপাতিক ব্রণ হইলে, উভয় প্রকার লক্ষণই হইয়া থাকে। লাজ তিসীর তৈল অথবা অল্প আমীষ-গন্ধই ব্রণের স্বাভাবিক গন্ধ। অন্য প্রকার গন্ধ হইলে বিকৃত গন্ধ বলা যায়। মদ্য চন্দন ঘৃত পুষ্প পদ্ম-চন্দন চম্পক অথবা অন্য কোন প্রকার সদ্‌গন্ধ, মৃত্যু-সম্ভাবিত ব্যক্তির ব্রণেই হইয়া থাকে। কুক্কুর, অশ্ব, মূষিক কাক, পূতি অথবা শুষ্ক মাংস বা মৎকুণ (ছার পোকা), ব্রণে এই সকল গন্ধ, অথবা পঙ্ক বা ভূমি গন্ধ হওয়াও ভাল নহে। পিত্ত প্রকোপ প্রযুক্ত ব্রণে ময়না-ফল কুঙ্কুম বা কঙ্কুষ্ঠ সদৃশ বর্ণ হইলে, এবং তাহাতে দাহ বা চোষ না থাকিলে, রোগিকে পরিত্যাগ করিবে। শ্লেষ্মা-জন্য ব্রণ যদি কণ্ডূযুক্ত স্থির শ্বেত এবং স্নিগ্ধ হয়, ও তাহাতে দাহ ও অন্য প্রকার যন্ত্রণা থাকে,

তবে বৈদ্য সে রোগিকে পরিত্যাগ করিবে। যাহার বাত-জন্য ব্রণ হইয়া, কৃষ্ণ-বর্ণ অল্প-স্রাবী ও মর্ম্মতাপকর হয়, ও তাহাতে কিছু মাত্র যন্ত্রণা না থাকে, তাহাকেও বৈদ্য পরিত্যাগ করিবে। যাহার ব্রণ ত্বক্ ও মাংসে স্থিত হইয়া স্নেহ-যুক্ত দেখায়, ঘুর্ঘুর করে, জ্বালা করে, ও তাহা হইতে শব্দ সহকারে বায়ু নির্গত হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্রণ মর্ম্ম-স্থানে সম্ভূত হইয়া অত্যর্থ বেদনা-বিশিষ্ট হয়, যে ব্রণ বাহিরে শীতল ও অন্তরে দাহ-বিশিষ্ট অথবা অন্তরে শীতল বাহিরে দাহ-বিশিষ্ট, যে ব্রণ, শক্তি কুন্ত ধ্বজ রথ অশ্ব হস্তি বৃষ অথবা অট্টালিকা সদৃশ আকৃতি-বিশিষ্ট, যে ব্রণ, চূর্ণ-লিপ্ত না হইয়াও চূর্ণ-লিপ্তের ন্যায় দেখায়, যে ব্রণের জন্য বলক্ষয় ও মাংসক্ষয় এবং শ্বাস কাস অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে, যে ব্রণ মর্ম্ম-স্থানে জন্মিয়া অতিশয় পূয রক্ত বিশিষ্ট হয়, অথবা সম্যক্ রূপে প্রতীকার করিলেও যে ব্রণ আরোগ্য হয় না, আপনার যশ রক্ষার নিমিত্ত বৈদ্য সেই সকল ব্রণ-রোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

একোন ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বিপরীতাবিপরীত দূত শকুন স্বপ্ন নিদর্শনীয় অধ্যায়।

দূতের দর্শন* সম্ভাষণ বেশ ও কার্য্য, নক্ষত্র বেলা তিথি পক্ষী ও বায়ু, এবং বৈদ্যের স্থান ও বাক্য দেহ মনের কার্য্য, এই সকলের দ্বারা রোগির শুভাশুভ জানা যায়। যে দূত পাষণ্ড অথবা চারি আশ্রমের মধ্যে কোন একটী

* বৈদ্যের নিকট রোগের সংবাদ লইয়া যে যায় তাহাকে এ স্থলে দূত কহে।

আশ্রম অবলম্বী, সেই দূতই রোগির পক্ষে মঙ্গল-সূচক। এ ভিন্ন অন্য প্রকার দূত রোগির পক্ষে অমঙ্গল সূচক। নপুংসক নিন্দাকারী বহুস্ত্রী-বিশিষ্ট বা অনেক কার্য্য বিশিষ্ট হওয়া, গর্দ্দভ উষ্ট্র বা রথে আগমন অথবা এই সকল সংযুক্ত অন্য বাহনে আগমন করাও, দূতের পক্ষে প্রশস্ত নহে। পাশ দণ্ড বা কোন প্রকার শস্ত্র-ধারী, শুক্লভিন্ন অন্য প্রকার বস্ত্র পরিধান-কারী দক্ষিণ-স্কন্ধে আর্দ্র জীর্ণ মলিন ও ছিন্ন উত্তরীয় ধারী, ন্যূনাধিক অঙ্গ-বিশিষ্ট (১), উদ্বিগ্ন, বিকৃত, উগ্রমূর্ত্তী অথবা রুক্ষ নিষ্ঠুর ভাষী, এই সকল প্রকার দূতও মঙ্গল-সূচক নহে। তৃণ বা কাষ্ঠ ছেদন করা, নাসিকা স্তন বস্ত্রের প্রান্ত-ভাগ অনামিকা কেশ নখ বা রোম স্পর্শ করা, বা শরীরের দ্বারে (২) হৃদয়ে গণ্ড-দেশে মস্তকে বক্ষঃস্থলে বা কুক্ষি-দেশে হাত দেওয়া,বা কপাল-খণ্ড প্রস্তরখণ্ড ভস্ম অস্থি তুষ বা অঙ্গার করে ধারণ করা বা ভূমিতল বিলেখন করা, কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করা, বা মৃত্তিকা-খণ্ড ভেদ করা, দূতের পক্ষে এ সকল কার্য্যও প্রশস্ত নহে। তৈল বা কর্দ্দমে শরীর দিগ্ধ হওয়া বা অসার পক্ক ফল বা সেই রূপ অন্য কোন দ্রব্য হস্তে ধারণ করা, নখের দ্বারা নখ বা হস্তের দ্বারা চরণ স্পর্শ করা, বা হস্তে চর্ম্মপাদুকা ধারণ করাও দূতের পক্ষে অপ্রশস্ত। বিকৃত বা ব্যাধি কর্তৃক পীড়িত, বা বামাচরী, রোদন-কারী, শ্বাস-রোগ অথবা বিকৃত-দৃষ্টি-বিশিষ্ট, অথবা যে ব্যক্তি বৈদ্যের দক্ষিণ-ভাগে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এক পদে দণ্ডায়মান থাকে, এরূপ দূতও

(১) কোন অঙ্গ ছোট কোন অঙ্গ বড়।

(২) মুখ চক্ষু নাসিকা প্রস্রাব দ্বার ও মল দ্বার প্রভৃতি নয়টীকে শরীরের দ্বার কহে।

ভাল নহে। বৈদ্য যদি দক্ষিণ-মুখে বা অপবিত্র স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পাক করিতে থাকে, বা অন্য কোন ক্রূর কর্ম্ম করিতে থাকে, অথবা উলঙ্গ হইয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকে, বা মল মূত্র ত্যাগ করিতে থাকে, অথবা যদি মুক্ত-কেশ, স্বিন্ন-কলেবর বা ব্যাকুল থাকে, তবে তাহার নিকট গমন করা প্রশস্ত নহে। বৈদ্য পিতৃ-কৃত্য বা দৈব-কার্য্য করিলে, অথবা উৎপাত দর্শন করিলে, সে দিবস বৈদ্যের নিকট যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। মধ্যাহ্নে অর্দ্ধরাত্রে প্রাতঃকালে সায়ংকালে, অথবা কৃত্তিকা আর্দ্রা অশ্লেষা মঘা মূলা পূর্ব্ব-ফাল্গুনী পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্ব-ভাদ্রপদ বা ভরণী নক্ষত্রে, অথবা চতুর্থী নবমী ষষ্ঠী বা অমাবস্যা ও প্রতি-পদের সন্ধি-কালে, বৈদ্যের নিকট গমন করা কর্ত্তব্য নহে। মধ্যাহ্ন কালে অগ্নি-তাপে তাপিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া বৈদ্যের নিকট গমন করা পিত্ত-রোগের পক্ষে প্রশস্ত নহে, কিন্তু কফ-রোগের পক্ষে মঙ্গল-সূচক। এই বিবেচনা করিয়া বায়ু-জন্য অথবা দ্বিদোষ-জন্য অথবা সন্নিপাতিক রোগে দূতের লক্ষণালক্ষণ নির্ণয় করিবে। রক্তপিত্ত অতিসার ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগেও এই রূপে দূত ও বৈদ্যের সমাগম নির্ণয় করা প্রশস্ত। এই নিয়ম অনুসারে অন্যান্য রোগেও দূত বৈদ্যের সকল লক্ষণ বিবেচনা করিবে। যে দূত শুক্ল-বস্ত্র পরিধানকারী, শুচি, গৌর অথবা শ্যাম বর্ণ, প্রিয়দর্শন এবং স্বজাতি ও স্বগোত্র, সেই দূতই কার্য্যকারী। যে দূত গোযানের দ্বারা আগত, সন্তুষ্ট, পাদ দ্বারা শুভ-চেষ্টা-কারী, ধৃতিমান্, বিধিজ্ঞ, কালজ্ঞ, স্বাধীন প্রতিপত্তিশালী এবং অলঙ্কৃত, সেই দূতই কার্য্যকারী।

যে দূতের সমাগম কালে বৈদ্য সম ও পবিত্র স্থানে পূর্ব্ব-মুখে উপবিষ্ট শুচি ও উদ্বেগ-শূন্য থাকে, সেই দূত কার্য্য-কারী। মাংস জল-কুম্ভ ছত্র ব্রাহ্মণ হস্তী গো বৃষ এবং শুক্ল বর্ণের দ্রব্য, দূতের যাত্রাকালে এই সকল দৃষ্ট হওয়া মঙ্গল-জনক। পুত্রবতী স্ত্রী, সবৎসা গাভী, অলঙ্কৃতা কন্যা, অপক্ক ফল, মৎস্য মোদক দধি স্বর্ণ যবপাত্র রত্ন, বিশুদ্ধমনা রাজা, প্রজ্বলিত অগ্নি, অশ্ব হংস চাষপক্ষী, ময়ূর, বেদধ্বনি, দুন্দুভি মেঘ শঙ্খ বেণু বা রথের ধ্বনি, সিংহ বা বৃষের নাদ, অশ্বের হ্রেষা শব্দ, গজের বৃংহিত শব্দ, অথবা বাম ভাগে স্থিত পেচক, এই সকল দর্শন বা শ্রবণ দূতের শুভ-যাত্রার পক্ষে শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। পত্র পুষ্প ও ফল-যুক্ত সক্ষীর (১) অক্ষত বৃক্ষ দর্শন করিলে, জীব-কর্ত্তৃক আশ্রিত নভোমণ্ডল গৃহ ধ্বজ তোরণ বা বেদিকা দর্শন করিলে, পশ্চাদ্ভাগে প্রশান্ত দিকে মধুরভাষে সম্ভাষণ করিলে, এবং দক্ষিণ বা বাম-ভাগস্থিত শকুন দর্শন করিলে, কার্য্য সিদ্ধ হয়। স্বভাবতঃ বা বজ্রাঘাত-জনিত শুষ্ক বৃক্ষ, অথবা লতা-জড়িত বা কণ্টক-যুক্ত বৃক্ষ, প্রস্তর অস্থি বিষ্ঠা তুষ অঙ্গার পাংশু চৈত্য (২) বা বল্মীক দর্শন করিলে, বিষম স্থানে স্থিত হইয়া কর্কশ স্বরে সম্ভাষণ করিলে, অথবা সম্মুখে দিকদাহ কালে কেহ সম্ভাষণ করিলে, কার্য্য সিদ্ধ হয় না। যে সকল পক্ষির পুং সংজ্ঞা তাহারা বাম ভাগে স্থিত হইলে, অথবা যাহাদিগের স্ত্রী সংজ্ঞা তাহারা দক্ষিণ ভাগে স্থিত হইলে, মঙ্গল সূচক হয়। কুক্কুর ও শৃগালের দক্ষিণ হইতে বামে

---

(১) 'সক্ষীর' যাহার দুগ্ধের ন্যায় আটা আছে।
(২) 'চৈত্য' গ্রামে-পূজিত বৃক্ষ অশ্বত্থ বট প্রভৃতি।

গমন, এবং নকুল ও চাষ পক্ষীর বামে গমন মঙ্গল সূচক। শশকের সর্পের ভাস-পক্ষির বা পেচকের কোন দিকে গমনই শুভ-সূচক নহে। গোধা বা কৃকলাসের দর্শন বা শব্দও অপ্রশস্ত। অনিষ্ট-লক্ষণ-যুক্ত দূতের ন্যায় এই সকল অনিষ্ট দর্শনও অশুভ সূচক। কুলত্থ তিল কার্পাস তুষ পাষাণ বা ভস্ম-যুক্ত, অথবা অঙ্গার তৈল ও কর্দ্দম-পূর্ণ পাত্র অপ্রশস্ত। মদ্য বা রক্ত-শর্ষপ পূরিত পাত্রও অপ্রশস্ত। পথিমধ্যে শুষ্ক পলাশ বা শবকাষ্ঠের সমাগম ও পতিত নীচ দীন অন্ধ বা শত্রুর দর্শন শুভ সূচক নহে। মৃদু শীতল অনুকূল ও সুগন্ধি বায়ু শুভ সূচক। খর উষ্ণ অনিষ্ট-গন্ধ এবং প্রতিকূল বায়ু অশুভ-সূচক। গ্রন্থি অর্ব্বুদাদি রোগে ছেদ-শব্দ (ছেদ করিলে যে রূপ শব্দ হয় সেই রূপ শব্দ) প্রশস্ত। বিদ্রধি উদর ও গুল্ম রোগে ভেদ-শব্দ প্রশস্ত। রক্ত-পিত্ত বা অতিসার রোগে রুদ্ধ শব্দ প্রশস্ত। এই প্রকার ব্যাধি বিশেষে শব্দের শুভাশুভ বিবেচনা করিবে। কাতর-স্বর বা রোদন ধ্বনি, বমন বায়ুত্যাগ বা পুরীষের শব্দ, গর্দ্দভ বা উষ্ট্রের শব্দ, নিষেধ বাক্য, ভগ্ন ক্ষুত পতন বা আঘাতের শব্দ, অশুভ-সূচক। যাত্রা কালে বৈদ্যের মন উদ্বিগ্ন হওয়াও অমঙ্গলের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ বৈদ্য এবং রোগী উভয়ের যাত্রার পক্ষেই শুভাশুভ-সূচক। কিবল যাত্রা-কালে পথে এবং প্রবেশের দ্বারে এই সকল লক্ষণ কার্য্যকর। আবাসের প্রতি দ্বারে অথবা গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলে কার্য্যকর হয় না। ঊর্দ্ধপাদ-খট্বা, মদ্য জল বসা তৈল তৃণ ভগ্ন অঙ্গহীন নপুংসক দিগম্বর মুণ্ডিত-মস্তক বা কৃষ্ণ-বস্ত্র ধারী, যাত্রা বা প্রবেশ কালে এই সকলের

দর্শন ও মঙ্গল সূচক নহে। ভণ্ড বা সঙ্কর-জাতিস্থ ব্যক্তির স্থানান্তরে গমন, ভূমি খনন পূর্ব্বক উৎপাটন, ভঙ্গ পতন বা নির্গমন, এ সকলও মঙ্গল সূচক নহে। বৈদ্যের আসনাভাবে বা রোগির অধোমুখে অবস্থিতি, অথবা বৈদ্যের সহিত সম্ভাষণ করিবার কালে রোগী যদি অঙ্গ বা শয্যা আকুঞ্চন করে, অথবা তাহার কর পৃষ্ঠ বা মস্তক কম্পিত হয় বা স্বয়ং মর্দ্দন করে, বা বৈদ্যের হস্ত লইয়া মস্তকে বা বক্ষঃস্থলে রাখে, অথবা আপনার অঙ্গ মার্জ্জন করিতে করিতে ঊর্দ্ধদৃষ্টে বৈদ্যের প্রতি প্রশ্ন করে, এ প্রকার রোগী আরোগ্য হয় না। যে রোগির গৃহে বৈদ্য পূজিত না হয় সে আরোগ্য হয় না। যাহার গৃহে বৈদ্য সমাদৃত হয় সেই আরোগ্য লাভ করে। দূতাদির শুভাশুভ লক্ষণের দ্বারা রোগির শুভাশুভ ঘটে, একারণ বৈদ্য সকল শুভাশুভ লক্ষণ লক্ষ করিবে।

অতঃপর শুভাশুভ-সূচক স্বপ্ন বিবরণ কহিতেছি। যে ব্যক্তিস্বপ্নে আপনাকে বা সুহৃদ্ জনকে পীড়িত দেখে, যে ব্যক্তি তৈলাক্ত বা ঘৃতাক্ত শরীরে করভ ব্যাল গর্দ্দভ বরাহ বা মহিষ আরোহণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমম করে, স্বপ্নে রক্ত-বস্ত্র পরিধানা কৃষ্ণ-বর্ণা মুক্তকেশী স্ত্রী যাহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া হাস্য ও নৃত্য করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করে, অন্ত্যাবসায়িরা যাহাকে দক্ষিণাভিমুখে লইয়া যায়, প্রেত বা সন্ন্যাসী যাহাকে আলিঙ্গন করে, অথবা বিকৃত-মুখ ব্যাঘ্র প্রভৃতি যাহার মস্তক আঘ্রাণ করে। স্বপ্নে যে ব্যক্তি তৈল বা মধু পান করে, বা পঙ্কে নিমগ্ন হয়, বা অঙ্গে পঙ্ক লেপন করিয়া হাস্য ও নৃত্য করে, বা দিগম্বর হইয়া মস্তকে রক্ত-মাল্য

ধারণ করে, বা মৎস্য যাহাকে গ্রাস করে, বা যে ব্যক্তি জননীর শরীরে প্রবেশ করে; যাহার বক্ষঃস্থলে বংশ নল বা তাল-গাছ জন্মে, যে ব্যক্তি পরাজিত হত বা কাকাদি কর্ত্তৃক অভিভূত হয়, বা যে ব্যক্তি তারকাদির পতন বা দীপ নাশ দেখে, বা যাহার দৃষ্টি নাশ হয় ; স্বপ্নে যে ব্যক্তি দেবতা দর্শন বা ভূমিকম্প অনুভব করে, যাঁহার বমন ও বিরেচন হয়, বা সকল দন্ত পতিত হয় ; সিমুল পলাশ নিম্ব বা পুষ্প-যুক্ত কাঞ্চন বৃক্ষে বা যূপ বল্মীক বা চিতাতে যে ব্যক্তি আরোহণ করে ; যে ব্যক্তি কার্পাস তৈল পিণ্যাক লোহ লবণ বা তিল স্বপ্নে প্রাপ্ত হয়, বা অন্ন ভোজন বা মদ্যপান করে ; সে ব্যক্তি স্বস্থ অবস্থায় থাকিয়া এরূপ স্বপ্ন দেখিলে পীড়িত হয়, এবং পীড়িত অবস্থায় দেখিলে তাহার মৃত্যু হয়। আপন স্বভাবানু-যায়ী স্বপ্ন দর্শন করিলে, স্বপ্ন বিস্মৃত হইলে, অথবা দিবসে যে বিষয় চিন্তা করা যায় সেই বিষয় স্বপ্নে দেখিলে, স্বপ্ন বিফল হয়। জ্বর-রোগে কুক্কুরের সহিত, শোষ-রোগে বানরের সহিত, উন্মাদ-রোগে রাক্ষসের সহিত, এবং অপস্মার রোগে প্রেতের সহিত স্বপ্নে সখ্যভাব হইলে, স্বপ্নে মেহ বা অতিসার-রোগী জলপান করিলে, কুষ্ঠ-রোগী স্নেহ-দ্রব্য পান করিলে, গুল্ম-রোগে কোষ্ঠ দেশে ও শিরো-রোগে মস্তকে বৃক্ষোৎপত্তি হইলে, বমন্-রোগে পিষ্টক ভক্ষণ করিলে, পাণ্ডু-রোগে হরিদ্রা ভক্ষণ করিলে, এবং রক্ত-পিত্ত-রোগে শোণিত পান করিলে মৃত্যু হয়।

অতঃপর শুভ-সূচক স্বপ্নের বিষয় কহিতেছি। দেবতা দ্বিজ গো বৃষভ জীবিত-সুহৃদ্ প্রজ্বলিত-অগ্নি বিপ্র অথবা

নির্ম্মল জল স্বপ্নে দর্শন করিলে মঙ্গল ও আরোগ্য লাভ হয়। শুভ্র বস্ত্র বা মাল্য মাংস মৎস্য বা ফল স্বপ্নে প্রাপ্ত হইলে ধন-লাভ এবং ব্যাধি-শান্তি হয়। বৃহৎ অট্টালিকা, ফল-যুক্ত বৃক্ষ, হস্তী বা পর্ব্বতে আরোহণ করিলে দ্রব্য-লাভ ও ব্যাধির শান্তি হয়; পঙ্কিল-জল-পূর্ণ ও তরঙ্গ-বিশিষ্ট নদ নদী বা সমুদ্র পার হইলে কল্যাণ-লাভ ও ব্যাধি-শান্তি হয়। উরগ জলৌকা বা ভ্রমর দংশন করিলে আরোগ্য ও ধনলাভ হয়। পীড়িত ব্যক্তি এই রূপ কোন প্রকার শুভ স্বপ্ন দেখিলে, তাহাকে দীর্ঘায়ু বলিয়া জানিবে ও তাহার চিকিৎসা করিবে।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিপরীত জ্ঞান।

শরীর বা স্বভাবের কোন রূপ বিকৃতি ঘটিলেই, তাহাকে সামান্যতঃ অরিষ্ট লক্ষণ বলা যায়। এক্ষণে তাহার বিশেষ কহিতেছি শ্রবণ কর। ব্যক্তি অভাবেও যে বিবিধ প্রকার শূন্যসম্ভূত শব্দ শ্রবণ করে, সমুদ্র পুর বা মেঘের শব্দ শ্রবণ করিয়া অন্য প্রকার শব্দের ন্যায় জ্ঞান করে, যে ব্যক্তি গ্রাম্য শব্দকে আরণ্যের ন্যায় বা আরণ্য শব্দকে গ্রাম্যের ন্যায় অনুমান করে, যে ব্যক্তি শত্রুর বাক্যে হৃষ্ট ও সুহৃদ্বাক্যে কুপিত হয়, অথবা যে ব্যক্তি সুহৃদ্বাক্য শ্রবণ না করে, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি উষ্ণকে শীতল বলিয়া বা শীতলকে উষ্ণ বলিয়া গ্রহণ করে, বা শীত-প্রযুক্ত রোমাঞ্চ হইয়াও গাত্র-দাহে পীড়িত হয়, গাত্র অতিশয় উষ্ণ থাকিলেও যে ব্যক্তি শীত প্রযুক্ত কম্পিত হয়, প্রহার করিলে বা অঙ্গচ্ছেদ করিলেও যে ব্যক্তি জানিতে না পারে, যাহার গাত্র

পাংশু বিকীর্ণের ন্যায় দেখায়, যাহার শরীরে অকস্মাৎ বর্ণান্তর বা রেখা জন্মে, স্নান এবং চন্দন লেপন করিলে যাহার শরীরে নীলমক্ষিকা আশ্রয় করে, অথবা অকস্মাৎ যাহার শরীর হইতে সুগন্ধ নিঃসৃত হয়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি এক প্রকার রস আস্বাদন করিয়া অন্য প্রকার রস বলিয়া বিবেচনা করে, সকল প্রকার ভুক্ত-রস ক্রমশঃ যাহার দোষ বৃদ্ধি করে, অথবা মিথ্যা আহারের দ্বারা যাহার দোষ বৃদ্ধি ও অগ্নি-মান্দ্য হয়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি কোন রসই জানিতে না পারে, বা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ জানিতে না পারে, অথবা যাহার ঘ্রাণ-শক্তি একেবারে নাশ হয়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। শীত উষ্ণ হিম প্রভৃতি কাল, অবস্থা বা দিক্ বা অন্য কোন ভাব যে ব্যক্তি বিপরীত ভাবে গ্রহণ করে; দিবা-ভাগে যে ব্যক্তি গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রজ্বলিতের ন্যায় দর্শন করে; নিশা কালে জ্বলন্ত সূর্য্য বা দিবা-ভাগে চন্দ্র কিরণ, মেঘ-শূন্য আকাশে ইন্দ্রধনু বা বিদ্যুৎ, বা নির্ম্মল আকাশে তড়িদ্-যুক্ত কৃষ্ণ-বর্ণ মেঘ, আকাশ মণ্ডল অট্টালিকা এবং বিমান যানে পূর্ণ, অথবা অন্তরীক্ষে মূর্ত্তিমান্ আকাশ বা বায়ু দর্শন করে, অথবা মেদিনী মণ্ডল ধূম নীহার বা বস্ত্রের দ্বারা আবৃতের ন্যায় দর্শন করে, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি সকল লোক প্রদীপ্ত অথবা জল-প্লাবিতের ন্যায় দর্শন করে, অথবা যে ব্যক্তি নক্ষত্র-যুক্ত অরুন্ধতী ধ্রুব নক্ষত্র বা আকাশ-গঙ্গা দেখিতে না পায়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি আপনার ছায়া উষ্ণ-জলে বা জ্যোৎস্নার

আদর্শে (১) দেখিতে না পায়, অথবা সেই ছায়া অঙ্গহীন বা বিকৃত রূপে দেখিতে পায়, বা কুক্কুর কাক গৃধ্র প্রেত যক্ষ রাক্ষস বা পিশাচের ন্যায় বিকৃত ভাবে দেখে, যে ব্যক্তি নির্ধূম অগ্নিকে ময়ূরের কণ্ঠা সদৃশ দর্শন করে, সে ব্যক্তি স্বস্থ থাকিলে পীড়িত হয়, এবং পীড়িত থাকিলে তাহার মৃত্যু হয়।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ছায়াদির দ্বারা মৃত্যু লক্ষণ নির্ণয়।

শ্যাব লোহিত নীল বা পীত-বর্ণ ছায়া যাহার অনুগমন করে, তাহার মৃত্যু আসন্ন। লজ্জা শ্রী বল তেজঃ স্মৃতি এবং শরীরের প্রভা যাহার হঠাৎ নাশ হয়, অথবা পূর্ব্বে এ সকল গুণ না থাকিয়াও যাহার হঠাৎ জন্মে, তাহার নিশ্চয়ই আসন্ন-কাল উপস্থিত। যাহার নিম্ন-ওষ্ঠ পতিত ও উপরিভাগের ওষ্ঠ উৎক্ষিপ্ত, অথবা উভয় ওষ্ঠই জাম ফলের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট হয়, তাহার জীবন দুর্লভ। যাহার দন্ত ঈষৎ রক্ত বা শ্যাব বর্ণ এবং পতিত হয়, অথবা অতিশয় কৃষ্ণ বর্ণ হয়, তাহার আয়ুঃ-শেষ হইয়াছে জানিবে। যাহার জিহ্বা কৃষ্ণ-বর্ণ স্তব্ধ অবলিপ্ত ও কর্কশ (অসমান) এবং স্ফীত, যাহার নাসিকা বক্র

(১) অবারিত ও সমতল স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, একাগ্রচিত্তে ক্ষণ কাল জ্যোৎস্না কিরণে ভূমিতলে আপনার ছায়া স্থির নেত্রে দর্শন করিবে। অনন্তর হঠাৎ মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক নির্ম্মল আকাশ তলে আপন ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রান্তরে এরূপ বর্ণিত আছে যে সেই ছায়া মস্তক শূন্য দেখিলে ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়, এবং ভিন্ন২ অঙ্গহীন দেখিলে ভিন্ন২ ব্যাঘাত বা আত্মীয় লোকের মৃত্যু হয়। কোন২ তন্ত্রের মতে এই রূপ ছায়া দর্শন প্রাতঃকালে কর্ত্তব্য।

স্ফুটিত শুষ্ক অবনত বা উন্নত, যাহার লোচন দ্বয় ক্ষুদ্র বিষম (একটী ছোট একটী বড়) স্তব্ধ রক্ত-বর্ণ ও অধোদৃষ্টি-বিশিষ্ট, এবং চক্ষু হইতে নিরন্তর জল পড়ে, সে রোগির নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। যাহার কেশ সীমন্ত যুক্ত হইয়া (সীতে কাটার ন্যায়) দুই পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত, ভ্রূ ক্ষুদ্র বা বিস্তৃত, এবং চক্ষুর পক্ষ্ম ছিন্ন, সে রোগী শীঘ্র প্রাণ ত্যাগ করে। অথবা যে রোগী মুখস্থিত অন্ন গ্রাস করিতে পারেনা, মস্তকও সরলভাবে ধারণ করিতে পারে না, একাগ্রদৃষ্টি এবং অচেতন, সে রোগীর শীঘ্র মৃত্যু হয়। রোগী সবলই হউক বা দুর্ব্বলই হউক, যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া বসাইলে যে মূর্চ্ছিত হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে রোগী উত্তান ভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন করিয়া পাদদ্বয় আকুঞ্চন করে, অথবা সর্ব্বদা প্রসারণ করিতে অভিলাষ করে, সে রোগী বাঁচে না। যে রোগির হস্ত পদ শীতল, এবং ঊর্দ্ধ শ্বাস ছিন্নশ্বাস বা কাকোচ্ছাস হয় (কাকের ন্যায় মুখ ব্যাদান করিয়া শ্বাস ফেলা), তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না, অথবা যে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে, ও কোন কথা বলিতে উদ্যত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হয়, অভিজ্ঞ বৈদ্য সে রোগিকে পরিত্যাগ করিবে। যে রোগী নিম্ন-ওষ্ঠ লেহন করে, উদ্গার তোলে এবং প্রেতের সহিত সম্ভাষণ করে, সে রোগির মৃত্যু হয়। শরীর কোন প্রকার বিষ-কর্ত্তৃক দূষিত না হইয়াও যাহার লোম-কূপ হইতে রক্ত নির্গত হয়, সে রোগী তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। বাতাষ্ঠিলা রোগে যাহার অষ্ঠিলা ঊর্দ্ধ গামিনী হইয়া হৃদয়ে উঠে, এবং তজ্জনিত যন্ত্রণা ও অন্নে অরুচিজন্মে, সে রোগির অবশ্যই

মৃত্যু হয়। অন্য কোন উপদ্রব ব্যতিরেকে পুরুষের পাদ স্ফীত হইলে, অথবা নারীর গুহ্যদেশ বা মুখ স্ফীত হইলে, মৃত্যু হয়। অতিসার জ্বর হিক্কা বমী এবং অণ্ড ও মেঢ্রদেশ স্ফীত, শ্বাস রোগির অথবা কাসরোগির এই সকল উপদ্রব ঘটিলে রোগিকে পরিত্যাগ করিবে। ঘর্ম্ম, অতিশয় দাহ, হিক্কা এবং শ্বাস এই সকল উপদ্রব ঘটিলে বলবান্ রোগিরও প্রাণ বিয়োগ হয়। যে রোগির জিহ্বা শ্যাব বর্ণ হয়, বাম চক্ষুঃ বসিয়া যায়, এবং মুখে দুর্গন্ধ জন্মে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে রোগির নেত্র-জলে মুখ পূর্ণ হয়, পাদদ্বয়ে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, এবং চক্ষুঃ আকুলিত হয়, যাহার শরীর হঠাৎ অতিশয় লঘু বা অতিশয় ভার বোধ হইয়া উঠে, অথবা যাহার বমনে পঙ্ক মৎস্য বসা তৈল ঘৃত বা মৃষ্টের ন্যায় গন্ধ হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। যাহার ললাট পর্য্যন্ত যুকা (উকুন) ধরে, প্রদত্ত বলি (ভক্ষ্য-দ্রব্য) কাকাদি গ্রহণ না করে, এবং রতি প্রবৃত্তি না থাকে, তাহারও মৃত্যু উপস্থিত। যে রোগির জ্বর অতিসার ও ফুলা এই তিনই প্রবল, এবং বলে ও মাংসে অতিশয় ক্ষীণ, তাহাকে কেহই চিকিৎসা করিতে পারে না। শরীর অত্যর্থ ক্ষীণ হইলে, রুচিকর, মিষ্ট ও হিতকর অন্নপানের দ্বারা যাহার ক্ষুধা ও তৃষ্ণার শান্তি না হয়, তাহার আসন্ন মৃত্যু জানিবে। গ্রহিণী শিরঃশূল কোষ্ঠ-শূল অতিশয় পিপাসা ও বলহানি, এককালে যাহার এই সকল উপদ্রব ঘটে, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। পূর্ব্ব জন্ম-কৃত কর্ম্ম প্রযুক্ত, বিপরীত উপচার (প্রতীকার) প্রযুক্ত, এবং জীব অনিত্য প্রযুক্ত, মৃত্যু হইয়া থাকে। প্রেত ভূত পিশাচ ও

রাক্ষসাদি মরণাভিমুখ ব্যক্তির নিকট আগমন করে, ও রোগির মৃত্যু কামনা করিয়া তাহার সকল ঔষধের বীর্য্য-হানি করে, একারণ আয়ুহীন ব্যক্তির কোন প্রতীকার সফল হয় না।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

স্বভাবের বিপ্রতিপত্তি।

শরীরের যে অঙ্গ স্বভাবতঃ যে প্রকার হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা হইলে মৃত্যুর লক্ষণ বলা যায়। যথা,—শুক্ল-বর্ণের কৃষ্ণতা, কৃষ্ণ-বর্ণের শুক্লতা, রক্ত প্রভৃতি বর্ণের অন্য প্রকার বর্ণ হওয়া, স্থিরের অস্থিরতা, অস্থিরের স্থিরতা, স্থূলের কৃশতা বা কৃশের স্থূলতা, দীর্ঘের হ্রস্বত্ব বা হ্রস্বের দীর্ঘতা, অথবা কোন অঙ্গ হঠাৎ শীতল উষ্ণ স্নিগ্ধ রুক্ষ বিবর্ণ বা অবসন্ন হওয়া, শরীরের সম্বন্ধে এই প্রকার সকল ঘটনাকে স্বভাবের বিপরীত বলা যায়। শরীরের কোন অঙ্গ স্বস্থান হইতে স্খলিত উৎক্ষিপ্ত অবক্ষিপ্ত পতিত নির্গত অন্তর্গত গুরু বা লঘু হওয়াও স্বভাবের বিপরীত। শরীরে অকস্মাৎ প্রবাল বর্ণ-বিশিষ্ট ব্যঙ্গ (চাকা চাকা দাগ বিশেষ) জন্মান, ললাটের সিরা সকল দৃষ্ট হওয়া, নাসাদণ্ডে (নাকের ডাঁটীতে) পিড়ক উৎপত্তি, প্রভাতকালে ললাটে ঘর্ম্ম নিঃসরণ, নেত্র-রোগ না থাকিলেও অশ্রু-ধারা পতন, মস্তকে গোময় চূর্ণের ন্যায় ধূলি দর্শন অথবা মস্তকে কপোত কঙ্ক প্রভৃতি পক্ষির পতন, ভোজন না করিলেও মল মূত্রের বৃদ্ধি, বা ভোজন করিলেও মল-মূত্রের অভাব, স্তন-মূল হৃদয় বা বক্ষঃ-স্থলে বেদনা, কোন অঙ্গের মধ্যস্থল স্ফীত ও উভয় দিক্ কৃশ, অথবা মধ্যস্থল কৃশ ও উভয় দিক্ স্ফীত, অর্দ্ধাঙ্গে শোথ, অথবা

সমস্ত শরীর শুষ্ক, এবং স্বর নষ্ট হীন বিকল বা বিকৃত হওয়া, অথবা দন্ত মুখ নখ প্রভৃতি স্থানে, বিবর্ণ পুষ্পের ন্যায় চিহ্ন বা কফ পুরীষ ও রেতের জলে মগ্ন হওয়া, দৃষ্টি মণ্ডলে ভিন্ন প্রকার বিকৃতরূপ দর্শন, কেশ বা অঙ্গ তৈলাভ্যক্তের (তৈল মাখার) ন্যায় দেখান, অতিসার রোগে অরুচি ও দুর্ব্বলতা, বা কাস রোগে তৃষ্ণায় অভিভূত হওন, ক্ষীণতা বমন অরুচি, ফেনার সহিত পূয রক্ত বমন, ভগ্নস্বর ও বেদনায় অভিভূত হওন, হস্তপদ, ও মুখ স্ফীত, ক্ষীণ রুচিহীন, নাভি স্কন্ধ এবং হস্ত-পাদের মাংস শিথিল ও জ্বর এবং কাসে অভিভূত হওয়া; এই সকলের মধ্যে কোন প্রকার লক্ষণ ঘটিলে আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। যে ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নে আহার করিয়া অপরাহ্নে বমন করে, এবং যাহার পাকাশয়ে অন্ন-রস না জন্মিয়াও অতিসারের ন্যায় মল নিঃসৃত হয়, যে ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হইয়া ছাগলের ন্যায় শব্দ করে, কোষ শিথিল, উপস্থ সঙ্কুচিত, এবং গ্রীবা ভগ্ন হইয়া পড়ে; যে ব্যক্তি নিম্ন ওষ্ঠ দংশন করে, বা উপরিভাগের ওষ্ঠ লেহন করে, অথবা যে ব্যক্তি কেশ বা কর্ণদ্বয় ছিঁড়িয়া ফেলে, যে ব্যক্তি দেবতা দ্বিজ গুরু সুহৃদ্ এবং বৈদ্যের দ্বেষ করে, যাহার গ্রহ বক্র-গামী বা মন্দ স্থানে গমন করিয়া জন্ম নক্ষত্রকে পীড়িত করে, বা যাহার হোরা (১) উল্কা বা বজ্রের দ্বারা অভিহত হয়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলা যায়। গৃহ দার শয়ন আসন যান মনি রত্ন প্রভৃতি গৃহের উপকরণ দ্রব্যের দুর্লক্ষণের

(১) রাশির স্থিতি কালকে হোরা বলে। অথবা দিবা রাত্রির চর্ব্বিষ ভাগের এক ভাগ।

প্রাদুর্ভাব হইলেও আয়ুঃশেষ ঘটে। বল ও মাংস হীন রোগির চিকিৎসা করিলেও যদি রোগ বৃদ্ধি হইতে থাকে, তবে সেইটী তাহার আয়ুঃশেষের লক্ষণ। যাহার উৎকট পীড়া এককালে হঠাৎ নিবৃত্তি হইয়া যায়, অথবা যাহার শরীরে আহারের ফল দেখা যায় না, তাহার মৃত্যু শীঘ্রই হয়। এই সকল অরিষ্ট লক্ষণ সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিতে পারিলে, রাজাকর্ত্তৃক রোগের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়ের পরীক্ষায় বৈদ্য উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

ত্রয়োস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অসাধ্য রোগের বিবরণ।

হে বৎস, চিকিৎসার অভাবে যে উপসর্গ ঘটিলে যে রোগ অসাধ্য হয়, তাহা কহিতেছি, একাগ্র চিত্তে শ্রবণ কর। বাতব্যাধি প্রমেহ কুষ্ঠ অর্শঃ ভগন্দর অশ্মরী মূঢ়গর্ত্ত (অন্তর্মৃত গর্ভ) এবং উদর রোগ, এই অষ্ট প্রকার রোগ স্বভাবতই দুশ্চিকিৎসনীয়। বল ও মাংস ক্ষয়, শ্বাস তৃষ্ণা শোষ বমী ও জ্বর এই উপদ্রব-গুলি, অথবা মূর্চ্ছা অতিসার ও হিক্কা এ উপদ্রব গুলি ঘটিলে, যশঃঅভিলাষী বৈদ্য রোগিকে পরিত্যাগ করিবে। ফুলা ত্বকের সুপ্ততা (রুক্ষতা), ভগ্ন কম্প ও আধ্মান, বায়ুরোগে এই সকল উপদ্রব ঘটিলে, এবং রোগের যন্ত্রণায় কাতর হইলে, প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। রোগের অধিকারে যে রূপ উপদ্রব বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল উপদ্রব ঘটিলে, চিত্ত আবিষ্টের ন্যায় (অতিশয় অন্যমনস্ক) হইলে, অতিশয় ধাতু-ক্ষরণ এবং অত্যর্থ যন্ত্রণা হইলে, প্রমেহ রোগির প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। ক্ষত-অঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া

রস নিঃসরণ হইতে থাকিলে, চক্ষু রক্ত-বর্ণ ও স্বরভঙ্গ হইলে, এবং বমন বিরেচন নস্য নিরূঢ়-বস্তি ও উত্তর-বস্তি, এই পঞ্চ-কর্ম্মে কোন ফল না দর্শিলে, কুষ্ঠরোগে প্রাণ বিনাশ হয়। তৃষ্ণা অরুচি অতিশয় বেদনা অতিশয় রক্ত-নিঃসরণ শোথ এবং অতিসার, অর্শরোগে এই সকল উপদ্রব ঘটিলে রোগির মৃত্যু হয়। বায়ু মূত্র পুরীষ ক্রিমি এবং শুক্র, ভগন্দর হইতে এই সকল নিঃসৃত হইলে ভগন্দর রোগির মৃত্যু হয়। নাভি এবং কোষ স্ফীত হইলে এবং প্রস্রাব বন্ধ ও অতিশয় যন্ত্রণা হইলে, অশ্মরী রোগির মৃত্যু হয়।

গর্ভকোষে অতিশয় শূল বেদনা, কুক্ষি দেশে রক্ত বন্ধ হওয়া, এবং যোনিমুখ সমাচ্ছাদিত হওয়া, এই সকল লক্ষণ, এবং মূঢ় গর্ভের অধিকারে অপর যে সকল অসাধ্যের লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে সেই সকল লক্ষণ ঘটিলে, মূঢ়-গর্ভ রোগে স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়। উদরের পার্শ্বদেশ ভঙ্গ হওয়া অন্নে অরুচি শোথ, অতিসার, এবং প্রতিবার বিরেচনের পর উদর পরিপূর্ণ হইয়া ভার হওয়া, উদরী রোগে এই সকল উপসর্গ ঘটিলে মৃত্যু হয়। তমোময় দৃষ্টি বা ম্লান-ভাবে শয়ন বা অচেতন হইয়া ভূতলে পতন, শরীরের অন্তরে দাহ এবং বাহিরে অতিশয় শীত অনুভব, জ্বর রোগে এই সকল হইলে মৃত্যু হয়। লোম-হর্ষণ চক্ষু রক্তবর্ণ, হৃদয়ে সংঘাতিক শূল বেদনা (কন্‌কনানি), মুখের দ্বারা নিয়ত শ্বাস গ্রহণ, জ্বর রোগে এগুলিও মৃত্যুর লক্ষণ। হিক্কা শ্বাস ও পিপাসায় কাতর, জ্ঞানশূন্য, ভ্রান্তি সূচক দৃষ্টি বিশিষ্ট, নিয়ত দীর্ঘশ্বাস বিশিষ্ট এবং ক্ষীণ, জ্বর রোগে রোগী এরূপ হইলেও তাহার

মৃত্যু হয়। আবিল চক্ষু (ঘোলাপড়া বা মলযুক্ত), অন্ধকার দর্শন, অত্যর্থ নিদ্রা, শোণিত ও মাংস ক্ষীণ হওয়া, জ্বর রোগে এসকল লক্ষণ ঘটিলেও মৃত্যু হয়। শ্বাস শূল ও পিপাসায় কাতর, ক্ষীণ এবং জ্বরের দ্বারা পীড়িত, এই সকল উপসর্গ ঘটিলে, বিশেষতঃ রোগী বৃদ্ধ হইলে, অতিসার রোগে মৃত্যু হইয়া থাকে। শুক্লবর্ণ চক্ষু, অন্নে অরুচি, ঊর্দ্ধ-শ্বাসে পীড়িত, কষ্টের সহিত অতিশয় প্রস্রাব হওয়া, যক্ষ্মা রোগে এই সকল উপসর্গ ঘটিলে মৃত্যু হয়। শ্বাস, শূল বেদনা, পিপাসা, অন্নে অরুচি, গুল্মস্থান গ্রন্থি সদৃশ হওয়া, বুদ্ধির ভ্রম এবং দুর্ব্বলতা, এই সকল উপসর্গ ঘটিলে গুল্ম-রোগির মৃত্যু হয়। আধ্মান, মলমূত্র-রোধ বমি হিক্কা তৃষ্ণা বেদনা এবং শ্বাস, বিদ্রধিরোগে এই সকল উপদ্রব জন্মিলে মৃত্যু হয়। দন্ত নখ এবং চক্ষু পাণ্ডু-বর্ণ হইলে, এবং দৃশ্য-পদার্থ সমস্ত পাণ্ডু-বর্ণ দেখিলে, পাণ্ডু রোগির মৃত্যু হয়। রক্ত বমন করা, চক্ষু-রক্তবর্ণ হওয়া, এবং সকল দিক্ রক্তবর্ণ দেখা, এই উপসর্গ-গুলি জন্মিলে রক্ত-পিত্ত রোগির মৃত্যু হয়। অধোমুখে বা ঊর্দ্ধ মুখে থাকা, মাংস এবং বল অত্যর্থ ক্ষীণ হওয়া, এবং সর্ব্বদা জাগ্রত থাকা, এই সকল উপদ্রব ঘটিলে উন্মাদ রোগীর মৃত্যু হয়। পুনঃ২ মূর্চ্ছা, অত্যর্থ ক্ষীণ, ভ্রূদ্বয় বিচলিত এবং নেত্রদ্বয় বিকৃত, অপস্মার রোগে এই উপদ্রব গুলি ঘটিলে মৃত্যু হয়।

চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়।

যুক্তসেনীয় অধ্যায়। *

শত্রু-জয়াভিলাষী যুক্তসেন নৃপতিকে বৈদ্য যে রূপে

* ইহার দ্বারা বোধ হয় যুক্ত সেন নামক রাজার রাজ্যকালে এই গ্রন্থ সংগৃহীত হয়।

রক্ষা করিবেন তাহার উপদেশ প্রদান করিতেছি। যৎকালে সেই নরপতি জয়াভিলাষী হইয়া অনার্য্য-বর্গের সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিবেন, তৎকালে তাহাকে রক্ষা করা, বিশেষতঃ বিষ হইতে যত্ন সহকারে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে হেতু, শত্রুগণ পথ জল ছায়া অন্ন এবং কাষ্ঠ প্রভৃতি বিষের দ্বারা দূষিত করিয়া রাখে। সে সমস্ত পরীক্ষা করিয়া শোধন করা কর্ত্তব্য। তাহার লক্ষণ এবং চিকিৎসা কল্পস্থানে বলা হইয়াছে। অথর্ব্ব বেদে একশত একপ্রকার মৃত্যু নির্ণীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে এক প্রকার মৃত্যুকে কালজন্য বলা যায়, এবং অপর গুলিকে অভিঘাত-জন্য বলে। রসজ্ঞ বৈদ্য এবং মন্ত্রজ্ঞ পুরোহিত, ইহারা উভয়ে দোষ জন্য এবং অভিঘাত জন্য মৃত্যু হইতে রাজাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। এই কারণে ব্রহ্মা বেদের অঙ্গ-স্বরূপ এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কহিয়াছেন। বৈদ্য সর্ব্বদা পুরোহিতের মতানুগামী হইবেন। রাজার বিপদ ঘটিলে প্রজা সকল উচ্ছিন্ন হয়, এবং বর্ণ-সঙ্কর-প্রযুক্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম নাশ হয়। রাজাতেই পুরুষত্ব প্রতিষ্ঠিত। আজ্ঞা ত্যাগ ক্ষমা ধৈর্য্য বিক্রম, এই সকল অমানুষলক্ষণও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অতএব বিচক্ষণ কল্যাণাভিলাষী ব্যক্তি, বাক্য মন কর্ম্মের দ্বারা রাজাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিবে। যুদ্ধ-কালে চিকিৎসার সকল প্রকার উপকরণে সুসজ্জীভূত হইয়া রাজার স্কন্ধাবারের (তাঁবুর) নিকটে একটী বৃহৎ স্কন্ধাবারে বৈদ্য অবস্থিতি করিবেন। বিষ এবং শল্য পীড়িত রোগিগণ যশ এবং খ্যাতি বিশিষ্ট সেই বৈদ্যের নিকটে সংযত চিত্তে আগমন করিবে। আয়ুর্ব্বেদ ও অন্যান্য-শাস্ত্র-পারদর্শী বৈদ্য,

রাজা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যশঃ ও গৌরবের ধ্বজার স্বরূপ প্রকাশ পাইবেন। বৈদ্য রোগী ঔষধ ও পরিচারক, এই চারিপাদ চিকিৎসা কার্য্য সাধনের উপযোগী। বৈদ্য গুণবান্, এবং রোগী প্রভৃতি অপর তিনটীও গুণ-বিশিষ্ট হইলে,মহৎ রোগও অল্প কালের মধ্যে আরোগ্য হয়। যেমন উদ্গাতা হোতা এবং ব্রহ্মা এই তিন জন থাকিলেও আচার্য্য ব্যতিরেকে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না। সেই রূপ চিকিৎসার অপর তিন পাদ গুণ বিশিষ্ট হইলেও বৈদ্যের অভাবে চিকিৎসা সম্পন্ন হয় না। যেমন দণ্ডধার (দাঁড়ী) ব্যতিরেকে কর্ণধার একা নৌকা পার করিতে পারে, সেই রূপ বৈদ্য গুণবান্ হইলে অন্য কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং রোগিকে আরোগ্য করিতে পারে। যে বৈদ্য শাস্ত্রার্থ পারদর্শী, দৃষ্ট-কর্ম্মা (যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষে দেখিয়া কর্ম্ম শিক্ষা করে) স্বয়ং কার্য্যক্ষম, লঘুহস্ত (যে শীঘ্র শস্ত্র-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে), শুচি, শূর, ঔষধ ও যন্ত্র প্রভৃতি চিকিৎসার সকল প্রকার উপকরণে সজ্জীভূত, প্রত্যুৎপন্ন মতি, বুদ্ধিমান্, ব্যবসায়ী, বিশারদ, এবং সত্য ও ধর্ম্ম পরায়ণ, তিনিই চিকিৎসা কার্য্যে প্রথম পাদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। যে রোগী আয়ুষ্মান্, বুদ্ধিমান্, সাধ্য, দ্রব্যবান্, আত্ম রক্ষার্থ যত্নবান্, আস্তিক, ও বৈদ্যের মতানুগামী, তিনিই চিকিৎসা কার্য্যের দ্বিতীয় পাদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। যে ঔষধ প্রশস্ত-দেশে জাত ও প্রশস্ত দিবসে উদ্ধৃত, মনের প্রীতিকর, গন্ধবর্ণ রস বিশিষ্ট, যাহা অগ্লানিকর বিপর্য্যয়েও বিকার জন্মায় না, এবং যুক্ত কালে ও উপযুক্ত মাত্রায় প্রদত্ত, সেই ঔষধই চিকিৎসা কার্য্যের তৃতীয়

পাদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যে পরিচারক স্নিগ্ধ বলবান্, রোগির প্রতি যত্নশীল, পর নিন্দা না করে, বৈদ্য-বাক্যের অনুগামী এবং পরিশ্রমে কাতর নহে, সেই পরি-চারকই চিকিৎসা কার্য্যের চতুর্থ পাদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়।

আতুরোপক্রমণীয় অধ্যায়।

বৈদ্য রোগির নিকট গমন করিয়া প্রথমতঃ তাহার আয়ু পরীক্ষা করিবেন। যদি আয়ু থাকে তবে ব্যাধি ঋতু অগ্নি বয়স্ দেহ বল বুদ্ধি অভ্যাস প্রকৃতি ভেষজ এবং দেশ পরীক্ষা করিবেন। হস্ত পাদ পার্শ্ব পৃষ্ঠ স্তনের অগ্রভাগ দশন বদন স্কন্ধ এবং ললাটদেশ মহান্ হইলে, অঙ্গুলির পর্ব্ব উচ্ছ্বাশ (যে শ্বাস টানিয়া লওয়া যায়), বাহু এবং চক্ষু দীর্ঘ হইলে, ভ্রূ স্তনদ্বয়র মধ্যভাগ এবং বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ হইলে, জঙ্ঘা মেঢ্র এব গ্রীবা হ্রস্ব হইলে, স্বর নাভি এবং বুদ্ধি গভীর হইলে, স্তনদ্বয় শরীরে অনুচ্চ এবং দৃঢ়ভাবে থাকিলে, কর্ণ দীর্ঘ-লোমবিশিষ্ট হইলে, মস্তিষ্ক মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে থাকিলে, এবং স্নান অনুলেপন করিলে মূর্দ্ধা হইতে শরীরের নিম্ন-ভাগ ক্রমশঃশুষ্ক হইতে থাকিলে, এবং সকলের শেষে হৃদয়-দেশ শুষ্ক হইলে, আয়ু দীর্ঘ হইয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তিকে অবশ্যই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। এই লক্ষণ গুলির সমস্ত লক্ষণ বিপরীত হইলে আয়ু অল্প হয়, এবং কিয়দংশ লক্ষণ বিপরীত হইলে, মধ্যম।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

যাঁহার শরীরে শিরা স্নায়ু বা সন্ধি গূঢ় ভাবে নিহিত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট, ইন্দ্রিয় সকল স্থির এবং শরীর উত্তরোত্তর সুদৃশ্য হইয়া উঠে, সেই ব্যক্তিই দীর্ঘজীবী। যিনি জন্মাবধি অরোগী, এবং শরীর জ্ঞান ও বিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তিনিই দীর্ঘজীবী। অতঃপর মধ্যম আয়ুর লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর। যাহার চক্ষু দ্বয়ের অধোভাগে দুই তিন বা ততোধিক রেখা থাকে, পাদ ও কর্ণ-দ্বয় মাংসল, পৃষ্ঠ-দেশে ঊর্দ্ধ রেখা এবং নাসিকার অগ্রভাগ উচ্চ, তাহার পরমায়ু সপ্ততি (৭০) বৎসর। অতঃপর অল্পায়ুর লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর। পর্ব্ব সকল হ্রস্ব, শিশ্ন বৃহৎ, বক্ষঃস্থল লোম ও মাংস হীন, পৃষ্ঠদেশ অপ্রশস্ত, কর্ণদ্বয় উপযুক্ত স্থান অপেক্ষা কিছু ঊর্দ্ধ ভাগে স্থিত, নাসিকা উচ্চ, কথা কহিতে বা হাস্য করিতে দন্তের মাংস দৃষ্ট হওয়া, এবং ভ্রান্ত ভাবে দর্শন (পাগলের মত চেয়ে থাকা), এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে আয়ু পঞ্চ বিংশতি বৎসর হয়।

তদনন্তর আয়ু বিজ্ঞানের নিমিত্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাণ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছি। শরীরস্থ হস্ত পাদ মস্তক প্রভৃতিকে অঙ্গ কহে। অঙ্গের সকল অবয়বকে প্রত্যঙ্গ বলা যায়। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং প্রদেশিনী প্রত্যেকেই আপনার অঙ্গুলির দুই অঙ্গুলি করিয়া আয়ত হইবে। মধ্যমাঙ্গুলির আয়তন প্রদেশিনীর পাঁচ ভাগের চারিভাগ, অনামিকার আয়তন মধ্যমাঙ্গুলির পাঁচ ভাগের চারি ভাগ, এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির আয়তন অনামিকার পাঁচ ভাগের চারিভাগ। পায়ের তলা হইতে

অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত চারি অঙ্গুল আয়ত, এবং পঞ্চাঙ্গুল বিস্তৃত। পার্ষ্ণিদেশ (গোড়ালী)...ঞ্চাঙ্গুল দীর্ঘ এবং চত্তরঙ্গুল বিস্তৃত। পাদ (পায়ের পাতা) চতুর্দ্দশ অঙ্গুল দীর্ঘ। গুল্ফ জঙ্ঘা ও জানুর মধ্যস্থলের বিস্তৃতি চতুর্দ্দশ অঙ্গুল। জঙ্ঘা অষ্টাদশ অঙ্গুল। জানুর উপরিভাগ দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুল দীর্ঘ। এই উভয়ে পঞ্চাশৎ অঙ্গুল দীর্ঘ। জঙ্ঘা দীর্ঘে উরুর সমান নহে। বৃষণ (কোষ) চিবুক দশন নাসা-পুট কর্ণমূল এবং নয়নের মধ্যস্থল, দুই অঙ্গুল। শিশ্ন বদন-মধ্য (মুখের হাঁ) নাসা কর্ণ ললাট গ্রীবার উচ্চতা এবং চক্ষুর আয়তন চারি অঙ্গুল। যোনিদেশের বিস্তার দ্বাদশ অঙ্গুল (১)। এবং শিশ্নদেশ হইতে নাভি,নাভি হইতে হৃদয়,হৃদয় হইতে গ্রীবা এবং স্তন দ্বয়েরও পরস্পর অন্তর ও মুখের দীর্ঘতা দ্বাদশাঙ্গুল। মণিবন্ধ (হাতের কব্‌জা) ও প্রকোষ্ঠের (কনুয়ের অধোভাগের) স্থূলত্বও দ্বাদশ অঙ্গুল। ইন্দ্র-বস্তির বিস্তৃতি এবং স্কন্ধদেশ ও কূর্পরের (কনুয়ের) অন্তর ষোড়শ অঙ্গুলি। হস্ত চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুল। ভুজদ্বয় প্রত্যেকে দ্বাত্রিংশৎ (বত্রিশ) অঙ্গুলি। উরু দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুল। মণিবন্ধ হইতে কূর্পর ষোড়শ অঙ্গুল। করতল ষড় অঙ্গুল দীর্ঘ এবং চারি অঙ্গুল বিস্তার। বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল হইতে প্রদেশিনীর অন্তর দুইটী মধ্যমাঙ্গুল পরিমিত, এবং কর্ণ হইতে অপাঙ্গের অন্তর পঞ্চ অঙ্গুল। প্রদেশিনী এবং অনামিকার অন্তর সার্দ্ধ দুই অঙ্গুলি। কনিষ্ঠা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির অন্তর সার্দ্ধ তিন অঙ্গুল। মুখ ও গ্রীবা প্রত্যেকের বিস্তার দ্বাদশ অঙ্গুল। নাসিকার ছিদ্রভাগের পরিমাণ অঙ্গুলির চারি-

(১) কোষমূল হইতে মলদ্বার প্র্যর্যন্ত স্থানকে যোনিদেশ কহে।

ভাগের তিনভাগ। চক্ষুর তারার পরিমাণ চক্ষুর চারিভাগের তিনভাগ। দৃষ্টির (চক্ষুর পুত্তলির) পরিমাণ তারার নবম ভাগ। মস্তক (যে স্থানে মস্তিষ্ক থাকে) হইতে সম্মুখের কেশান্ত (যে স্থানে চুলের গোড়া শেষ হইয়াছে সেই স্থান) পর্য্যন্ত একাদশ অঙ্গুল। মস্তক হইতে পশ্চাদ্ভাগের কেশান্ত পর্য্যন্ত দশ অঙ্গুল। এবং প্রত্যেক কর্ণ হইতে অবটু (ঘাড়ের মধ্যভাগ) সপ্ত অঙ্গুল। পুরুষের বক্ষঃস্থলের পরিমাণ স্ত্রীলোকের কটি। এবং স্ত্রীলোকের বক্ষঃস্থল অষ্টাদশ অঙ্গুল, সেই পরিমাণ পুরুষের কটিদেশ। পুরুষের পরিমাণ সর্ব্বতোভাবে একশত বিংশতি অঙ্গুল।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

পুরুষের বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর এবং নারী ষোড়শ বর্ষীয়া হইলে, স্ত্রী পুরুষে তুল্য-বীর্য্য হয়। আপন অঙ্গুলির পরিমাণ অনুসারে দেহের যে প্রকার পরিমাণ বলা হইল, পুরুষ কিম্বা নারী সেই রূপ পরিমাণ বিশিষ্ট হইলে দীর্ঘজীবী ও ধনবান্ হয়। অধিকাংশ অঙ্গের পরিমাণ ঐক্য হইলে মধ্যম রূপ আয়ু ও ধনলাভ হয়, এবং কোন অঙ্গই এ প্রকার পরিমিত না হইলে বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অল্প-ভাগ এরূপ পরিমিত হইলেও অল্পায়ু ও ধন-হীন হয়।

তদনন্তর, দেহস্থ সারের গুণ কহিতেছি। স্মৃতি ভক্তি প্রজ্ঞা, শৌর্য্য,শৌচ এবং কল্যাণ-জনক কার্য্যে অভিনিবেশ, এই গুলি বলের বা ওজ ধাতুর সার ভাগ হইতে জন্মে। শরীরের স্নিগ্ধতা ও দৃঢ়তা, অস্থি দন্ত ও নখের শুক্লতা এবং বিবিধ প্রকার কামনা, এই গুলি শুক্রের সার ভাগ হইতে

জন্মে। শরীর, অকৃশ বলবান্ ও সৌভাগ্যের লক্ষণ বিশিষ্ট, স্বর স্নিগ্ধ ও গম্ভীর, এবং চক্ষু আয়ত, এই গুলি মজ্জার সার ভাগ হইতে জন্মে। মস্তক ও স্কন্ধ বিশাল, এবং দন্ত হনু নখ ও অস্থি দৃঢ়, অস্থির সার-ভাগ হইতে এই গুলি জন্মে। মেদের সার-ভাগ হইতে মূত্র স্বেদ ও স্বরের স্নিগ্ধতা, এবং শরীর বৃহৎ ও ক্লেশ-সহিষ্ণু হয়। মাংসের সার-ভাগ কর্ত্তৃক গাত্র ছিদ্র-রহিত হয়, অস্থির সকল সন্ধি-স্থান গূঢ় ভাবে নিহিত থাকে, এবং শরীরের মাংস বৃদ্ধি হয়। রক্তের সার-ভাগ হইতে নখ চক্ষু তালু জিহ্বা ওষ্ঠ পাণি ও পাদতল স্নিগ্ধ তাম্র-বর্ণ হয়, এবং ত্বকের প্রসন্নতা ও কোমলতা জন্মে। ওজ শুক্র ও অস্থি প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতু যত সার-বিশিষ্ট হয়, ততই তাহাকে আয়ু ও সৌভাগ্যের লক্ষণ বলা যায়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামান্যতঃ যে প্রমাণ বলা হইল, তাহার মর্ম্মানুসারে আয়ুঃ পরীক্ষা করিলে, সুনিপুণ বৈদ্য চিকিৎসা কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। ব্যাধির বিবরণ পূর্ব্বে বিশেষ রূপে বলা হইয়াছে। সকল ব্যাধিই তিন প্রকার,—সাধ্য যাপ্য এবং অসাধ্য। সেই সকল ব্যাধি পুনরায় অপর তিন প্রকারে পরীক্ষা করা যায়, যথা ঔপসর্গিক, প্রাক্‌কেবল এবং অন্য-লক্ষণ। যে ব্যাধি জন্মিয়া শরীরে পূর্ব্বস্থিত কোন ব্যাধিকে পুনর্ব্বার উৎপাদন করে, তাহাকে পূর্ব্বস্থিত রোগের উপদ্রব বা উপসর্গ বলা যায়। যে ব্যাধি স্বয়ং জন্মিয়া কোন প্রকার নূতন রোগ না জন্মায়, অথবা কোন পুরাতন রোগের পুনরুদ্ভাবন না করে, অর্থাৎ যাহাকে কোন রোগের পূর্ব্বরূপ বা উপদ্রব না বলা যায়, তাহাকে প্রাক্‌কেবল কহে। যে ব্যাধি

অন্য কোন ভবিষ্যৎ ব্যাধির সূচনা করে, তাহার নাম পূর্ব্বরূপ, তাহাকেই অন্য-লক্ষণ বলা যায়। ঔপদ্রবিক ব্যাধি জন্মিলে, সেই উপদ্রব, এবং সেইটী শরীরস্থ যে রোগের উপদ্রব সেই রোগ, এই উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ উপদ্রবের চিকিৎসা করিতে যেন রোগ বৃদ্ধি না হয়। কিন্তু উপদ্রব বলবান্ হইলে তাহারই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। প্রাক্‌কেবল রোগে উপস্থিত রোগেরই চিকিৎসা করিবে। অন্য-লক্ষণ ব্যাধিতে, সেইটী যে ব্যাধির পূর্ব্বরূপ সেই মূল ব্যাধির চিকিৎসা করিবে।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

দোষ (বায়ু পিত্ত কফ) ব্যতিরেকে কোন রোগই জন্মে না। অতএব রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, সেই রোগ যে সকল দোষের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহা উল্লিখিত না হইলেও, বিচক্ষণ বৈদ্য দোষের সকল লক্ষণ বিবেচনা করিয়া রোগের চিকিৎসা করিবেন। ঋতুর বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চিকিৎসা করিবার সময় অগ্রে শীত-কালে শীতের এবং গ্রীষ্ম কালে গ্রীষ্মের প্রতীকার করিবে। চিকিৎসা কালে কোন রূপ প্রতীকার করিবার কাল উপস্থিত হইলে যদি সেই প্রতীকার করা না হয়, অথবা কোন রূপ প্রতীকার করিবার উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যদি সে রূপ প্রতীকার করা হয়, তাহাতে রোগ সাধ্য হইলেও আরোগ্য হয় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অগ্নিই অন্নের পরিপাক কর্ত্তা। সেই অগ্নি চারি প্রকার। তাহার মধ্যে এক প্রকার অবিকৃত, এবং তিন প্রকার বিকৃত। সেই তিন প্রকার বিকৃত অগ্নি

যথা,—বিষম, তীক্ষ্ণ, এবং মন্দ। অগ্নি, বায়ু-কর্ত্তৃক দূষিত হইলে বিষম, পিত্ত-কর্ত্তৃক দুষিত হইলে তীক্ষ্ণ, এবং শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক দূষিত হইলে মন্দ বলা যায়। যে অগ্নির দ্বারা কখন সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয়, কখন বা আধ্মান, শূল, উদাবর্ত্ত, অতিসার, পাকস্থলির ভার, অন্ত্র-কূজন (উদরে বায়ুর শব্দ), এবং বায়ু-নিঃসরণ প্রভৃতি ঘটে, সেই অগ্নি বায়ু-কর্ত্তৃক দূষিত। তাহাকে বিষমাগ্নি বলে। যে অগ্নির দ্বারা প্রচুর পরিমাণে ভুক্ত দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হয়, সেই অগ্নি পিত্ত-কর্ত্তৃক দূষিত। তাহাকে তীক্ষ্ণ-অগ্নি বলে। তীক্ষ্ণ-অগ্নি বৃদ্ধি হইলে অত্যগ্নি বলা যায়। সেই অগ্নির দ্বারা মুহুর্মুহুঃ প্রচুর পরিমাণে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয়। পরিপাক হইলে গলদেশ তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয়, এবং শরীরে দাহ ও সন্তাপ জন্মে। যে অগ্নির দ্বারা অল্প আহারও অধিক বিলম্বে পরিপাক হয়, এবং পরিপাক কালে মাথার ভার, কাস শ্বাস প্রসেক (মুখ নাসিকা হইতে জল নিঃসরণ), বমন এবং শরীরের অবসাদ জন্মে, সেই অগ্নি শ্লেষ্মা-কর্ত্তৃক দূষিত, তাহাকে মন্দাগ্নি বলে। বিষমাগ্নির দ্বারা বায়ুজন্য রোগ জন্মে, তীক্ষ্ণাগ্নির দ্বারা পিত্ত-জন্য রোগ জন্মে, এবং মন্দাগ্নির দ্বারা কফজন্য রোগ জন্মে। অতএব অগ্নিকে সমভাবে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। অগ্নি বিষম হইলে, অম্ল ও লবণ রস যুক্ত স্নিগ্ধ ক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা প্রতীকার করিবে। তীক্ষ্ণ হইলে মধুর-রস বিশিষ্ট স্নিগ্ধ ও শীতল বিরেচনের দ্বারা প্রতীকার করিবে। অত্যগ্নির স্থলেও এইরূপ প্রতীকার করিবে, বিশেষতঃ মহীষের দুগ্ধ দধি এবং ঘৃত সেবন করিবে। মন্দাগ্নি হইলে কটু তিক্ত কষায় রস সেবন, ও বমনের দ্বারা

প্রতীকার করিবে। ভগবান্ অগ্নি জঠরে অবস্থিতি করিয়া অন্ন পরিপাক করেন, এবং তাহার রসও গ্রহণ করেন। অতিশয় সূক্ষ্ম প্রযুক্ত তাহা নির্ণয় করা যায় না। প্রাণ অপান (১) এবং সমান এইতিন বায়ু স্ব স্ব স্থানে থাকিলে সেই অগ্নিকে প্রজ্বলিত এবং রক্ষা করেন। বয়স তিন প্রকার, বালক মধ্য ও বৃদ্ধ। পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত বালক। বালক তিন প্রকার, দুগ্ধপায়ী দুগ্ধান্ন-ভোজী এবং অন্ন-ভোজী। এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধপায়ী, এক বৎসরের পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধান্ন-ভোজী, তাহার পর অন্ন-ভোজী। ষোড়শ হইতে সপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত মধ্য-বয়স। বৃদ্ধি যৌবন সম্পূর্ণ ও হানি, মধ্যবয়স

(১) যে বায়ু নাসা রন্ধ্রের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নাভিগ্রন্থি পর্য্যন্ত গমনাগমন করে তাহাকে প্রাণ-বায়ু বলে। যোনিস্থান* হইতে নাভি-গ্রন্থি পর্য্যন্ত যে বায়ু অধোভাগে গমনাগমন করে তাহাকে অপান বায়ু বলে। যখন নাসারন্ধ্রের দ্বারা প্রাণ-বায়ু আকৃষ্ট হইয়া নাভি-মণ্ডল স্ফীত করিতে থাকে, সেই কালেই অপান বায়ুও যোনি দেশ হইতে আকৃষ্ট হইয়া নাভি-মণ্ডলের অধোভাগ স্ফীত করিতে থাকে। এই রূপে নাসারন্ধ্র ও যোনিস্থান উভয় দিক্ হইতে প্রাণ ও অপান এই উভয় বায়ুই পূরক কালে নাভি গ্রন্থিতে আকৃষ্ট হয়। এবং রেচক কালে দুই বায়ু দুই দিকে গমন করে। শাস্ত্রান্তরেও ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা,—অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি। রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ। তথা চৈতৌ বিষম্বাদে সম্বাদে সন্ত্যজেদিমং। ইতি ষট্চক্রভেদ টীকায়াম্। অপান প্রাণ-বায়ুকে আকর্ষণ করে, এবং প্রাণ অপানকে আকর্ষণ করে। যেমন শ্যেন পক্ষী রজ্জু বদ্ধ থাকিলে উড্ডীন হইলেও পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করে। প্রাণ বায়ুও সেই রূপ নাসারন্ধ্রের দ্বারা, নির্গত হইয়াও অপান কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার দেহ মধ্যে প্রবেশ করে। এই দুই বায়ুর বিষম্বাদে অর্থাৎ নাসা ও যোনিস্থানের অভিমুখে বিপরীত ভাবে গমনে জীবন রক্ষা হয়। যখন ঐ দুই বায়ু নাভি গ্রন্থি ভেদ পূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া গমন করে, তখন তাহারা এই দেহ পরিত্যাগ করে। মৃত্যুকালে ইহাকেই নাভিশ্বাস কহে। এই উভয় বায়ুর মধ্যবর্ত্তী নাভি-মণ্ডলস্থিত বায়ুকে সমান বায়ু কহে।

*মুষ্ক ও মলদ্বারের মধ্যে যোনি স্থান।

এই চারি কালে বিভক্ত। বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, ত্রিংশৎ পর্য্যন্ত যৌবন, চত্বারিংশৎ পর্য্যন্ত সকল ধাতু ইন্দ্রিয় বল ও বীর্য্যের সম্পূর্ণতা, এবং সপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত ধাতু প্রভৃতির ঈষৎ হ্রাসাবস্থা হইয়া থাকে। সপ্ততি বৎসরের পর ধাতু ইন্দ্রিয় বল বীর্য্য এবং উৎসাহ দিন দিন ক্ষয় হইতে থাকে, বলী পলিত কাস শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রবে অভিভূত ও সকল কার্য্যে অসমর্থ হইয়া পড়ে, এবং জীর্ণ গৃহের ন্যায় শরীর অবসন্ন হইতে থাকে। ইহাকে বৃদ্ধাবস্থা বলা যায়। এই প্রকারে বয়স এবং অবস্থা উত্তরোত্তর যে রূপ ভিন্ন হয়, ঔষধের পরিমাণও সেই রূপ ভিন্ন হইয়া থাকে।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

বাল্যকালে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, মধ্যম বয়সে পিত্ত বৃদ্ধি হয় এবং বার্দ্ধক্যে বায়ু বৃদ্ধি হয়। চিকিৎসা কালে এইটী বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। বালক এবং বৃদ্ধের সম্বন্ধে অগ্নি ক্ষার এবং বিরেচন প্রয়োগ করিবে না। সেই সকল ক্রিয়া করিবার উপযুক্ত রোগ হইলে, অল্পে অল্পে মৃদু প্রক্রিয়া করিবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্থূল কৃশ ও মধ্য, দেহ এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। স্থূল শরীরকে কৃষ করিবে, এবং কৃষ শরীরকে পুষ্টি করিবে। শরীর সর্ব্বদা মধ্যভাবেই রক্ষা করা কর্ত্তব্য। বলবান্ লোকেরই সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব বলই শরীরের প্রধান। কেহ বা কৃশ হইয়াও বলবান্ হয়, কেহ বা স্থূল হইয়াও দুর্ব্বল হয়। অতএব ব্যায়ামের দ্বারা বলের স্থিরত্ব সাধন করা কর্ত্তব্য।

শরীরের সত্ব থাকিলে বিপদ বা সম্পদে মনের বৈকল্য

জন্মে না। সত্ববান্ ব্যক্তি আপনাতে আপনি মনোবৃত্তি স্থির রাখিয়া সমস্তই সহ্য করে। রজো-গুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্য উপায়ের দ্বারা মন-স্থির করিয়া সহ্য করে। তমো গুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি আদৌ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না।

প্রকৃতি এবং ঔষধ পরে বলা যাইবে। এক্ষণে স্বাত্ম্য কাহাকে বলা যায় তাহাই কহিতেছি। দেশ কাল জাতি ঋতু রোগ ব্যায়াম জল দিবা-স্বপ্ন এবং রস প্রভৃতি প্রকৃতি বিরুদ্ধ হইয়াও যদি পীড়াদায়ক না হয়, তাহাকেই স্বাত্ম্য বলা যায়। মধুর প্রভৃতি যে কোন রস বা ব্যায়াম বা অন্য যে কিছু সেবনে শরীর সচ্ছন্দ থাকে, তাহাকেও স্বাত্ম্য বলাযায়।

দেশ তিন প্রকার। অনূপ জাঙ্গল এবং সাধারণ। যে স্থান জল-বহুল, নিম্ন ও উন্নত, নদী বিশিষ্ট, বর্ষাকালে দুর্গম, মৃদু ও শীতল বায়ু প্রবাহিত, বহু বিধ বিশাল বৃক্ষ ও পর্ব্বত সমাকীর্ণ, যে স্থানে মনুষ্যের শরীর মৃদু ও সুকুমার হয় এবং প্রায়ই বাত-শ্লেষ্মা জনিত রোগ জন্মে, তাহাকে অনূপ-দেশ কহে। যে স্থান পর্ব্বতাদী শূন্য, স্থানে ২ কণ্টকযুক্ত ক্ষুদ্র ২ বৃক্ষ, অল্প বর্ষা ও প্রস্রবণ এবং পর্ব্বত ও কূপ বিশিষ্ট, উষ্ণ ও রুক্ষ বায়ু প্রবাহিত, মানুষের শরীর কৃশ ও দৃঢ়, এবং প্রায়ই বাত-পিত্ত জনিত রোগ জন্মে, সেই স্থানকে জাঙ্গল-দেশ বলা যায়। যে স্থানে এই উভয় প্রকার লক্ষণ থাকে, তাহাকে সাধারণ দেশ বলা যায়।

এস্থানে শ্লোক কহিতেছেন।

সাধারণ দেশে শীত উষ্ণ বর্ষা ও বায়ু সমান ভাবে থাকে বলিয়া প্রাণিগণের দেহে দোষও সমভাবে থাকে। এ কারণ

সেই দেশকে সাধারণ-দেশ কহে। সাধারণ-দেশে লোক যে রূপ বলিষ্ঠ হয়, জল-শূন্য বা জলবহুল দেশে সে রূপ বলিষ্ঠ হয় না। স্বদেশে যে সকল দোষ সঞ্চিত হইয়া থাকে, বিদেশে গমন করিলে সেই সকল দোষ কুপিত হইয়া উঠে। তবে বিদেশের জল বায়ু উত্তম-গুণ-বিশিষ্ট হইলে, এবং আহার বিহার নিদ্রা ও ইন্দ্রিয় কার্য্য নিয়মিত রূপে আচরিত হইলে, বিদেশ-জন্য রোগ জন্মে না।

যে দেশ প্রকৃতি সাত্ম্য বা ঋতু স্বাস্থ্যের উপযোগী, তাহার বিপরীত হইলে যে সকল রোগ জন্মে, রোগী বলবান্ সত্ববান্ ও দীর্ঘায়ুঃ হইলে, চিকিৎসক গুণবান্ হইলে, দেহের অগ্নি সমভাবে থাকিলে, এবং রোগ অল্পকালের হইলে, সেই সকল রোগ সহজে আরোগ্য হয়। এই লক্ষণ গুলির সমস্ত অন্যথা হইলে রোগ অসাধ্য হয়, এবং কিছু মাত্র অন্যথা হইলে কষ্ট-সাধ্য হয়। কোন একটী প্রতীকার করিয়া ফল না দর্শিলে, অন্য প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু একটী প্রতীকার করিলে, যাবৎ তাহার প্রভাব শরীরে থাকে, তাবৎ অন্য প্রকার প্রতীকার কর্ত্তব্য নহে। কারণ ক্রিয়াসঙ্কর হিতকারী নহে। তবে ব্যাধি কষ্ট-সাধ্য হইলে, এবং অন্য প্রকার প্রতীকারে নিশ্চয় উপকার হইবে এরূপ বুঝিতে পারিলে, একটী ক্রিয়ার ফল না দর্শিলে তৎক্ষণাৎ অন্য প্রকার প্রতীকার করা যাইতে পারে। যে বুদ্ধিমান্ বৈদ্য, দেশ কাল প্রকৃতির এই সকল নিয়ম অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করেন, তিনিই মৃত্যু-পাশের স্বরূপ জগতের সকল রোগ, ঔষধ রূপ কুঠারির দ্বারা ছেদন করিতে পারেন।

ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়।

শোফের চিকিৎসা।

টাবা লেবু, গণিকারী, দেবদারু, শৃঙ্গী, কুলেখাড়া এবং রাস্না, এই সকলের প্রলেপের দ্বারা বাত-জন্য শোফের শান্তি হয়। দুর্ব্বা, নলের মূল, যষ্টি-মধু, ও রক্ত-চন্দন, অথবা শীতল দ্রব্যের গণ (কাকোল্যাদি গণ ৩৮ অধ্যায় দেখ), অথবা কোন রূপ শীতল দ্রব্য, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপের দ্বারা পিত্ত-জন্য শোফের শান্তি হয়। শরীরে আঘাত-জন্য বা রক্ত-জন্য শোফ হইলেও পিত্ত-জন্য শোফের প্রলেপই বিধেয়। বিষ-জন্য শোফ হইলে বিষঘ্ন প্রলেপ বা পিত্তঘ্ন প্রলেপও দেওয়া যাইতে পারে। অজগন্ধা (বৃক্ষ-বিশেষ)* অশ্বগন্ধা কালা সরলা (তেউড়ি বিশেষ) একৈষিকা (বক পুষ্প) এবং অজশৃঙ্গী (গাড়র-শিঙে বৃক্ষ), এই সকল দ্রব্যের প্রলেপের দ্বারা শ্লেষ্মা-জন্য শোফের শান্তি হয়। এই তিন বর্গ এবং লোধ্র হরিতকী ময়না-ফল ও অনন্তা, এই সকলের প্রলেপের দ্বারা সান্নিপাতিক শোফের শান্তি হয়। বাত-জন্য শোফে স্নেহ-যুক্ত অম্ল ও লবণ-রস বিশিষ্ট ঈষদুষ্ণ প্রলেপ বিধেয়, পিত্ত-জন্য শোফে শীতল প্রয়োগ বিধেয়, এবং শ্লেষ্মা-জন্য শোফে প্রচুর পরিমাণে ক্ষার ও গোমূত্র-বিশিষ্ট উষ্ণ প্রলেপ বিধেয়। শণ মূলা ও সজিনার ফল তিল সর্ষপ যব অথবা গোধূম-চূর্ণ কিণ্ব (মদের মশলা) বা তিসী, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ উষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে শোফ পাকিয়া উঠে। চিরবিল্ব (করঞ্জ), অগ্নি (ভেলা), দন্তী, চিত্রক (চিতে) করবী

* হিন্দুস্থানে ইহাকে বাবরী বৃক্ষ বলে!

অথবা কপোত গৃধ্র বা কঙ্ক পক্ষির বিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্যের দ্বারা পক্ব-শোফ (স্ফোটকাদি) বিদীর্ণ হয়। পিচ্ছিল দ্রব্যের (যব তিসী প্রভৃতি) প্রলেপের দ্বারা পূযাদি আপনা হইতে নিঃসৃত হয়। যব গোধূম বা মাষকলাই চূর্ণ, শঙ্খিনী (চোঁচ খড়িকা) অঙ্কোট (আঁকোড়) মালতী-পুষ্প করবী সুবর্চ্চলা (সাজিমাটী) অথবা আরগ্বধাদি-গণ (৩৮ অধ্যায় দেখ), সংক্ষেপতঃ এই সকলের ক্বাথে ব্রণের শোধন হয় (১)। অজগন্ধা, অজশৃঙ্গী (গাড়র শিঙে) গবাক্ষী (অপরাজিতা), লাঙ্গলী (কাঁচড়া), পূতিক (করঞ্জ), চিত্রক (চিতে) পাঠা (আকনাদি) বিডঙ্গ এলাইচ হরেণু ত্রিকটু (শুঠ পিপুল মরিচ) যবক্ষার মনঃশিলা এবং যে যে প্রকার লবণ পাওয়া যায় সেই সকল প্রকার লবণ, কাশীস (হিরেকশ) দন্তী, হরিতাল এবং অরহর বৃক্ষ, এই সকল দ্রব্যের দ্বারা সংশোধনী বর্ত্তি (২) নির্ম্মাণ করিবে। এই সকল দ্রব্যের দ্বারা ব্রণের শোধনার্থ কল্কও প্রস্তুত হয়। হিরেকস কটুকি জাতিমূল হরিদ্রা ও দারু-হরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য অথবা পূর্ব্বোক্ত সকল দ্রব্যের দ্বারা ব্রণের সংশোধনার্থ ঘৃত অথবা তৈল প্রস্তুত করিবে। আকন্দ মনসা আটা, সকল প্রকার ক্ষার-বৃক্ষ জাতিমূল, হরিদ্রা দারু হরিদ্রা হিরেকস এবং কটুকী, এই সকল এবং পূর্ব্বোক্ত সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া ব্রণ-শোধনার্থ ঘৃত প্রস্তুত করিবে। ময়ূরক (অপাঙ্) সোঁদাল, নিম্ব, ঘোষাফল এবং তিল,

(১) দূষিত পুয জন্মিতে না পাইলে ব্রণের শোধন হওয়া বলে।

(২) এই সকল দ্রব্যের কল্‌কে বাতী তুলা বা বস্ত্রে মাখাইয়া বা পলিতা প্রস্তুত করিয়া ক্ষত স্থানে প্রবিষ্ট করিলে দূষিত পূযজন্মিতে না পাইয়া ব্রণ শোধিত হয়।

শোধনার্থ তৈলে এই সকল দ্রব্যও প্রয়োগ করিবে। হিরেকস সৈন্ধব কিণ্ব বচ হরিদ্রা ও দারু-হরিদ্রা, অন্যান্য শোধনকর দ্রব্যের সহিত এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া ব্রণের শোধনার্থে প্রয়োগ করিবে। সালসারাদি (আটত্রিশ অধ্যায়ে) গণে যে সকল দ্রব্য উক্ত হইয়াছে তাহাদিগের সার, পটোল, হরিতকী, আমলকী বহেড়া এবং এই সকল দ্রব্যের রস বা ক্বাথ ব্রণ-শোধনার্থে বিধেয়। সরল বৃক্ষের নির্যাস (তারপীণ), ধুনা, এবং সরল কাষ্ঠ ও দেবদারু কাষ্ঠের সার, এই সকলের দ্বারা ব্রণে ধূপ দিবে। কষায় বৃক্ষের ছালের ক্বাথ পাক করিয়া শীতল হইলে রোপণার্থে (ঘা পূরিয়া উঠিবার নিমিত্ত) ব্রণে প্রয়োগ করিবে। সোমলতা হরিতকী কাকোল্যাদি-গণ এবং বটের ঝুরি এই সকলের দ্বারা ব্রণরোপণার্থে বর্ত্তি (বাতী বা পলিতা) নির্ম্মাণ করিবে। মঞ্জিষ্ঠা সোমলতা সরল-কাষ্ঠ শ্বেত-খদির শ্বেত-চন্দন এবং কাকোল্যাদি গণ, এই সকল পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণ পূরিয়া উঠে। চাকুলিয়া আলকুশী-লতা হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা মালতী-লতা শ্বেত-কণ্টকারী এবং কাকোল্যাদি গণ, ঘৃতের সহিত এই সকল দ্রব্য প্রয়োগ করা ব্রণ-পূরণের পক্ষে প্রশস্ত। শৈলজ অগুরু হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা দেবদারু প্রিয়ঙ্গু এবং লোধ, এই সকলের দ্বারা তৈল পাক করিয়া ব্রণের রোপণার্থে প্রয়োগ করিবে। কঙ্গুকা (কাঙ্গনী-দানা) ত্রিফলা লোধ হিরেকস শ্রবণাহ্বয়া (মণ্ডীরী বৃক্ষ) এবং ধব ও সালবৃক্ষের ত্বক্, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণ পূরিয়া উঠে। প্রিয়ঙ্গু ধুনা সাল-পুষ্প হিরেকস এবং ধববৃক্ষের ছাল, এই সকলের চূর্ণ প্রয়োগ করিলে ব্রণ পূরিয়া উঠে।

ন্যগ্রোধাদি বর্গের (৩৮ অধ্যায়ে উক্ত) ত্বক্ এবং ত্রিফলা, ইহাদিগের রস প্রয়োগ করিলে ব্রণ পূরিয়া উঠে। অপামার্গ অশ্বগন্ধা তালপত্রী (মুরা বৃক্ষ) ও সুবর্চ্চলা (সাজী-মাটী), এই সকলের প্রয়োগে ব্রণ উৎসাদিত হয় (রস পূয প্রভৃতি নির্গত হইয়া যায়)। কাসীস সৈন্ধব কিণ্ব মুথা মনঃশিলা কুক্কুট-ডিম্বের খোলা কপাল-খণ্ড মালতী পুষ্পের মুকুল, শিরীষ ও করঞ্জ-ফল এবং গৈরিক প্রভৃতি ধাতু, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রয়োগ করিলে উৎসাদিত ব্রণ অবসাদিত হয়। দূষিত পূযাদি নিঃসৃত হইয়া শুষ্ক হয়)। এই স্থলে যে (ক্রিয়ার জন্য যে ঔষধের বর্গ বলা হইল, সেই বর্গের উল্লিখিত ঔষধ সমস্তই হউক বা অর্দ্ধেকই হউক, অথবা তাহার মধ্যে যাহা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রাজ্ঞ বৈদ্য তাহাই সেই ক্রিয়ার নিমিত্ত প্রয়োগ করিবে।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ঔষধ সংগ্রহার্থ ভূমি পরীক্ষা।

যে ভূমি শর্করা প্রস্তর বল্মীক শ্মশান আধুনিক দেবায়তন অথবা বালুকা প্রভৃতির দ্বারা দূষিত নহে, অথবা ছিদ্রবিশিষ্ট লোণা বা ভঙ্গুর নহে, অথচ স্নিগ্ধ, বৃক্ষ লতাদির অঙ্কুর-বিশিষ্ট, কোমল স্থির সমতল ও কৃষ্ণ গৌর বা লোহিত বর্ণ-বিশিষ্ট, সেই ভূমি হইতেই ঔষধ সংগ্রহ করিবে। এই রূপ ভূমিতে জন্মিলেও কৃমি বিষ শস্ত্র সূর্য্য-তাপ বায়ু অগ্নি বা জল-স্রোতঃ প্রভৃতির দ্বারা অনুপহত, স্বাভাবিক-রস-বিশিষ্ট পুষ্ট স্থূল এবং অবগাঢ়-মূল, এই রূপ গুণ-বিশিষ্ট ঔষধ গ্রহণ করিবে। ঔষধ সংগ্রহ কালে উত্তর মুখে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করিবে। ভূমি

এবং ঔষধ পরীক্ষার এই গুলি সামান্য নিয়ম। অতঃপর বিশেষ নিয়ম কহিতেছি। যে ভূমি প্রস্তর-বিশিষ্ট দৃঢ় গুরু শ্যাম অথবা কৃষ্ণ-বর্ণ এবং স্থূল-বৃক্ষ ও শস্যে সমাকীর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে পার্থিব গুণ থাকে। যে ভূমি স্নিগ্ধ, শীতল, জলের নিকটে স্থিত, স্নিগ্ধ শস্য ও তৃণ বিশিষ্ট, কোমল বৃক্ষ-পূর্ণ এবং শ্বেত-বর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে জলীয় গুণ থাকে। যে ভূমি বিবিধ বর্ণ-বিশিষ্ট, লঘু-প্রস্তর-বিশিষ্ট, এবং পাণ্ডু-বর্ণ ও অল্প বৃক্ষাঙ্কুর বিশিষ্ট; তাহাতে অধিক পরিমাণে অগ্নি-গুণ থাকে। যে ভূমি রুক্ষ, ভস্ম-রাশির ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট এবং ক্ষীণ রুক্ষ কোটর-যুক্ত অল্প-রস-বিশিষ্ট-বৃক্ষের দ্বারা পূর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে বায়ুর গুণ থাকে। যে ভূমি মৃদু, সমতল ও ছিদ্র বিশিষ্ট, শ্যাম বর্ণ, স্বাদুহীন-জল বিশিষ্ট এবং সর্ব্বত্র অসার বৃক্ষ ও মহা-পর্ব্বত পূর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে আকাশ গুণ থাকে।

কোন২ পণ্ডিতেরা বলেন, যে প্রাবৃট্ বর্ষা শরৎ হেমন্ত বসন্ত এবং গ্রীষ্ম, এই ছয় কালে যথা ক্রমে মূল পত্র ত্বক্ ক্ষীর সার এবং ফল গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ প্রাবৃট্ কালে মূল বর্ষা কালে পত্র এই প্রণালী ক্রমে গ্রহণ করিবে। কিন্তু জগৎ-পদার্থ সৌম্য ও আগ্নেয় এই দুই রূপে বিভক্ত বলিয়া এ প্রণালী সঙ্গত নহে। সৌম্য (শীতল বা স্নিগ্ধ) ঔষধ সকল (বর্ষা শরৎ হেমন্ত) ঋতুতে, এবং আগ্নেয় (রুক্ষ বা উষ্ণ) ঔষধ সমস্ত আগ্নেয় (বসন্ত গ্রীষ্ম প্রাবৃট্) ঋতুতে আহরণ করিবে। সৌম্য ঋতুতে ভূমিতে সৌম্য গুণের আধিক্য হয়। তৎকালে যে সকল সৌম্য ঔষধ তাহাতে জন্মে,

তাহারা সুতরাংই অতিশয় মধুর-রস বিশিষ্ট স্নিগ্ধ ও শীতল হইয়া থাকে। আগ্নেয় ঔষধ ও আগ্নেয় কালের সম্বন্ধেও এই রূপ জানিবে।

পার্থিব ও জলীয় প্রভৃতি গুণ-বিশিষ্ট ভূমির বিবরণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে যে ভূমিতে পার্থিব ও জলীয় এই উভয় গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইতে বিরেচন-দ্রব্য গ্রহণ করিবে। যে ভূমিতে অগ্নি আকাশ ও বায়ু এই তিনের গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইতে বমন-দ্রব্য গ্রহণ করিবে। এই উভয় গুণ-বিশিষ্ট ভূমি হইলে, তাহা হইতে বমন ও বিরেচন এই উভয় গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্য আহরণ করিবে। যে ভূমিতে আকাশ গুণের আধিক্য, তাহাতে সংশমনীয় দ্রব্য (৪১ অধ্যায় দেখ) সমধিক বলবান্ হয়। মধু ঘৃত গুড় পিপ্পলী ও বিড়ঙ্গ ব্যতিরেকে অপর সকল দ্রব্য নূতন প্রশস্ত। সকল ঔষধই সরস হইলে বীর্য্যবান্ হয়। সরস দ্রব্যের অভাবে সংবৎসরের মধ্যে যে দ্রব্য সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাই গ্রহণ করিবে।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

গোপালক তাপস ব্যাধ বনচারী বা মূলাহারী-গণের নিকট চিকিৎসক দ্রব্যের অনুসন্ধান করিবেন। পত্র বা লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের কোন অংশই পরিত্যজ্য নহে। তাহাদিগের গ্রহণের পক্ষে কোন কাল বিশেষের নিয়ম নাই। সকল-কালেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভূমি ছয় প্রকার গন্ধ বর্ণ এবং রস বিশিষ্ট। ছয় রস আছে বলিয়া ভূমি স্বভাবতই সকল প্রকার বীজ-বিশিষ্ট। অর্থাৎ ইহা স্বয়ংই সকলের বীজ-স্বরূপ।

জলের যে কি রস তাহা নিশ্চয় জানা যায় না, তবে ভূমির রসের সহিত মিলিত হইলে তাহার রস জানা যায়। যে ভূমি সকল প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট,তাহাকে সাধারণ ভূমি বলে। যে স্থানে যে রূপ দ্রব্য জন্মে সেই স্থানে ভূমিও তদনুযায়ী গুণ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। স্বাভাবিক গন্ধ বা রসের অন্যথা না হইলে, নূতনই হউক বা পুরাতনই হউক সকল প্রকার দ্রব্যই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিবল বিড়ঙ্গ পিপ্পলী মধু এবং ঘৃত পুরাতন হইলে অধিকতর হিতকর হয়। অপরাপর সকল দ্রব্য, অন্য কোন প্রকার দোষ না থাকিলে পুরাতন হইলেও গ্রাহ্য হইতে পারে। কোন জন্তুর রক্ত রোম নখ দুগ্ধ মূত্র অথবা পুরীষ ঔষধার্থে গ্রহণ করিতে হইলে, তাহার বয়স কিছু অধিক হওয়া প্রয়োজন; এবং যাহা কিছু গ্রহণ করিতে হয় তাহা সেই জন্তুর ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের পর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বৈদ্য পবিত্র ও প্রশস্ত দিকে ঔষধ-গৃহ নির্ম্মাণ করিবে, এবং প্লোত মৃত্তিকা-ভাণ্ড কাষ্ঠ-ফলক এবং শঙ্কু মধ্যে ঔষধ স্থাপন করিবে।

অষ্টাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দ্রব্য সংগ্রহণীয় বিধি।

দ্রব্যের গণ সংক্ষেপতঃ (৩৭) সাঁইত্রিশটী।

১। বিদারি গন্ধাদিগণ। (শাল-পর্ণী), বিদারী (ভূমি কুষ্মাণ্ড) সহদেবা (বেড়েলা) বিশ্বদেবা (গোরক্ষ চাউলে), শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুরী), পৃথক-পর্ণী (চাকুলে) শতাবরী (শতমুলী), সারিবা (অনন্তমূল), কৃষ্ণ সারিবা [শ্যামা-লতা] [১] জীবন্তী, ঋষভক, সহা [মুগানি], মহাসহা [মাষাণী],

বৃহতী, কণ্টকারী পূনর্ণবা, এরণ্ড, হংসপাদী [গোয়ালিয়া লতা], বৃশ্চিকালী [বিছুতি], ঋষভী [আলকুশী] ইহাদিগকে বিদারি-গন্ধাদিগণ কহে। ইহা বায়ু-পিত্ত-অপহারী এবং শোষ গুল্ম অঙ্গমর্দ্দ ঊর্দ্ধ-শ্বাস ও কাসের শান্তিকর।//

২। আরগ্বধাদিগণ। আরগ্বধ (সোঁদালি), মদন (ময়না ফল), গোপঘণ্টা (সেয়াকুল), কুটজ (কুড়চী), পাঠা (নিমুখ লতা), কণ্টকী গোক্ষুরী পাটলা [পারুল], মুর্ব্বালতা ইন্দ্রযব সপ্ত-পর্ণ [ছাতিম], নিম্ব কুরুণ্টক [পীত-ঝাঁটী], দাসীকুরুণ্টক [নীল ঝাঁটী], গুড়ুচী [গুলঞ্চ], চিতা, মহা-করঞ্জ, ডরকরঞ্জ পটোল, চিরেতা এবং কৃষ্ণ জিরা। ইহাদিগকে আরগ্বধাদি গণ কহে। ইহারা শ্লেষ্মা ও বিষের শান্তিকর মেহ কুষ্ঠ জ্বর বমী ও কণ্ডূ নাশক, এবং ব্রণের শোধন-কর।

৩। বরুণাদি গণ। বরুণ-বৃক্ষ, নীল ঝিণ্টী [নীল ঝাঁটী) শিগ্রু [সজিনা] মধু শিগ্রু [রক্ত সজিনা], জয়ন্তী, মেষ শৃঙ্গী, পূতিকা [করঞ্জ], নাটাকরঞ্জ, মোরটা [মূর্ব্বালতা] অগ্নি-মন্থ [গণার], ঝিণ্টী (ঝাঁটী), রক্ত বর্ণ ঝাঁটী], আকন্দ, বসির [গজ পিপ্পলী], চিত্রক [চিতে], শতমূলী, বিল্ব, অজশৃঙ্গী, দর্ভ [কুশ], বৃহতী ও কণ্টকারী। বরুণাদি গণের দ্বারা কফ ও মেদ নিবারিত হয়, এবং শিরঃশূল গুল্ম ও আভ্যন্তরিক বিদ্রধি [রাজগাঁড়] আরোগ্য হয়।

৪। বীরতর্ব্বাদি গণ। বীরতরু [অর্জ্জুন বৃক্ষ], নীল-ঝিণ্টী রক্ত-ঝিণ্টী কুশ, বৃক্ষের উপরি জাত মাদা, নাগর মুথা, নল, কাশ [কেশে ঘাস], অশ্ম-ভেদক [পাথর-কোঁড়], গণিকার, মুর্ব্বালতা, আকন্দ, গজ-পিপ্পলী শ্যোনক [শোণা

পাত], পীত-ঝিণ্টী, স্থল-পদ্ম-বৃক্ষ কপোত বঙ্কা [ব্রাহ্মী-বৃক্ষ] গোক্ষুরী। বীরতর্ব্বাদিগণ বাত-জন্য বিকারের শান্তিকর, এবং অশ্মরী শর্করা-অস্মরী মূত্রাঘাত ও মূত্র-কৃচ্ছ্র রোগের বিনাশকর।

৫। সালসারাদি গণ। সালসার [ধুনা], অজকর্ণ, খদির, কদর [শ্বেত খদির], কালস্কন্ধ [গাব], ক্রমুক [রক্ত-লোধ,] ভূর্জ, মেষ-শৃঙ্গী, তিনিশ-বৃক্ষ চন্দন, রক্ত-চন্দন, শিংশপা, শিরীষ আসন ধব অর্জ্জুন তাল-মূলী, করঞ্জ, নাটা করঞ্জ, অশ্বকর্ণ [সাল], অগুরু, পীত-কাষ্ঠ। ইহাদিগকে সালসারাদি গণ কহে। ইহার দ্বারা কুষ্ঠ মেহ ও পাণ্ডুরোগের শান্তি হয়, এবং কফ ও মেদ শুষ্ক হয়।

৬। রোধ্রাদিগণ। লোধ সাবর-লোধ্ পলাশ শোণা-পাত অশোক ফঞ্জিকা [বামুন হাটী] কটফল এলবালুক সল্লকী মঞ্জিষ্ঠা কদম্ব সাল এবং কদলী। ইহাদিগকে রোধ্রাদি গণ কহে। রোধ্রাদি গণের দ্বারা মেদ ও কফ শুষ্ক হয়, এবং যোনি-দোষের শান্তি হয়। ইহা স্তম্ভকর ব্রণের হিতকর ও বিষনাশক।

৭। অর্কাদি-গণ। অর্ক (আকন্দ) অলর্ক (শ্বেত-আকন্দ,) করঞ্জদ্বয় (নাটা-করঞ্জ ও ডর-করঞ্জ), নাগদন্তী (হাতিশুঁড়া), অপামার্গ ভার্গী (বামুন হাটী), রাস্না, বিষলাঙ্গুলে ভূমি-কুষ্মাণ্ড শ্বেত-ভূমি-কুষ্মাণ্ড অলবণা ও ইঙ্গুদী, ইহাদিগকে অর্কাদি-গণ কহে। ইহা কফ ও মেদের শোষণ-কর, কৃমি ও কুষ্ঠের শান্তিকর এবং ব্রণ-শোধন-কর।

৮। সুরসাদি গণ। সুরসা (রাস্না) শ্বেত সুরসা (শুক্ল শেফালিকা), শ্বেত-তুলসী গন্ধতুলসী গন্ধ-মাত্রা, সুমুখ (শাক

বিশেষ সুগন্ধক (রাস্না), কৃষ্ণ তুলসী, কাসমর্দ্দ (কালকাসেন্দা অপামার্গ, ক্ষুরক (কুলে-খাড়া), বিড়ঙ্গ, কটফল, সুরসী, নিগুণ্ডী (নীল শেফালিকা) কোলাহল (কুকুসীমা) ইন্দুর-কাণী ফঞ্জী (বামন হাটী) প্রাচীবল, কাকমাচী (গুড় কামাই), বিষমুষ্টিক (কুঁচ্‌লে)। ইহাদিগকে সুরসাদিগণ কহে। সুরসাদিগণ কফ ও কৃমি নাশকর, প্রতিশ্যায় অরুচি শ্বাস ও কাসের শান্তিকর, এবং ব্রণের শোধন-কর।

৯। মুষ্কক (ঘণ্টা পারুল) পলাশ ধব, চিত্রক ময়না শিংষপা মনসা ও ত্রিফলা (হরিতকী বহেড়া আমলা)। ইহাদিগকে মুষ্ককাদি গণ কহে। মুষ্ককাদি গণের দ্বারা মেদ-রোগ শুক্র-দোষ মেহ অর্শঃ পাণ্ডু-রোগ ও শর্করা-অশ্মরী রোগের শান্তি হয়।

১০। পিপল্যাদি গণ। পিপলী পিপলী-মূল চই চিতে আদা মরিচ গজপিপলী হরেণু এলাইচ বনযমানী ইন্দ্রযব আকনাদি জীরে সর্ষপ মহানিম্ব (ঘোড়া নিম্) হিঙ্গু ভার্গী (বামুন হাটী), মধুর (শোল্‌ফা) সাতিবিষা (আতইচ), বচ, বিড়ঙ্গ কটুকী। ইহাদিগকে পিপ্পল্যাদি গণ কহে। ইহা কফ প্রতিশ্যায় বায়ু ও অরুচি নাশক, অগ্নির দীপ্তিকর, গুল্ম ও শূলঘ্ন, এবং আমের পরিপাক-কর।

১১। এলাদি-গণ। এলাইচ তগরপাদুকা কুড় জটামাংসী গন্ধতৃণ দারচিনী তেজপত্র নাগকেশর প্রিয়ঙ্গু রেণুকা ব্যাঘ্রনখ (গন্ধদ্রব্য বিশেষ), নখী চোর (গন্ধদ্রব্য বিশেষ) গেঁঠেলা সরল-কাষ্ঠ চোঁচ-খড়িকা বালা গুগ্‌গুল ধুনা শিলারস কুন্দুরু-খোটী অগুরু স্পৃক্ক (পিড়িংশাক) বেণামূল ভদ্র-দারু

কুঙ্কুম পুন্নাগ বকুল। ইহাদিগকে এলাদি গণ কহে। ইহার দ্বারা বাত-শ্লেষ্মা এবং বিষের শান্তি হয়, শরীরের বর্ণ প্রশন্ন হয়, কণ্ডূ পড়ীক এবং কোঠ রোগ (ত্বক্‌রোগ) নাশ হয়।

১২। বচাদি গণ। বচ মুথা আতইচ হরিতকী দেবদারু নাগকেশর হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা কলসী (চাকুলে) কুড়চী-বীজ এবং যষ্টি মধু। ইহাদিগকে বচাদি এবং হরিদ্রাদি গণ কহে। ইহার দ্বারা স্তন্য সংশোধিত হয়, আমাতিশারের শান্তি হয়, এবং বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মার পরিপাক হয়।

১৩। শ্যামাদি গণ। শ্যামালতা মহাশ্যামা (শ্যামালতা) তেউড়ী দন্তী, চোচ-খড়িকা লোধ কমলা-গুড়ি রম্যক (বক পুষ্প) রক্ত-লোধ পুত্র-শ্রেণী (মুষুলীলতা), গবাক্ষী (রাখাল শশা) রাজ-বৃক্ষ (সোঁদাল) করঞ্জ দ্বয় (লতা করঞ্জ ডাল করঞ্জ) গুলঞ্চ সপ্তলা (পারুল) ছগলান্ত্রী (বিষতাড়কা) স্নুধা (সিজ) স্বর্ণ-ক্ষিরী লতা। ইহাদিগকে শ্যামাদিগণ কহে। শ্যামাদিগণ গুল্ম এবং বিষাপহারী, আনাহ এবং উদর রোগে মল-ভেদ-কারী, এবং উদাবর্ত্ত রোগের শান্তি-কর।

১৪। বৃহত্যাদি গণ। বৃহতী কণ্টকারী কুড়চী-ফল আকনাদি যষ্টি-মধু। ইহাদিগকে বৃহত্যাদিগণ কহে। বৃহত্যাদি-গণ বায়ু-পিত্ত-হারক, এবং কফ অরুচি হৃল্লাস (বমনেচ্ছা) এবং মূত্র-কৃচ্ছ্র রোগের শান্তিকর্।

১৫। পটোলাদি গণ। পটোল-পত্র চন্দন রক্ত-চন্দন মূর্ব্বা গুড়ূচী আকনাদি ও কটুকী। ইহাদিগকে পটোলাদি-গণ কহে। ইহা পিত্ত কফ ও অরুচি নাশক, জ্বরের উপশম-কারী, ব্রণের হিতকর, এবং বমন কণ্ডূ ও বিষের নিবৃত্তি-কর।

১৬। কাকোল্যাদি গণ। কাকোলী ক্ষীর-কাকোলী জীরক জীবক ঋষভক মুদ্গপর্ণী (মুগানি); মাগ্রপর্ণী (মাসানী) মেদ, মহামেদ, (১) গুলঞ্চ, কাকড়া-শৃঙ্গী বংশলোচন পদ্ম-কাষ্ঠ পুণ্ডরিয়া-বৃক্ষ ঋদ্ধি বৃদ্ধি দ্রাক্ষা জীরক-দ্বয় যষ্টি-মধু। ইহাদিগকে কাকোল্যাদি গণ কহে। কাকোল্যাদি গণ রক্ত-পিত্ত এবং বায়ুর শান্তিকর,জীবনী পুষ্টিকর তেজোবৃদ্ধিকর স্তন্য এবং শ্লেষ্মা-জনক।

১৭। উষকাদি গণ। ক্ষার-মৃত্তিকা সৈন্ধব শিলাজতু কাসীসদ্বয় (দুই প্রকার হিরেকস), হিঙ্গু এবং তুত্থক (তুঁতে)। ইহাদিগকে উষকাদি গণ কহে। উষকাদিগণ কফহারী, মেদ-শোষণ-কর, এবং অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্র ও গুল্ম রোগের নিবৃত্তিকর।

১৮। সারিবাদি-গণ। শ্যামা লতা যষ্টি-মধু চন্দন রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ গাম্ভারী ফল, মধুক-পুষ্প (মৌলফুল) ও বেণামূল। ইহাদিগকে সারিবাদিগণ কহে। সারিবাদিগণ পিপাসা রক্ত-পিত্ত পিত্তজ্বর ও দাহ রোগের শান্তিকর।

১৯। অঞ্জন (স্রোতোঽঞ্জন), রসাঞ্জন, নাগ-পুষ্প প্রিয়ঙ্গু নীল-সুঁদী নীলোৎপল বেণা-মূল পদ্ম নাগকেশর যষ্টি-মধু। ইহাদিগকে অঞ্জনাদি গণ কহে। অঞ্জনাদিগণের দ্বারা রক্ত-পিত্ত বিষ এবং অন্তর্দাহের শান্তি হয়।

২০। পরুষক, দ্রাক্ষা, কট্‌ফল, দাড়িম, (পিয়াল), কতক ফল, শাকফল ও ত্রিফলা। ইহাদিগকে পরুষকাদি গণ কহে।

(১) মেদ মহামেদ প্রভৃতি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য বলিয়া মেদের স্থলে অশ্বগন্ধা এবং মহামেদের স্থলে শ্যামা লতা দেওয়া যায়। এবং ঋদ্ধি বৃদ্ধির স্থলে বলা ও ঋষভের স্থলে বংশ লোচন দেওয়া যায়।

ইহা বায়ু ও মূত্রদোষের শান্তি কর,মুখপ্রিয়, পিপাসা শান্তিকর ও রুচিকর।

২১। প্রিয়ঙ্গু ও অম্বষ্ঠাদি গণদ্বয়। প্রিয়ঙ্গু সমঙ্গা ধাতকীপুষ্প পুন্নাগ রক্ত-চন্দন কুঙ্কুম মোচরস অঞ্জন (রসাঞ্জন), পুন্নাগ স্রোতোঞ্জন, পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা। অম্বষ্ঠা (আকনাদি) ধাতকীপুষ্প মঞ্জিষ্ঠা কট্বঙ্গ (শোণাপাত), যষ্টি-মধু বিল্বপেষিকা (বেল শুঁটা) লোধ সাবর-লোধ পলাশ নন্দী-বৃক্ষ ও পদ্মকেশর। ইহাদিগকে প্রিয়ঙ্গু ও অম্বষ্ঠাদিগণ কহে। এই দুই গণ পক্কাতিসারের নিবৃত্তিকর, সন্ধানকর (যদ্দ্বারা ক্ষত স্থান যোড়া লাগে), পিত্তের পক্ষে হিতকর এবং ব্রণের রোপণ-কর।

২২। বট যজ্ঞডুম্বুর অশ্বত্থ প্লক্ষ [পাঁকুড়] মধুক [মৌল] কপীতন [আমড়া], অর্জ্জুন-বৃক্ষ আম্র কোষাম্র [ক্যাওড়া] চোরক (চোর কাঁটা) তেজ পত্র জম্বুফল, বনজম্বু পিয়াল যষ্টি-মধু কটকী বকুল কদম্ব বদরী গাব সল্লকী [শালবৃক্ষ] লোধ সাবর-লোধ ভেলা পলাশ নন্দীবৃক্ষ। ইহাদিগকে ন্যগ্রোধাদি গণ কহে। ইহা ব্রণ-রোগে উপকারী, মলের সংগ্রাহক, ভগ্নের (অস্থি ভগ্নের] সন্ধান-কর, রক্তপিত্ত ও দাহের শান্তিকর মেদোঘ্ন এবং যোনি-দোষ হারক।

২৩। গুড়ুচ্যাদিগণ। গুলঞ্চ, নিম্ব, ধন্যে, চন্দন,ও পদ্ম-কাষ্ঠ; ইহাদিগকে গুড়ুচ্যাদি-গণ কহে। এইসকল দ্রব্য সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক ও অগ্নিবৃদ্ধি-কর এবং এই সকলের দ্বারা হিক্কা, অরুচি, বমন, পিপাসা ও গাত্রদাহ নিবারণ হইয়া থাকে।

২৪। উৎপলাদিগণ। নীল উৎপল, রক্ত উৎপল, কুমুদ, সৌগন্ধিক, পদ্মকাষ্ঠ নীলপদ্ম, শ্বেতপদ্ম ও যষ্টিমধু; ইহারা উৎপলাদিগণ। এই সকলের দ্বারা পিপাশা গাত্রদাহ, ও রক্ত-পিত্ত দমন হয়, বিষ নষ্ট হয়, এবং হৃদ্রোগ, ছর্দ্দি, ও মূর্চ্ছার শান্তি হইয়া থাকে।

২৫। মুস্তাদিগণ। মুথা, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী অর্থাৎ বয়ড়া, কুড়, হৈমবতী [বচ] শুক্ল-বচ, আকনাদি, কটুকি, শার্ঙ্গষ্ট [মহাকরঞ্জ] অতি-বিষা অর্থাৎ আতইচ দ্রাবিড়ী (এলাইচ) ভেলা ও চিতা, ইহারা মুস্তাদিগণ। ইহারা কফ ও যোনি-দোষ নষ্ট করে, স্তন দুগ্ধ শোধন করে ও ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিয়া থাকে।

২৬। ত্রিফলা। হরীতকী, আমলকী ও বয়ড়া, ইহারা ত্রিফলা। এই সকল দ্রব্য কফ, পিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বর নাশ করে, নেত্র-দোষ দূর করে ও অগ্নির উদ্দীপন করিয়া থাকে।

২৭। ত্রিকটু। পিপ্পলী, মরিচ, ও শুণ্ঠী, ইহারা ত্রিকটু। ইহারা শ্লেষ্মা ও মেদ, মেহ, কুষ্ঠ ও চর্ম্ম-রোগ নিবারণ করে, গুল্ম, পীনস ও অগ্নিমান্দ্য দমন করে, এবং অগ্নির উদ্দীপন করে।

২৮। আমলক্যাদিগণ। আমলকী, হরীতকী, পিপ্পলী ও চিতা, ইহাদিগকে আমলক্যাদিগণ কহে। ইহারা সর্ব্ব-প্রকার জ্বর, কফ ও অরুচি নাশকারী এবং চক্ষুঃদ্বয়ের উপকারী, অগ্নির উত্তেজক ও শুক্র বৃদ্ধি-কর।

২৯। ত্রপ্বাদিগণ। রাঙ, সীসা, তামা, রূপা, সোনা, কৃষ্ঠ-লৌহ ও লৌহমল, ইহাদিগকে ত্রপ্বাদিগণ কহে। এই সকলের দ্বারা বিষ কৃমি, পিপাশা, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, মেহ ও বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

৩০। লাক্ষাদিগণ। লাক্ষা রেবত (সোঁদাল) কুটজ [কুড়চি,] করবীর, কট্‌ফল, হরিদ্রা-দারু-হরিদ্রা, নিম্ব, ছাতিম, মালতী ও বলা ইহাদিগকে লাক্ষাদিগণ কহে। ইহারা কষায় তিক্ত ও মধুর। এই সকলের দ্বারা কফ, পিত্ত-রোগ, কুষ্ঠ ও ক্বিমি নষ্ট হয় এবং দুষ্ট ব্রণের শোধন হইয়া থাকে। ইহার পর পঞ্চবিধ পঞ্চমূল কহিতেছি ঃ—

১ম। গোক্ষুরি, কণ্টকারী, ব্যাকুড়, চাকুলে ও শালপানি, এই সকলকে স্বল্প পঞ্চমূল বলে। ইহারা কষায় তিক্ত ও মধুর। এই পঞ্চমূলের দ্বারা বাত পিত্ত নষ্ট হয়, এবং শরীরের বল ও পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে।

২য়। বিল্ব, গণিকারিকা, সোনা, পারুল, ও গাম্ভারী এই সকলকে বৃহৎ পঞ্চমূল বলে। ইহাদের আস্বাদন তিক্ত পশ্চাৎ মধুর। ইহারা কফ ও বায়ু নাশক, লঘুপাক ও অগ্নি-বৃদ্ধি কর।

৩য়। এই উভয় পঞ্চমূলকে দশমূল কহে। ইহারা শ্বাস, কফ, পিত্ত ও বায়ু নষ্ট করিয়া থাকে, অপক্ক বস্তুর পরিপাক সাধন করে ও সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণ করে।

৪র্থ। ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, হরিদ্রা, গুড়ূচী ও অজশৃঙ্গী, ইহাদিগের নাম বল্লী।

৫ম। পানি আমলা, গোক্ষুরি, ঝিণ্টী (ঝাঁটী), গৃধ্রনখ

(কাকমাদি) ও শতমুলী, ইহাদিগের নাম কণ্টক। এই বল্লী ও কণ্টকাদি গণদ্বয় রক্ত-পিত্ত ও ত্রিবিধ শোথ দমন করে, এবং সর্ব্বপ্রকার মেহ ও শুক্র-দোষ বিনাশ করিয়া থাকে।

৬ষ্ঠ। কুশ, কাশ, নল, দর্ভ অর্থাৎ উলপতৃণ, ও ইক্ষু, ইহাদিগের নাম তৃণ। এই তৃণ-পঞ্চক দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে মূত্র-দোষ, মূত্র বিকার, ও রক্তপিত্ত নিবারণ হয়।

এই পঞ্চ বিধ পঞ্চ মূলের মধ্যে আদ্যদ্বয় অর্থাৎ স্বল্প পঞ্চমূল ও বৃহৎ পঞ্চমূল বায়ু দমন করিয়া থাকে, মধ্যদ্বয় অর্থাৎ বল্লী ও কণ্টকাদি মূল শ্লেষ্মার দমন করে, এবং অন্ত্য অর্থাৎ তৃণাদি পঞ্চ-মূল পিত্ত বিনাশ করিয়া থাকে। ত্রিবৃদাদি-গণ অন্যত্র বলা যাইবে।

এ স্থলে এই সকল গণ সংক্ষেপে লিখিত হইল, ইহার পর চিকিৎসা প্রকরণে দোষের বলাবল নির্ণয় পূর্ব্বক বিস্তারিত রূপে বলা হইবে। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক এই সকল দ্রব্য যথা ন্যায়ে বিভাগ করিয়া, তদ্দারা প্রলেপ কষায় তৈল ঘৃত ও পানক করিবেন। সকল ঋতুতেই ধূম বর্ষা বায়ু ও ক্লেদ রহিত গৃহে অতি গোপন ভাবে ঔষধ সকল রক্ষা করিবেন। দোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ এই তিনের প্রভেদ দর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ-সকল প্রয়োগ করিবেন, এবং স্থান বিশেষে কোথাও বা পৃথক্ পৃথক্, কোথাও বা মিশ্রিত এবং কোথাও বা সমস্ত প্রয়োগ করিবেন। ইতি দ্রব্য-সংগ্রহণীয় অধ্যায়।

একোনচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

সংশোধন ও সংশমনীয় দ্রব্যের বিবরণ

মদন (ময়না) ফল কুড়চি দেবতাড় তিতলাউ অপামার্গ

কৃতবেধন (কোশাতকী) সর্ষপ বিড়ঙ্গ পিপ্পলী করঞ্জ প্রপুন্নাড় [চাকুন্দে] কাঞ্চনবৃক্ষ কর্বুদার [শ্বেতকাঞ্চন,] নিম্ব অশ্বগন্ধা অম্লবেতস্ বন্ধুজীব [বান্ধুলি] অপরাজিতা সণপুষ্পী [সণ বৃক্ষ], বিম্ব [তেলাকুচ], বচ, রাখাল-শশা ও চিতে, ইহাদিগের দ্বারা শরীরের ঊর্দ্ধভাগ সংশোধিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে প্রপুন্নাড় পর্য্যন্ত বৃক্ষ সমূহের ফল, এবং কাঞ্চন বৃক্ষ হইতে অবশিষ্ট বৃক্ষগণের মূল গ্রহণ করিবে। ॥

ত্রিবৃৎ [তেউড়ি] শ্যামালতা দন্তী দ্রবন্তী [মূষালীলতা] সপ্তলা [পারুল] শঙ্খিনী [চোঁচখড়িকা] মেষশৃঙ্গী গবাক্ষী [গোমুক] ছগলান্ত্রী [বিষ-ধড়ক] মনসা-সিজ, স্বর্ণক্ষীরী-লতা, চিত্রক অপামার্গ কুশ কাশ তিল্বক [লোধ] কমলাগুড়ি, পটোলমূল পাটল গুবাক হরীতকী আমলকী বিভীতকী নীলী চতুরঙ্গুল [সোঁদাল] এরণ্ড [করঞ্জ] মহাবৃক্ষ [পাঁকুড়] ছাতিম অর্ক এবং জ্যোতীষ্মতী [নফটকী]। এই সকলের দ্বারা শরীরের অধোভাগ সংশোধিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে ত্রিবৃৎ হইতে কাশ পর্য্যন্ত দ্রব্যের মূল, তিল্বক হইতে পাটল পর্য্যন্ত দ্রব্যের ত্বক্, কমলাগুড়ি চূর্ণ, গুবাক হইতে এরণ্ড পর্য্যন্ত দ্রব্যের ফল, করঞ্জ এবং সোঁদালের পত্র, এবং অবশিষ্ট বৃক্ষের ক্ষীর গ্রহণ করিবে।

কোশাতকী, সপ্তলা শঙ্খিনী দেবদালী কারবেল্লী [করলা]। ইহারা ঊর্দ্ধাধ উভয় ভাগ সংশোধন-কর। ইহাদিগের রস গ্রহণ করিবে।

পিপ্পলী বিড়ঙ্গ অপামার্গ শিগ্রু [সজিনা] শ্বেত শর্ষপ শিরীষ মরিচ করবীর বিম্বী অপরাজিতা, অপামার্গ, বচ

জ্যোতিষ্মতী করঞ্জ অর্ক অলর্ক [শ্বেত আকন্দ] রসুন আতইচ শুণ্ঠী তালীশ তমাল রাস্না অর্জ্জক [বাবুই তুলসী] ইঙ্গুদী মাতুলুঙ্গী [টাবা নেবু] মুরুঙ্গী পীলু-জাতী শাল তাল মধুক লাক্ষা হিঙ্গু লবণ মদ্য গোময়-রস এবং গোমূত্র। ইহারা শিরো-বিরেচক। ইহাদিগের মধ্যে মরিচ পর্য্যন্ত বৃক্ষ সমূহের ফল, করবীর হইতে অর্ক পর্য্যন্ত বৃক্ষ সমূহের মূল, অলর্ক হইতে শুণ্ঠী পর্যন্ত বৃক্ষ সমূহের কন্দ, তালীশ হইতে অর্জ্জক পর্য্যন্ত উদ্ভিদ্ সমূহের পত্র, ইঙ্গুদী ও মেষশৃঙ্গের ত্বক্, মাতুলুঙ্গী মুরুঙ্গী ও পীলু-জাতির পুষ্প, শাল তাল ও মধুকের সার, এবং হিঙ্গু ও লাক্ষার নির্য্যাস, গ্রহণ করিবে। লবণ প্রভৃতি দ্রব্য পার্থিব পদার্থ বিশেষ, মদ্য সমূহ আসব দ্রব্য বিশেষ, এবং গোমূত্র ও গোময়-রসকে মল বলা যায়।

অতঃপর সংশমনী দ্রব্য কহিতেছি।

দেবদারু কুষ্ঠ হরিদ্রা বরুণ মেষশৃঙ্গি শ্বেত-বেড়েলা, পীত-বেড়েলা, নীল-ঝিণ্টী গণিকারিকা দুরালভা সল্লকী, পারুল, বীরতরু [অর্জ্জুন বৃক্ষ] পীত-ঝিণ্টী গুলঞ্চ এরণ্ড পাষাণ-ভেদী [পাথর-কোড়], অর্ক অলর্ক [শ্বেত আকন্দ] শতমূলী পুনর্ণবা সান্তার-লবণ গজ-পিপ্পলী কাঞ্চন-বৃক্ষ ভার্গী [বামন হাটী] কার্পাস বৃশ্চিকালী [বিচুতি] পত্তুর [সালিঞ্চাশাক] যব কোল কুলত্থ প্রভৃতি, এবং বিদারিগন্ধাদি গণ, ও পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হ্রস্ব ও বৃহৎ পঞ্চ-মূলী, ইহারাই সামান্যতঃ বাত্র সংশমনী বর্গ।

চন্দন রক্তচন্দন বালা বেণামূল মঞ্জিষ্ঠা কাকোলী ভূমি-কুষ্মাণ্ড শতমূলী প্রিয়ঙ্গু শৈবাল কহ্লার (শ্বেত শুঁদি), কুমুদ

পদ্ম কদলী কন্দলী (পদ্মবীজ), দূর্ব্বা মুর্ব্বা প্রভৃতি, এবং কাকোল্যাদি ও ন্যগ্রোধাদি গণ ও পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত তৃণ-পঞ্চ-মূল। ইহারা সামান্যতঃ পিত্ত-সংশমনী বর্গ।

দারুহরিদ্রা অগুরু রক্তচন্দন কুষ্ঠ (কুড়) হরিদ্রা শীত-শীব (মৌরি) শোল্‌ফা সরল-কাষ্ঠ রাস্না করঞ্জ ডালকরঞ্জ ইঙ্গুদী জাতী কুঁচ বিষলাঙ্গলী হস্তিকর্ণ-পলাশ মুঞ্জাতক বেণামূল প্রভৃতি, ও পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত বল্লী-গণ কণ্টকগণ হ্রস্ব ও বৃহৎ পঞ্চ-মূলী, এবং পিপ্পল্যাদি বৃহত্যাদি মুষ্ককাদি বচাদি সুরসাদি ও আরগ্বধাদি গণও সামান্যতঃ শ্লেষ্মা-সংশমনী বর্গ।

ব্যাধি অগ্নি প্রকৃতি ও বল বিবেচনা করিয়া ঔষধ সকল বিধান করিবে। ব্যাধির বল অনুসারে যে পরিমাণে ঔষধ প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঔষধ সেবন করিলে উপস্থিত ব্যাধির নিবৃত্তি হইয়া অন্যপ্রকার ব্যাধি জন্মে। অগ্নির বল অনুসারে যে পরিমাণে ঔষধ পরিপাক পাইতে পারে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিলে, ঔষধ জীর্ণ হয় না, অথবা উদর ভার হইয়া ক্রমশ পরিপাক পায়। প্রকৃতিতে যে পরিমাণে সহ্য পায়, তাহার অধিক সেবন করিলে গ্লানি মূর্চ্ছা বা মানসিক বিকার জন্মে। সংশমনী দ্রব্যের পরিমাণ এইরূপ কোন প্রকারে অধিক হইলে, সংশোধনী দ্রব্যের গুণ বিফল করে *। পূর্ব্বোক্ত ব্যাধি অগ্নি ও প্রকৃতি অনুসারে ঔষধের পরিমাণ অল্প হইলে কোন ফল দর্শে না। অতএব

* চিকিৎসার প্রথম সংশোধনী পরে সংশমনী ঔষধ সেবন করাই বিধি। কিন্তু সংশমনী দ্রব্যের পরিমাণের আধিক্য জন্য যদি অন্য প্রকার রোগ জন্মে, তবে পূর্ব্বে যে সংশোধনী দ্রব্যের দ্বারা শরীর সংশোধিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে বিফল হইয়া পড়ে।

ব্যাধি অগ্নি ও প্রকৃতি বিবেচনা করিয়াই পরিমাণ বিধান করিবে।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

যে রোগ শোধনী দ্রব্যের দ্বারা চিকিৎসনীয়, সেই রোগে রোগী যদি দোষ-জন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে অল্প পরিমাণে সংশোধনী ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এরূপ স্থলে দোষ ক্ষালিত হইলে এবং কোষ্ঠদেশের মৃদুভাবে ক্রিয়া হইতে থাকিলে, রোগির বল দেখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ ব্যাধিশূন্য হইয়া দুর্ব্বল থাকিলেও তাহার শরীর নিশ্চয় সংশোধিত হইয়াছে বলা যায়। ব্যাধির আদিতে এবং মধ্যে যে ঔষধ সেবন করা যায়, তাহা ক্বাথ হইলে তাহার মাত্রা অঞ্জলি প্রমাণ, চূর্ণ হইলে দুই তোলা, এবং কল্ক হইলে এক তোলা। দোষ স্বয়ং প্রবৃত্ত হইলে, (১) এবং কোষ্ঠের কার্য্য মৃদু হইলে, দুর্ব্বল রোগিরও শোধনী-প্রয়োগেই ব্যাধিশান্তি হয়।

চত্বারিংশৎ অধ্যায়।

দ্রব্য রস গুণ বীর্য্য ও বিপাকের বিজ্ঞান।

কোন২ আচার্য্যেরা দ্রব্যই প্রধান বলেন। কারণ, প্রথমতঃ দ্রব্য ব্যবস্থিত এবং রস প্রভৃতি অব্যবস্থিত, যথা অপক্ব-ফলে যেরূপ রস গুণ প্রভৃতির উপলব্ধি হয়, পক্ব ফলে সে রূপ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্য নিত্য এবং রস গুণ প্রভৃতি অনিত্য। কারণ, কল্কাদির স্থলে দ্রব্য, রস ও গন্ধ বিশিষ্ট অথবা রস ও গন্ধ হীন হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, দ্রব্য, জাতীয় গুণ নিত্য

(১) পিত্ত শ্লেষ্মা বা মল প্রভৃতি আপনি নিঃসৃত হইলে দোষের স্বয়ং প্রবৃত্তি বলে।

অবলম্বন করিয়া থাকে, যথা পার্থিব দ্রব্য কদাচ অন্য ভাব প্রাপ্ত হয় না। চতুর্থ পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রব্যই গৃহীত হয় রসাদি গৃহীত হয় না। পঞ্চম, দ্রব্য আশ্রয়, এবং রস প্রভৃতি তাহার আশ্রিত। ষষ্ঠ, ঔষধের গণ বর্ণন করিতে হইলে, দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া আরব্ধ হয়, যথা "বিদারিগন্ধাদি আহরণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া পাক করিবে।" ইহাতে রসের উল্লেখ করিয়া আরম্ভ করা হয় নাই। সপ্তম, শাস্ত্র-প্রমাণ হেতু। ঔষধের যোগ বর্ণনার স্থলে শাস্ত্রে দ্রব্যই প্রধান বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা মাতুলুঙ্গ ও অগ্নিমন্থ ইত্যাদি। এস্থলে রস প্রভৃতি উপদিষ্ট হয় নাই। অষ্টম, রস প্রভৃতির গুণ দ্রব্যের অবস্থা সাপেক্ষ, যথা তরুণ দ্রব্যে তরুণ রস পক্ক দ্রব্যের পক্ক রস ইত্যাদি। নবম, দ্রব্যের একাংশেও ব্যাধি-শান্তি হইয়া থাকে। যথা "মহাবৃক্ষের ক্ষীর [আটা] কর্ত্তৃক" ইত্যাদি। এই হেতু দ্রব্যই প্রধান। ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার গুণের ন্যায় দ্রব্য ও দ্রব্যের লক্ষণ পরস্পর সমবায়ি কারণ *। কেহ ২ এরূপ স্বীকার না করিয়া রসই প্রধান বলেন। কারণ, প্রথমতঃ আগমই শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রে রসের সম্বন্ধে এই রূপ উল্লেখ আছে, যে প্রাণিগণের আহার রসের আয়ত্ত। তাহাতেই প্রাণ ধারণ হয়। দ্বিতীয়তঃ গুরূপদেশের স্থলে রসই উপদেশের বিষয় হইয়াছে, যথা,—মধুর অম্ল এবং লবণ বায়ুর শান্তিকর। তৃতীয়তঃ অনুমানের স্থলে, রসের দ্বারা দ্রব্য

* কোন দ্রব্যের দ্বারা কোন ফল হইলে সেই দ্রব্য এবং তাহার গুণ উভয়ে মিলিয়া সেই ফল উৎপাদনের কারণ হয়। সুতরাং দ্রব্য ও গুণ পরস্পর সমবায়ি-কারণ অর্থাৎ উভয়ে মিলিয়া সেই ফল জন্মায়।

অনুমিত হয়, যথা মধুর-দ্রব্য। চতুর্থতঃ ঋষিবচনেও এই রূপ কথিত আছে যে যজ্ঞার্থ কিঞ্চিৎ মধুর দ্রব্য আহরণ করিবে। অতএব রসই প্রধান, রসের দ্বারাই দ্রব্যের গুণ-সংজ্ঞা। রসের লক্ষণ অন্যত্র উপদেশ করিব। কেহ কেহ এরূপ স্বীকার করেন না, বীর্য্যকেই প্রধান বলেন। কারণ বীর্য্য-গুণে ঔষধের কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। শরীরের ঊর্দ্ধ ও অধঃ এবং উভয় ভাগের সংশোধন সংশমন, সংগ্রহণ অগ্নিদীপন, প্রপীড়ন, লেখন, বৃংহণ, রসায়ন, বাজীকরণ, শ্বযথুকরণ, বিলয়ন, [মিলিয়া যাওয়া] দহন, দারণ মাদন মারণ ও বিষের প্রশমন প্রভৃতি ঔষধের কার্য্য, বীর্য্যের প্রাধান্য বশতই হইয়া থাকে। জগতের অগ্নিসোমীয়ত্ব প্রযুক্ত বীর্য্য দুই প্রকার, শীত এবং উষ্ণ। কেহ কেহ বলেন বীর্য্য অষ্ট বিধ, যথা, উষ্ণ, শীত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, বিশদ অর্থাৎ পিচ্ছিল, মৃদু ও তীক্ষ্ণ। এই সকল বীর্য্য স্বীয় বল ও গুণের প্রভাবে রস অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে। যথাঃ—বৃহৎ পঞ্চমূল কষায়-রস ও পশ্চাৎ তিক্তরস বিশিষ্ট হইয়াও উষ্ণবীর্য্যত্ব হেতু বায়ুর শান্তি করিয়া থাকে। কুলত্থ, কষায়, কটুক ও পলাণ্ডু ইহারাও তৈলবৎ স্নেহভাব প্রযুক্ত বায়ুর শান্তি করে। মধুর ও শীতবীর্য্য প্রযুক্ত ইক্ষুরস দ্বারা বায়ু বৃদ্ধি হয়। পিপ্পলী কটুরস বিশিষ্ট হইয়াও ঈষৎ শীতবীর্য্য প্রযুক্ত পিত্তের শান্তি করে। কাকমাচী তিক্তরস বিশিষ্ট ও মৎস্য মধুর-রস-বিশিষ্ট হইয়াও উষ্ণ বীর্য্য প্রযুক্ত পিত্তের বৃদ্ধি করে। মূলক কটুরস বিশিষ্ট হইয়াও স্নিগ্ধ-বীর্য্য হেতু শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কপিত্থ অম্ল-রস বিশিষ্ট হইয়াও এবং মধু মধুর-রস বিশিষ্ট হইয়াও রুক্ষ-

বীর্য্য হেতু শ্লেষ্মা দমন করে। নিদর্শন স্বরূপে এই কয়টী মাত্র প্রদর্শিত হইল।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

যে সকল রসের দ্বারা বায়ু শান্তি হয়, যদি সেই সকল রসে রুক্ষতা, লঘুতা ও শীতলতা গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা বায়ু শান্তি করিতে পারেনা। যে সকল রসের দ্বারা পিত্ত নাশ হয়, যদি সেই সকল রসে তীক্ষ্ণতা উষ্ণতা ও লঘুতা গুণ থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা পিত্ত নষ্ট হয় না। এবং যে সকল রসের দ্বারা শ্লেষ্মা দমন হইয়া থাকে, যদি তাহারা স্নেহ গৌরব ও শীতলতা গুণযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে সকল রসের দ্বারা শ্লেষ্মার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। অতএব বীর্য্যই প্রধান।

কেহ কেহ ইহা স্বীকার করেন না; তাঁহারা পরিপাক-কেই প্রধান বলিয়া থাকেন। কারণ, সকল প্রকার ভুক্ত-দ্রব্য সম্যক্ রূপে পরিপাক হইলে গুণ, এবং অপ্রশস্ত রূপে পরিপাক হইলে দোষ জন্মাইয়া থাকে। কেহ কেহ কহেন, প্রত্যেক রসেই পরিপাক হইয়া থাকে। কেহ বলেন, মধুর অম্ল ও কটু এই ত্রিবিধ রসেই পাক হয়। কিন্তু ইহা সুসংগত নহে, কারণ দ্রব্য-গুণ ও শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীত হয়, যে অম্লের বিপাক নাই; অগ্নি-মান্দ্য হইলে পিত্তই বিদগ্ধ হইয়া অম্ল-রসে পরিণত হয়। যদি অম্লের বিপাক স্বীকার করিতে হয়, তবে লবণ রসেরও অন্য প্রকার পাক সম্ভবে। কিন্তু তাহা হয় না, শ্লেষ্মা বিদগ্ধ হইয়াই লবণতা প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন যে মধুর-রস পরিপাকে মধুরই থাকে, এবং অম্ল-রস অম্লই থাকে, এই প্রকার

সকল রসই অবিকৃত থাকে। তাহার উদাহরণ যথা—স্থালীগত দুগ্ধ পাক হইবার কালে মধুরই থাকে। এবং শালি যব মুদ্গ প্রভৃতি ভূমিতে প্রকীর্ণ হইলে, উত্তর কালেও তাহারা স্বভাব পরিত্যাগ করেনা [১]। কেহ কেহ বলেন যে মৃদু রস বলবান্ রসের অনুগামী হয়। এ বিষয়ে এইরূপ বিবিধ অনবস্থিত দোষ ঘটে। অতএব তাহার এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে। শাস্ত্রে দুই প্রকার পাক কথিত হইয়াছে; মধুর ও কটু। তাহার মধ্যে মধুর-পাকে গুরু, এবং কটুপাকে লঘু হইয়া থাকে। পৃথ্বী অপ্ তেজঃ বায়ু ও আকাশ, ইহাদিগকে গুণের অনুসারে গুরু ও লঘু এই দুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়। পৃথ্বী ও অপ্ গুরু, এবং অবশিষ্ট তিনটী লঘু।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

দ্রব্যের পরিপাক কালে, পৃথিবী ও জলের গুণ অধিক পরিমাণে থাকিলে মধুর পাক কহে; এবং অগ্নি বায়ু বা অকাশের গুণ অধিক পরিমাণে থাকিলে কটু-পাক কহে। যে সকল তার্কিকেরা, দ্রব্য রস বীর্য্য বিপাক এই চারিটীর একটীর প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাহাদিগের বিতর্কবাদ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা উক্ত চতুষ্টয়েরই প্রাধান্য স্বীকার করেন। কোন দ্রব্য সেবন করিলে, দোষের কিয়দংশ, দ্রব্যের দ্বারা কিয়দংশ তাহার রসের দ্বারা, কিয়দংশ বীর্য্যের দ্বারা এবং কিয়দংশ তাহার বিপাকের দ্বারা শান্তি বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বীর্য্য ব্যতিরেকে পাক হয় না, রস ব্যতীত বীর্য্য থাকে না, এবং দ্রব্য

(১) ভূমিতে বপন করিলে যে শস্য জন্মায় তাহাতেও মধুর রস হয়।

ব্যতীত রস থাকে না। সুতরাং দ্রব্যই প্রধান। দেহ এবং দেহির স্থিতি যেরূপ, পরস্পর সাপেক্ষ, সেই রূপ দ্রব্য ব্যতিরেকে রস জন্মে না এবং রস ব্যতিরেকেও দ্রব্য জন্মে না। বীর্য্য বলিলে অষ্ট প্রকার গুণ (শীত উষ্ণ রুক্ষ প্রভৃতি) বুঝায়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই অষ্ট প্রকার বীর্য্য দ্রব্যকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। সেই সকল গুণ নির্গুণ-রসে কখনই আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। দ্রব্যেই দ্রব্য পরিপাক হয়, ছয় রস সে রূপ হয় না। অতএব দ্রব্যই প্রধান—রস বীর্য্য ও বিপাক তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ ঔষধ সমস্ত মীমাংসা বা চিন্তার বিষয় হইতে পারে না। বিজ্ঞজনেরা কেবল শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে তাহা সেবন করিবেন। ঔষধ সকল স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ ও তাহাদিগের লক্ষণ ও ফলও প্রত্যক্ষ। বিজ্ঞ-জনেরা কোন কারণে সেই সকল ওষধি পরীক্ষা করিবেন না। কারণ, এ রূপ সহস্র হেতু আছে, যদ্দ্বারা অম্বষ্ঠা প্রভৃতি বিরেচক ঔষধও বিরেচন করাইতে পারে না। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, হেতু অনুসন্ধান না করিয়া শাস্ত্র-প্রমাণেই কার্য্য করিবেন।

এক চত্বারিংশৎ অধ্যায়।

দ্রব্যের বিশেষ বিজ্ঞান।

পৃথিবী জল তেজঃ বায়ু আকাশ এই সমুদায় মিলিত হইয়া দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে যে দ্রব্যে যে ভূতের আধিক্য থাকে, তাহা সেই নামে কথিত হয় যথা,—পৃথ্বীভাগের আধিক্যে পার্থিব, অপ্‌ভাগের আধিক্যে আপ্য, এবং তদনুসারে

তৈজস বায়ব্য ও আকাশীয় বলিয়া দ্রব্যের নাম দেওয়া যায়। তাহার মধ্যে যে সকল দ্রব্য স্থূল সার-বিশিষ্ট সান্দ্র মন্দ স্থির খর গুরু কঠিন গন্ধ-বহুল ঈষৎ-কষায় বা মধুর-প্রায়, তাহা-দিগকে পার্থিব দ্রব্য বলা যায়। পার্থিব-দ্রব্য স্থিরতা বল সঙ্ঘাত (একত্র সংশ্লেষ) ও বর্দ্ধনকর, বিশেষতঃ অধোগমন-শীল।

যে দ্রব্য শীতল আর্দ্র স্নিগ্ধ মন্দ গুরু সারক সান্দ্র মৃদু পিচ্ছিল রস-বহুল ঈষৎ-কষায় অম্ল বা লবণ রসবিশিষ্ট অথবা মধুর- প্রায়, তাহাকে আপ্য (জলীয়) বলা যায়। জলীয় দ্রব্য, স্নেহ হর্ষ ক্লেদ ও সংশ্লেষকর এবং ক্ষরণশীল।

যে দ্রব্য উষ্ণ তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম রুক্ষ খর লঘু বিশদ রূপ-গুণ-বহুল ঈষৎ অম্ল ও লবণ রস-বিশিষ্ট অথবা কটুরস-প্রায়, বিশেষত ঊর্দ্ধ-গমনশীল, তাহাকে তৈজস বলা যায়। তৈজস-দ্রব্য দহন পচন দারণ তাপন ও প্রকাশকর এবং প্রভা ও বর্ণ-কর।

যে দ্রব্য সূক্ষ্ম রুক্ষ খর শিশির লঘু বিশদ স্পর্শ-বহুল ঈষৎ তিক্ত বিশেষতঃ কষায়, তাহাকে বায়বীয় দ্রব্য কহে। বায়বীয় দ্রব্য নির্ম্মলতা লঘুতা ও গ্লানি-কর এবং শোষক ও সঞ্চালক।

যে দ্রব্য শ্লক্ষ্ণ সূক্ষ্ম মৃদু গ্রাম্য-ধর্ম্মের উত্তেজক অপ্রকাশিত ও অব্যক্ত রস অথবা শব্দবহুল, তাহাকে আকাশীয় দ্রব্য কহে। আকাশীয় দ্রব্য মৃদু সচ্ছিদ্র ও লঘু।

এই সকল লক্ষণের দ্বারা জগতের সকল দ্রব্যকেই ঔষধ বলিয়া নির্ণয় করা যায়। যুক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে সেবিত হইলে,

এবং বীর্য্য ও গুণ বিশিষ্ট হইলে সকল দ্রব্যই কার্য্যকর হয়। সেই সকল ঔষধ সেবিত হইলে যে সময়ে কার্য্য করে তাহাকে কাল কহে, যাহা করে তাহাকে কর্ম্ম বলে, যদ্দ্বারা করে তাহাকে বীর্য্য বলে, যে স্থানে সেই কার্য্য করে তাহাকে অধিকরণ বলে, যে প্রকারে করে তাহাকে উপায় বলে, এবং সেই কার্য্যের দ্বারা পরিণামে যাহা নিষ্পন্ন হয় তাহাকে ফল বলে।

সেই সকল ঔষধের মধ্যে বিরেচন দ্রব্যে পার্থিব ও জলীয় গুণই অধিক। পৃথিবী ও জল গুরু, গুরুতা প্রযুক্ত অধোগামী। অতএব অধোগুণ বাহুল্যেই বিরেচন হয় বলিয়া অনুমান করা যায়। বমন-দ্রব্যে অগ্নি ও বায়ু-গুণই অধিক, অগ্নি ও বায়ু লঘু, লঘুতা প্রযুক্ত ঊর্দ্ধগামী, অতএব ঊর্দ্ধগুণ বাহুল্যেই বমন হয় বলিয়া অনুমান করা যায়। বমন ও বিরেচন এই উভয় প্রকার গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যে, ঊর্দ্ধগামিতা ও অধোগামিতা উভয় গুণই অধিক পরিমাণে থাকে। সেই রূপ সংশমন-দ্রব্যে আকাশ-গুণ অধিক, এবং বায়ুর শোষণ গুণ বলিয়া সংগ্রাহক দ্রব্যে বায়ুর গুণ অধিক। দীপ্তিকর (অগ্নিকর) ঔষধে অগ্নি-গুণের আধিক্য, লেখন-কর ঔষধে বায়ু ও অগ্নি গুণের আধিক্য, এবং পুষ্টিকর ঔষধে পার্থিব ও জলীয় গুণের আধিক্য। ঔষধের কার্য্য এই রূপে সম্পন্ন হয় বলিয়া অনুমান করা যায়।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

ভূমি অগ্নি ও জলীয় দ্রব্যের দ্বারা বায়ুর শান্তি হয়, ভূমি জল ও বায়ু-জাত দ্রব্যে পিত্তের শান্তি হয়, এবং আকাশ অগ্নি ও বায়ুজাত দ্রব্যে শ্লেষ্মার শান্তি হয়। আকাশ ও বায়ুজ দ্রব্যে বায়ুবৃদ্ধি হয়, আগ্নেয় দ্রব্যে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, এবং পার্থিব

ও জলজাত দ্রব্যে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক দ্রব্যেই যে২ গুণ অধিক তাহা নির্ণীত হইয়াছে। ইহা বিবেচনা করিয়া এক প্রকার বা বহুবিধ দ্রব্য দোষে প্রয়োগ করিবে (১)।

শীতল উষ্ণ স্নিগ্ধ রুক্ষ মৃদু তীক্ষ্ণ পিচ্ছিল ও বিশদ, দ্রব্যের এই গুণ গুলিকে বীর্য্য বলা যায়। দ্রব্যে, অধিক পরিমাণে অগ্নি-গুণ থাকিলে তীক্ষ্ণোষ্ণ-বীর্য্য, জলীয় গুণ থাকিলে শীত ও পিচ্ছিল বীর্য্য, পার্থিব ও জলীয় গুণ থাকিলে স্নিগ্ধ-বীর্য্য, জল ও আকাশ গুণ থাকিলে মৃদু-বীর্য্য, বায়ু-গুণ থাকিলে রুক্ষ-বীর্য্য, এবং ক্ষিতি ও বায়ু-গুণ থাকিলে বিশদ-বীর্য্য বলা যায়। গুরু ও লঘু পাকের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উষ্ণ বা স্নিগ্ধ-বীর্য্য—বাতঘ্ন, শীত মৃদু বা পিচ্ছিল বীর্য্য—পিত্তঘ্ন, এবং তীক্ষ্ণ রুক্ষ বা বিশদ বীর্য্য—শ্লেষ্মঘ্ন। গুরুপাকে বাত-পিত্তের শান্তি হয়, এবং লঘুপাকে শ্লেষ্মার শান্তি হয়। মৃদু শীতল ও উষ্ণ গুণ স্পর্শের দ্বারা জানা যায়, পিচ্ছিল ও বিশদ দর্শন ও স্পর্শের দ্বারা জানা যায়, স্নিগ্ধ ও রুক্ষ গুণ দর্শনের দ্বারা জানা যায়, এবং সুখ দুঃখ উৎপাদনের দ্বারা শীত ও উষ্ণ জানা যায়। গুরু পাকে বিষ্ঠা মূত্র রুদ্ধ হয় ও ঊর্দ্ধগত কফের দ্বারা পীড়িত হয়। লঘু-পাকে বিষ্ঠা মূত্র রুদ্ধ হয় ও তৎপ্রযুক্ত বায়ু কুপিত হয়। যে দ্রব্যের যে রূপ রস তাহার গুণও তদনু-যায়ী হইয়া থাকে। যেমন মধুর-রস হইলে গুরু-পাক ও পার্থিব গুণ বিশিষ্ট, এবং মধুর ও স্নিগ্ধ হইলে জলীয় গুণ বিশিষ্ট হয়। গুণ-বর্ণনায় দ্রব্যের যে রূপ গুণ বর্ণিত হইয়াছে,

(১) অর্থাৎ এক প্রকার বা বহু-বিধ দ্রব্য একত্র করিয়া রোগের শান্তি করিবে।

শরীরেও তাহারা সেই রূপ কার্য্য করে। দ্রব্যের গুণেই দেহের স্থিতি ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

রস-বিশেষ-বিজ্ঞান।

আকাশ বায়ু অগ্নি জল এবং ভূমি এই পঞ্চ ভূতে, যথা সংখ্যা উত্তরোত্তর এক একটী বৃদ্ধি হইয়া শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ গুণ জন্মে। অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নির শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস এবং ভূমির শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই রূপে যথা ক্রমে জন্মিয়া থাকে। অতএব রস জলীয় গুণ সম্ভূত। পরস্পর সংসর্গ আনুকূল্য এবং মিশ্রিত হওয়া প্রযুক্ত সকল ভূতের অংশ সকলেতেই মিলিত আছে। তবে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভেদে গৃহীত হইয়া থাকে। জলীয়গুণ সম্ভূত সেই রস অবশিষ্ট সকল ভূতের সহিত মিলিত হইয়া বিদগ্ধ হইলে ছয় প্রকারে বিভক্ত হয়। ছয় রস যথা,—মধুর অম্ল লবণ কটু তিক্ত ও কষায়। তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া ত্রিষষ্টি (৬৩) প্রকারে বিভক্ত হয়। তাহার মধ্যে পার্থিব ও জলীয় গুণের আধিক্যে মধুর-রস জন্মে, পার্থিব ও আগ্নেয় গুণ বাহুল্যে অম্লরস জন্মে, জলীয় ও আগ্নেয় গুণ বাহুল্যে লবণ-রস জন্মে, বায়ব্য ও আগ্নেয় গুণ বাহুল্যে কটুরস জন্মে, বায়ব্য ও আকাশ গুণ বাহুল্যে তিক্ত-রস জন্মে, এবং পার্থিব ও বায়ব্য গুণের বাহুল্যে কষায়-রস জন্মে। মধুর অম্ল ও লবণ বাতঘ্ন, মধুর তিক্ত ও কষায় পিত্তঘ্ন, এবং কটু তিক্ত কষায় শ্লেষ্মঘ্ন। বায়ু স্বয়ং সিদ্ধ, পিত্ত আগ্নেয় ও শ্লেষ্মা সৌম্য

পদার্থ। সেই সকল রস স্বযোনি-বর্দ্ধনকর, এবং অন্য যোনির শান্তিকর। কোন কোন পণ্ডিত কহেন, যে জগতের অগ্নি-সোমীয়ত্ব প্রযুক্ত রস দুই প্রকার, আগ্নেয় ও সৌম্য। মধুর তিক্ত ও কষায় সৌম্য এবং কটু অম্ল ও লবণ আগ্নেয়। মধুরাম্ল লবণ স্নিগ্ধ ও গুরু, এবং কটু তিক্ত কষায় রুক্ষ ও লঘু। সৌম্য—শীতল, আগ্নেয়—উষ্ণ।

শীতলতা রুক্ষতা লঘুতা বৈশদ্য ও বিষ্টম্ভতা (স্তব্ধতা) বায়ু-গুণের লক্ষণ। তাহার সমান যোনি কষায় রস। কষায় রসের শীতলতার দ্বারা বায়ুর শীতলতা, রুক্ষতার দ্বারা রুক্ষতা লঘুতার দ্বারা লঘুতা, বৈশদ্যের দ্বারা বৈশদ্য এবং বিষ্টম্ভতার দ্বারা বিষ্টম্ভতা বৃদ্ধি হয়। উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা রুক্ষতা লঘুতা এবং বৈশদ্য, পিত্ত-গুণের লক্ষণ। ইহার সমান যোনি কটুরস। কটু রসের উষ্ণতার দ্বারা পিত্তের উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতার দ্বারা তীক্ষ্ণতা, রুক্ষতার দ্বারা রুক্ষতা লঘুতার দ্বারা লঘুতা এবং বৈশদ্যের দ্বারা বৈশদ্য বর্দ্ধিত হয়। মাধুর্য্য স্নেহ গৌরব শীতলতা ও পিচ্ছিলতা শ্লেষ্মা-গুণের লক্ষণ। তাহার সমান যোনি মধুর-রস। মধুর-রসের মধুরতার দ্বারা শ্লেষ্মার মধুরতা, স্নেহের দ্বারা স্নিগ্ধতা, গৌরবের দ্বারা গুরুতা, শৈত্যের দ্বারা শীতলতা, এবং পিচ্ছিলতার দ্বারা পিচ্ছিলতা বৃদ্ধি হয়। শ্লেষ্মার অপর যোনি অর্থাৎ অসমান যোনি কটুরস। কটুরসের কটুত্বের দ্বারা শ্লেষ্মার মধুরতা, রুক্ষতার দ্বারা স্নিগ্ধতা, লঘুতার দ্বারা গুরুতা, উষ্ণতার দ্বারা শীতলতা এবং বৈশদ্যের দ্বারা পিচ্ছিলতা নাশ হয়। দৃষ্টান্তের স্বরূপ এই পর্য্যন্ত বলা হইল।

অতঃপর রসের লক্ষণ কহিতেছি। যে রস পরিতোষ আহ্লাদ ও তৃপ্তি জন্মায়, ও যাহার দ্বারা জীবন রক্ষা হয়, মুখের অবলেপ (চট্ চটে) জন্মে এবং শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, তাহাকে মধুর-রস বলে। যে রসের দ্বারা দন্ত-হর্ষ, মুখ-স্রাব এবং রুচি জন্মে তাহাকে অম্ল-রস বলে। যে রসের দ্বারা জিহ্বার অগ্রভাগ জ্বালা করে, উদ্বেগ জন্মে, মাথা ধরে এবং নাসিকা হইতে জল নিঃসরণ হয়, তাহাকে কটুরস বলে। যে রসের দ্বারা গলদেশে চোষ, মুখের বৈশদ্য, অন্নে রুচি এবং হর্ষ জন্মে, তাহাকে তিক্ত-রস কহে। যে রসের দ্বারা বক্ত্রদেশ পরিশুষ্ক হয়, জিহ্বা স্তম্ভিত হয়, কণ্ঠ বদ্ধ হয়, এবং হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত আকৃষ্টের ও এক প্রকার পীড়িতের ন্যায় বোধ হয়, তাহাকে কষায় রস কহে।//

অতঃপর রসের গুণ কহিতেছি। মধুর-রসের দ্বারা রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ওজঃ শুক্র ও স্তন্য বৃদ্ধি হয়, দৃষ্টিশক্তি কেশ বর্ণ ও বল বৃদ্ধি হয়, ব্রণের সন্ধান হয় (কাটা ঘা যোড়া লাগে), এবং শরীরের রস ও রক্ত প্রসন্ন হয়। এই রস বালক বৃদ্ধ ক্ষত এবং ক্ষীণের পক্ষে হিতকর রোগী ষট্পদ পিপীলিকা প্রভৃতির ইষ্টতম, তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ও দাহ শান্তিকর, ছয় ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নকর, এবং ক্রিমিকর ও কফকর। এই সকল প্রকার গুণ বিশিষ্ট হইলেও, একমাত্র মধুর-রস অত্যর্থ সেবন করিলে কাস শ্বাস অলস বমনেচ্ছা বদনের মাধুর্য্য ও স্বরের উপঘাত (স্বরভঙ্গ), ক্রিমি গলগণ্ড অর্ব্বুদ শ্লীপদ (গোদ) বস্তি-দেশ ও মলদ্বারের উপলেপ এবং চক্ষু-রোগ প্রভৃতি জন্মে।

অম্ল-রস—জারক পাচক বায়ুর শান্তিকর ও অনুলোমকর কোষ্ঠ-বিদাহী ক্লেদকর মুখপ্রিয় ও বাহ্য-শীতল। এই প্রকার সকল গুণ-বিশিষ্ট হইলেও এক মাত্র অম্ল-রস অত্যর্থ সেবন করিলে দন্ত-হর্ষ, নয়ন সংমীলন ও রোম-হর্ষণ হয়, এবং গাঢ় কফ তরল হয় ও শরীর শিথিল হইয়া পড়ে, এবং শরীরে কোন স্থান ক্ষত অভিহত দগ্ধ দষ্ট ভগ্ন শোথ-বিশিষ্ট রুগ্ন পতিত বিসর্প-রোগ-যুক্ত ছিন্ন ভিন্ন বিদ্ধ বা পিষ্ট হইলে তাহা পাকিয়া উঠে, এবং ইহার আগ্নেয় স্বভাব প্রযুক্ত কণ্ঠ বক্ষ ও হৃদয়ে দাহ জন্মে।

লবণ-রস—সংশোধনকর পাচক বিশ্লেষকর ক্লেদকর শরীর শৈথিল্যকর সকল রসের বিরোধী, ও শরীরের সকল অবয়বের কোমলতা সম্পাদক। এই প্রকার গুণ-যুক্ত হইলেও সেই এক মাত্র লবণ-রস অত্যর্থ সেবন করিলে গাত্রকণ্ডু, মণ্ডলাকার-ব্রণ, শোফ বিবর্ণতা পুংস্ত্বোপঘাত (ধ্বজভঙ্গ) ইন্দ্রিয় গণের উপতাপ মুখে ও নেত্রে ব্রণ রক্তপিত্ত বাতরক্ত ও অম্লোদ্গার প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

কটু-রস—অগ্নির দীপ্তিকর পাচক রুচিকর শোধন-কর স্থূলতা অল্প-কফ কৃমি বিষ কুষ্ঠ ও কণ্ডূর শান্তিকর, সন্ধি-বন্ধনের বিশ্লেষকর ও দেহের অবসাদকর, এবং স্তন্য শুক্র ও মেদ নাশক। এই প্রকার গুণ-বিশিষ্ট হইলেও এক মাত্র কটুরস অত্যর্থ সেবন করিলে, ভ্রম মত্ততা গলতালু ও ওষ্ঠ শোষ গাত্র-সন্তাপ বল-হানি কম্প বেদনা ও ভেদ, এই সকল রোগ উৎপন্ন হয়, এবং হস্ত পাদ পার্শ্ব পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বাত-বেদনা জন্মে।

তিক্ত-রস—ছেদন-কর রুচি-কর দীপ্তি-কর শোধন-কর কণ্ডু কোঠ তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ও জ্বরের শান্তিকর, স্তন্য-শোধন-কর এবং বিষ্ঠা মূত্র ক্লেদ মেদ বসা ও পূযের শোষণকর। এই প্রকার গুণ-বিশিষ্ট হইলেও, একমাত্র তিক্তরস অত্যর্থ সেবন করিলে গাত্রের স্পন্দরহিত, এবং মন্যাস্তম্ভ (গ্রীবা দেশের সঞ্চালন-শক্তির অভাব) হস্ত পাদাদির আক্ষেপ (খেঁচুনি) শিরঃশূল ভ্রম তোদ ভেদ ছেদ ও মুখের বৈরস্য জন্মে।

কষায়-রস—সংগ্রাহক (মল মূত্র রক্ত প্রভৃতি রুদ্ধকর), ব্রণের পূরণকর স্তব্ধকর, শোধনকর লেখনকর, শোষণকর, পীড়নকর এবং ক্লেদ-শোষণকর। এই প্রকার গুণ-বিশিষ্ট হইলেও এক মাত্র কষায়-রস অত্যর্থ সেবন করিলে হৃৎপীড়া, মুখ-শোষ, উদরাধ্মান, বাক্‌রোধ, মন্যাস্তম্ভ অঙ্গস্ফুরণ কর্ণে চুমচুম-শব্দ শ্রবণ ও আক্ষেপ আকুঞ্চন প্রভৃতি রোগ জন্মে।//

অতঃপর রস-বিশিষ্ট সকল দ্রব্যের উপদেশ করা যাইতেছে। কাকোল্যাদি-গণ দুগ্ধ ঘৃত বসা মজ্জা শালিধান্য ষাটধান্য যব গোধূম মাষকলাই পাণিফল কেসুর সসা গোমুক কর্কটী অলাবু তরমুজ কতক-ফল গিলোড্য (জম্বীর বিশেষ) পিয়াল পদ্মবীজ গাম্ভারীফল মৌল দ্রাক্ষা খর্জ্জুর ক্ষীরাই, তাল নারিকেল ইক্ষুবিকার পীত-বেড়েলা শ্বেত-বেড়েলা আলকুশী ভূমিকুষ্মাণ্ড পয়স্যা গোক্ষুরী মূর্ব্বালতা মহুরি ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি সংক্ষেপতঃ মধুর-বর্গ।

দাড়িম আমলকী জম্বীর আম্রাতক (আমড়া) কপিত্থ পাণি আমলা বড়কুল তিন্তিড়ী কোশাম্র কামরঙ্গ তিন্দুক বেত্রফল মাদার অম্লবেতস্ জম্বীর (গোড়ানেবু) দধি

ঘোল সুরা সাধারণ-অম্লরস, কাঁজী তুষোদক ধান্যাম্ল প্রভৃতি অম্লবর্গ।

সৈন্ধব স্বচ্ছ বিট্ পাক্য সাম্ভরী সামুদ্র (করকচ) পক্তিম যবক্ষার উষক্ষার ও সুবর্চ্চিকা (সাজীমাটী) প্রভৃতি সামান্যতঃ লবণ-বর্গ।

পিপ্পল্যাদি সুরসাদি শিগ্রু মধু-শিগ্রু মূলক রশুন সুমুখ (শ্বেততুলসী) মৌরী কুড় দেবদারু রেণুক সোমরাজী-ফল মুথা কাঁচড়া মুষাকাণী গুগ্‌গুল সোনাপাত পীলু প্রভৃতি প্রায় কটু-বর্গ।

আরগ্বধাদিগণ গুড়ুচ্যাদিগণ মঞ্জিষ্ঠা বেত্র-করীর (বেতের কুড়ী) হরিদ্রা দারু-হরিদ্রা ইন্দ্রযব বরুণ-বৃক্ষ গোক্ষুরী সপ্ত-পর্ণ বৃহতী কণ্টিকারী চোরহুলী মুষিক-পর্ণী তৃব্রৎ (তেউড়ী) ঘোষা-ফল কর্কোটক কাকরোল কারবেল্লক (করেলা) বার্ত্তাক করীর করবীর মালতী শঙ্খ-হুলী অপামার্গ বলা অশোক কটুকী জয়ন্তী ব্রাহ্মী পুনর্ণবা বৃশ্চিকালী (বিছুটি) ও জ্যোতিষ্মতী-লতা প্রভৃতি সামান্যতঃ তিক্ত-বর্গ।

ন্যগ্রোধাদি অম্বষ্ঠাদি প্রিয়ঙ্গু-আদি ও রোধ্রাদিগণ ত্রিফলা জম্বু আম্র বকুল তিন্দুক (কেঁদ ফল) কতকশাক পাষাণ-ভেদী পুষ্প-হীন বৃক্ষের ফল ও ধুনা প্রভৃতি প্রায় কষায়-বর্গ। কুরুবক্ কাঞ্চন-বৃক্ষ জীবন্তী চিল্ল পালঙ্ক সুষুনি-শাক প্রভৃতি এবং উড়িধান্য আদি ও মুদ্গাদি সামান্যতঃ কষায় বর্গ।

এই সকল রস প্রত্যেকে ও পরস্পর মিলিত হইয়া ত্রিষষ্টি (৬৩) প্রকারে বিভক্ত। যথা, দুই রসের পরস্পর সংযোগে

পঞ্চদশ প্রকার, তিন রসের সংযোগ বিংশতি প্রকার; চারি রসের সংযোগ পঞ্চদশ প্রকার, পাঁচ রসের সংযোগ ছয় প্রকার, এবং সকল রস প্রত্যেকে ছয় প্রকার। এই সকল সংযুক্ত-রসের প্রয়োজন অন্যত্র বলা যাইবে।

ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

বমন-দ্রব্য-বিধি।

বমন-কারক দ্রব্যের মধ্যে মদন (ময়না) ফলই বমন করাইবার পক্ষে শ্রেষ্ঠতম উপায়। প্রস্থতি পরিমাণ আতপ-শুষ্ক মদনপুষ্প-চূর্ণ, অপামার্গ অর্ক বা নিম্বের ক্বাথে আলোড়িত করিয়া মধু ও সৈন্ধব লবণের সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে। অপক্ব মদন ফলের চূর্ণ উক্ত প্রকারে বকুলের বা পটোল-মূলের ক্বাথে এবং মধু ও সৈন্ধব লবণ সহযোগে উষ্ণ করিয়া ভক্ষণ করাইবে। অথবা তিল-তণ্ডুল বা যবের মণ্ড উক্ত চূর্ণ সহযোগে পাক করিয়া পান করাইবে। অথবা, ঈষৎ হরিত পাণ্ডুবর্ণ মদন-ফল কুশের দ্বারা বদ্ধ ও গোময়ের দ্বারা লেপন করিয়া, যব তুষ মুদ্গ মাষ বা শালী প্রভৃতি ধান্যের রাশির মধ্যে অষ্টরাত্র রাখিয়া, তাহার শস্য গ্রহণ করিবে। সেই শস্য আতপে শুষ্ক করিয়া দধি মধু ও পললের (মাংসের) সহিত মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার শুষ্ক করিবে। অনন্তর উত্তম পাত্রে রাখিয়া কোবিদারাদি দ্রব্যের মধ্যে কোন (১) দ্রব্যের অথবা যষ্টিমধুর ক্বাথ সহযোগে মুষ্টির দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক রাত্রিকালে পর্য্যুসিত করিয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে রোগিকে

(১) ৩৯ অধ্যায়ে দেহের ঊর্দ্ধভাগ-সংশোধনী দ্রব্যগণের মধ্যে কোবিদার হইতে চিতে পর্য্যন্ত যে সকল দ্রব্য বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে যে কোন দ্রব্য হউক।

পূর্ব্বমুখে বা উত্তর মুখে বসাইয়া আশীর্ব্বিধেয় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ ঔষধ মধু ও সৈন্ধব লবণ সংযোগে পান করাইবে। মন্ত্র যথা,—ব্রহ্মা দক্ষ অশ্বিনীদ্বয় রুদ্র ইন্দ্র পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি এবং বায়ুগণ ঋষিগণ ওষধিগণ ও ভূতগণ তোমাকে রক্ষা করুন্। রসায়ন যেরূপ ঋষিদিগের পক্ষে, অমৃত যে রূপ দেবতাগণের পক্ষে, এবং স্থধা যে রূপ উত্তম নাগগণের পক্ষে, এই ঔষধ তোমার পক্ষে সেইরূপ হউক।

বিশেষতঃ শ্লেষ্মার জ্বরে প্রতিশ্যায়ে বা অন্তর্বিদ্রধি রোগে বমন না হইলে, অথবা হইলেও তাহাতে দোষের প্রবৃত্তি না থাকিলে, সম্যক্ রূপে বমন না হওয়া পর্য্যন্ত পিপ্পলী বচ এবং শ্বেত-সর্ষপ পেষণ করিয়া লবণযুক্ত উষ্ণ-জলে মিশ্রিত করণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ পান করাইবে। মদন-ফলের মজ্জাচূর্ণ, সেই ফলের ক্বাথে ভাবিত (২) করিয়া, ঐ ফলের ক্বাথের সহিতই পান করাইবে। অথবা মদন-ফলের মজ্জার সহিত দুগ্ধ পাক করিলে যে সন্তানিকা (সর) জন্মে, তাহা মধু সংযোগে ভক্ষণ করাইবে। অথবা উক্ত মজ্জার সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করাইবে। অধোগামী-রক্তপিত্ত অথবা হৃদ্দাহ রোগে, উক্ত মজ্জ সংযোগে দুগ্ধ পাক করিবে, ও তাহাতে যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া রোগিকে পান করাইবে। কফ বমন বা তমকশ্বাস রোগে, উক্ত প্রকারে দুগ্ধ পাক করণ পূর্ব্বক দধি প্রস্তুত করিবে, সেই দধি বা সেই দধির স্নেহ ভক্ষণ করাইবে। পিত্ত কফের স্থান গত হইলে, ভল্লাতকের

(২) পুনঃ পুনঃ ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করাকে ভাবিত করা বলে।

তৈল নিঃসারণের ন্যায় মদন ফলের মজ্জার তৈল নিঃসারণ করিয়া ফাণিত পূর্ব্বক (ফেনাইয়া) লেহন করিতে দিবে। অথবা উক্ত ফলের মজ্জাচূর্ণ জীবন্তীর ক্বাথের সহিত পান করাইবে। মদন ফলের মজ্জার ক্বাথ পিপ্পল্যাদি চূর্ণের সহিত, অথবা উক্ত মজ্জার চূর্ণ নিম্ব অথবা শ্বেত-আকন্দের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে কফ-রোগের শান্তি হয়। অথবা উক্ত মজ্জ-চূর্ণ, যষ্টিমধু গাম্ভারী ও দ্রাক্ষার ক্বাথের সহিত সেবন করাইবে। মদন-ফলের বিধি এইরূপ কথিত হইল।

দেবতাড় বৃক্ষের পুষ্প-চূর্ণ পূর্ব্ববৎ দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। সেই দুগ্ধে যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া রোগিকে সেবন করাইবে। রোমশ ব্যক্তিকে সেই দুগ্ধের সন্তানিকা, ও রোম-হীন ব্যক্তিকে সেই দুগ্ধজাত দধির স্নেহ সেবন করাইবে। হরিত-পাণ্ডু রোগে উক্ত প্রকার দধিই সেবন করাইবে। কফ অরুচি কাস শ্বাস পাণ্ডুরোগ যক্ষ্মা ও তৎ-পর্য্যায়গত অন্যান্য রোগে, উক্ত পুষ্পের ক্বাথের সহিত সুরা সেবন করাইবে। কুটজ ও কোষাতকী ফলের দ্বারাও এই প্রণালী-ক্রমে বমন করান যায়। তিক্ত অলাবুর পুষ্প-চূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কাস শ্বাস বমন ও কফরোগের শান্তি হয়। মদন ফলের মজ্জার ন্যায় অপামার্গও বমন-কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গরল গুল্ম উদরী কাস শ্বাস ও কফ রোগের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে সেবনীয়। বায়ু কফস্থান গত হইলে কোষাতকী ও পিপ্পলী-চূর্ণ বমন-কারক দ্রব্যের ক্বাথের সহিত পান করাইয়া, ও তদনন্তর উৎপলাদিগণে যে সকল দ্রব্য উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদিগের চূর্ণ আঘ্রাণ

করাইয়া বমন করাইবে। শরীরে দোষ বদ্ধ হইয়া না থাকিলে অগ্রে যবের মণ্ড পান করাইয়া পরে এই বমন প্রণালী বিধান করিবে। বমন বিরেচন ও শিরোবিরেচন কার্য্যে অবস্থা বিশেষে কোন কোন দ্রব্য এই প্রকার বিশেষ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

বমন-দ্রব্যের যে নিয়ম বলা হইল তাহা ব্যাধি কাল এবং রোগির শক্তি অনুসারে বিধান করিবে। বুদ্ধিমান্ বৈদ্য, লেহ্য পেয় প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্যের সংযোগে বমন-দ্রব্যের ক্বাথ রস কল্ক এবং চূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

চতুশ্চত্বারিংশং অধ্যায়।

বিরেচন-দ্রব্য-বিধি।

মূলের মধ্যে রক্তবর্ণ তেউড়ির মূল, ত্বকের মধ্যে বিল্ব বৃক্ষের ত্বক্, ফলের মধ্যে হরীতকী, তৈলের মধ্যে এরণ্ড তৈল, এবং দুগ্ধের মধ্যে সিজ্‌বৃক্ষের দুগ্ধ, এই পাঁচটী বিরেচনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। তাহাদিগের ব্যবহার-প্রণালী আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি।

বায়ুজন্য রোগে দোষ-বর্জ্জিত বৃহৎ ত্রিবৃতের (তেউড়ি) মূল-চূর্ণ এবং প্রচুর পরিমাণে সৈন্ধব-লবণ ও শুণ্ঠী-চূর্ণ, অম্লরসের সহযোগে পান করিবে। পিত্ত-রোগে, উক্ত ত্রিবৃদ্ মূলের চূর্ণ, শর্করা প্রভৃতি ইক্ষু বিকার সহযোগে অথবা দুগ্ধ-সহযোগে পান করিবে। কফ-রোগে উক্ত মূল-চূর্ণ, গুড়ুচী নিম্ব ও ত্রিফলার রস এবং ত্রিকটু ও গোমূত্র সহযোগে পান করিবে। অথবা গোক্ষুরী ও ত্রিকটু যুক্ত

ত্বিবৃৎ-চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিবে। তেউড়ী মূলের রস ১ প্রস্থ (/২ দুইসের), ও তেউড়ীমূলের কল্ক ১ কুড়ব (৩২ তোলা) পরিমাণ, এবং সৈন্ধব ও শুণ্ঠী প্রত্যেকে ১ কর্ষ (২ তোলা) পরিমাণ, একত্র পাক করিবে, রস শুষ্কপ্রায় হইয়া কল্ক প্রস্তুত হইলে ভক্ষণ করিবে। সেই কল্ক এবং শুণ্ঠী প্রত্যেকে সমান ভাগ, সৈন্ধব ও গোমূত্র সংযোগে পান করিবে। ত্রিবৃৎ (তেউড়ী) শুণ্ঠী ও হরীতকী প্রত্যেকে সমান ভাগ, এবং সুপক্ক পূগফল অর্দ্ধভাগ, এই সকল দ্রব্য বিড়ঙ্গবীজ মরিচ দেবদারু সৈন্ধব ও গোমূত্র সংযোগে পান করিবে। বিরেচন দ্রব্য (তেউড়ী প্রভৃতি) চূর্ণ করিয়া তাহাদিগেরই রসে মর্দ্দন করিবে। সেই গুটিকা ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিবে। গুড় পাক করিবার কালে পাক শেষ-প্রায় হইলে (অথবা গুড়ের রস প্রস্তুত করিয়া) তাহাতে উপর্য্যুক্ত ত্রিবৃৎ চূর্ণ ক্ষেপণ করিয়া পাক করিবে। শীতল হইলে দারুচিনী এলাইচ ও তেজপত্র সংযোগ পূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে গুটিকা বন্ধন করিবে। বিরেচক দ্রব্যের চূর্ণ সেই দ্রব্যের চতুর্গুণ পরিমিত ক্বাথে পাক করিবে। শীতল হইলে ঘৃতের দ্বারা অল্প মর্দ্দন করিবে। পরে ঐ ক্বাথের উষ্ণজল দ্বারা স্বেদ দিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিবে। অনন্তর শর্করা পাক করিয়া তাহাতে ঐ খণ্ডগুলি এবং গন্ধ-দ্রব্য পক্ষেপ পূর্ব্বক গুটিকা বন্ধন করিবে। বিরেচক দ্রব্যের রসে মুদ্গ বা অন্য প্রকার বিদল (কলাই প্রভৃতি দ্বিদল) ভাবিত করিবে। সৈন্ধব-লবণ ও ঘৃত সংযোগে সেই বৈদলের যূষ পাক করিয়া রোগিকে পান করাইবে।

বমন কারক ঔষধও এই প্রণালীতে সেবন করান যায়। ইক্ষু দ্বিখণ্ডিত করিয়া ত্রিবৃতের কল্ক লেপন পূর্ব্বক রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিয়া পুটপাক প্রণালীতে সম্যক্-রূপে পাক করিবে। শীতল হইলে সেই ইক্ষু পিত্ত-রোগিকে ভক্ষণ করাইবে।

শর্করা বনযমানী দারচিনী ক্ষীরিকা ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ত্রিবৃৎ, সমভাবে মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে তৃষ্ণা দাহ ও জ্বরের শান্তি হয়। কোমল-প্রকৃতি ব্যক্তিদিগের বিরেচনের নিমিত্ত শর্করা ও মধু সংযুক্ত ত্রিবৃৎ-চূর্ণ বিধান করিবে। পল (৮ তোলা) পরিমিত শর্করাতে দারচিনী তেজপত্র ও মরিচ চূর্ণ সমভাগে ক্ষেপণ পূর্ব্বক অবলেহ প্রস্তুত করিবে। অবলেহ প্রস্তুত হইলে তাহাতে ত্রিবৃৎ-চূর্ণ, ও শীতল হইলে অর্দ্ধ কুড়ব (১৬ তোলা) পরিমিত মধু প্রদান করিবে, এইটী পিতঘ্ন বিরেচন। ত্রিবৃৎ শ্যামালতা যবক্ষার শুণ্ঠী পিপ্পলী ও মধু একত্র ভক্ষণ করা, সকল প্রকার শ্লেষ্মা-বিকারের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বিরেচন। বীজযুক্ত হরীতকী গাম্ভারীফল আমলকী দাড়িম ও বদর ইহাদিগের রস তৈলে ভর্জ্জিত করিয়া অম্ল-রস সহযোগে পাক করিবে। ঘনী-ভূত হইলে দার চিনী এলাইচ তেজপত্র ত্রিবৃৎ ও মধু মিশ্রিত পূর্ব্বক অবলেহ প্রস্তুত করিবে। এই অবলেহ অল্পকফ-প্রকৃতি সুকুমার ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত বিরেচক। নীল-বৃক্ষ ত্রিবৃৎ ও মিছরি এই তিন দ্রব্য তিন ভাগ, এবং দারচিনী ও এলাইচ এই দুই দ্রব্যে মিলিয়া এক ভাগ, মধু এবং ফলাম্লের (অম্ল বর্গের লিখিত কোন ফল) সহযোগে সেবন করিবে। ত্রিবৃৎ শ্যামালতা শর্করা পিপ্পলী ত্রিফলা ও মধু একত্র মোদক প্রস্তুত করিয়া

সেবন করিলে সন্নিপাত ঊর্দ্ধগত-রক্তপিত্ত ও জ্বর আরোগ্য হয়। ত্রিবৃৎ তিন ভাগ, তাহার সমান ত্রিফলা, এবং যবক্ষার পিপ্পলী ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে এক ভাগ, চূর্ণ করিয়া মধু ঘৃত সংযোগে লেহন করিবে, অথবা গুড় সংযোগে গুটিকা নির্ম্মাণ করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহার দ্বারা কফ-বাত-জন্য গুল্ম, প্লীহা উদরী হলীমক এবং অন্যান্য রোগও নিবারিত হয়। এই বিরেচনটী উপদ্রব রহিত। শ্যামালতা ত্রিবৃৎ নীল কটুকী মুথা দুরালভা চই ইন্দ্রবীজ ও ত্রিফলা, ঘৃত ও মাংসরস সংযোগে পান করিবে। এই বিরেচন রুক্ষ ব্যক্তির পক্ষেও প্রশস্ত। বিরেচক দ্রব্যের ক্বাথ শীতল হইলে তাহার তিন ভাগ, এবং শর্করা দুই ভাগ একত্র অগ্নিতে পাক করিবে। উত্তমরূপে পাক হইলে শীতল করিয়া কলসীতে রাখিবে। পরে হেমন্ত ও তৎপূর্ব্ব বা পর ঋতু, এই উভয় ঋতুতে মিলিয়া অন্যূন এক মাস অতীত হইলে *, তাহাতে মধুর ন্যায় গন্ধ-বিশিষ্ট মাদক রস জন্মে। সেই রস পান করিবে। ক্ষার মূত্র এবং অন্য প্রকার মাদকেও এই প্রণালী ক্রমে কার্য্য হয়। বিরেচক দ্রব্যের মূলের ক্বাথে মাষ-কলাই ভাবিত (১) করিবে, শালী-তণ্ডুলও ঐ ক্বাথে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে একত্র পিণ্ডাকারে শুষ্ক করণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। শালিতণ্ডুল চূর্ণ বিরেচক দ্রব্যের উষ্ণ ক্বাথে পেষণ করিবে। সেই পিষ্টদ্রব্য তিন ভাগ এবং কিণ্ব এক ভাগ মিশ্রিত করিবে।

* হেমন্ত ঋতুর পনর দিন ও তাহার পর বা পূর্ব্ব ঋতুর পনর দিন, এইরূপে উভয় ঋতু মিলিয়া এক মাস অতীত হইলে।

(১) যে কোন রূপে হউক উল্লেখিত রস সহযোগে আর্দ্র করাকেও ভাবিত করা বলে।

সেই মিশ্রিত দ্রব্য উপর্য্যুক্ত ক্বাথের সহিত একত্র করিয়া কলসীতে রাখিলে যে সুরা-রস্ জন্মে তাহা পান করিবে। এই সুরা-কল্পের প্রণালী বমন-কার্য্যেও প্রয়োগ হইতে পারে। ত্রিবৃৎ প্রভৃতি বিরেচক দ্রব্য, আরগ্বধাদি গণস্থ (৩৮ অধ্যায়ে) দ্রব্য, বৃহৎ পঞ্চ মূল, এবং মূর্ব্বা করঞ্জ সিজ্ হরীতকী ত্রিফলা আতইচ ও বচ, এই সকল দ্রব্যের মূল সংগ্রহ করিয়া দুই ভাগ করিবে। তাহার এক ভাগ চূর্ণ করিবে, এবং অপর ভাগের ক্বাথ করিবে। যব ভাঙ্গিয়া সেই ক্বাথে পুনঃ ২ ভাবিত করিবে। সেই ভাবিত যব শুষ্ক করিয়া অল্প ভর্জ্জন করিবে। সেই ভৃষ্ট যবের তিন ভাগ ও পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ এক ভাগ, এবং পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ শীতল হইলে সকল একত্র করিয়া কলসীতে পূর্ব্ব কথিত প্রণালীক্রমে রাখিবে। তাহাতে সৌবীরক (কাঞ্জী) প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সকল সংগ্রহ করিয়া দুই ভাগ করিবে। তাহার একভাগ চূর্ণ করিবে। অপর ভাগ যবের সহিত অজশৃঙ্গী বৃক্ষের ক্বাথে অগ্নিতে পাক করিবে। সুপক্ক হইলে ঔষধ-গুলি পৃথক্ করণ পূর্ব্বক তুষ সমেত সম্যক্ রূপে মর্দ্দন করিবে। সেই মর্দ্দিত ঔষধ তিন ভাগ ও পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ এক ভাগ একত্র করিয়া উপর্য্যুক্ত যুষের সহিত কলসীতে স্থাপন করিবে। পূর্ব্বোক্ত মতে কাল গত হইলে তাহাতে যে রস জন্মে তাহাকে তুষোদক কহে। তুষোদক ও সৌবীরক প্রস্তুত করিবার প্রণালী বলা হইল। ছয় বা সপ্তরাত্রি পরে তাহারা পানীয় স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বিরেচন দ্রব্যের মধ্যে ত্রিবৃৎ-মূলের বিধি বলা হইল। দন্তী

অথবা মূষিক-পর্ণীর মূল কুশে বন্ধন করিয়া ও মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে উদ্ধৃত করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে ত্রিবৃৎ সেবনের প্রণালী-ক্রমে পিত্ত-শ্লেষ্মা রোগে প্রয়োগ করিবে। উক্ত দুই মূলের কল্ক বা ক্বাথের দ্বারা চক্রতৈল পাক করিবে। অথবা তাহাতে ঘৃত পাক করিবে, তদ্দ্বারা বিসর্প কক্ষা দাহ ও অলজী রোগ নিবৃত্তি হয়। এবং তৈলের দ্বারা মেহ গুল্ম বায়ু ও শ্লেষ্মাজন্য বিবন্ধ নাশ হয়। এই চারি প্রকার স্নেহের দ্বারা পুরীষ শুক্র ও বায়ু সংরোধ-জন্য রোগ সমূহ নাশ হয়। দন্তী-মূল মূষিক-পর্ণীর মূল মরিচ ধুস্তুর বাসক শুণ্ঠী দ্রাক্ষা চিতা, এই সকল দ্রব্য সপ্তাহ গোমূত্রে ভাবিত করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া ঘৃত-সংযোগে ভক্ষণ করিবে। গুড় ৮ পল (৬৪ তোলা) হরীতকী চূর্ণ ১৬০ তোলা দন্তী ৪ তোলা চিতে ৪ তোলা পিপ্পলী ১০ তোলা, ও ত্রিবৃৎ ১০ তোলা, একত্র করিয়া মোদক নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ১০ দিন অন্তর এক একটী ভক্ষণ করিয়া উষ্ণ জল অনুপান করিবে। ইহা দোষঘ্ন এবং গ্রহণী পাণ্ডু অর্শঃ ও কুষ্ঠ নাশক। শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচ দারচিনি এলাইচ তেজপত্র মুথা বিড়ঙ্গ ও আমলকী, এই দ্রব্য গুলি চূর্ণ কয়িয়া প্রত্যেকে সমভাগ, সকলের অষ্টগুণ ত্রিবৃৎ মূল-চূর্ণ, দন্তী-চূর্ণ দুই ভাগ ও শর্করা ছয় ভাগ, ঈষৎ সৈন্ধব লবণ ও মধু, সকল একত্র ভক্ষণ করিয়া শীতল জল অনুপান করিবে। ইহা বস্তিরোগ তৃষ্ণা জ্বর ছর্দ্দি শোষ পাণ্ডু ও মূর্চ্ছা নাশক, বিষঘ্ন ও বিরেচক। ইহার নাম ত্রিবৃদষ্টক, পিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর। পিত্ত-

শ্লেষ্মা রোগীর পক্ষে এই ঔষধ ভক্ষণ করিয়া ক্ষীর অনুপান করা কর্ত্তব্য। এই ঔষধ ধনীর পক্ষেই সেবনীয়।

লোধ বৃক্ষের বল্কল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরের ত্বক্ গ্রহণ করিবে। সেই ত্বক্ চূর্ণ করিয়া তিন ভাগ করিবে। দুই ভাগ লোধের ক্বাথে মিশ্রিত করিবে, তৃতীয় ভাগ সেই ক্বাথে ভাবিত করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে পুনর্ব্বার দশ-মূলের ক্বাথে ভাবিত করিয়া ত্রিবৃতের বিধানানুসারে কার্য্য করিবে।

ত্বকের দ্বারা বিরেচন প্রণালী বলা হইল, এক্ষণে ফলের দ্বারা বিরেচন করাইবার প্রণালী বলা যাইতেছে। অস্থি (আঁটী) বর্জ্জিত ও দোষ-বর্জ্জিত হরীতকীর ফল ত্রিবৃতের বিধানানুসারে সেবন করিলে সকল রোগের শান্তি হয়। হরীতকী পরম রসায়ন, মেধা-জনক, দুষ্ট ও অন্তর্ব্রণের সংশোধক। হরীতকী বিড়ঙ্গ সৈন্ধব শুণ্ঠী ত্রিবৃৎ ও মরিচ একত্র গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হয়। হরীতকী দেবদারু কুড় গুবাক সৈন্ধব আদা একত্র গোমূত্র সহযোগে সেবন করিলে বিরেচন হয়। নীলী-বৃক্ষের ফল শুণ্ঠী ও হরীতকী, চূর্ণ করিয়া গুড়ের সহিত লেহন পূর্ব্বক উষ্ণজল পান করিবে। পিপ্পল্যাদি গণের ক্বাথে হরীতকী পেষণ করিয়া সৈন্ধব-লবণ সংযোগে পান করিলে তৎক্ষণাৎ বিরেচন হয়। শুণ্ঠী গুড় অথবা সৈন্ধব লবণের সহিত হরীতকী ভক্ষণ করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়। হরীতকী বায়ুর অনুলোম-কারিণী, সংসর্গ-শক্তি-বর্দ্ধিনী, ও ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্ন-কারিণী। অতিরিক্ত আহার প্রযুক্ত যে সকল রোগ

জন্মে, তাহা প্রায়ই হরীতকীর দ্বারা নিবৃত্তি হয়। আমলকী শীতল, রুক্ষ, পিত্ত এবং মেদ ও কফহারী। বিভীতকী উষ্ণ নহে অথচ কফ ও পিত্তের শান্তিকর। এই তিন ফল অম্ল কষায় তিক্ত ও মধুর-রস-বিশিষ্ট, এই ত্রিফলা সর্ব্বরোগ নাশিনী। তিন ভাগ (৪ভাগের ৩ ভাগ) ঘৃতের সহিত ইহা সতত সেবন করিলে শরীর শীঘ্র জরাগ্রস্ত হয় না। //

সোঁদাল ভিন্ন অন্যান্য সকল বিরেচক ফলই হরীতকীর বিধানানুসারে প্রয়োগ করা যায়। বিরেচক ফল পক্বাবস্থায় বৃক্ষ হইতে চয়ন করিয়া বালুকা মধ্যে স্থাপন করিবে। পরে সপ্তাহ আতপে শুষ্ক করিয়া তাহার বীজের শস্য গ্রহণ করিবে। সেই শস্য জলে পাক করিয়া অথবা তিলের ন্যায় পেষণ করিয়া তৈল বাহির করিবে। সেই তৈল দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ পর্য্যন্ত বালককে সেবন করাইবে। শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচ ও কুষ্ঠ সংযোগে এরণ্ড-তৈল লেহন করিয়া ঈষদুষ্ণ জল অনুপান করিলে বিরেচন হয়। এরণ্ড-তৈল, দ্বিগুণ ত্রিফলার ক্বাথের সহিত বা দুগ্ধ অথবা মাংস-রসের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হয়। বালক বৃদ্ধ ক্ষত ক্ষীণ ও সুকুমার ব্যক্তিদিগের প্রতি এই বিরেচন বিধেয়।

হে সুশ্রুত! বিরেচক ফলের প্রণালী বলা হইল, এক্ষণে ক্ষীরের (আটার) প্রণালী কহিতেছি শ্রবণ কর। তীক্ষ্ণ বিরেচকের মধ্যে সীজ দুগ্ধই শ্রেষ্ঠ। অজ্ঞ-কর্ত্তৃক প্রয়োগ করা হইলে তাহা বিষের ন্যায় প্রাণনাশ করে, এবং বিজ্ঞ কর্ত্তৃক প্রয়োগ করা হইলে সঞ্চিত মহান্ দোষ সমূহ ভেদ ও দুস্তর রোগ সমূহ বিনাশ করে। বৃহৎ পঞ্চ-মূলী এবং

বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদিগের এক একটীর করিয়া পৃথক্ রূপে ক্বাথ গ্রহণ করিবে। সেই সমস্ত ক্বাথ ও সীজ-দুগ্ধ সমভাগে লইয়া, ঐ সীজ-দুগ্ধ প্রত্যেক ক্বাথের সহিত পৃথক্ রূপে সিজ কাষ্ঠের অঙ্গারেই শুষ্ক করিবে। পরে বড় কুল-পরিমাণ ঔষধ লইয়া অন্নাদি বর্গের সহিত (রোগ ভেদে) সেবন করিবে। মহাবৃক্ষের দুগ্ধে যবের তণ্ডুল আর্দ্র করিয়া রাখিবে। পরে তাহাতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অথবা গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে, শীঘ্র বিরেচন হয়। অথবা মনসা-সীজের দুগ্ধ, এবং ঘৃত ও চিনী একত্র লেহ প্রস্তুত করিয়া লেহন করিবে। অথবা লবণ-যুক্ত পিপ্পলী ও গজ-পিপ্পলী মনসা-সীজের দুগ্ধে ভাবিত করিয়া, কিংবা কমলা-গুড়ির চূর্ণ ঐ দুগ্ধে ভিজাইয়া রাখিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিবে। সপ্তলা (পারুল) শঙ্খিনী দন্তী তৃবৃৎ ও আরগ্বধ (সোদাল) সপ্তাহ গোমূত্রে ও পরে মনসা-সীজের দুগ্ধে মগ্ন করিয়া রাখিবে। পরে চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা মাল্য বসন প্রভৃতিতে বিকীর্ণ করিবে। সেই মাল্য বসন প্রভৃতি সম্যক্-রূপে আঘ্রাণ বা অঙ্গে আবরণ করিলে মৃদু কোষ্ঠ ব্যক্তির বিরেচন হয়। বিরেচন-কার্য্যে ক্ষীর ত্বক্ ফল মূলের প্রণালী বলা হইল, রোগাদি সম্যক্ রূপে বিবেচনা করিয়া সেবন করাইবে। তৃবৃৎ ত্রিফলা দারুচিনি বিড়ঙ্গ পিপ্পলী যবক্ষার প্রত্যেকের চূর্ণ ১২ মাষা একত্র ঘৃত ও মধু সংযোগে লেহন করিবে, অথবা গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহা শ্রেষ্ঠ বিরেচন। ইহার দ্বারা গুল্ম প্লীহোদর কাস হলীমক অরুচি এবং বাত-শ্লেষ্মা

জনিত অন্যান্য ব্যাধির নিবৃত্তি হয়। ঘৃত তৈল দুগ্ধ মদ্য মূত্র বা অন্যান্য রস অথবা ভক্ষ্য অন্ন বা লেহ্য দ্রব্যের সহিত অভিজ্ঞ বৈদ্য বিরেচন প্রয়োগ করিবেন। ক্ষীর (আটা) রস কল্ক উষ্ণ ক্বাথ শীতল ক্বাথ এবং চূর্ণ, ঔষধ সেবনের এই ছয় প্রকার কল্প। ইহারা উত্তরোত্তর লঘু। অর্থাৎ ক্ষীর অপেক্ষা রস লঘু, রস অপেক্ষা কল্ক লঘু ইত্যাদি। (১)

পঞ্চ চত্বারিংশৎ অধ্যায়।

দ্রব-দ্রব্যের গুণ-বর্ণনা।

আকাশ হইতে যে জল বর্ষণ হয়, তাহা অনির্দ্দিষ্ট-রস (কিরস তাহা বলা যায় না) অমৃততুল্য জীবনীয় তৃপ্তিকর ধারক আশ্বাসজনক শ্রমঘ্ন এবং ক্লান্তি পিপাসা মদ মূর্চ্ছা তন্দ্রা নিদ্রা ও দাহের শান্তিকর ও একান্ত হিতকর। সেই জল ভূমিতে পতিত হইয়া নদী নদ সরোবর পুষ্করিণী দীর্ঘিকা কূপ ক্ষুদ্র-কূপ প্রস্রবণ উদ্ভিদ্ বৃহৎকূপ ক্ষেত্র এবং ক্ষুদ্র জলাশয় প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত হইলে নানা প্রকার রস প্রাপ্ত হয়। কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন যে লোহিত কপিল পাণ্ডু পীত নীল ও শুক্ল প্রভৃতি বর্ণ-বিশিষ্ট ভূমিতে সেই জল যথাক্রমে মধুর অম্ল লবণ কটু তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট হয়। তাহা সঙ্গত নহে। পৃথিবী জল অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চ স্থূল-ভূত পরস্পর মিশ্রিত হইয়া জলের উৎকৃষ্ট

(১) বমন বিরেচন অধ্যায়ে অনেক স্থলেই দ্রব্যের ভাগ ও ঔষধসেবনের পরিমাণ উল্লেখ নাই, কিন্তু সাধারণ বিধি এইরূপ আছে যে ভাগের উল্লেখ না থাকিলে সকল দ্রব্যই সমভাগ লইতে হইবে এবং সেবনের স্থলে মদক, বটক ও লেহ ঔষধ দুইতোলা পরিমাণে সেবন করিবে। তবে শারীরীক অবস্থাও বয়সের তারতম্য অনুসারে পরিমাণে-তেও বিশেস হইয়া থাকে।

ও অপকৃষ্ট রস উৎপাদন করে। ভূমিতে অধিক পরিমাণে পার্থিব অংশ থাকিলে তাহার জল অম্ল ও লবণ রসবিশিষ্ট হয়, অধিক পরিমাণে জলীয় গুণ থাকিলে তাহার জল মধুর রসবিশিষ্ট হয়, অধিক পরিমাণে আগ্নেয় গুণ থাকিলে জল কটু বা তিক্ত হয়, অধিক পরিমাণে বায়ুর গুণ থাকিলে জল কষায়-রসবিশিষ্ট হয়, এবং অধিক পরিমাণে আকাশের গুণ থাকিলে জলের অব্যক্ত রস হয়, কারণ আকাশের রস অব্যক্ত। কোন প্রকার রস জানা যায় না বলিয়াই আন্তরীক্ষ জল অভাবে এই জলই পানের পক্ষে প্রশস্ত। আন্তরীক্ষ জল চারি প্রকার। যথা—ধার কার তৌষার ও হৈম। তাহাদিগের মধ্যে ধারার জলই শ্রেষ্ঠ, কারণ, ইহা লঘু। ধারার জল দুই প্রকার গাঙ্গ এবং সামুদ্র। গাঙ্গ বারি প্রায় আশ্বিন মাসেই বর্ষণ হইয়া থাকে। বর্ষণ কালে এই দুই প্রকার জলের পরীক্ষা করিবে। শালি-তণ্ডুলের অকুথিত (অতিশয় দ্রব না হয়) ও অবিদগ্ধ (দগ্ধও নাহয়) অন্ন পিণ্ডাকারে রজত পাত্রে রাখিয়া বৃষ্টির সময় বাহির করিবে। মুহূর্ত্ত কাল বৃষ্টিতে রাখিলে যদি সেই রূপই থাকে তবে গাঙ্গ বারি বর্ষণ হইতেছে জানিবে। যদি বিবর্ণ দ্রবীভূত বা ক্লিন্ন হয় তবে সামুদ্র বারি বর্ষণ হইতেছে জানিবে; তাহা উপাদেয় নহে। সামুদ্র বারিও আশ্বিন মাসে গ্রহণ করিলে গাঙ্গবারির ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট হয়। গাঙ্গ-বারিই প্রধান। তাহা আশ্বিন মাসে পবিত্র শুক্ল বিস্তীর্ণ বস্ত্রের এক দেশ হইতে ক্ষরিত, অথবা হর্ম্ম্যতল হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে, পবিত্র পাত্রে গ্রহণ করিয়া সুবর্ণ

রজত বা মৃত্তিকার পাত্রে রাখিবে। সেই জল সকল কালেই পান করা কর্ত্তব্য। তাহার অভাবে ভূমিস্থিত জল পান করিবে। সেই ভূমি আকাশ-গুণ-বহুল হওয়া উচিত। ভৌম জল সপ্ত প্রকার। কূপের জল, নদীর জল, সরোবরের জল, পুষ্করিণীর জল, প্রস্রবণের (ঝরণার) জল, উদ্ভিদ্ (মৃত্তিকা হইতে নিঃসৃত) জল এবং ক্ষুদ্র কূপের জল। বর্ষা-কালে আন্তরীক্ষ ও ঔদ্ভিদ-জল সেবন করিবে, ইহা মহান্ গুণকারী। শরৎ-কালে সকল জলই নির্ম্মল হয়, সুতরাং সকল জলই পান করা যাইতে পারে। হেমন্ত-কালে সরোবর ও পুষ্করিণীর জল, বসন্ত ও গ্রীষ্ম-কালে প্রস্রবণ ও কূপের জল, এবং প্রাবৃট্ কালে ক্ষুদ্র কূপের জল, এবং নূতন বৃষ্টির জল না হইলে সকল জলই সেবনীয়।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

কীট মূত্র পুরীষ অণ্ড (ডিম্) শব অথবা বিষ কর্ত্তৃক দূষিত, কিম্বা তৃণ পত্র প্রভৃতির দ্বারা কলুষিত নূতন জলে যে ব্যক্তি অবগাহন করে, বা সেই জল পান করে, তাহার বাহ্যিক ও আন্তরিকি নানা প্রকার রোগ শীঘ্র জন্মে।

যে জল শৈবাল পঙ্ক তৃণ পদ্মপত্র প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন, জ্যোৎস্না রৌদ্র ও বায়ুর দ্বারা সেবিত নহে, এবং গন্ধ বর্ণ ও রস বিশিষ্ট (মধুর অম্ল বা লবণ প্রভৃতির কোন প্রকার আস্বাদ থাকে), সেই জল ব্যাপন্ন (বিকৃত) বলিয়া জানিবে। তাহাতে স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বীর্য্য বিপাক এই ছয় প্রকার দোষ জন্মে। খরতা পিচ্ছিলতা উষ্ণতা ও ও দন্তগ্রাহিতাই জলের স্পর্শ-দোষ, পঙ্ক সিকতা শৈবাল

প্রভৃতি বিবিধবর্ণ হওয়াই জলের রূপ-দোষ, মধুর অম্ল লবণ প্রভৃতি কোন প্রকার আস্বাদ থাকাই রস-দোষ, কোন প্রকার দুর্গন্ধ থাকা গন্ধ-দোষ, পান করিলে যদি তৃষ্ণা গুরুতা শূল ও কফ-প্রসেক জন্মে, সেইটি বীর্য্য-দোষ, এবং যদি অধিক বিলম্বে পরিপাক পায় অথবা ভার হইয়া থাকে সেইটি বিপাক-দোষ। আন্তরীক্ষ-জলে কোন দোষই থাকে না। বিকৃত-জল হইলে, অগ্নিতে বা সূর্য্য-কিরণে সিদ্ধ করা, তপ্ত-লৌহ-পিণ্ড বালুকা বা মৃৎপিণ্ড তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার শীতল করা, এবং নাগকেশর চম্পক উৎপল ও পাটল পুষ্প প্রভৃতির দ্বারা তাহা অধিবাসিত করা কর্ত্তব্য।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

সুবর্ণ রজত তাম্র কাংস্য বা মণিময় পাত্রে অথবা পুষ্প-শোভিত মৃৎপাত্রে সুগন্ধি জল পান করিবে। বিকৃত-জল, অথবা যে ঋতুতে যে জল বিধান করা হইল তাহা ভিন্ন অন্য প্রকার জল, সেবন করিলে দোষ জন্মে। বিকৃত-জল পান করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শোধিত করিয়া পান করিবে। তাহা না করিলে, শ্বযথু পাণ্ডুরোগ ত্বক্‌দোষ অজীর্ণতা শ্বাস কাস প্রতিশ্যায় শূল গুল্ম ও উদর রোগ শীঘ্র জন্মে।

কলুষিত জল সংশোধনের উপায় সপ্ত প্রকার। যথা—কতক-ফল, (নির্ম্মাল্য ফল) গোমেদক, (ধাতুবিশেষ)

টির সময়ে প্রাঙ্গন বা বাটির কোন স্থানে পবিত্র ও শুক্ল বস্ত্রের চারিটী কোণ চারি দিকে বদ্ধ করিয়া রাখিবে, ও তাহার নীচে মধ্যস্থলে একটী পাত্র রাখিবে, বর্ষার জল সেই বস্ত্র হইতে ক্ষরিত হইয়া পাত্রে পতিত হইলে তাহা গ্রহণ করিবে।

বিসগ্রন্থি (মৃণাল মূল), শৈবাল-মূল, বস্ত্র, মুক্তা ও মণি। নিক্ষেপণ দ্রব্য পঞ্চ প্রকার। যথা—ফলক, ত্র্যষ্টক, মুঞ্জবলয়, উদকমঞ্চিকা এবং শিক্য। শীতল করণের উপায় সপ্ত প্রকার। যথা—বায়ু প্রবাহিত স্থানে স্থাপন, উদক-প্রক্ষেপণ, যষ্টিকা-ভ্রামণ, (জলের মধ্যে যষ্টি দিয়া আবর্ত্তন করা) ব্যজন, (বাতাস করা) বস্ত্রোদ্ধরণ, (কাপড়ে ছাঁকা) বালুকা-ক্ষেপণ এবং শিক্যাবলম্বন (শিকায় ঝুলাইয়া রাখা)। যে জল গন্ধ-হীন রস-হীন তৃষ্ণাঘ্ন পবিত্র শীতল নির্ম্মল লঘু ও মুখ-প্রিয়, সেই জলই গুণকারী।

যে নদী পশ্চিম-বাহিনী, তাহার জল লঘু, সুতরাং পানের পক্ষে প্রশস্ত। যে নদী পূর্ব্ব-বাহিনী, তাহার জল গুরু, সুতরাং অপ্রশস্ত। যে নদী দক্ষিণ-বাহিনী, তাহার জল লঘুও নহে গুরুও নহে। যে সকল নদী সহ্য-পর্ব্বত-সম্ভূত তাহাদের জল সেবনে কুষ্ঠ রোগ জন্মে। যে সকল নদী বিন্ধ্য-পর্ব্বত-সম্ভূত তাহাদের জল সেবনে কুষ্ঠ ও পাণ্ডুরোগ জন্মে। যে সকল নদী মলয়-পর্ব্বত-সম্ভূত, তাহাদের জল সেবনে কৃমি রোগ জন্মে। যে সকল নদী মহেন্দ্র-পর্ব্বত-সম্ভূত তাহাদের জল সেবনে শ্লীপদ ও উদর রোগ জন্মে। হিমবান্ পর্ব্বত হইতে যে নদী জন্মে, তাহার জল সেবনে হৃদ্রোগ শ্বযথু শিরোরোগ শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগ জন্মে। যে নদী পারি-পাত্র পর্ব্বত সম্ভূত, তাহার জলে কলারোগ (স্ত্রীলোকের আর্ত্তবসম্বন্ধীয় রোগ) জন্মে।

নদী বেগবতী হইলে বা জল নির্ম্মল হইলে লঘু হইয়া থাকে। মন্দগামী ও তজ্জন্য শৈবাল সঞ্চিত হইয়া কলুষিত

হইলে, জল গুরু হইয়া থাকে। যে নদী মরুভূমিতে প্রবাহিত হয়, তাহার জল প্রায় তিক্ত ও লবণ রস বিশিষ্ট, ঈষৎ কষায় ও মধুর রসও হইয়া থাকে, এবং লঘু ও বলের পক্ষে হিতকর।

সকল প্রকার ভৌম জল প্রাতঃকালে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সেই সময় জল নির্ম্মল ও শীতল থাকে। এই দুইটী, জলের পরম গুণ। //

যে জলে দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ ও নিশাকালে চন্দ্রকিরণ পতিত হয়, সেই জল রুক্ষ বা চক্ষুরোগ-কারী নহে। ইহা বর্ষার জলের তুল্য গুণকারী। বৃষ্টির জল ত্রিদোষের শান্তিকর বলকর রসায়ন মেধাজনক রক্ষোঘ্ন শীতল প্রফুল্ল-কর এবং জ্বর দাহ ও বিষরোগের শান্তিকর। ইহা পবিত্র পাত্রে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। চন্দ্রকান্ত (মণি বিশেষ) হইতে যে জল উদ্ভব হয় তাহা পিত্তঘ্ন ও বিমল। মূর্চ্ছা, বা পিত্ত উষ্ণ হইয়া দাহ হইলে, বিষরোগ রক্ত-সম্বন্ধীয় রোগ বা উন্মাদ রোগ হইলে, ভ্রম ক্লান্তি তমক-শ্বাস বা বমন রোগ হইলে, অথবা ঊর্দ্ধগত রক্ত-পিত্ত হইলে শীতল জলই প্রশস্ত। পার্শ্ব-শূলে প্রতিশ্যায়ে বাতরোগে গলদেশের রোগে আধ্মানে মৃদু-কোষ্ঠে ও নব জ্বর হইতে সদ্যঃ মুক্ত হইলে, হিক্কা রোগ হইলে, বা স্নেহদ্রব্য পান করিলে, শীতল জল পরিত্যাগ করিবে। নদীর জল বায়ু-বর্দ্ধন-কর রুক্ষ অগ্নির দীপ্তিকর লঘু এবং লেখন-কর। সেই জল মধুর-রস-বিশিষ্ট ও গাঢ় হইলে, চক্ষুরোগ-কারী গুরু এবং কফ-বর্দ্ধন-কর হইয়া থাকে। সরো-বরের জল তৃষ্ণা-শান্তিকর বলকর কষায় মধুর এবং লঘু।

তড়াগের (১) জল বায়ুবর্দ্ধক স্বাদু কষায় ও কটু-পাক। বাপীর জল বাত-শ্লেষ্মার শান্তিকর সক্ষার (ক্ষার যুক্ত) কটু এবং পিত্তকর। কূপোদক সক্ষার পিত্তকর শ্লেষ্মঘ্ন অগ্নির দীপ্তি-কর ও লঘু। চুণ্টীর (ক্ষুদ্রকূপ-বিশেষ) জল, অগ্নিকর রুক্ষ মধুর অথচ শ্লেষ্মল নহে। প্রস্রবণের (ঝরণার) জল কফঘ্ন অগ্নিকর দীপ্তিকর হৃদ্য ও লঘু। ঔদ্ভিদ্ (মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত) জল, মধুর পিত্তের শান্তিকর এবং অবিদাহী (যাহাতে অম্ল রস না জন্মে)। বৃহৎ কূপের জল, কটু সক্ষার শ্লেষ্মঘ্ন লঘু ও অগ্নিকর। ক্ষেত্রের জল মধুর গুরু ও দোষ-বর্দ্ধক। ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর জলেরও ঐ প্রকার গুণ, বিশে-ষতঃ দোষ-বৃদ্ধিকর। সমুদ্রের জল আমীষ-গন্ধ ও লবণ-রস বিশিষ্ট এবং সকল প্রকার দোষ-বর্দ্ধনকর। অনূপ দেশের (জলা ভূমির) জল বহুবিধ দোষাকর চক্ষুরোগকর এবং গর্হিত। জঙ্গল প্রদেশের জল এই সকল প্রকার দোষ রহিত, মধ্যম প্রকার গুণ বিশিষ্ট, বিদাহী তৃষ্ণা-শান্তিকর প্রশস্ত প্রীতিকর দীপ্তিকর স্বাদু শীতল ও লঘু। উষ্ণোদক কফ মেদ ও বায়ুর শান্তিকর। উষ্ণোদক সিদ্ধ হইয়া বেগ-রহিত ফেনা-শূন্য নির্ম্মল ও লঘু হইলে, এবং চারিভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকিলে, গুণকারী হয়। সিদ্ধ-জল পর্য্যুষিত (বাসী) হইলে কখনই পান করিতে দিবে না। সেই জল অম্লীভূত হইয়া হৃদয়দেশে শ্লেষ্মা সঞ্চিত করে। মদ্যপানে উন্মত্ত হইলে, পিত্ত-জন্য বা সান্নিপাতিক রোগ হইলে, উষ্ণ-

(১) জলাশয় দীর্ঘ প্রস্থে পাঁচ শত ধনু বা দুই সহস্র হাত হইলে তড়াগ কহে, এবং চতুঃসহস্র ধনু অথবা ষোড়শ সহস্র হস্ত হইলে বাপী কহে।

জল শীতল করিয়া পান করাইবে। নারিকেল-জল স্নিগ্ধ স্বাদু হিম মুখপ্রিয় অগ্নিকর বস্তি-শোধনকর বৃষ্য তেজস্কর পিত্তজন্য-পিপাসার শান্তিকর এবং গুরু। দাহ অতিসার পিত্তরক্ত মূর্চ্ছা মদ্যপান-জন্য রোগ বিষজন্য রোগ তৃষ্ণা ছর্দ্দি এবং ভ্রম, এই সকল রোগে উষ্ণ-জল শীতল করিয়া পান করা প্রশস্ত। অরুচি প্রতিশ্যায় কফ-স্রাব শ্বযথু ক্ষয় মন্দাগ্নি উদরী কুষ্ঠ জ্বর নেত্র-রোগ ব্রণ এবং মধু-মেহ, এই এই সকল রোগে জল অল্পই পান করিবে।

দুগ্ধ-বর্গ

গো ছাগী উষ্ট্রী মেষী মহিষী অশ্বিনী নারী ও হস্তিনী, ইহারাবিবিধ প্রকার ওষধি ভক্ষণ করে বলিয়া, ইহাদিগের দুগ্ধ প্রসন্ন আশ্বাস-জনক গুরু মধুর পিচ্ছিল (১) শীতল স্নিগ্ধ নির্ম্মল সারক এবং মৃদু। অতএব যে সকল প্রাণী পান করিয়া জীবন ধারণ করে, এই স্থলে কথিত সকল প্রকার দুগ্ধই তাহাদিগের প্রকৃতি-সিদ্ধ সেবনীয়। কোন প্রকার দুগ্ধই তাহাদিগের পানের পক্ষে নিষেধ নাই। কারণ দুগ্ধ সেই সকল প্রাণীর জাতীয় আহার। বায়ু পিত্ত শোণিত এবং মানসিক বিকারে দুগ্ধ-পান বিরুদ্ধ নহে। জীর্ণজ্বর কাস শ্বাস শোষ ক্ষয় গুল্ম উন্মাদ উদরী মূর্চ্ছা ভ্রম মত্ততা দাহ পিপাসা হৃদ্রোগ বস্তি-রোগ পাণ্ডুরোগ গ্রহণী-রোগ অর্শঃ শূল উদাবর্ত্ত অতিসার প্রবাহিকা (অতিসার বিশেষ) যোনি-রোগ গর্ভাস্রাব রক্ত-পিত্ত শ্রম ও ক্লম এই সকলের শান্তিকর;

(১) পিচ্ছিল শব্দে ঘৃত তৈলের ন্যায় সার, যাহাকে ইংরাজি ভাষায় অ্যাল ব্যুমেন কহে।

পাপ-নাশক বলকর বৃষ্য বাজীকর (কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজক) রসায়ন মেধা-জনক সন্ধান-স্থাপন বয়ঃস্থাপন (শরীর জীর্ণ হয় না) আয়ুষ্কর জীবনীয় পুষ্টিকর বমন ও বিরেচনে তুল্য-হিতকর এবং ওজঃ বর্দ্ধনকর। বালক বৃদ্ধ ক্ষত ক্ষীণ এবং ক্ষুধা স্ত্রীসংসর্গ ও পরিশ্রমে ক্লান্ত, ইহাদিগের পক্ষে উৎকৃষ্ট পথ্য।

গাভী-দুগ্ধ—চক্ষুরোগ-কারী নহে, স্নিগ্ধ গুরু রসায়ন রক্ত-পিত্তের শান্তিকর শীতল রসে ও পাকে মধুর জীবনীয় এবং বাত-পিত্ত শান্তির পক্ষে প্রশস্ত

ছাগী-দুগ্ধ—গাভী-দুগ্ধের তুল্য গুণ-বিশিষ্ট, বিশেষতঃ শোষ-রোগির (যাহার শরীর শুষ্ক হইয়া যায়) পক্ষে হিতকর। অজাদিগের দেহ বৃহৎ নহে, তাহারা কটুতিক্ত প্রভৃতি রস ভক্ষণ করে, অধিক জল পান করে না, এবং পরিশ্রম করে, এই সকল কারণে তাহাদিগের দুগ্ধ সকল রোগের শান্তিকর।

উষ্ট্রী-দুগ্ধ—রুক্ষ উষ্ণ কিঞ্চিৎ লবণ রস-বিশিষ্ট স্বাদু এবং লঘু। শোফ গুল্ম উদর অর্শঃ কৃমি কুষ্ঠ বিষ এই সকল রোগে এই দুগ্ধ উপকারী।

মেষী-দুগ্ধ—মধুর স্নিগ্ধ গুরু ও পিত্ত শ্লেষ্মা-জনক। এই দুগ্ধ কেবল বায়ুজন্য-কাসরোগে পথ্য।

মাহিষ-দুগ্ধ—অতিশয় চক্ষুরোগ-কর, মধুর বহ্নি-নাশক নিদ্রাকর শীতলকর এবং গব্য-দুগ্ধ অপেক্ষা স্নিগ্ধতর।

একশফ (যাহাদিগের খুর দ্বিখণ্ডিত নহে) জন্তুর দুগ্ধ উষ্ণ, বলকর হস্তপাদের বাতরোগের শান্তিকর, মধুরাম্ল ও পশ্চাৎ লবণ-রস বিশিষ্ট রুক্ষ এবং লঘু।

নারী-দুগ্ধ—মধুর পশ্চাৎ কষায় হিম জীবনীয় লঘু ও অগ্নির দীপ্তিকর।

হস্তিনী-দুগ্ধ—মধুর পশ্চাৎ কষায় বৃষ্য (তেজস্কর) গুরু স্নিগ্ধ স্থৈর্য্যকর শীতল চক্ষুর হিতকর এবং বলকর।

রাত্রি-কালে চন্দ্রের গুণে ও ব্যায়ামের অভাবে প্রাতঃকালের দুগ্ধ প্রায়ই ভার ও শীতল হইয়া থাকে। দিবা-ভাগে সূর্য্যতাপে তাপিত হওয়া এবং ব্যায়াম ও বায়ু সেবন প্রযুক্ত অপরাহ্ন কালের দুগ্ধ বায়ুর অনুলোম-কর শ্রান্তি নাশক ও চক্ষুর দীপ্তিকারী। অপক্ক (কাঁচা) দুগ্ধ প্রায় ভার ও চক্ষু-রোগকারী। দুগ্ধ অগ্নিতে পক্ক করিলে লঘুতর হয়। কেবল নারীর দুগ্ধই অপক্ক অবস্থায় হিতকর, অন্য কোন দুগ্ধ নহে। অপক্ক দুগ্ধের মধ্যে ধারোষ্ণ দুগ্ধই গুণ বিশিষ্ট, দোহনের পর শীতল হইলে বিপরীত গুণ হয়। সকল দুগ্ধই অতিশয় সিদ্ধ করিলে ভার এবং পুষ্টিকর হয়। দুগ্ধে অনিষ্ট গন্ধ বা অম্লরস জন্মিলে, বা তাহা বিবর্ণ বিরস লবণ-যুক্ত বা বিগ্রথিত (ছিঁড়ে যাওয়া বা ছানা হইয়া যাওয়া) হইলে, পরিত্যাগ করিবে।

দধি বর্গ।

দধি তিনপ্রকার; মধুর অম্ল এবং অত্যম্ল, ও পশ্চাৎ কষায়। ইহা স্নিগ্ধ ও উষ্ণ এবং পীনস বিষম-জ্বর অতিসার অরুচি ও মূত্র-কৃচ্ছ্র রোগের শান্তিকর, তেজস্কর প্রাণকর ও মঙ্গলজনক। দধি মধুর-রস হইলে চক্ষুরোগ জন্মায় এবং কফ ও মেদের বর্দ্ধন করে, অম্লরস হইলে পিত্ত শ্লেষ্মার বৃদ্ধি করে, অত্যম্ল হইলে রক্ত দূষিত করে। মন্দজাত

হইলে (ভাল না বসিলে) বিদাহি হয় (গলা জলে) ও তদ্দ্বারা মল মূত্র বায়ু পিত্ত ও কফ বৃদ্ধি হয়।

গব্যদধি—স্নিগ্ধ মধুর অগ্নিকর বলকর রুচিকর এবং পবিত্র।

ছাগদধি—লঘু কফ-পিত্তের শান্তিকর, বায়ু-জনিত ক্ষয়-রোগের নিবৃত্তিকর, অর্শঃ শ্বাস ও কাস রোগের হিতকর, এবং অগ্নিকর।

মাহিষদধি—মধুর বৃষ্য বায়ু-পিত্তের শান্তিকর, কফ-বর্দ্ধন-কর এবং স্নিগ্ধ।

ঔষ্ট্র দধি—পাকে কটুরস, ক্ষারযুক্ত গুরুপাক ও ভেদকর, এবং বাত অর্শঃ কুষ্ঠ কৃমি ও উদরী রোগের শান্তিকর।

আবিক (মেষ) দধি—বাত-শ্লেষ্মা ও অর্শের প্রকোপকর, রসে ও পাকে মধুর, চক্ষুরোগ-কর এবং দোষের বর্দ্ধন-কর।

ঘোটকীর দধি—অগ্নিকর চক্ষুর অহিতকর বাত-বর্দ্ধনকর রুক্ষ উষ্ণ কষায় এবং কফ ও মূত্রের নাশক।

নারী-দধি—স্নিগ্ধ বিপাকে মধুর বলকর তৃপ্তিকর ভার চক্ষুর হিতকর ও দোষের শান্তিকর।

হস্তিনীর দধি—লঘুপাক কফঘ্ন উষ্ণবীর্য্য অজীর্ণকর এবং মল-বর্দ্ধন-কর।

গব্য প্রভৃতি যে সকল দধির বিষয় এস্থলে বলা হইল তাহার মধ্যে গব্য-দধিই শ্রেষ্ঠ। গব্যদধি স্বাদু ও পরিস্রুত (বস্ত্র পূত বা বস্ত্রে ছাঁকা) হইলে, শরীরের পুষ্টি সাধন করে বায়ুর শান্তি করে, শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে, কিন্তু পিত্ত বৃদ্ধি করে না। পাক করা দুগ্ধে যে দধি জন্মে তাহা অধিক গুণকারী,

বায়ু-পিত্তের শান্তিকর রুচিকর এবং ধাতু অগ্নি ও বলের বর্দ্ধন-কর। দধির সর গুরুপাক বৃষ্য বায়ুর শান্তিকর অগ্নিকর এবং কফ ও শুক্রের বর্দ্ধন-কর। দধি অসার হইলে (স্নেহভাগ না থাকিলে) রুক্ষ মল-রোধক বায়ু-বর্দ্ধন-কর অগ্নিকর লঘু কষায় ও রুচিকর হয়। শরৎ গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালে দধি প্রায়ই অপ্রশস্ত। হেমন্ত শিশির ও বর্ষা কালে দধি ভক্ষণ করা প্রশস্ত। দধি-মস্তু [দধির মাত বা নিঃসৃত জল] তৃষ্ণা ও ক্লান্তি নাশক, লঘু, শরীরের দ্বার শোধন-কর, অম্ল কষায় মধুর বাত-শ্লেষ্মার শান্তিকর কিন্তু তেজস্কর নহে, প্রহ্লাদকর তৃপ্তিকর মলের ভেদকর বলকর এবং রুচিকর। এই দধি-বর্গে সপ্ত প্রকার দধি বর্ণিত হইল, যথা—স্বাদু অম্ল অত্যম্ল মন্দজাত পক্কদুগ্ধ-জাত দধিসর এবং অসার-দধি। ইহাদিগের মস্তুও দধির ন্যায় গুণ-কারী।

তক্র বর্গ।

তক্র, মধুর ও অম্ল এবং পশ্চাৎ কষায়। ইহা উষ্ণবীর্য্য লঘু রুক্ষ অগ্নিকর এবং গরল শোফ অতিসার গ্রহণী পাণ্ডু-রোগ অর্শঃ প্লীহা গুল্ম অরুচি বিষম-জ্বর তৃষ্ণা বমন প্রসেক শূল মেদ শ্লেষ্মা ও বায়ু এই সকলের নাশকারী, পাকে মধুর, মুখ-প্রিয় মূত্র-কৃচ্ছ্র বা স্নেহ (ঘৃত তৈল) পান বা ভক্ষণ জনিত রোগ হইলে তাহার শান্তিকর, ও তেজের উদ্দীপক নহে।

অর্দ্ধভাগ জল মিশাইয়া যে দধির নবনীত উদ্ধৃত করা হয়, ও অতিশয় গাঢ় বা অতিশয় তরল না হয়, তাহাকে তক্র কহে। তক্রের আস্বাদ মধুর অম্ল ও কষায়। নির্জ্জল

মন্থন করিয়া নবনীত উদ্ধার না করিলে, ঘোল বলা যায়। ক্ষতরোগে, গ্রীষ্ম-কালে, দুর্ব্বল-শরীরে, এবং মূর্চ্ছা ভ্রম দাহ ও রক্ত-পিত্ত রোগে তক্র বিধেয় নহে। শীত-কালে, অগ্নি-মান্দে, কফ-জনিত রোগে, ইন্দ্রিয়দ্বারের অবরোধে অর্থাৎ মল মূত্রাদি ইন্দ্রিয় কার্য্য সরল না থাকিলে, ও বায়ু দূষিত হইলে তক্র সেবন প্রশস্ত। তক্র মধুর হইলে শ্লেষ্মা কুপিত হয় ও পিত্তের শান্তি হয়, এবং অম্ল হইলে বায়ুর শান্তি হয় ও পিত্তের বৃদ্ধি হয়। বায়ুর প্রকোপে অম্ল-রস বিশিষ্ট তক্র সৈন্ধব-যোগে সেবন করিবে, পিত্তের প্রকোপে মধুর-রস-বিশিষ্ট তক্র শর্করা-যোগে সেবন করিবে এবং কফের প্রকোপে শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচ ও যবক্ষার সংযোগে সেবন করিবে।// তক্রকূর্চ্চিকা (ছানা) মল-মূত্র রোধক, বায়ু-বৃদ্ধিকর, রুক্ষ ও অতিশয় গুরু-পাক। তক্র অপেক্ষা মণ্ড, অর্থাৎ ঘোলের ফেনা লঘুতর, ও ছানা অপেক্ষা নবনীত লঘুতর। কিলাট (ক্ষীর) গুরু-পাক, বায়ুশান্তিকর, পুরুষত্ব বৃদ্ধিকর ও নিদ্রাপ্রদ। পীযূষ অর্থাৎ সপ্তাহ প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ এবং মোরট, মধুর পুষ্টিকর ও তেজস্কর। সদ্যোজাত নবনীত লঘু কোমল মধুর কষায় ঈষৎ-অম্ল শীতল পবিত্র অগ্নি-বৃদ্ধিকর মুখপ্রিয় মলমূত্র-সংগ্রাহক বায়ুপিত্ত-দমন-কারী তেজস্কর অবিদাহী এবং ক্ষয়কাস শ্বাস ব্রণ ও অর্শ রোগের শান্তিকর, কফ ও মেদের অতিশয় বর্দ্ধন-কর, বলকর, পুষ্টিকর এবং শোষ-রোগ নাশক। ইহা বালক দিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। অপক্ক দুগ্ধে যে নবনীত জন্মে, তাহা অতিশয় স্নিগ্ধকর মধুর শীতল কোমলতা-সম্পাদক

চক্ষুর দীপ্তিকর, মলের সংগ্রাহক, রক্তপিত্ত ও চক্ষুরোগের শান্তিকর, এবং প্রসন্ন-কর। সন্তানিকা (দুগ্ধের সর) বায়ু নাশক তৃপ্তিকর বলকর তেজস্কর স্নিগ্ধকর, রুচিকর, স্বাদু পরিপাকে মধুর রক্ত-পিত্তের শান্তিকর এবং গুরু-পাক। উল্লিখিত দধি তক্র নবনীতাদির মধ্যে গব্যই শ্রেষ্ঠ; অজা মহিষাদি দুগ্ধে যে সকল দধি প্রভৃতি জন্মে, তাহারা স্বস্ব দুগ্ধের গুণানুসারে কার্য্যকর হয়।

ঘৃত-বর্গ।

ঘৃত, সৌম্য শীতবীর্য্য মৃদু মধুর অল্প-অভিষ্যন্দী স্নিগ্ধকর উদাবর্ত্ত উন্মাদ অপস্মার শূল জ্বর আনাহ এবং বাত-পিত্তের শান্তিকর, অগ্নির দীপ্তিকর স্মৃতি মতি মেধা কান্তি স্বর লাবণ্য সৌকুমার্য্য ওজঃ তেজঃ বল ও আয়ুর বর্দ্ধনকর, পুরুষত্ব বর্দ্ধনকর, পবিত্র বয়ঃস্থাপক (যাহাতে শরীর জীর্ণ হয় না) গুরুপাক দৃষ্টির হিতকর শ্লেষ্মা-বর্দ্ধনকর পাপ ও অলক্ষ্মীর শান্তিকর, বিষঘ্ন এবং রক্ষ-নাশক।

গব্যঘৃত——পরিপাকে মধুর শীতল বাত পিত্ত ও বিষের শান্তিকর, দৃষ্টির হিতকর বলকর এবং গুণে সকল ঘৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ছাগীঘৃত——অগ্নিকর দৃষ্টির হিতকর বল বর্দ্ধন-কর, কাস শ্বাস ও ক্ষয় রোগে পথ্য এবং লঘু-পাক।

মাহিষঘৃত——মধুর-রস গুরুপাক রক্তপিত্তঘ্ন শ্লেষ্মাজনক বাতপিত্তের শান্তিকর এবং শীতল।

ঔষ্ট্রঘৃত পরিপাকে কটুরস অগ্নির দীপ্তিকর, কফ ও বাতঘ্ন এবং শোফ কৃমি বিষ কুষ্ঠ গুল্ম ও উদর রোগের শান্তিকর।

আবিকঘৃত—লঘু, পিত্তের প্রকোপকারী নহে, কফ-রোগে বায়ু-রোগে যোনি-দোষে শোষে এবং কম্পে হিতকর।

এক-শফ জন্তুর ঘৃত, লঘু উষ্ণবীর্য্য কষায় কফনাশক অগ্নির দীপ্তিকর এবং মূত্র-রোধক।

নারীদুগ্ধের ঘৃত—অমৃত-তুল্য অগ্নি ও দেহের বর্দ্ধনকর লঘু এবং বিষের শান্তিকর।

হস্তিনীর ঘৃত—কষায় মলমূত্র-রোধক তিক্ত অগ্নিকর লঘু কফ কুষ্ঠ বিষ এবং কৃমির হিতকর

ক্ষীর-ঘৃত—সংগ্রাহী (মল-রোধক) রক্তপিত্ত ভ্রম ও মূর্চ্ছার শান্তিকর এবং নেত্ররোগে হিতকর

ঘৃতের মণ্ড (মল), মধুর সারক, যোনিশূল কর্ণশূল চক্ষুশূল ও শিরঃশূলের শান্তিকর। ইহা বস্তিক্রিয়া নস্য ও অক্ষি পূরণে উপদিষ্ট হইয়াছে।

পুরাতন ঘৃত,-সারক পরিপাকে কটুরস ত্রিদোষ-নাশক মূর্চ্ছা মেদ উন্মাদ উদর-রোগ জ্বর গরল শোফ অপস্মার এবং যোনিশূল কর্ণশূল ও চক্ষুশূলের শান্তিকর ও অগ্নির দীপ্তিকর। ইহা বস্তিক্রিয়া নস্য এবং অক্ষিপূরণেও উপদেশ করা যায়।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

পুরাতন ঘৃত, তিমির শ্বাস পীনস এবং জ্বর-কাসের নিবৃত্তিকর, এবং মূর্চ্ছা কুষ্ঠ বিষ উন্মাদ গ্রহ ও অপস্মার নাশক। পুরাতন ঘৃত একাদশ শত বৎসরের হইলে তাহাকে কুম্ভসর্পি কহে, তাহা রক্ষোঘ্ন, এবং ততোধিক কালের হইলে মহাঘৃত কহে। মহাঘৃত কফঘ্ন এবং বায়ুপ্রধান

ব্যক্তির পক্ষে পেয়। ইহা বলকর পবিত্র মেধাজনক বিশেষত তিমির নাশক। এই ঘৃত সকল প্রাণীর শান্তিকর ও অতীব প্রশস্ত।

তৈল বর্গ।

তৈল আগ্নেয় উষ্ণ তীক্ষ্ণ মধুর পাকেও মধুর পুষ্টিকর তৃপ্তিকর গ্রাম্যধর্ম্মের উত্তেজক সূক্ষ্ম বিশদ গুরু সারক বিকাসী তেজস্কর, ত্বকের প্রসন্নতা সম্পাদক, মেধা শরীরের কোমলতা ও মাংসের দৃঢ়তা কারী, বর্ণকর বলকর দৃষ্টির হিতকর মূত্র-রোধক লেখনকর তিক্ত পশ্চাৎ কষায় পাচক বাতশ্লেষ্মা-নাশক কৃমিঘ্ন কিন্তু শীতপিত্ত-জনক নহে, যোনিশূল শিরঃশূল ও কর্ণ-শূলের শান্তিকর গর্ভাশয়ের শোধনকর, ছিন্ন ভিন্ন উৎপিষ্ট বিদ্ধ চ্যুত মথিত ক্ষত, পিচ্চিত ভগ্ন স্ফুটিত ক্ষারদগ্ধ অগ্নিদগ্ধ বিশ্লিষ্ট দারিত অভিহত দুর্ভগ্ন, মৃগ ব্যালাদি কর্ত্তৃক দষ্ট, এই সকল স্থলে এবং পরিষেচন মর্দ্দন ও অবগাহনে তিল-তৈলই প্রশস্ত।

বস্তিক্রিয়াতে পানে নস্যে কর্ণরন্ধ্র পূরণে এবং অন্নপানের সংযোগে ও বায়ু শান্তির নিমিত্ত, তৈল ব্যবহার করা যায়।

এরণ্ড-তৈল মধুর উষ্ণ তীক্ষ্ণ অগ্নিকর কটু ও পশ্চাৎ কষায় সূক্ষ্ম নাড়ী-শোধনকর ত্বকের হিতকর বৃষ্য পাকে মধুর ও বয়ঃস্থাপন (যাহার ব্যবহারে শরীর শীঘ্র জীর্ণ হয় না), যোনি এবং শুক্রের শোধনকর, আরোগ্য মেধা কান্তি স্মৃতি ও বলের উৎপাদক, বাতশ্লেষ্মা ও শরীরের অধোভাগের দোষনাশক।

নিম্ব অতসী শণ কুসুম্ভ মূলক দেবতাড় কৃতবেধন (ঘোষা-

ফল) অর্ক কম্পিল্ল হস্তিকর্ণ (সাল) পৃথ্বীকা (বড় এলাইচ) পীলু করঞ্জ ইঙ্গুদী শিগ্রু সর্ষপ সুবর্চলা (তিসী) বিড়ঙ্গ জ্যোতিষ্মতী, এই সকল বীজ ও ফলের তৈল তীক্ষ্ণ লঘু অথচ অনুষ্ণ-বীর্য্য, রসে ও পাকে কটু, সারক এবং বাতশ্লেষ্মা ক্রিমি কুষ্ঠ প্রমেহ ও শিরো রোগের নিবৃত্তিকর।

শণবীজের তৈল——বাতঘ্ন মধুর বলকর কটুপাক চক্ষুর অহিতকর স্নিগ্ধোষ্ণ গুরুপাক এবং পিত্তকর।

সার্ষপ তৈল——ক্রিমিঘ্ন, কণ্ডু ও কুষ্ঠ নাশক, লঘু, কফ মেদ ও বায়ুর শান্তিকর, লেখনকর কটু ও অগ্নিকর।

ইঙ্গুদী-তৈল——ক্রিমিঘ্ন ঈষৎ-তিক্ত লঘু, কুষ্ঠ-রোগ ও ক্রিমির বিনাশকর এবং দৃষ্টি শুক্র ও বলের ক্ষয়কর।

কুসুম বীজের তৈল——পরিপাকে কটু, সকল দোষের বর্দ্ধনকর, রক্তপিত্ত-জনক তীক্ষ্ণ, চক্ষুর অহিতকর এবং বিদাহী (যাহাতে গলা জলে)।

কিরাততিক্ত (চিরেতা) তিনিশ বিভীতক (বহেড়া) নারিকেল কোল (কুল) পীলু জীবন্তী পিয়াল কর্ব্বুদার সূর্য্যবল্লী ত্রপুস এর্ব্বারুক কর্কারুক কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির তৈল, মধুর-বীর্য্য ও পাকেও মধুর, বায়ু-পিত্তের শান্তিকর, শীত-বীর্য্য চক্ষুর অহিতকর মল-মূত্র-জনক ও অগ্নিমান্দ্য-কর।

মধুক গাম্ভারী ও পলাশের তৈল——মধুর কষায় ও কফ পিত্তের শান্তিকর।

তুবরক এবং ভল্লাতক (ভেলা) তৈল——উষ্ণ মধুর কষায় পশ্চাৎ তিক্ত, বায়ু কফ কুষ্ঠ মেদ মেহ ও ক্রিমির নাশক, এবং উর্দ্ধ ও অধোভাগের দোষ-হারী।

সরল দেবদারু গণ্ডীর শিংসপা ও অগুরু, ইহাদিগের সারের তৈল, তিক্ত কটু কষায়, দূষিত ব্রণের শোধনকর, ক্রমি কফ কুষ্ঠ ও বায়ুর শান্তিকর।

তুম্বী কোষাম্র দন্তী দ্রবন্তী শ্যামা সপ্তলা নীলি কম্পিল্ল এবং সঙ্খিনী, ইহাদিগের তৈল তিক্ত কটু কষায়, শরীরের অধোভাগের দোষ নাশক, ক্রমি কফ কুষ্ঠ ও বায়ুর শান্তিকর, এবং দূষিত ব্রণের শোধনকর।

যবতিক্ত তৈল——সকল দোষের শান্তিকর, ঈষৎ তিক্ত অগ্নির দীপ্তিকর লেখনকর পথ্য পবিত্র ও রসায়ন।

একৈষিকা (বক্ পুষ্প) তৈল——মধুর অতি শীতল পিত্ত-শান্তিকর বায়ুর প্রকোপকর ও শ্লেষ্মার বর্দ্ধন-কর।

আম্র বীজের তৈল——ঈষৎ তিক্ত, অতি সুগন্ধি, বাত-শ্লেষ্মার শান্তিকর রুক্ষ মধুর কষায়, এবং ইহার রসের ন্যায় অতিশয় পিত্তকর।

যে সকল ফলের তৈল উল্লেখ করা হইল, তাহাদিগের গুণ তৈলের ন্যায় বায়ু-শান্তিকর। সকল তৈলের মধ্যে তিল তৈলই প্রশস্ত। তৈলের ন্যায় কার্য্যকারী ও সেই রূপ গুণবিশিষ্ট বলিয়াই অপরাপর তৈলের তৈলত্ব স্বীকার করা যায়।

গ্রাম্য অনূপ ও জলচর জন্তুর বসা মেদ ও মজ্জা গুরু উষ্ণ মধুর ও বাতঘ্ন। এক-শফ, মাংস-ভোজী এবং জাঙ্গল পশুদিগের বসা মেদ ও মজ্জা লঘু শীতল কষায় ও রক্ত-পিত্তঘ্ন প্রতুদ (সীকারী পক্ষী) বা সাধারণ পক্ষীগণের বসা মেদ ও মজ্জা শ্লেষ্মঘ্ন। ঘৃত তৈল বসা মেদ ও মজ্জা,

ইহারা উত্তরোত্তর গুরুপাক এবং বায়ুর শান্তিকর।

মধুবর্গ।

মধু—মধুর, পশ্চাৎ কষায়, রুক্ষ শীতল অগ্নিকর বর্ণকর বলকর লঘু কান্তিকর লেখনকর মুখপ্রিয় সন্ধানকর শোধনকর রোপণকর, সংসর্গ-শক্তির বর্দ্ধনকর, সংগ্রাহী, দৃষ্টির হিতকর, সূক্ষ্ম-পথগামী, পিত্ত শ্লেষ্মা মেদ মেহ হিক্কা শ্বাস অতিসার ছর্দ্দি তৃষ্ণা কৃমি ও বিষের শান্তিকর, প্রফুল্লকর এবং ত্রিদোষের শান্তিকর। ইহা লঘুতা প্রযুক্ত কফঘ্ন, এবং পিচ্ছিলতা মাধুর্য্য ও কষায় ভাব প্রযুক্ত বাত-পিত্তঘ্ন।

মধু অষ্ট প্রকার যথা——১ পৌত্তিক (পিঙ্গলবর্ণ পুত্তিকা নামক বৃহৎ মক্ষিকা সংগৃহীত ঘৃত বর্ণ মধু)। ২ ভ্রামর (ভ্রমর-সঞ্চিত মধু)। ৩ ক্ষৌদ্র (পিঙ্গলবর্ণ ক্ষুদ্র মক্ষিকাকৃত কপিল বর্ণ মধু)। ৪ মাক্ষিক (নীলবর্ণ মধ্যম মক্ষিকাকৃত তৈলবর্ণ মধু)। ৫ ছাত্র (বরটীচ্ছত্র অর্থাৎ বোল্‌তার চাক সঞ্চিত মধু)। ৬ আর্ঘ্য (আর্ঘা নামক দীর্ঘ-মুখ বিশিষ্ট ভ্রমর সদৃশ মক্ষিকাকৃত মধু)। ৭ ঔদ্দালক (বল্মীক কারী কীট অর্থাৎ উইপোকা নির্ম্মিত মধু)। ৮ দাল (ইন্দ্রনীল দলের ন্যায় সূক্ষ্ম মক্ষিকা উৎপন্ন বৃক্ষ কোটরে জাত মধু)।

পৌত্তিক মধু,——সকল মধু অপেক্ষা রুক্ষ ও উষ্ণ, মক্ষিকার বিষসংযোগ প্রযুক্ত বাত-রক্ত ও পিত্তের প্রকোপকর, ছেদনকর বিদাহী এবং মাদক।

ভ্রামর——পিচ্ছিল এবং অতিশয় মধুর প্রযুক্ত গুরু-পাক।

ক্ষৌদ্র——শীতল লঘু এবং লেখনকর।

মাক্ষিক——লঘুতর ও রুক্ষ। ইহা সকল মধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শ্বাসাদি রোগে ইহা বিশেষ রূপে প্রশস্ত। স্বাদু গুরু-পাক হিম পিচ্ছিল ও রক্ত-পিত্তের শান্তিকর।

ছাত্র——বিবিধ প্রকার মেহের শান্তিকর, কৃমি-নাশক ও অতিশয় গুণকারী।

আর্ঘ্য——চক্ষুর অতিশয় হিতকর, পিত্তশ্লেষ্মার শান্তি-কর, কষায় কটুপাক বলকর তিক্ত অথচ বায়ু-বৃদ্ধিকারী নহে।

ঔদ্দালক——রুচিকর, স্বরের হিতকর, কুষ্ঠ ও বিষের শান্তিকর, কষায় উষ্ণ অম্ল-পিত্তকর ও পাকে কটু।

দাল——ছর্দ্দি ও মেহের শান্তিকর এবং রুক্ষ।

নূতন মধু, পুষ্টিকর সারক এবং অধিক শ্লেষ্মা-নাশক নহে। পুরাতন মধু, মেদ ও স্থূলতা-হারী সংগ্রাহী ও লেখন-কর। মধু, পক্ক হইলে ত্রিদোষের শান্তিকরে ও অপক্ক থাকিলে ত্রিদোষের বৃদ্ধিকরে। বিবিধ প্রকার দ্রব্যের সংযোগে ইহা বহুবিধ রোগ আরোগ্য করে। নানাবিধ দ্রব্যের সারাংশ থাকা প্রযুক্ত, ইহার যোগ-বাহী (সংযোগ জনিত) গুণ অতি উৎকৃষ্ট। দ্রব্য রস গুণ বীর্য্য বিপাকে পরস্পর বিরুদ্ধ, এরূপ নানাবিধ পুষ্পের রস হইতে জন্মে বলিয়া, এবং সবিষ মক্ষিকা হইতে সম্ভূত বলিয়া, ইহাকে অনুষ্ণ উপচার অর্থাৎ সকল রোগের পক্ষে অনুষ্ণ প্রতীকার বলা যায়।

মক্ষিকার বিষ সংযোগ থাকে বলিয়া সকল প্রকার মধুরই উষ্ণ সংযোগে বিরুদ্ধগুণ হয়। স্বয়ং উষ্ণ হইলে

বা উষ্ণ সংযুক্ত হইলে ইহা বিষতুল্য হয়। সুকুমার শীতল এবং নানা প্রকার ঔষধের রস হইতে উৎপন্ন বলিয়া উষ্ণ-সংযোগে ইহার বিপরীত গুণ হয়। বৃষ্টির জলের সহিত সংযুক্ত হইলে অধিকতর বিরুদ্ধ হয়। উষ্ণদ্রব্য সংযুক্ত মধু বমন-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পরিপাক হয় না এবং উদরেও থাকে না, এই কারণে বমনের স্থলে পূর্ব্বের ন্যায় বিরুদ্ধগুণ হয় না। অপক্ব মধু অতিশয় কষ্ট-দায়ক।

ইক্ষু বর্গ।

ইক্ষু---মধুর, পাকে মধুর, গুরুপাক শীতল স্নিগ্ধ বলকর বৃষ্য মূত্র-বৃদ্ধিকর, রক্তপিত্তের শান্তিকর, কৃমি ও কফজনক। ইক্ষু অনেক প্রকার, যথা—পৌণ্ড্রক, (পুঁড়িআক) ভীরুক, বংশক (সোমশাড়া) শত পোরক, কান্তার (কাজ্‌লি) তাপসেক্ষু কাষ্ঠেক্ষু সূচী-পত্র নৈপাল দীর্ঘপত্র নীলপোর ও কোশকৃৎ। স্থূলতার তারতম্যে এই রূপ জাতিভেদ হয়। অতঃপর ইহাদিগের গুণ কহিতেছি।

পৌণ্ড্রক ও ভীরুক——সুশীতল মধুর স্নিগ্ধ পুষ্টিকর শ্লেষ্মল সারক অবিদাহী গুরুপাক ও বৃষ্য।

বংশক——পূর্ব্বোক্ত ইক্ষুদ্বয়ের সহিত তুল্যগুণ বিশিষ্ট এবং কিঞ্চিৎ স-ক্ষার।

শতপোর——বংশকের তুল্যই গুণকারী, কিন্তু কিঞ্চিৎ উষ্ণ ও বায়ু শান্তিকর।

কান্তার ও তাপস ইক্ষু———উভয়ে, বংশকের তুল্য গুণকারি।

কাষ্ঠেক্ষু——এই প্রকারই গুণকারী, অধিকন্তু বায়ুর

প্রকোপ কর।

সূচীপত্র, নীলপোর নৈপালী ও দীর্ঘপত্র—ইহারা বায়ু-বর্দ্ধনকর, কফ-পিত্তের শান্তিকর, কষায় এবং বিদাহী।

কোশকার——গুরু শীতল রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগের শান্তিকর। মূলে এবং মধ্যস্থলে অতিশয় মধুর।

সকল ইক্ষুরই অগ্রভাগে (ডগাতে) লবণ রস। ইক্ষুর রস, দন্ত-নিষ্পীড়িত হইলে, কফ-জনক অবিদাহী বায়ু-পিত্তের শান্তিকর মুখের প্রীতিকর ও তেজস্কর হয়, এবং যন্ত্র-নিষ্পীড়িত হইলে, গুরুপাক বিদাহী ও মল-মূত্র-রোধক হয়। পক্ব (পাক করা) ইক্ষু-রস, গুরুপাক সারক স্নিগ্ধ তীক্ষ্ণ ও বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর। ফানিত-রস (বাতাসার পাক হইলে), গুরু-পাক মধুর চক্ষু-রোগকারী পুষ্টিকর অথচ তেজস্কর নহে, এবং ত্রিদোষ-জনক। ইক্ষু-গুড়---সক্ষার মধুর, অতিশয় শীতল নহে, স্নিগ্ধ, মূত্র ও রক্তের শোধনকর, অধিক পিত্তশান্তিকর নহে, বাতঘ্ন মেদ ও কফ জনক, বলকর ও বৃষ্য। পুরাতন গুড়---পিত্তঘ্ন মধুর শুদ্ধ বাতঘ্ন রক্তের প্রসা-দনকারী অধিক গুণ-বিশিষ্ট ও উৎকৃষ্ট পথ্য।

মৎস্যণ্ডিকা (মাৎ) খণ্ড (মাৎরহিত কঠিন বা নীরস গুড়) এবং শর্করা, ইহারা উত্তরোত্তর নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ গুরুপাক মধুর বৃষ্য এবংরক্তপিত্ত ও তৃষ্ণার শান্তিকর। ইহারা উত্তরোত্তর যত নির্ম্মল হয়, ততই স্নিগ্ধ মধুর গুরুপাক শীতল ও সারক হইয়া থাকে। মৎস্যণ্ডিকা খণ্ড ও শর্করা স্বভাবতঃ যে রূপ গুণকারী, ইহাদিগকে স্রাবিত করিলেও (রস বা দ্রব করিলে) সেই রূপই গুণকারী হয়। শর্করা যত সার-

বিশিষ্ট নির্ম্মল ও ক্ষার রহিত হইবে ততই গুণকারী।

মধু-শর্করা,——ছর্দ্দি ও অতিসারের শান্তিকর, রুক্ষ ও ছেদনকর মুখপ্রিয় কষায়-মধুর, পাকে মধুর। যবাস-শর্করা,— মধুর কষায় পশ্চাৎ তিক্ত শ্লেষ্মা-নাশক ও সারক। যত প্রকার শর্করা আছে সকলেই দাহ ও রক্ত-পিত্তের শান্তিকর, এবং ছর্দ্দি মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণাহারী। মধূক-পুষ্প (মউল ফুল) সম্ভূত ফাণিত, বাত পিত্তের প্রকোপকর, কফঘ্ন মধুর, পাকে কষায় এবং বস্তি-দোষ কর।

মদ্য বর্গ।

অম্লরস-বিশিষ্ট সকল প্রকার মদ্য, পিত্তকর অগ্নিকর রুচিকর ভেদক বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর মুখপ্রিয় বস্তি-শোধন-কর লঘুপাক বিদাহী উষ্ণ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক, প্রফুল্লকর ও মল মূত্রের বর্দ্ধনকর। ইহার বিশেষ কহিতেছি শ্রবণ কর। মার্দ্বীক (দ্রাক্ষা বা আঙ্গুর) মদ্য,——অবিদাহী, মধুর রুক্ষ পশ্চাৎ কষায় লঘু সারক, শোষরোগ (যাহাতে শরীর শীর্ণ হয়) ও বিষম জ্বরের শান্তিকর। ইহা মধুর বলিয়া রক্ত পিত্তরোগেও ব্যবহার করা যায়।

খাজর্জুর মদ্য——দ্রাক্ষা মদ্যের সহিত ইহার অল্পই ভেদ, বায়ুর প্রকোপ-কর, বিশদ রুচিকর, কফঘ্ন কৃশকারী লঘু কষায় মধুর মুখপ্রিয় সুগন্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক।

সুরা। সুরা, সামান্যতঃ কাস অর্শ গ্রহণী-দোষ মূত্রাঘাত ও বায়ুর শান্তিকরী, স্তন্য ও রক্ত-ক্ষয়ে হিতকরী, এবং পুষ্টি ও অগ্নির দীপ্তিকারিণী।

শ্বেতা (শর্করা) জাত সুরা, কাস অর্শ গ্রহণী শ্বাস ও

প্রতিশ্যায় রোগের ও ছর্দ্দি অরুচি হৃদয় ও কুক্ষি দেশের বেদনা এবং শূল রোগের, বিনাশ কারিণী, এবং মূত্র কফ স্তন্য রক্ত ও মাংসের বর্দ্ধন-কারিণী।

সুরা, যব সংযোগে প্রস্তুত হইলে দোষের প্রসন্নকারিণী, কফ বাত অর্শঃ ও কোষ্ঠ রোগের শান্তিকারিণী, পিত্ত ও অল্প কফ-করী এবং রুক্ষা।

মধূলিকা (মউরি) জাতসুরা——পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্তা মল মূত্র রোধিনী, গুরু ও শ্লেষ্মাকরী।

আক্ষিকী (তিনিশ বৃক্ষ জাত) সুরা——পূর্ব্বোক্ত সুরা-সামান্যের গুণ-বিশিষ্ট, রুক্ষা অল্প-কফকরী তেজোবৃদ্ধি ও পরিপাক করী।

কোহল (তীক্ষ্ণ মদ্য বিশেষ)। বায়ু পিত্ত কফের বৃদ্ধিকর, ভেদক তেজস্কর ও মুখপ্রিয়।

জগল (দ্রাক্ষা-পরিস্রুত মদ্য বিশেষ)। মল মূত্র রোধক, উষ্ণ, পরিপাক-কর, রুক্ষ এবং তৃষ্ণা কফ ও শোফের শান্তিকর।

বক্কস (মদ্যবিশেষ)। হর্ষজনক, প্রবাহিকা (অতিসার বিশেষ) আটোপ (উদরের গুড় গুড় শব্দ) অর্শ ও বায়ু জন্য শোষের শান্তিকর, এবং সারক শক্তি রোধ করে বলিয়া ইহা সংগ্রাহক ও বায়ুর প্রকোপকর, অগ্নিকর, মলমূত্র-জনক, বিশদ, অল্পমাদক ও গুরুপাক।

গৌড়-শীধু (গুড়-জাত তীক্ষ্ণমদ্য),——কষায়-মধুর, পাচক ও অগ্নিকর।

শার্করশীধু (শর্করা জাত তীক্ষ্ণ মদ্য)। মধুর, রুচিকর,

অগ্নিকর, বস্তির শোধনকর, বাতঘ্ন,পরিপাকে মধুর, হৃদ্য ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক।.

পক্করস-জাত শীধু (১)।—পূর্ব্বোক্ত গুণ বিশিষ্ট, বলকর, বর্ণকর, সারক, শোফ নাশক, অগ্নিকর, হৃদ্য, রুচিকর, শ্লেষ্মা এবং অর্শের হিতকর।

আক্ষিক-শীধু।—শরীর কৃশকারী, শীতল-রস বিশিষ্ট, শোথ ও উদর রোগের নাশকারী, বর্ণকর, জারক, স্বর ও ব্রণের পক্ষে হিতকর, কোষ্ঠ-রোধ ও অর্শরোগের শান্তিকর, পাণ্ডু-রোগ-নাশক, মল মূত্রের কঠিনতা সম্পাদক,লঘু কষায় মধুর, পিত্তঘ্ন ও রক্ত-প্রসাদনকর।

জাম্বব-শীধু (জাম ফলের শীধু)।—মল-মূত্র-রোধক, কষায় ও বায়ুর প্রকোপকর। সুরাসব (২)।—তীক্ষ্ণ, হৃদ্য, মূত্র বৃদ্ধিকর, কফ বায়ুর শান্তিকর, মুখ প্রিয়, স্থিরমদ (যাহার মত্ততা অনেক ক্ষণ থাকে) ও বায়ু নাশক।

মধ্বাসব (মধুজাত আসব)——লঘু, ছেদক, মেহ কুষ্ঠ ও বিষের শান্তিকর, তিক্ত, কষায়, শোফঘ্ন, তীক্ষ্ণ, স্বাদু অথচ বায়ু-বৃদ্ধি-কর নহে।

মৈরেয় আসব (৩)।—তীক্ষ্ণ কষায় মাদক, অর্শ কফ

---

(১) ইক্ষুরস গুড় চিনি প্রভৃতি কোন দ্রব্যের রস অগ্নিতে চোয়াইয়া যে মাদক রস জন্মে তাহাকে পক্করস জাত শীধু বলে। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় তাহাকে "রম্" বা "স্পিরিট্" বলে।

(২) তাল খর্জ্জূর প্রভৃতির রস মাতিয়া উঠিলে সুরাসব কহে।

(৩) ধাতকীপুষ্প গুড় ও আমানি সংযোগে যে মাদক রস প্রস্তুত হয় তাহাকে মৈরেয় আসব কহে। যথা—শীধু রিক্ষু রসৈঃ পক্বৈ রপক্বৈ রাসবোভবেৎ। মৈরেয়ং ধাতকী পুষ্প গুড় ধান্যাম্ল সংহিতম্। ইতি মাধব করঃ।

ও গুল্ম নাশক, কৃমি মেদ ও বায়ুর শান্তিকর এবং গুরু-পাক।

মৃদ্বীকইক্ষু-রসাসব (আঙ্গুর ও ইক্ষু রস সংযোগে যে মাদক রস প্রস্তুত হয়, যাহাকে ভিনিগার বা ছিরকা কহে) বলকর পিত্ত-নাশক, ও বর্ণকর।

মধু-পুষ্প (মউল ফুল) জাত শীধু——বিদাহী অগ্নিকর বলকর রুক্ষ কষায় কফনাশক ও বাত-পিত্তের প্রকোপকর।

অন্যান্য কন্দ মূল ও ফল জাত আসবের গুণ, তাহাদিগের রসের দ্বারা নির্ণয় করিবে। নূতন মদ্য, চক্ষুরোগ-কারী গুরু-পাক বায়ু-পিত্তকফের প্রকোপকর, অনিষ্ট-গন্ধযুক্ত বিরস অপ্রিয় ও বিদাহী। পুরাতন মদ্য, সুগন্ধি অগ্নিকর মুখপ্রিয় রুচিকর কৃমি-নাশক নাড়ী-পথের শোধনকর লঘু ও বায়ু-পিত্তের শান্তিকর।

অরিষ্ট (আরক), দ্রব্য সংযোগে সংস্কৃত হওয়া প্রযুক্ত অধিক গুণকারী। একারণ বহু দোষের নাশক এবং সকল দোষের সমতা কারক, কফ-বাতঘ্ন সারক, পিত্ত-বিরোধ কারী, শূল আধ্মান উদররোগ প্লীহা জ্বর অজীর্ণ ও অর্শের হিতকর। পিপ্পল্যাদি গণের সংযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত করা হইলে, কফ রোগের শান্তিকর হয়। চিকিৎসিত স্থানে পৃথক পৃথক রোগনাশক অরিষ্ট সকল বলা যাইবে। অরিষ্ট আসব এবং শীধু, ইহাদিগের দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়া এবং প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিবে। ইহারা গাঢ় হইলে, বিদাহী, দুর্গন্ধ, ঘ্রিশিষ্ট, বিরস কৃমিকর ও গুরুপাক হইয়া থাকে। তরুণ হইলে, অপ্রিয় ও তীক্ষ্ণ হয়, এবং মন্দ পাত্রে থাকিলে উষ্ণ হয়। যে মদ্য, অল্প-ওষধি বিশিষ্ট পর্য্যুসিত

নির্ম্মল ও পিচ্ছিল, অথবা যাহা পাত্রে অবশিষ্ট থাকে (পাত্রের তলায় যাহা কিঞ্চিৎ থাকে) তাহা গ্রহণ করিবে-না (১)। যে মদ্যের উপকরণ দ্রব্য অল্প, ও যাহা তরুণ ও পিচ্ছিল সেই মদ্য গুরুপাক, কফের প্রকোপকর এবং দুর্জ্জর (শীঘ্র জীর্ণ হয় না)। উপকরণ দ্রব্য অতিরিক্ত হইলে, মদ্য, পিত্ত-প্রকোপকর তীক্ষ্ণ উষ্ণ বিদাহী অপ্রিয়, ফেনিল দুর্গন্ধবিশিষ্ট কৃমিকর বিরস ও গুরুপাক হইয়া থাকে। পর্য্যুসিত হইলে, বায়ুর প্রকোপকর হয়, ও সকল প্রকার দোষ জন্মায়। যে মদ্য অধিক কাল থাকা প্রযুক্ত জাত-রস হয় (যাহাতে রস জন্মায়), তাহাই বাত-শ্লেষ্মার শান্তিকর, রুচিকর, নির্দ্দোষ, সুগন্ধি, সেবন-যোগ্য ও মাদক। রস ও বীর্য্যভেদে মদ্য নানা প্রকার। মদ্যের বীর্য্য সূক্ষ্ম উষ্ণ তীক্ষ্ণ ও প্রফুল্ল-কারী বলিয়া, জঠরাগ্নির সহিত হৃদয়-দেশস্থ ধমনীপথে প্রবেশ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে গমন করিয়া মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সঞ্চালিত করিয়া উন্মাদিত করে। মদ্যপান করিলে শ্লেষ্মা-প্রকৃতির লোক অধিক বিলম্বে মত্ত হয়, বায়ু-প্রকৃতির লোক অনতিবিলম্বে মত্ত হয়, এবং পিত্ত-প্রকৃতির লোক, শীঘ্রই মত্ত হয়। মদ্য-পানে মত্ত হইলে, সাত্বিক-প্রকৃতি পুরুষের শৌচ দাক্ষিণ্য হর্ষ সৌন্দর্য্যের অভিলাষ, এবং গীত, অধ্যয়ন, সৌভাগ্য ও সুরত ক্রীড়াতে উৎসাহ জন্মিয়া থাকে। রাজসিক-প্রকৃতি লোকের, দুঃখ-শীলতা সাহসপূর্ব্বক আত্মত্যাগ, ও কলহেচ্ছা জন্মিয়া থাকে।

(১) যে রূপ পরিমাণের ওষধির দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয় সেই পরিমাণের ন্যূন হওয়াকে অল্প ওষধিবিশিষ্ট বলা যায়।

তামসিক-প্রকৃতি লোকের অশৌচ নিদ্রা মাৎসর্য্য অগম্যাগমনাভিলাষ, এবং অসত্য-ভাষণ, এই সকল ঘটিয়া থাকে। শুক্ত (১),—রক্ত-পিত্ত-কর ছেদক পাচক স্বরের বিকৃতিকর জারক শ্লেষ্মা পাণ্ডু ও কৃমি নাশক এবং লঘুপাক। সেই শুক্ত চোয়াইয়া যে রস জন্মে, তাহা তীক্ষ্ণোষ্ণ মূত্রল হৃদ্য কফঘ্ন কটুপাক ও বিশেষরূপে রুচিকর। গুড় রস কিম্বা মধু সংযোগে যে সকল শুক্ত প্রস্তুত হয়, তাহারা চক্ষুরোগ-কর ও উত্তরোত্তর লঘুতর, অর্থাৎ গুড়জাত অপেক্ষা রসজাত শুক্ত লঘুতর, এবং রসজাত অপেক্ষা মধুজাত শুক্ত লঘুতর। তুষোদক (পর্য্যুষিত-অন্নের আমানি) অগ্নিকর, মুখপ্রিয় হৃদ্রোগ, পাণ্ডু-রোগ ও কৃমিরোগের শান্তিকর। সৌবীরক (আমানি বিশেষ) গ্রহণী অর্শনাশক এবং ভেদক। ধান্যাম্ল (আমানি অধিক দিন রাখিলে মাতিয়া উঠিয়া নির্ম্মল জলের ন্যায় যে কাঁজি প্রস্তুত হয়) অগ্নিকর, দাহনাশক, মর্দ্দনে ও পানে বাত শ্লেষ্মা ও তৃষ্ণানাশক ও লঘুপাক। ধান্যাম্ল, অতিতীক্ষ্ণ বলিয়া গণ্ডূষমাত্র পানে তৎক্ষণাৎ কফ নাশ করে এবং মুখের বিরসতা দুর্গন্ধ মলের কঠিনতা ও শ্রান্তি দূর করে। ইহা অগ্নিকর জারক ভেদক ও আস্থাপনের পক্ষে উপকারী, সমুদ্র-তীরবাসী ব্যক্তিদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ সেবনীয়।

মূত্র-বর্গ

গো মহিষ অজা মেষ হস্তী অশ্ব গর্দ্দভ ও উষ্ট্র ইহাদিগের

(১) কোন ফল বা মূল লবন যুক্ত তৈলে মগ্ন করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে জলে ফেলিয়া রাখিবে। মাতিয়া উঠিলে সেই জল ছিরকা বা ভিনিগারের ন্যায় শুক্ত বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

মূত্র তীক্ষ্ণ কটু উষ্ণ, তিক্ত পশ্চাৎ লবণ-রস, লঘু শোধনকর কফ বাত কৃমি মেদ বিষ গুল্ম অর্শ উদররোগ কুষ্ঠ শোফ অরুচি ও পাণ্ডুরোগের শান্তিকর, হৃদ্য ও অগ্নিকর।

উপর্য্যুক্ত সকল প্রকার মূত্র, কটু তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও পশ্চাৎ লবণ রস বিশিষ্ট, লঘু শোধনকর কফ ও বাতের শান্তিকর কৃমি মেদ ও বিষনাশক, অর্শ জঠর-রোগ গুল্ম শোফ অরুচি ও পাণ্ডুরোগ-হারী, ভেদক হৃদ্য অগ্নিকর ও পাচক।

গোমূত্র।——কটু তীক্ষ্ণ উষ্ণ অথচ ক্ষার যুক্ত বলিয়া বায়ুর প্রকোপকারী নহে, লঘু অগ্নির দীপ্তিকর পবিত্র পিত্তল বাত-শ্লেষ্মার শান্তিকর, শূল গুল্ম উদর আনাহ প্রভৃতি রোগে, এবং বিরেচন আস্থাপন প্রভৃতি মূত্র-সাধ্য কার্য্যে গব্য-মূত্রই ব্যবহার করিবে।

মাহিষ-মূত্র।——দুর্ণাম (অর্শ) উদর শূল কুষ্ঠ মেহ আনাহ শোফ গুল্ম ও পাণ্ডুরোগে হিতকর।

ছাগ-মূত্র।——কাস ও শ্বাস-হারী, শোষ কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশকারী, কটু তিক্ত ও ঈষৎ বায়ুর প্রকোপকর।

মেষ-মূত্র।——কাস প্লীহা উদর শ্বাস ও শোষ রোগে উপকারী ও মল সংগ্রাহক, লবন, তিক্ত ও কটু-রস বিশিষ্ট, উষ্ণ এবং বাত নাশকারী।

অশ্ব-মূত্র।——অগ্নিবৃদ্ধিকর, কটু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ, বাত ও চিত্ত-বিকার নাশকারী, কফ-হর এবং কৃমিও দদ্রু রোগেব পক্ষে হিতকর।

হস্তী-মূত্র। তিক্ত ও লবণ রস বিশিষ্ট, ভেদক, বাতঘ্ন,

পিত্তের প্রকোপকর, এবং তীক্ষ্ণ। ইহা ক্ষার-ক্রিয়া ও কিলাস (ছুলি) রোগে ব্যবহার্য্য। ."

গর্দ্দভ-মূত্র।——তীক্ষ্ণ অগ্নিকর, কৃমি বাত ও কফের শান্তিকর, গরল চিত্ত-বিকার ও গ্রহণী রোগের শান্তিকর।

করভ-মূত্র।——শোফ কুষ্ঠ উদররোগ উন্মাদ বায়ুরোগ অর্শ ও কৃমি-নাশকারী।

মানুষ-মূত্র।——পূর্ব্বোক্ত সকল গুণ বিশিষ্ট ও বিষ-নাশকারী।

দ্রব দ্রব্য সমস্তই সংক্ষেপে বলা হইল। দেশ কাল বিবেচনা করিয়া ইহা রাজাকেও সেবন করান যাইতে পারে।

অন্নপান বিধি।

ধন্বন্তরিকে অভিবাদন পূর্ব্বক সুশ্রুত কহিতেছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে আহারই প্রাণীগণের বল বর্ণ ও ওজের মূল। সেই আহার ছয় রসের আয়ত্ত। রস, দ্রব্যের আশ্রিত। দ্রব্য রস গুণ বীর্য্য ও বিপাকের দ্বারাই দোষ ও ধাতুর ক্ষয় বৃদ্ধি এবং সমতা হইয়া থাকে। ব্রহ্মাদি লোকেরও স্থিতি উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ আহার। আহারের দ্বারাই শরীরের বল মাংস ও আরোগ্য বর্দ্ধিত হয়, এবং বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্নভাবে থাকে। আহারের বৈষম্য হইলেই শারীরিক অস্বাস্থ্য ঘটে। চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য ও পেয় এই চারি প্রকার আহারের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট বহুবিধ দ্রব্য আহার করা যায়। এক্ষণে সেই সকল

ভিন্ন আহারীয়ের দ্রব্য রস গুণ বীর্য্য ও বিপাক জানিতে ইচ্ছা করি। দ্রব্যের স্বভাব না জানিলে, বৈদ্য স্বাস্থ্য রক্ষা বা রোগের শান্তি করিতে কদাচই সমর্থ হইবেন না। আহারই সকল প্রাণীর মূল। অতএব হে ভগবন্, অন্নপানের বিধি আমাকে উপদেশ করুন। এই রূপে অভিহিত হইয়া ভগবান্ ধন্বন্তরি কহিলেন, হেবৎস সুশ্রুত; তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে কহিতেছি শ্রবণ কর। লোহিত শালি কলম কর্দ্দম পাণ্ডু সুগন্ধ শকুনাহৃত পুষ্পাণ্ডক পুণ্ডরীক মহাশালি শীত-ভীরুক রোধ্রপুষ্প দীর্ঘশূক কাঞ্চন মহিষ-মস্তক হায়ন দূষক মহাদূষক প্রভৃতি শালি-ধান্য।

শালি ধান্য মধুর শীত-বীর্য্য লঘুপাক বলকর পিত্তঘ্ন অল্প বায়ু এবং কফকর স্নিগ্ধ মলের অল্পতা-কারী ও মল-রোধক। সকল প্রকার শালি ধান্যের মধ্যে লোহিত ধান্যই শ্রেষ্ঠ। ইহা দোষঘ্ন, শুক্র ও মূত্র বৃদ্ধিকর, চক্ষু ও স্বরের পক্ষে হিতকর, বর্ণকর বলকর, হৃদ্য শ্রান্তি-নাশক, ব্রণের পক্ষে হিতকর, এবং জ্বর, সকল প্রকার দোষ ও বিষের শান্তিকর, অপরাপর শালি উত্তরোত্তর ক্রমশঃ অল্প গুণশালী।

ষষ্টি, কঙ্গুক মুকুন্দ পীত প্রমোদ কাকল আসনপুষ্প মহাষষ্টি চূর্ণ কুরব কেদার প্রভৃতি ষাট্ ধান্য,। ইহারা রসে ও পাকে মধুর, বাত পিত্তের শান্তিকর, গুণে প্রায় শালি ধান্যের তুল্য, পুষ্টিকর কফ ও শুক্রের বৃদ্ধিকর.। ইহাদিগের মধ্যে ষাট্ ধান্যই প্রধান। ষাট্ ধান্য, পশ্চাৎ কষায়-রসবিশিষ্ট লঘু মৃদু স্নিগ্ধ ত্রিদোষঘ্ন, শরীরের স্থৈর্য্য

ও বল বৰ্দ্ধনকারী, বিপাকে মধুর সংগ্রাহী, এবং লোহিত ধান্যের তুল্য গুণকারী। অপর সকল ষাট্‌ধান্য উত্তরোত্তর ক্রমশঃ অল্প গুণ বিশিষ্ট।

কৃষ্ণব্রীহি শালামুখ জতুমুখ নন্দীমুখ অবাক্ষক ত্বরিতক কুক্কুটাণ্ড পারাবত পটল প্রভৃতি ব্রীহী (আশু) ধান্য। ব্রীহি ধান্য, কষায়-মধুর, পাকে মধুর ও শীত-বীর্য্য নহে, অস্র চক্ষুরোগকারী, ষাট্‌ধান্যের তুল্য গুণকারী, ও মলের সংগ্রাহক। ব্রীহি ধান্যের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহিই শ্রেষ্ঠ। ইহা পশ্চাৎ কষায়-রস বিশিষ্ট ও লঘু। অপর সকল ব্রীহি উত্তরোত্তর অল্প গুণকারী। যে সকল শালিধান্য দগ্ধভূমিতে জন্মে, তাহারা লঘুপাক কষায়, মল মূত্রের সংগ্রাহী, রুক্ষ এবং শ্লেষ্মা-নাশক। স্থলজাত (উচ্চ ভূমিজাত) ধান্য ঈষৎ তিক্ত-যুক্ত মধুর, বায়ু এবং অগ্নির বৰ্দ্ধনকর, কফ ও পিত্তের শান্তিকর, কষায় ও পশ্চাৎ কটু। কৈদার ধান্য মধুর বৃষ্য বলকর পিত্তের শান্তিকর ঈষৎ কষায়, অল্প মল-কারী, গুরুপাক, কফ ও শুক্রের বৰ্দ্ধনকর। রোপ্যাতিরোপ্যা [ধান্যবিশেষ], লঘুপাক অতিশয় গুণকারী, অদাহী, দোষ-নাশক, বলকর এবং মূত্র-বৰ্দ্ধক। যে সকল শালিধান্যের অন্তরে অঙ্কুর থাকে, তাহারা রুক্ষ মলবৰ্দ্ধন-কর তিক্ত কষায় পিত্তঘ্ন লঘুপাক এবং শ্লেষ্মাজনক। কোন্ কোন্ শালিধান্য হিত-কর ও অহিত-কর তাহা বিস্তারিতরূপে বলা হইল, এক্ষণে মুদ্গ মাষ প্রভৃতি কু-ধান্য বর্গের গুণাগুণ কহিতেছি।

কু-ধান্য বর্গ।

কোরদূষক (ছোট মটর) শ্যামা (শ্যামা তৃণ) নীবার (ঝরা ধান্যে যে বৃক্ষ হয় তাহার শস্য) শান্তনু তুবর [আঢ়কী বা অরহর কলাই] কোদ্দালক [কোদোধান্য] প্রিয়ঙ্গু [কৌঁয়্-ধান্য] মধূলিকা নান্দীমুখী কুরুবিন্দ (কুলথ্য কলাই) গবেধুক [গড়গড়ে] বরূক উদপর্ণী মুকুন্দ বেণুযব প্রভৃতি কুধান্য বর্গ।

ইহারা উষ্ণ কষায় মধুর রুক্ষ কটুপাক শ্লেষ্মঘ্ন স্রাব-রোধক ও বায়ুপিত্তের প্রকোপকর। তাহাদিগের মধ্যে কোদ্রব নীবার শ্যামা ও শান্তনু, কষায় মধুর ও শীত পিত্তের শান্তিকর।

প্রিয়ঙ্গু চারিপ্রকার, কৃষ্ণ রক্ত পীত ও শ্বেত। তাহারা উত্তরোত্তর অধিকতর গুণকারী রুক্ষ ও কফ নাশক। মধূলী মধুর ও শীতল। নান্দীমুখী স্নিগ্ধ। করূক এবং মুকুন্দ অতিশয় শোষণকারী। বেণু-যব রুক্ষ উষ্ণবীর্য্য কটুপাক মূত্র-রোধক, কফ-নাশক কষায় ও বাতের-প্রকোপকর।

মুদ্গ বনমুদ্গ কলায় মকুষ্ঠ মসূর মঙ্গল্য চনক সতীন (মটর) ত্রিপুটক হরেণু [কলাই বিশেষ] আঢ়কী প্রভৃতি বৈদল। ইহারা কষায় মধুর শীতল কটুপাক ও বায়ুর প্রকোপকর, মল-মূত্র-রোধক ও পিত্ত শ্লেষ্মার শান্তিকর। ইহাদিগের মধ্যে মুগ, অধিক বায়ু-বর্দ্ধন-কর নহে ও দৃষ্টির হিতকারী। বনমুগও মুগের তুল্য গুণশালী। মসূর, পাকে মধুর ও তেজোবর্দ্ধন কর। মকুষ্ঠ [কলাই বিশেষ] কৃমিকর ও অতিশয় বায়ুর প্রকোপকর। আঢ়কী, কফ পিত্তের শান্তিকর, ও বায়ুর প্রকোপকর নহে। চণক [ছোলা],

বায়ু বর্দ্ধন-কর, শীতল মধুর, কষায়, রুক্ষ কফ ও রক্ত পিত্তের শান্তিকর, এবং পুরুষত্ব-নাশক। হরেণু ও সতীন, মল বৃদ্ধি-কর। মুদ্গ ও মসূর ব্যতিরেকে সকল বৈদলই আধ্মান-কারক।

মাষ [মাষকলাই], গুরুপাক, মলমূত্র-ভেদক, স্নিগ্ধ-উষ্ণ-বীর্য্য, বৃষ্য মধুর বায়ুর শান্তিকর, অতিশয় তৃপ্তিকর স্তন্যজনক বলকর এবং শুক্র ও কফ-বর্দ্ধনকারী। মাষ কলাই কষায় ভাব প্রাপ্ত হইলে মল-ভেদক মূত্র বৃদ্ধিকর ও কফ জনক হয়না এবং বিপাকে মধুর গুণ যুক্ত অনিলঘ্ন তৃপ্তিকর স্তন্যকর ও রুচি প্রদ হয়। আত্ম-গুপ্ত [আলকুশী বীজ], মাষকলায়ের তুল্য গুণকারী, কষায় প্রযুক্ত মলমূত্র-ভেদক বা কফজনক নহে পাকে মধুর, তৃপ্তিকর স্তন্যকর ও রুচিকর। কাকাণ্ড-ফলও এই রূপ গুণশালী। বন্য মাষ রুক্ষ কষায় ও অবিদাহী।

কুলত্থ কলাই, উষ্ণবীর্য্য কষায়-রস কটুপাক, কফ ও বায়ুর শান্তিকর, মলের সংগ্রাহক, শুক্রাশ্মরী গুল্ম পীনস কাস আনাহ মেদ কোষ্ঠ-রোধকতা হিক্কা ও শ্বাস, এই সকল রোগের শান্তিকর, রক্ত-পিত্তজনক, এবং কফ ও চক্ষুরোগ নাশক। বন্য কুলত্থেরও এই সকল গুণ, বিশেষতঃ ঈষৎ কষায় তিক্ত ও মধুর সংগ্রাহক পিত্তকর ও উষ্ণ।

তিল, পাকে মধুর, বলকর স্নিগ্ধ, ব্রণের আলেপনে হিতকর অগ্নিকর মেধা-জনক মূত্রের লাঘব-কারী, স্তন্যবর্দ্ধন-কারী, দন্ত ও কেশের পক্ষে হিতকারী, বায়ু নাশক ও গুরু-

পাক। তিলের মধ্যে কৃষ্ণ-তিলই উৎকৃষ্ট, শ্বেত-তিল মধ্যম এবং অপর সকল তিল নিকৃষ্ট।

যব,—কষায় মধুর হিম কটুপাক, কফ-পিত্তের শান্তিকারী, তিলের ন্যায় ব্রণরোগে পথ্য, মূত্ররোধক ও অতিশয় বায়ু-জন্য তেজের বর্দ্ধনকর, শরীরের স্থিরতা অগ্নি মেধা স্বর ও বর্ণকর, পিচ্ছিল মেদ ও তৃষ্ণা নাশক, বায়ুর অনুলোমকারী, রুক্ষ ও রক্তপিত্তের শান্তিকর। অতিযব [যববিশেষ] সমস্ত যব অপেক্ষা কিছু অল্প গুণ বিশিষ্ট।

গোধূম,——মধুর গুরু বলকর স্থৈর্য্যকারী রুচিকর ও শুক্রের বর্দ্ধনকারী, স্নিগ্ধ শীতল, বায়ু-পিত্তের শান্তিকারী, সন্ধানকর, শ্লেষ্মকর এবং সারক।

শিম্বা [শুঁটী],——রুক্ষ কষায়, বিষ শোফ শুক্র শ্লেষ্মা ও দৃষ্টির ক্ষয়-কারী, বিদাহী কটুপাক মধুর মলভেদক বায়ু-পিত্ত-বর্দ্ধনকর। শ্বেত কৃষ্ণ পীত ও রক্ত এইসকল বর্ণ ভেদে শিম্বা নানা প্রকার হইয়া থাকে। ইহারা যথাক্রমে গুণশালী, রসে ও পাকে কটু এবং উষ্ণ। শিম্বা মূল-জাত ও লতা-জাত হইয়া থাকে। ইহারা পাকে ও রসে মধুর, বলকর পিত্ত-শান্তিকর, আশু বিদাহী রুক্ষ অধিক ক্ষণ ভার থাকিয়া জীর্ণ হয়, এবং বায়ুবৃদ্ধি করে। সকল প্রকার বৈদলকে [কলাই প্রভৃতি দ্বিদল] শিম্বা বলা যায়, তাহারা রুচিকর ও দুর্জর [সহজে জীর্ণ হয় না]। অতসী [তিসী], উষ্ণ স্বাদু, বায়ুর শান্তিকর পিত্তের বর্দ্ধনকর এবং কটুপাক। কুসুম্ভ [কুসুম বীজ], রসে ও পাকে কটু, কফঘ্ন বিদাহী সুতরাং অহিতকর। সর্ষপ, রসে ও পাকে কটু এবং রক্তপিত্তের

প্রকোপকর। শ্বেত-সর্ষপও এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট, বিশেষতঃ, তীক্ষ্ণ উষ্ণ রুক্ষ ও কফবায়ুর নাশক।

উপযুক্ত ঋতুতে না জন্মিলে, ব্যাধি দ্বারা নষ্ট হইলে, প্রণালীক্রমে না জন্মিলে, ভূমিতে না জন্মিলে, অথবা নূতন হইলে, কোন ধান্যই গুণকারী হয় না। ধান্য নূতন হইলে চক্ষুরোগ-কারী, ও এক বৎসরের পুরাতন হইলে লঘু হয়। ধান্য বিরূঢ় হইলে [অঙ্কুর না থাকিলে], বিদাহী গুরু বিষ্টম্ভী ও দৃষ্টির অহিতকারী হয়। শালি হইতে সর্ষপ পর্য্যন্ত সকল ধান্যেরই ইহাতে কাল, প্রমাণ, সংস্কার ও মাত্রা বলা হইল।

মাংসবর্গ।

জলচর, সজল-দেশবাসী, গ্রাম-বাসী, মাংস-ভোজী একশফ (এক খুর জন্তু মাত্র) (১) ও জাঙ্গল এই ছয় মাংস বর্গ। ইহাদিগেকে উত্তরোত্তর প্রধান বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা সজল-দেশবাসী প্রধান, তদপেক্ষা গ্রামবাসী প্রধান, তদপেক্ষা মাংস-ভোজী প্রধান ইত্যাদি। ইহারা দুই প্রকার; জাঙ্গল (বন্য) ও আনুপ (সজল দেশ বাসী)। জাঙ্গল বর্গ আট প্রকার, যথা,—জঙ্ঘাল (যাহারা জঙ্ঘাবলে দ্রুত গমন করিতে পারে), বিষ্কির (পক্ষিগণ, যাহারা আহারীয় দ্রব্য ছড়াইয়া খুটিয়া ভক্ষণ করে) (২) প্রতুদ, গুহাশয়, প্রসহ, (যাহারা বল

---

(১) "খরোঽশ্বোঽশ্বতরো গৌরঃ শরভশ্চমরী তথা। এতে চৈকশফাঃ ক্ষত্তঃ শৃণু পঞ্চনখান্ পশূন্।" ইতি শ্রীভাগবত। গর্দ্দভ অশ্ব অশ্বতর গৌর-শরভ ও চমরী ইহারা এক শফ জন্তু।

(২) কুলিঙ্গকুক্কুটাদ্যাশ্চ বিষ্কিরাঃ সমুদাহৃতাঃ। বিকীর্য্য ভক্ষয়ন্ত্যেতে যস্মাৎ তস্মাদ্ধি বিষ্কিরাঃ।"

পূর্ব্বক খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে এরূপ পক্ষী) পর্ণ-মৃগ, বিলেশয় ও গ্রাম্য। ইহাদিগের মধ্যে জঙ্গাল ও বিষ্কির এই দুই অত্যুৎকৃষ্ট। এণ হরিণ ঋষ্য কুরঙ্গ করাল কৃতমাল শরভ শ্ব-দংষ্ট্রা (কুক্কুরের ন্যায় দন্ত বিশিষ্ট পশু) পৃষত (শ্বেতবিন্দুযুক্ত-মৃগ) অরুষ্কর ও মৃগমাতৃকা প্রভৃতি জঙ্গাল পশু। ইহারা কষায় মধুর, লঘু, বাত ও পিত্ত নাশক, তীক্ষ্ণ হৃদ্য ও বস্তি-শোধন কর।

এণ-মাংস——কষায় মধুর হৃদ্য, রক্তপিত্ত ও কফ নাশক, সংগ্রাহী রুচিকর বলকর ও জ্বর-নাশক।

হরিণ-মাংস——মধুর, পাকে মধুর, দোষঘ্ন অগ্নিবৃদ্ধিকর শীতল মল-মূত্র রোধক সুগন্ধী ও লঘুপাক। এণ ও হরিণ এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই, কৃষ্ণমৃগকে এণ বলে ও তাম্র বর্ণ মৃগকে হরিণ বলে। যে মৃগ কৃষ্ণ বা তাম্রবর্ণ নহে, তাহাকে কুরঙ্গ বলা যায়।

মৃগমাতৃকাপ্রভৃতির মাংস——শীত ও রক্তপিত্তের শান্তি-কর, সন্নিপাত ক্ষয় শ্বাস কাস হিক্কা ও অরুচি-নাশক।

লাব তিত্তিরি কপিঞ্জল বর্ত্তীর বর্ত্তিক বর্ত্তকা নপ্তৃকা বাতীক চকোর কলবিঙ্ক ময়ূর ক্রকর উপচক্র কুক্কুট সারঙ্গ শতপত্রক কুতিত্তিরি কুরবাহুক ও যবলক প্রভৃতি বিষ্কির জাতি। ইহারা, লঘু শীতল, মধুর কষায় ও দোষের শান্তিকারী।

লাব-মাংস——সংগ্রাহী অগ্নিকর কষায়-মধুর লঘু ও বিপাকে কটুরস এবং সন্নিপাতে উপকারী।

তিত্তিরি-মাংস——ঈষৎ গুরু উষ্ণ মধুর বৃষ্য মেধা ও অগ্নিবৃদ্ধি-কর সর্ব্বদোষ নাশক ধারক ও বর্ণের প্রসাদন

কর। গৌর-তিত্তিরি—উক্ত গুণ বিশিষ্ট, বিশেষতঃ হিক্কা শ্বাস ও বায়ু নাশক।

কপিঞ্জল (চাতক) মাংস——রক্ত-পিত্তনাশক, শীতল ও লঘুপাক। কফজাত রোগে ও বায়ু মন্দ হইলে ইহার মাংস ব্যবহার্য্য।

ক্রকর মাংস—বায়ু ও পিত্ত নাশক, তেজস্কর মেধা অগ্নি ও বলের বর্দ্ধনকর লঘু ও মুখপ্রিয়,। উপচক্র (চক্রবাক্ বিশেষ) মাংসও উক্তরূপ গুণকারী, এবং কষায় স্বাদু ও লবণ রসবিশিষ্ট, ত্বক্ ও কেশের বৃদ্ধিকর এবং রুচিকর।

ময়ূর-মাংস——স্বর মেধা অগ্নি দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দৃঢ়তাকারক, স্নিগ্ধ উষ্ণ ও বায়ু নাশক, বৃষ্য স্বেদ স্বর ও বল বর্দ্ধন কর।

'কুক্কুট-মাংস—বন্যকুক্কুট, বৃংহণ, বায়ুরোগ ক্ষয় বমী ও বিষমজ্বরের নাশক। গ্রাম্যকুক্কুটও এইরূপ গুণবিশিষ্ট কেবল গুরুপাক।

কপোত পারাবত ভৃঙ্গরাজ পরভৃতক যষ্টিক কুলিঙ্গ গৃহকুলিঙ্গ গোক্ষোড়ক ডিডিম মানক শতপত্রক মাতৃনিন্দক ভেদাশী শুক সারিকা বল্গুলী গিরিশাল হ্বাল দূষক সুগৃহী খঞ্জরীটক হারীত ও দাত্যূহ প্রভৃতি প্রতুদ জাতীয় পক্ষী। ইহারা কষায়-মধুর রুক্ষ ফলাহারী বায়ুকর পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক শীতল মূত্ররোধক ও অল্প তেজস্কর।

ইহাদিগের মধ্যে ভেদাশী সর্ব্বদোষকর এবং মলের

দোষজনক। কানক-পোত (কাকের ছানা) কষায় স্বাদু ও লবণ রস বিশিষ্ট ও গুরুপাক।

পারাবত——রক্ত-পিত্ত নাশক, কষায়, বিশদ, বিপাকে মধুর ও গুরুপাক।

কুলিঙ্গ——(ফিঙ্গা) মধুর স্নিগ্ধ, কফ ও শুক্রের বর্দ্ধনকর। গৃহকুলিঙ্গ, রক্ত-পিত্ত-নাশক ও অতিশয় শুক্র-বৃদ্ধিকর।

সিংহ ব্যাঘ্র বৃক তরক্ষু ঋক্ষ দ্বীপী মার্জ্জার শৃগাল মৃগ এর্ব্বারুক প্রভৃতি পশুগণ গুহাশয়। ইহারা, মধুর গুরুপাক স্নিগ্ধ বলকর বায়ুনাশক, উষ্ণ বীর্য্য সম্পন্ন, এবং নেত্র ও গুহ্য রোগী দিগের পক্ষে নিয়ত হিতকারী।

কাক কঙ্ক কুরর চাষ ভাস শশঘাতী (বাজপক্ষী) উলূক চিল্লী শ্যেন গৃধ্র প্রভৃতি প্রসহ জন্তু। এই সকল জন্তু, সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণের সহিত সমান গুণ বিশিষ্ট, রস বীর্য্য ও বিপাকে বিশেষতঃ শোষ রোগে হিতকর।

মদ্গু মূষিক বৃক্ষশায়িকা বকুশ পূতিঘাস ও বানর প্রভৃতি পর্ণমৃগ। ইহারা, মধুর গুরুপাক বৃষ্য চক্ষুষ্য এবং শোষ রোগে হিতকারী। মলমূত্রের বৃদ্ধিকর কাস অর্শ ও শ্বাস নাশক। সমুদ্র-জাত প্রাণী অপেক্ষা নদী-জাত প্রাণী অধিক গুণ বিশিষ্ট।

শ্বা-বিধ (কুক্কুর সদৃশ জন্তু) শল্লক গোধা শশ বৃষদংশ লোপাক লোমশ কর্ণ-কদলী মৃগপ্রিয়ক অগজর সর্প মূষিক নকুল ও মহাবভ্র প্রভৃতি বিলেশয় জন্তু। ইহারা তেজ ও মূত্রের সন্ধানকর, উষ্ণবীর্য্য পরিপাকে স্বাদু, বায়ুনাশক শ্লেষ্মা ও পিত্তকর স্নিগ্ধ এবং কাশ শ্বাস ও কৃশতা নাশক। ইহাদিগের

মধ্যে, শশ-মাংস—কষায়-মধুর, পিত্ত ও কফের শান্তিকর, এবং অতিশয় শীত-বীর্য্য নয় বলিয়া বায়ুর সমতা সাধন করে। গোধা-মাংস—পরিপাকে মধুর, কষায়-কটুকী বায়ু ও পিত্তের নাশকারী বৃংহণ ও বলবর্দ্ধন কারী।

শল্লক——স্বাদু পিত্তনাশক লঘু শীতল ও বিষনাশক।

মৃগপ্রিয়ক—বায়ু রোগে হিতকারী।

অজগর—অর্শ-রোগের পক্ষে হিতকারী।

সর্প—অর্শ বায়ু ও দোষ নাশক, কৃমি ও দূষীবিষ (মাকড়সার বিষ প্রভৃতি) নাশক, চক্ষুরোগের হিতকর পাকে মধুর এবং মেধা ও অগ্নির বর্দ্ধনকর। ইহাদিগের মধ্যে দর্ব্বীকর অর্থাৎ ফণাধারী সর্প, অগ্নি বৃদ্ধিকর এবং পরিপাকে কটু, মধুর, অতিশয় চক্ষুর হিতকর এবং মল মূত্র ও বায়ুর সন্ধানকর।

অশ্ব অশ্বতর গো খর উষ্ট্র বস্ত ঔরভ্র মেদ পুচ্ছক প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু। ইহারা বায়ুনাশক, বর্দ্ধনকর, কফ ও পিত্তকর, রসে ও পাকে মধুর দীপন ও বলের বর্দ্ধনকর।

বস্ত (ছাগ) মাংস–অতি শীতল নয়, গুরুপাক, স্নিগ্ধ পিত্ত ও কফের মন্দতা কারক, চক্ষুরোগ নাশক এবং পীনস রোগের শান্তিকর।

ঔরভ্র (মেষমাংস)-বৃংহণ পিত্ত ও শ্লেষ্মা কর ও গুরুপাক।

মেদ ও পুচ্ছক (মেষ বিশেষ) মাংস——মেষমাংসের সমান গুণ বিশিষ্ট ও বৃষ্য।

গব্য-মাংস—শ্বাস কাস প্রতিশ্যায় ও বিষমজ্বরের শান্তিকারক, শ্রম ও অত্যগ্নির পক্ষে হিতকর, পবিত্র ও

বায়ুনাশক। একশফ (একখুর বিশিষ্ট) জন্তুর মাংস স-লবণ হইলে মেষ মাংসের তুল্য গুণ বিশিষ্ট। অল্প শ্লেষ্মাকারী জাঙ্গল বর্গ বলা হইল।

যে সকল পশু কিংবা পক্ষীর অনেক দূরে লোকালয় ও জলাশয় থাকে, তাহারা অল্প শ্লেষ্মকর এবং যে সকল পশু পক্ষীর অতিসমীপে লোকালয় ও জলাশয় থাকে তাহারা অতিশয় শ্লেষ্মকর।

আনূপবর্গ পঞ্চবিধ। যথা ১ কূলচর, ২ প্লব, ৩ কোশস্থ, ৪ পাদী, ও ৫ মৎস্য। ইহাদের মধ্যে, হস্তী গবয় মহিষ রুরু চমর সৃমর রোহিত বরাহ খড়্গী গোকর্ণ কালপুচ্ছ কোদ্র ন্যঙ্কু অরণ্য-গবয় প্রভৃতি কূলচর পশু। ইহাদিগের মাংস বায়ু পিত্ত নাশক, বৃষ্য, রসে এবং পাকে মধুর, শীতল বলকর স্নিগ্ধ এবং মূত্র ও কফের বৃদ্ধিকর।

গজ-মাংস, বিরূক্ষণ (রুক্ষস্বভাব) লেখনকর উষ্ণবীর্য্য পিত্তের দোষজনক, স্বাদু অম্ল ও লবণ-রস বিশিষ্ট এবং শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক।

গবয়-মাংস——স্নিগ্ধ মধুর, কাস-দমনকারী, পরিপাকে মধুর এবং স্ত্রীসংসর্গের বর্দ্ধনকর।

মহিষ-মাংস——স্নিগ্ধ উষ্ণ ও মধুর, বৃষ্য তৃপ্তিকর গুরুপাক, নিদ্রা পুংস্ত্ব বল ও স্তন্য বর্দ্ধনকর এবং মাংসের দৃঢ়তা সম্পাদক।

রুরু-মাংস——মধুর, পশ্চাৎ কষায়-রস-বিশিষ্ট, বাত পিত্তের শান্তিকর গুরুপাক ও শুক্রের বৃদ্ধিকর।

চমর-মাংস,——স্নিগ্ধ মধুর কাসনাশক পরিপাকে মধুর এবং বায়ু ও পিত্তের নাশকারী।

সৃমর-মাংস,——মধুর, পশ্চাৎ কষায় রস বিশিষ্ট, বায়ু-পিত্তের শান্তি-কারক গুরুপাক এবং শুক্রের বৃদ্ধিকর।

বরাহ--মাংস,——স্বেদকর বর্দ্ধনকর বৃষ্য শীতল তৃপ্তিকর গুরুপাক স্নিগ্ধ শ্রম ও বায়ু নাশক এবং বলবৃদ্ধিকর।

খড়্গী (গণ্ডার) মাংস—কফনাশক, কষায়রসবিশিষ্ট, ও বায়ু নাশক এবং বিরূক্ষণ পিত্তকর পবিত্র আয়ুষ্কর ও মূত্র রোধক।

গোকর্ণ-মাংস,——মধুর স্নিগ্ধ মৃদু কফকর পরিপাকে মধুর এবং রক্ত-পিত্ত নাশক।

হংস সারস ক্রৌঞ্চ চক্রবাক কুরর কাদম্ব কারণ্ডব জীবঞ্জীবক বক বলাকা পুণ্ডরীক প্লব শরারীমুখ নন্দীমুখ মদ্গু উৎক্রোশ কাচাক্ষ মল্লিকাক্ষ শুক্লাক্ষ পুষ্করশায়ী কাকোনাল কাম্বু কুক্কুটিকা মেঘরাব শ্বেত চরণ প্রভৃতি প্লব (যাহারা জলে লাফিয়া বা ভাষিয়া যায়)। ইহারা সংঘাত চারী। এবং রক্ত-পিত্তের নাশক শীতল স্নিগ্ধ বৃষ্য বায়ু-দমনকারী, মলমূত্রের বর্দ্ধক এবং রসে ও পাকে মধুর। ইহাদিগের মধ্যে হংস-মাংস, গুরুপাক উষ্ণ মধুর স্নিগ্ধ, স্বর বর্ণ ও বলের পুষ্টিকর; বৃংহণ শুক্রের বৃদ্ধিকর এবং বায়ু-নাশক।

শঙ্খ শঙ্খনখ শুক্তি শম্বূক ভল্লূক প্রভৃতি কোশস্থ প্রাণী। কূর্ম্ম কুম্ভীর কর্কটক কৃষ্ণ-কর্কটক শিশুমার প্রভৃতি পাদী অর্থাৎ চরণ বিশিষ্ট।

শঙ্খ কূর্ম্ম প্রভৃতি, রসে ও পাকে মধুর, বায়ুনাশক শীতল স্নিগ্ধকর পিত্তের হিতকর তেজোবৃদ্ধিকর এবং শ্লেষ্মার বর্দ্ধন-কর। কৃষ্ণ-কর্কটক, ঈষৎ উষ্ণ ও বায়ুনাশক এবং বলকর। শুক্ল-কর্কটক, সন্ধানকর মল-মূত্র-কর এবং বায়ু ও পিত্ত নাশক।

মৎস্য দুই প্রকার। নদীজাত এবং সমুদ্র জাত। রোহিত পাঠীন পাটলা রাজীব [বৃহৎ মৎস্য বিশেষ] বর্ম্মি (বানিমাছ) গোমৎস্য কৃষ্ণমৎস্য বাগুঞ্জার মুরল সহস্রদংষ্ট্র প্রভৃতি নদীজাত মৎস্য। ইহারা মধুর গুরুপাক ও বায়ুনাশক রক্তপিত্তকর উষ্ণ বৃষ্য স্নিগ্ধ এবং অল্প তেজস্কর।

রোহিত মৎস্য——মধুর, পশ্চাৎ কষায় রস বিশিষ্ট, বায়ুনাশক এবং অল্প পিত্ত-বৃদ্ধি-কর। ইহারা শষ্প শৈবাল প্রভৃতি ভোজন করিয়া থাকে।

পাঠীন মৎস্য (বোয়াল মাছ) মাংসাশী, শ্লেষ্মকর বৃষ্যও নিদ্রাকর, ইহারা অম্লপিত্তকে দূষিত করে এবং কুষ্ঠ রোগের উৎপাদক।

মুরল মৎস্য——বৃংহণ বৃষ্য স্তন্য ও শ্লেষ্ম-কর।

সরোবর ও তড়াগ জাত মৎস্য সকল স্নিগ্ধ-কর এবং মধুর রস বিশিষ্ট। মহাহ্রদ জাত মৎস্য সকল বলকর হয়, স্বল্প জল জাত মৎস্যগণ বলকর নহে।

তিমি তিমিঙ্গিল কুলিশ পাকমৎস্য নিরালক নন্দিবার-লক মকর গর্গরক চন্দ্রক মহামীন ও রাজীব প্রভৃতি সামুদ্রিক (সমুদ্র জাত) মৎস্য। ইহারা গুরুপাক স্নিগ্ধ মধুর অল্প পিত্ত-বৃদ্ধিকর উষ্ণ বায়ুনাশক বৃষ্য তেজস্কর ও শ্লেষ্মা

বর্দ্ধন কর। সামুদ্রিক মৎস্যগণ মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে বলিয়া বিশেষ রূপ বলকর হয়।

চুণ্টী (ক্ষুদ্র কূপ) ও কূপ জাত মৎস্য, বায়ুনাশক বলিয়া সামুদ্রিক মৎস্য অপেক্ষা অধিকতর গুণ বিশিষ্ট। বাপী-জাত মৎস্যেরা স্নিগ্ধ ও পরিপাকে স্বাদু বলিয়া চুণ্টী ও কূপজাত মৎস্য অপেক্ষা অধিকতর গুণ বিশিষ্ট। নদী-জাত মৎস্যেরা মুখ ও পুচ্ছ সঞ্চালন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্যদেশ গুরুপাক। সরোবর ও তড়াগ-জাত মৎস্যের শিরোদেশ (মুড়া) অতিশয় লঘু। যে সকল মৎস্য মৃত্তিকার অদূরে চরিয়া থাকে এবং যাহারা উৎসের জল পান করিয়া জীবিত থাকে, তাহাদের শিরো-দেশের অল্প অংশ ভিন্ন অপর সমস্ত শরীরই অতিশয় গুরু-পাক। সরোবর জাত মৎস্যের অধোভাগ সমস্তই গুরুপাক এবং তাহারা উরোদেশ সঞ্চালন পূর্ব্বক ভ্রমণ করে বলিয়া তাহাদের পূর্ব্ব অঙ্গ অর্থাৎ ঊর্দ্ধভাগ লঘুপাক জানিবে। সজলদেশবাসী অধিক শ্লেষ্মাকারী মাংস বর্গ বলা হইল।

এই সকলের মধ্যে শুষ্ক (শুঁট্‌কি), পূতিগন্ধযুক্ত (পচা), পীড়িত, বিষাক্ত, সর্প দ্বারা হত, বিষলিপ্ত, অস্ত্রাদি দ্বারা বিদ্ধ, জীর্ণ (পাকা), কৃশ, বাল, এবং যাহারা স্ব স্ব প্রকৃতির বিপরীতাচারী, এই সকলের মাংস অভক্ষ্য বলিয়া জানিবে। শুষ্ক ও পূতিমাংস বিগত-বীর্য্য, ব্যাধিত বিষাক্ত সর্পহত ও বিষলিপ্ত মাংস বিকৃত-বীর্য্য, বিদ্ধ-মাংস নষ্ট-বীর্য্য, জীর্ণ-মাংস পরিণত-বীর্য্য, কৃশ-মাংস অল্প-বীর্য্য এবং বাল-মাংস অসম্পূর্ণ-বীর্য্য, এজন্য ইহারা বহুদোষের আকর

শুষ্ক মাংস, অরুচিকর প্রতিশ্যায় (মুখ ও নাসিকা দ্বারা জল স্রাব) কর ও গুরুপাক। বিষ বা ব্যাধিদ্বারা হত এরূপ জন্তুর মাংস ভোজনে মৃত্যু হয়, বাল মাংসে ছর্দি জন্মে, জীর্ণ মাংসে কাস ও শ্বাস জন্মে, পীড়িত জন্তুর মাংসে ত্রিদোষের বৃদ্ধি হয়, ক্লিন্ন অর্থাৎ ক্লেদ যুক্ত মাংসে বমী হয় এবং কৃশ জন্তুর মাংসে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন অন্য জন্তুর মাংস উপাদেয়। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে, স্ত্রীর অর্থাৎ মাদীর মাংস উৎকৃষ্ট, পক্ষীর মধ্যে পুরুষের অর্থাৎ মর্দ্দার মাংস উৎকৃষ্ট, বৃহৎকায় জন্তুর মধ্যে ক্ষুদ্রকার দিগের মাংস উৎকৃষ্ট, ক্ষুদ্রকায় জন্তুর মধ্যে বৃহদাকার দিগের মাংস উৎকৃষ্ট এবং এক জাতীয় জন্তুর মধ্যে মহাশরীর বিশিষ্ট জন্তু অপেক্ষা, ক্ষুদ্রাকার জন্তু উৎকৃষ্ট জানিবে।

এক্ষণে কোন্ কোন্ জন্তুর কোন্ কোন্ ধাতু ও কোন্ কোন্ স্থান গুরু ও লঘু তাহাই বলিব। যথা—রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই ছয় ধাতুর মধ্যে পর পর গুরুতর। অর্থাৎ রক্ত অপেক্ষা মাংস গুরুতর, মাংস অপেক্ষা মেদ গুরুতর, মেদ অপেক্ষা অস্থি ও অস্থি অপেক্ষা মজ্জা গুরুতর এবং শুক্র সর্ব্বাপেক্ষা গুরু। সকৃথি [ঊরু] স্কন্ধ, ক্রোড়, শিরঃ, পাদ, কুর, কটী ও পৃষ্ঠ দেশ এবং চর্ম্ম কালেয়ক যকৃৎ ও অন্ত্র এই সকলের মধ্যে শিরঃ স্কন্ধ কটী পৃষ্ঠ এবং আত্মকক্ষের দুই ঊরু পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুতর অর্থাৎ শিরঃ অপেক্ষা স্কন্ধ লঘুতর, স্কন্ধ অপেক্ষা কটী লঘুতর, কটী অপেক্ষা পৃষ্ঠ লঘুতর ও পৃষ্ঠ অপেক্ষা আত্মকক্ষের দুই ঊরু লঘুতর।

সকল প্রাণীরই দেহের মধ্যে মধ্যস্থান গুরু। পুরুষ প্রাণীর পূর্ব্বভাগ গুরু, স্ত্রীপ্রাণীর অধোভাগ গুরু। পক্ষী জাতির উরঃ ও গ্রীবা অতিশয় গুরু। পক্ষিরা ঊর্দ্ধে পক্ষ নিক্ষেপ করে বলিয়া ইহা দিগের মধ্যভাগ সমান। ফল-ভোজী বিহঙ্গ দিগের মাংস অতিশয় রুক্ষ। মাংসাশী পক্ষী দিগের মাংস অতিশয় বর্দ্ধনকর। মৎস্য-ভোজী পক্ষী দিগের মাংস পিত্ত বৃদ্ধিকর, এবং ধান্য-ভোজী পক্ষী দিগের মাংস বাত নাশক।

জলচর, সজল-দেশজাত, গ্রাম্য, মাংস-ভোজী, একশফ, প্রসহ, বিলবাসী, জঙ্গাল, প্রতুদ এবং বিষ্কির এই সকল জন্তু, পর পর লঘু এবং পর পর অল্প শ্লেষ্মাকারী। অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা সজল দেশজাত লঘু, তদপেক্ষা মাংস ভোজী, তদপেক্ষা একশফ, তদপেক্ষা প্রসহ ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন জন্তুগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব লঘু ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অল্প শ্লেষ্মাকারী বলিয়া জানিবে।

স্ব স্ব জাতির মধ্যে প্রমাণাধিক জন্তুগণ অল্প বলকর এবং গুরু পাক। সকল প্রাণীর সকল শরীর হইতে যাহারা প্রধানতম; যকৃৎ প্রদেশ বর্ত্তী সেই সকল গ্রহণ করিবে। প্রধান অভাবে মধ্যম বয়স্ক এবং ইহার অভাবে সদ্যোজাত অক্লিষ্ট মাংস উপাদেয়। ইহাতে সকল প্রাণীর বয়ঃ শরীর অবয়ব স্বভাব ধাতু ক্রিয়া চিহ্ন প্রমাণ সংস্কার এবং মাত্রা বলা হইল।

ফল-বর্গ।

দাড়িম আমলক বদর [শেয়াকুল] কোল [বদরী ফল] কর্কন্ধূ [ক্ষুদ্র বদর] সৌবীর [মহাবদর] সিম্বিতিকাফল

[শমীফল] কপিত্থ [কয়েদ বেল] মাতুলুঙ্গ [টাবানেবু] আম্র, আম্রাতক [আঁম্‌ড়া] করমর্দ্দ [করমচা] পিয়াল লকুচ [মাদার] ভব্য [চাল্‌তা] পারাবত (গাবফল) বেত্রফল, প্রাচীন-আমলক, তিন্তিড়ী নীপ [কদম্ব] কোশাম্র [কেওড়া] অম্লীকা, নারঙ্গ ও জম্বীর [নেবুবিশেষ] প্রভৃতি। ইহারা অম্ল-রস বিশিষ্ট গুরুপাক উষ্ণবীর্য্য পিত্ত জনক বায়ুনাশক কফের উৎক্লেশকর (হৃদয়ে সঞ্চয়কারী)। ইহাদিগের মধ্যে দাড়িম,——পশ্চাৎ কষায় রস বিশিষ্ট, অল্প পিত্তকর অগ্নিকর রুচিকর মুখপ্রিয় তেজের অবরোধকর। দাড়িম দুই প্রকার।—মধুর এবং অম্ল। মধুর হইলে ত্রিদোষের শান্তি-কর এবং অম্ল হইলে কফ ও বায়ুর শান্তিকর হয়। আমলকী-ফল,—মধুর রস বিশিষ্ট অম্ল, তিক্ত কষায় ও কটু, সারক, চক্ষুর হিতকারী, সকল দোষের শান্তিকর এবং বৃষ্য। ইহা অম্লতার দ্বারা বায়ুর শান্তি করে, মাধুর্য্য ও শীতলতার দ্বারা পিত্তের শান্তি করে, এবং রুক্ষ ও কষায় ভাবের দ্বারা শ্লেষ্মার শান্তি করে। ইহা সকল ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কর্কন্ধু কোল ও বদর অপক্ক হইলে পিত্ত ও কফ বর্দ্ধনকরে, পক্ক হইলে স্নিগ্ধ মধুর ও সারক হয়, এবং বায়ু পিত্তের শান্তিকরে। পুরাতন কুল, তৃষ্ণার শান্তিকর, শ্রমঘ্ন, অগ্নিকর ও লঘু। সৌবীর ও বদর,—স্নিগ্ধ মধুর ও বায়ু পিত্তের শান্তি-কর। সিম্বিতিকা ফল,——কষায় স্বাদু সংগ্রাহী এবং শীতল। কপিত্থফল————অপক্ক হইলে, স্বরের অহিতকর, কফঘ্ন, সংগ্রাহী ও বায়ুর বৃদ্ধিকর এবং পক্ক হইলে বাত শ্লেষ্মার শান্তিকর, মধুর ও অম্ল রস বিশিষ্ট গুরুপাক। শ্বাসকাস

ও অরুচি নাশক, তৃষ্ণার শান্তিকর এবং কণ্ঠ-শোধনকর। মাতুলুঙ্গ ফল———লঘুপাক অম্লরস বিশিষ্ট অগ্নিবৃদ্ধিকর ও মুখপ্রিয়। ইহার ত্বক্ (ছাল) তিক্ত, সহজে জীর্ণ হয়না, এবং কফ বায়ু ও কৃমি নাশক। ইহারা মাংস (শাঁস্) মিষ্ট শীতল গুরু স্নিগ্ধকারী মেধ জনক বায়ু ও পিত্ত দমন কারী শূল ও বায়ু রোগনাশক, এবং ছর্দ্দি শ্লেষ্মা ও অরুচি নিবারণ করিয়া থাকে। ইহার কেসর অগ্নিকর লঘু সংগ্রাহী এবং গুল্ম ও অর্শ রোগ নাশক। ইহার রস শূল অজীর্ণ মল-মূত্র-বন্ধ মন্দাগ্নি ও কফ বায়ুর শান্তিকর। অরুচি রোগে ইহা বিশেষ উপকারক।

আম্রফল—কচি-আম, পিত্ত ও বায়ু কর। যাহার কেসর বিধিয়াছে এরূপ আম, পিত্তকর মুখপ্রিয় বর্ণকর রুচিকর, রক্ত মাংস ও বল কর, মধুর পশ্চাৎ কষায় রস বিশিষ্ট, বায়ু নাশক তেজোবৃদ্ধিকর ও গুরুপাক। পাকা আম, পিত্তের অবিরোধী শুক্রবৃদ্ধিকর তেজের বৃদ্ধিকর মধুর বলকর গুরু ও বিষ্টম্ভ-অজীর্ণ করিয়া স্বয়ং জীর্ণ হয়।

আম্রাতক ফল——বৃষ্য সস্নেহ ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকর। লকুচফল ত্রিদোষ ও বিষ্টম্ভকর এবং শুক্র নাশক। করমর্দ্দক অম্ল রস বিশিষ্ট, তৃষ্ণানাশক রুচিকর ও পিত্ত জনক। পিয়াল (ফল বিশেষ), বায়ু পিত্ত নাশক বৃষ্য গুরু ও শীতল।

ভব্য——মুখপ্রিয় স্বাদু কষায় ও অম্ল ও রসবিশিষ্ট ও মুখ শোধক। পিত্ত শ্লেষ্মা নাশক মলসংগ্রাহক গুরু, বিষ্টম্ভী ও শীতল।

পারাবত ফল,——মধুর রুচিকর অত্যগ্নি ও বায়ুনাশক। নীপ ও প্রাচীন (পাকা) আমলক,——সর্ব্বরোগ নাশক। আম-তিন্তিড়ী, (কাঁচা তেতুল),——বায়ু নাশক পিত্ত ও শ্লেষ্ম-কারী। পক্ক তিন্তিড়ী, মলসংগ্রাহক উষ্ণ অগ্নিকর, রুচি-কর এবং কফ ও বায়ু নাশ কারী। কোষাম্র ফল (কেওড়া) তিন্তিড়ী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প গুণ বিশিষ্ট। অম্লীকা ফল, [তিন্তিড়া বিশেষ] পক্ক হইলে পূর্ব্বোক্ত গুণ বিশিষ্ট এবং ভেদক। নারঙ্গফল,—মধুর রস বিশিষ্ট অম্লরস, হৃদ্য বিশদ ও অরুচি নাশক, বাত নাশক, দুর্জ্জর (শীঘ্র জীর্ণ হয়না) ও গুরুপাক। জম্বীর ফল,——তৃষ্ণা শূল কফ উৎক্লেশ ছর্দ্দি ও শ্বাস নাশক, বাতশ্লেষ্ম ও বিবন্ধ নাশক, গুরুপাক এবং পিত্তকর। ঐরাবত ফল (নেবুবিশেষ)—অম্লরস বিশিষ্ট দন্তের জড়তা কারক এবং রক্ত পিত্ত কারী।

ক্ষীরবৃক্ষ-ফল জাম্বব রাজাদন তোদন তিন্দুক বকুল ধন্বন অশ্মন্তক অশ্বকর্ণ ফল্‌গু পরূষক গাঙ্গেরুকী পুষ্কর-বর্ত্তী বিল্ব ও বিম্বী প্রভৃতি। এই সকল ফল শীতল কফ ও পিত্ত নাশক, মল-সংগ্রাহক রুক্ষ এবং কষায়-মধুর। ক্ষীর বৃক্ষফল, (১) গুরু বিষ্টম্ভী শীতল কষায় অম্লরস যুক্ত মধুর এবং অধিক বায়ুবৃদ্ধিকর নহে। জাম্বব ফল,——অতিশয় বায়ুবৃদ্ধিকর, মল সংগ্রাহক এবং কফ ও পিত্ত নাশক। রাজাদন ফল,——স্নিগ্ধ স্বাদু কষায় এবং

---

(১) ন্যগ্রোধ (বটবৃক্ষ), উডুম্বর (যজ্ঞ ডুম্বুর), অশ্বত্থ, শিরীষ ও প্লক্ষ (পাকুড়) এই পঞ্চ বৃক্ষকে ক্ষীর বৃক্ষ বলে। যথা ন্যগ্রোধো-ডুম্বুরোশ্বত্থ শিরীষ প্লক্ষ পাদপাঃ। পঞ্চৈতে ক্ষীরিণো বৃক্ষা স্তেষাং ত্বক্ পঞ্চ লক্ষণম্॥

গুরুপাক। তোদন ফল,——কষায়, মধুর রুক্ষ এবং কফ বায়ুর শান্তিকর, অম্ল উষ্ণ লঘু সংগ্রাহী স্নিগ্ধ, পিত্ত ও অগ্নিবৃদ্ধিকর। তিন্দুক ফল,——কাঁচা তিন্দুক, কষায় সংগ্রাহী বায়ুবৃদ্ধিকর ও বিপাকে গুরু। পক্ক-তিন্দুক মধুর এবং কফ ও পিত্তের দমন কারী। বকুল ফল,——মধুর কষায় স্নিগ্ধ সংগ্রাহী দন্তের দৃঢ়তা কারক ও প্রসন্নকর। ধন্বন ফল,——কষায় হিম স্বাদু এবং কফ ও বায়ুনাশক। গাঙ্গেরুকী (গোরক্ষ চাউলিয়া) ও অশ্মন্তক (আবুটা) ফল,—পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট। ফল্গু-ফল, (কাকডুমুর)--বিষ্টম্ভী মধুর স্নিগ্ধ তৃপ্তিকর গুরু অত্যম্লঈষৎ মধুর পশ্চাৎ কষায় রস বিশিষ্ট এবং লঘু। পরূষক ফল, (ফরুষা)—কাঁচা—পরূষক বাতনাশক ওপিত্ত কর। পক্ক পরূষক মধুর ও বাতপিত্ত নিবারক। পুষ্কর বর্ত্তী—[পদ্মবীজ] স্বাদু বিষ্টম্ভী বলকর কফকর গুরু পরিপাকে মধুর শীতল ও রক্ত পিত্ত পরিষ্কারক। বিল্বফল,—কচিবেল, কফ ও বায়ু নাশক তীক্ষ্ণ স্নিগ্ধ সংগ্রাহী দীপন কটু তিক্ত কষায় ও উষ্ণ। পক্ক বিল্ব, পশ্চাৎ মধুর রস বিশিষ্ট গুরু পাক বিদাহী বিষ্টম্ভকর, এবং দোষকারী।

অশ্বকর্ণ [শালবৃক্ষ বিশেষ] ও বিম্বীফল,——স্তন্য কারক কফ ও পিত্ত- দমনকারী এবং তৃষ্ণা দাহ জ্বর রক্তপিত্ত কাস শ্বাস ও ক্ষয় এই সকল রোগ নাশ করিয়া থাকে।

তাল নারিকেল পনস ও মোচ প্রভৃতি ফলসকল পরিপাকে ও রসে মধুর, বাত পিত্ত নাশক বলপ্রদ স্নিগ্ধকর ও হিম-গুণ-সম্পন্ন। তাল ফল,——স্বাদুরস বিশিষ্ট, গুরুপাক ও পিত্ত দমন কারী। তাল বীজ (তালের আঁঠি)—

পরিপাকে মধুর মূত্রবৃদ্ধিকর এবং বায়ু ও পিত্ত নাশক। নারিকেল,——গুরুপাক স্নিগ্ধ গুণ বিশিষ্ট পিত্ত-নাশক স্বাদু শীতল বল ও মাংস বৃদ্ধিকর মুখপ্রিয় বৃংহণ এবং বস্তি শোধন কর। পনস, (কাঁটাল)—কষায় রস বিশিষ্ট স্বাদুরস স্নিগ্ধ এবং গুরুপাক। মোচফল—(কদলী)—স্বাদুরস বিশিষ্ট কষায়, অতিশীতল নয়, রক্তপিত্ত-নাশক বৃষ্য রুচিকর শ্লেষ্ম জনক ও গুরুপাক।

দ্রাক্ষা কাশ্মর্য্য (গম্ভারী) মধূক-পুষ্প খর্জ্জুর প্রভৃতি। ইহারা, রক্ত-পিত্তহর গুরু ও মধুর। ইহাদিগের মধ্যে দ্রাক্ষা-ফল সারক স্বরের হিতকর মধুর স্নিগ্ধ শীতল, রক্তপিত্ত জ্বর শ্বাস তৃষ্ণা দাহ ও ক্ষয়-রোগ নাশক।

কাশ্মর্য্য-ফল——হৃদ্য মূত্রবদ্ধের শান্তিকর রক্তপিত্ত ও বায়ু নাশক, কেশের হিতকর রসায়ন ও মেধাজনক।

খর্জ্জুর ফল,——ক্ষত ও ক্ষয়রোগ নাশক, হৃদ্য শীতল তৃপ্তিকর গুরুপাক রসে ও পাকে মধুর এবং রক্তপিত্ত দমন কারী।

মধূক পুষ্প——পুষ্টিকর মুখের অপ্রিয় এবং গুরু, কিন্তু তাহার ফল বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর।

বাতাম (বাদাম) আক্ষোড় (আক্ষোট ফল) অভিষুক নিচুল (স্থল বেতস) পিচু (ময়নাফল) নিকোচক (আকোড়ফল) ঊরুমান প্রভৃতি ফল সকল, পিত্ত শ্লেষ্মা নাশক, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ গুরুপাক বৃংহণ, বায়ু নাশক বলকর এবং মধুর।

লবলী (নোয়াড়ি) ফল,——কষায়, কফ ও পিত্ত নাশক কিঞ্চৎ তিক্তরস বিশিষ্ট রুচিকর মুখপ্রিয় সুগন্ধী এবং বিশদ।

বসির (গজপিপ্পলী) ফল,——পাকে শীতল ব্রণকর মলমূত্ররোধক বিষ্টম্ভী দুর্জর রুক্ষ শীতল বায়ুর প্রকোপকর, বিপাকে মধুর এবং রক্ত পিত্ত নাশক।

টঙ্ক (নীলকপিথ্য) ফল, ——শীতল কষায় মধুর বায়ুর প্রকোপকর এবং গুরুপাক।

ইঙ্গুদী ফল,——স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ, তিক্ত অথচ মধুর এবং বাত-শ্লেষ্মনাশক।

শমী-ফল,—গুরুপাক স্বাদু রুক্ষ উষ্ণ এবং কেশ-নাশক।

শ্লেষ্মাতক (বহুবার) ফল, গুরুপাক, কফকারী মধুর শীতল।

করীর [কোঁড়া] অক্ষক ও পীলু, ইহারা তৃণ-শূন্য ফল। স্বাদু তিক্ত কটু ও উষ্ণ, কফ এবং বায়ু-নাশক। ইহা-দিগের মধ্যে পীলু ফল তিক্ত পিত্তকর সারক বিপাকে কটু তীক্ষ্ণ উষ্ণ তৈলাক্ত ও কফ এবং বায়ুর শান্তিকর।

তুবরক ফল,——ব্রণকর কষায় ও পরিপাকে কটু, উষ্ণ ক্রিমি জ্বর আনাহ [বিষ্ঠামূত্ররোধক রোগ বিশেষ] মেহ ও উদাবর্ত্ত [১] নাশক।

করঞ্জ কিংশুক ও অরিষ্ট (নিম্ব) ফল,—কুষ্ঠ গুল্ম উদরী ও অর্শ রোগ নাশক পরিপাকে কটু এবং ক্রিমি ও প্রমেহ নাশক।

বিড়ঙ্গফল,——রুক্ষ উষ্ণ পরিপাকে কটু, লঘু বায়ু এবং

(১) বাত ব্যাধি। যথা " যত্রোর্দ্ধং জায়তে বায়ো রাবেগঃ স চিকিৎসকৈঃ। উদাবর্ত্ত ইতি প্রোক্তো ব্যাধিঃ " ইত্যুক্ত লক্ষণাক্রান্ত-বাতব্যাধি।

কফ-নাশক তিক্ত বিষের পক্ষে অল্প উপকারী এবং কৃমি নাশক।

অভয়া (চম্পাদেশজাত পঞ্চশিরা হরীতকী) ফল—ব্রণের হিতকর উষ্ণ সারক মেধ্য দোষনাশক শোফ ও কুষ্ঠ নাশক কষায় অগ্নিকর অম্ল এবং চক্ষুর হিতকর।

অক্ষফল (বয়ড়া) ভেদকর লঘু রুক্ষ উষ্ণ স্বরের ব্যাঘাতকর ক্রিমিনাশক চক্ষুর হিতকর পরিপাকে স্বাদু, কষায় এবং কফ ও পিত্ত নাশক।

পূগফল (সুপারি) কফ ও পিত্ত নাশক রুক্ষ মুখের ক্লেদ ও মল নাশক কষায় রস বিশিষ্ট ঈষৎ মধুর এবং কিঞ্চিৎ সারক।

জাতিকোশ (জয়িত্রী) কর্পূর, জাতীফল (জায়ফল) কটুক (কট্‌কী) কক্কোলক (কাঁকলা) এবং লবঙ্গ, ইহারা তিক্ত কটু কফনাশক লঘু তৃষ্ণানাশক এবং মুখের ক্লেদ ও দুর্গন্ধ নাশক। কর্পূর, তিক্তরস বিশিষ্ট সুরভি শীতল এবং লঘুপাক, তৃষ্ণা ও মুখশোষে এবং মুখের বিরসতা ঘটিলে উপকারী।

লতা-কস্তুরিকা——পূর্ব্বোক্ত গুণ-সম্পন্ন, শীতল এবং বস্তির বিশোধন কর।

পিয়াল-মজ্জা———মধুর বৃষ্য, বায়ু এবং পিত্ত নাশক।

বিভীতকী-মজ্জা———মত্ততাজনক, কফ এবং বায়ু নাশক।

কোল-মজ্জা,——কষায় মধুর পিত্তনাশক তৃষ্ণা ছর্দ্দি ও বায়ু নাশক। আমলক-মজ্জাও এই রূপ গুণ-সম্পন্ন।

বীজপূরক [টাবানেবু] শম্পাক (সোঁদাল) ও কোশাম্র

মজ্জা, পরিপাকে স্বাদু, অগ্নি ও বলকর, স্নিগ্ধ এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক।

এস্থলে যে যে ফলের যে রূপ বীর্য্য নির্দ্দেশ করা হইল, সেই সেই ফলের মজ্জারও সেইরূপ বীর্য্য জানিবে।

যে সকল ফলের কথা বলা হইল, ইহারা পরিপক্ব হইলেই গুণকারী হয়, কেবল বিল্বফল অপরিপক্ব অবস্থাতে অধিক গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অপক্ক বিল্ব—মলসংগ্রাহক উষ্ণ অগ্নিবৃদ্ধিকর কষায় কটু এবং তিক্ত-রস-বিশিষ্ট।

যে সকল ফল ব্যাধিযুক্ত বা কীট-ক্ষত, যাহারা অধিকতর পরিপক্ক, যাহারা অসময়ে জন্মায়, এবং বিপরীত ঋতুতে উৎপন্ন হয়, সে সকল ফল পরিত্যাগ করিবে।

শাক-বর্গ।

পুষ্পাফল অলাবু কালিন্দক প্রভৃতি শাকবর্গ। ইহারা পিত্তঘ্ন, বায়ু ও ঈষৎ কফের বর্দ্ধনকর, মলমূত্র-জনক এবং রস ও পাকে স্বাদু। তাহার মধ্যে কুষ্মাণ্ড, বাল (নূতনজাত) হইলে পিত্তঘ্ন, মধ্য অবস্থায় কফকর, এবং পক্ক হইলে লঘু উষ্ণ সক্ষার অগ্নিকর বস্তিশোধনকর, সকল প্রকার দোষের শান্তিকর, হৃদ্য এবং মানসিক বিকারে পথ্য। কালিন্দ,—দৃষ্টি ও শুক্রের ক্ষয়কারী, ও কফ বাতের বর্দ্ধনকারী। অলাবু,—মলভেদক রুক্ষ গুরুপাক ও অতিশয় শীতল। তিক্ত অলাবু, হৃদ্য। এবং বামনী (বাউনে লাউ) বাত পিত্তের শান্তিকর।

ত্রপুস [শশা] এর্ব্বারু [কাঁকুড়] কর্ক্কারু [কুষ্মাণ্ড] শীর্ণবৃন্ত [তরমুজ] প্রভৃতি, গুরুপাক বিষ্টম্ভী শীতল স্বাদু কফকর মল-মূত্র-জনক সক্ষার এবং মধুর। ত্রপুস, নবজাত ও নীল বর্ণ হইলে পিত্তনাশক, এবং পক্ক হইলে কফকর ও পাণ্ডুরোগ জনক, অম্ল বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর। এর্ব্বারু ও কর্ক্কারু, পক্ক হইলে কফবাতের বর্দ্ধনকর সক্ষার মধুর অগ্নিকর অথচ অধিক পিত্তকর নহে। শীর্ণবৃন্ত,—সক্ষার মধুর কফের শান্তিকর ভেদক লঘু অগ্নিকর হৃদ্য এবং আনাহ ও অষ্ঠিলা রোগের শান্তিকর।

পিপ্পলী মরিচ শৃঙ্গবের [শুণ্ঠী] আর্দ্রক হিঙ্গু জীরক কুস্তুম্বুরু [ধনে] জম্বীর সুমুখ সুরসা অর্জ্জক ভূস্তৃণ সুগন্ধ কাসমর্দ্দ [কালকাসুন্দে] কালমান [কৃষ্ণজীরক] কুঠের [পর্ণাশ বৃক্ষ] ক্ষবক [অপামার্গ] খরপুষ্প (বর্ব্বরী শাক) শিগ্রু [সজিনা] মধুশিগ্রু [রক্তশোভাঞ্জন] ফণিজ্ঝক [তুলসীবিশেষ] সর্ষপ, রাজিকা [শ্বেতশর্ষপ] কুলাহল [কুকুরসোঙ্গা] বেণু গণ্ডীর তিলপর্ণিকা [রক্তচন্দন] বর্ষাভূ (পুনর্ণবা) চিত্রক মূলক পোতিকা লশুন পলাণ্ডু কলায় প্রভৃতি, কটু উষ্ণ রুচিকর বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর এবং নানা প্রকার পাকের সংস্কারে ব্যবহার্য্য। তাহার মধ্যে পিপ্পলী ও আর্দ্রক, শ্লেষ্মা-জনক, গুরুপাক স্বাদু ও শীতল। ইহারা শুষ্ক হইলে, কফ বায়ুর শান্তিকর বৃষ্য অথচ পিত্তকর নহে। পাক্য (লবণ বিশেষ) আর্দ্রক ও মরিচ একত্র সংযোগে স্বাদু গুরুপাক ও শ্লেষ্মা-স্রাবী। ইহারা শুষ্ক হইলে, কটু উষ্ণ লঘু অবৃষ্য ও কফ বাতের শান্তিকর। শ্বেত-মরিচ, অধিক উষ্ণবীর্য্য বা অধিক

শীতবীর্য্য নহে, সকল প্রকার মরিচ অপেক্ষা গুণকারী, বিশেষতঃ চক্ষুর উপকারী। শুণ্ঠী,—কফ বাতের শান্তিকর কটু, পাকে মধুর বৃষ্য উষ্ণ রুচিকর স্নেহযুক্ত (তৈলাক্ত পদার্থ বিশিষ্ট), লঘু ও অগ্নিকর। আর্দ্রক,—কফ বাতের শান্তিকর স্বরের হিতকর বিবন্ধ আনাহ ও শূলের শান্তিকর, কটু উষ্ণ রুচিকর হৃদ্য ও বৃষ্য। হিঙ্গু,—লঘু উষ্ণ পাচক অগ্নিকর কফ ও বাতের শান্তিকর কটু স্নিগ্ধ সারক তীক্ষ্ণ শূল অজীর্ণ ও কোষ্ঠের কঠিনতা নাশক। জীরক ও কৃষ্ণ জীরক, তীক্ষ্ণ উষ্ণ কটুপাক রুচিকর পিত্ত ও অগ্নির বর্দ্ধন কর। কারবী [তেজপত্র] ও উপকুঞ্জি [ছোটএলাচ] সেই রূপ গুণকারী। ইহারা ব্যঞ্জন প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। আর্দ্রা ও কুস্তুম্বরী একত্র সংযোগে স্বাদু সৌগন্ধ-যুক্ত ও হৃদ্য। ইহারা শুষ্ক হইলে, পাকে মধুর স্নিগ্ধ তৃষ্ণা ও দাহের শান্তিকর, সকল দোষের শান্তিকর কটু কিঞ্চিৎ তিক্ত ও নাড়ীপথের শোধনকর। জম্বীর [শাক], পাচক তীক্ষ্ণ কৃমি বাত ও শ্লেষ্মার শান্তিকর সুগন্ধি অগ্নিকর রুচিকর ও মুখের বৈশদ্য [নির্ম্মলতা] কারী। সুরস, কফ বায়ু বিষ শ্বাস কাস ও দুর্গন্ধের নাশক, পিত্তকর ও পার্শ্বশূলঘ্ন। সুমুখও সেই রূপ গুণকারী, অধিকন্তু. বিষের শান্তিকর। সুরস অর্জ্জক এবং ভূস্তৃণ, পাকে কটু, মধুর রস বিশিষ্ট, কফ বায়ুর শান্তিকর, পাচক ও কণ্ঠ-শোধনকর। কাসমর্দ্দও এই রূপ গুণকারী, অধিকন্তু সতিক্ত পিত্তনাশক। শিগ্রু, কটু সক্ষার মধুর ও তিক্ত এবং পিত্তকর। মধুশিগ্রু, সারক তিক্ত শোফঘ্ন অগ্নিকর কটু বিদাহী মল-মূত্র-রোধক রুক্ষ ও

তীক্ষ্ণোষ্ণবীর্য্য বিশিষ্ট। সর্ষপশাক, ত্রিদোষের বর্দ্ধনকর। চিত্রক এবং তিলপর্ণী, কফ ও শোফের নাশকারী এবং লঘু। বর্ষাভূ কফ বাতের শান্তিকর শোফ উদর ও অর্শরোগের হিতকর কটু ও তিক্তরস হৃদ্য রুচিকর ও অগ্নিকর। মূলক ও পোতিকা শাক, সকল প্রকার দোষের শান্তিকর, লঘু, ও কণ্ঠশোধনকর। অপক্ক হইলে গুরুপাক বিষ্টম্ভী তীক্ষ্ণ ও ত্রিদোষের বর্দ্ধনকর হয়। ঘৃত-সিদ্ধ হইলে পিত্তের ও কফবাতের শান্তি করে। এবং শুষ্ক হইলে, বিষ দোষের শান্তি করে ত্রিদোষের নাশ করে ও পাকে লঘু। মূলক ব্যতীত অপর সকল শাকই শুষ্ক হইলে বিষ্টম্ভী ও বায়ুর প্রকোপকর।

এই সকল শাকের পুষ্প পত্র এবং ফল উত্তরোত্তর লঘু। তাহাদিগের পুষ্পের দ্বারা কফ পিত্তের শান্তি হয়, ও ফলের দ্বারা কফ বায়ুর শান্তি হয়। রশুন,—স্নিগ্ধোষ্ণ তীক্ষ্ণ কটু পিচ্ছিল গুরুপাক সারক স্বাদু বলকর বৃষ্য মেধা-জনক, স্বর বর্ণ ও চক্ষুর হিতকর ও ভগ্নাস্থির সন্ধানকর। ইহাতে হৃদ্রোগ জীর্ণজ্বর কুক্ষিশূল কোষ্ঠরোধকতা গুল্ম অরুচি কাস ও শোফের শান্তি হয়, এবং অর্শ কুষ্ঠ অগ্নিমান্দ বায়ু কাস ক্রিমি ও কফেরও শান্তি হয়। পলাণ্ডু,—অতিশয় উষ্ণ বীর্য্য নহে, বায়ুর শান্তিকারী, কটু তীক্ষ্ণ গুরুপাক, অথচ অধিক শ্লেষ্মল নহে, বলকর পিত্তকর এবং কিঞ্চিৎ অগ্নিকর। ক্ষীর পলাণ্ডু, স্নিগ্ধ রুচিকর ধাতুর স্থৈর্য্যকারী, বলকর, মেধা, কফ ও পুষ্টি বর্দ্ধন কারী, পিচ্ছিল স্বাদু গুরুপাক ও রক্তপিত্তের পক্ষে প্রশস্ত। কলায় শাক, কফ ও পিত্তের

শান্তিকর, বায়ুর প্রকোপকর, গুরুপাক কষায় অম্লরস, এবং পাকে মধুর।

চুচ্চু [শাক বিশেষ] পূতিকা [পুঁই] তরুণী (ঘৃতকুমারী) জীবন্তী বিম্বীতিকা নন্দী ভল্লাতক চ্ছগলান্ত্রী বৃক্ষাদনী ফঞ্জী (বামন হাটী) শাল্মলী শেলু বনস্পতি প্রসব শণ কর্ব্বুদার কোবিদার প্রভৃতি কষায় তিক্ত অথচ স্বাদু, রক্ত পিত্তের শান্তিকর, কফঘ্ন বায়ুবর্দ্ধন-কর সংগ্রাহী ও লঘু। ইহাদিগের মধ্যে চুচ্চু, লঘুপাক কৃমিনাশক পিচ্ছিল ব্রণের হিতকর কষায় মধুর সংগ্রাহী ও ত্রিদোষের শান্তিকর। জীবন্তী, (জিয়নষষ্ঠি) চক্ষুর হিতকরী ও সর্ব্বদোষ-নাশিনী। বৃক্ষাদনী, (গাছের উপর যে গাছ জন্মে) বাতনাশক। ফঞ্জী,——অল্প বলকর। ক্ষীরবৃক্ষ ও উৎপল প্রভৃতির রস এবং পল্লব,—শীতল সংগ্রাহী এবং রক্ত-পিত্ত রোগে প্রশস্ত।

পুনর্ণবা বরুণ তর্কারী (জয়ন্তী) উরুবূক (এরণ্ড) বৎসাদনী (গুড়ুচী) ও বিল্বশাক প্রভৃতি উষ্ণ স্বাদু তিক্ত এবং বায়ুর শান্তিকর। পুনর্ণবা শাক অধিকন্তু শোফ নাশক।

তণ্ডুলীয়ক (নটেশাক) উপোদিকা (কলম্বাশাক) অশ্ব-বলা চিল্লী পালঙ্ক্য [পালঙ্] বাস্তূক (বেতোশাক) প্রভৃতি মলমূত্র-জনক সক্ষার মধুর অল্প বাতশ্লেষ্মার প্রকোপকর এরং রক্তপিত্তের শান্তিকর। ইহাদিগের মধ্যে তণ্ডুলীয়ক অতিশয় শীতল, রুক্ষ, রসে ও পাকে মধুর, রক্তপিত্ত ও মত্ততার শান্তিকর এবং বিষঘ্ন। উপোদিকা,—রসে ও পাকে মধুর, বৃষ্য বাত পিত্ত ও মত্ততার শান্তিকর, সারক স্নিগ্ধ বল-কর শ্লেষ্মাজনক ও হিম। বাস্তূক,—কটুপাক কৃমিনাশক

মেধা অগ্নি ও বলের বর্দ্ধনকর, সঙ্কার সকল দোষের শান্তি-কর রুচিকর এবং সারক। চিল্লী শাক, বাস্তুকের ন্যায় গুণ-কারী, এবং পালঙ্ক্য তণ্ডুলীয়কের ন্যায় গুণকারী। অধিকন্তু বায়ুর প্রকোপকর, মলমূত্র-রোধক রুক্ষ এবং পিত্ত-শ্লেষ্মার হিতকারী। আশ্ববল-শাক,——রুক্ষ মলমূত্র ও বায়ু রোধক।

মণ্ডূকপর্ণী (মঞ্জিষ্ঠা) সপ্তলা (পারুল) সুনিষণ্ণক (সুষুনি-শাক) সুবর্চ্চলা (অতসী) ব্রহ্মসুবর্চ্চলা পিপ্পলী গুড়ূচী গোজিহ্বা (গোজিবালতা) কাকমাচী (গুড়কামাই) প্রপুন্নাড় (চাকুন্দাবৃক্ষ) অবল্গুজ (সোমরাজ) সতীন (ক্ষুদ্রমটর) বৃহতী ও কণ্টকারীর ফল, পাটোল বার্ত্তাকু কারবেল্লক (করলা উচ্ছে) কটুকী কাকেবুক উরুবূক (এরণ্ড) পর্পটক (ক্ষেত্র পাপড়া) কিরাত তিক্ত (চিরেতা) কর্কোটক (কাংকরোল) অরিষ্ট (নিম্ব) কোশাতকী (ঝিঙা) বেত্রকরীর (বেতের ডগী) অটরূষক (বাসকফল) অর্কপুষ্প প্রভৃতি, রক্ত পিত্ত নাশক হৃদ্য লঘু এবং কুষ্ঠ মেহ জ্বর শ্বাস কাস ও অরুচির নিবৃত্তিকর। মণ্ডূক-পর্ণী,—কষায় পিত্তনাশক রসে ও পাকে মধুর, হিম ও লঘু। গোজিহ্বা-শাকও এইরূপ গুণকারী। সুনিষণ্ণক,——অবিদাহী ত্রিদোষের শান্তিকর এবং সংগ্রাহী। অবল্গুজ,—তিক্ত, পাকে কটু এবং পিত্ত শ্লেষ্মার শান্তিকর। সতীন-শাক,——ঈষৎ, তিক্ত, কটু, ত্রিদোষের শান্তিকর, অধিক উষ্ণ বা অধিক শীতল নহে, এবং কুষ্ঠঘ্ন। কাকমাচী শাকও এইরূপ গুণকারী। বৃহতী ও কণ্টকারীর ফল,—কণ্ডূ কুষ্ঠ ও কৃমি নাশক, কফবাতের শান্তিকর, কটু তিক্ত ও লঘু। পটোল,——কফ পিত্ত নাশক, ব্রণের হিতকর, উষ্ণ তিক্ত

অথচ বায়ুর প্রকোপকর নহে, পাকে কটু, বৃষ্য রুচিকর ও অগ্নিকর। বার্ত্তাকী,—কফ-বাতের শান্তিকর, তিক্ত, রুচিকর কটু লঘু ও অগ্নিকর। পক্ব হইলে ক্ষার যুক্ত ও পিত্তকর হইয়া থাকে। কর্কোটক, এবং কারবেল্লকও এই রূপ গুণকারী। অটরূষক বেত্রকরীর গুড়ুচী নিম্ব পর্প্পটক এবং কিরাত-তিক্ত, (চিরেতা) ইহারা তিক্ত ও পিত্তশ্লেষ্মার শান্তিকর। বরুণ ও প্রপুন্নাড় শাক,—কফ নাশক রুক্ষ লঘু শীতল ও বাত-পিত্তের প্রকোপকর। কাল শাক,—এইরূপ গুণকারী, অধিকন্তু কটু অগ্নিকর ও গরলের শান্তিকর। কৌসুম্ভ শাক,—মধুর রুক্ষ উষ্ণ শ্লেষ্মানাশক ও লঘু। নালিকা শাক,—বায়ুর প্রকোপকর মধুর এবং পিত্তঘ্ন। চাঙ্গেরী, গ্রহণী ও অর্শ রোগের শান্তিকর, উষ্ণ কষায় মধুর অগ্নিকর, এবং অম্ল রস বিশিষ্ট হইলে বাত শ্লেষ্মার শান্তিকর হয়।

লোণিকা জাতুকপর্ণী পত্তুর জীবক সুবর্চলা (অতসী) কুরুবক (রক্তঝিণ্টী) কঠিঞ্জর (তুলসী) কুন্তলিকা (গড়গড়ে) কুরণ্টিকা পীতঝিণ্টী প্রভৃতি রসে ও পাকে মধুর, শীতল কফঘ্ন অধিক পিত্তকর নহে, পশ্চাৎ লবণ রস বিশিষ্ট, রুক্ষ সক্ষার বায়ুর প্রকোপকর ও সারক। কুন্তলিকা শাক—মধুর তিক্ত এবং কুরণ্টিকা কষায় রস বিশিষ্ট। রাজক্ষবক শাক (রাইসর্ষা) ও সটী শাক,—সংগ্রাহী শীতল ও লঘু। ইহাদিগের দ্বারা কোন দোষের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। হরিমন্থ (ছোলা) শাক, রসে ও পাকে মধুর এবং দুর্জর (সহজে জীর্ণ হয় না)। কলায় শাক, ভেদক মধুর রুক্ষ ও বায়ুর প্রকোপকর। পূতিকরঞ্জের (নাটা-করঞ্জ) পত্র,—শিথিলকর, কটুপাক, লঘু, বাত-শ্লেষ্মার শান্তিকর,

শোফঘ্ন এবং উষ্ণবীর্য্য। তাম্বূল পত্র,—তীক্ষ্ণোষ্ণ কটু ও পিত্ত-প্রকোপকর, সুগন্ধি বিশদ তিক্ত, স্বরের হিতকর, বাত-শ্লেষ্মার শান্তিকর, শিথিলকর, কটুপাক কষায় অগ্নিকর এবং বক্ত্র কণ্ডু (মুখে যে চুলকনা হয়) মলের ক্লেদ ও দুর্গন্ধ প্রভৃতি শোধন করে।

পুষ্প বর্গ।

কোবিদার [রক্তকাঞ্চন] শণ ও শাল্মলী পুষ্প,——মধুর পাকে মধুর এবং রক্ত পিত্ত নাশক।

বৃষ (বাসক) ও অগস্ত্য (বক) পুষ্প,——তিক্ত, পরিপাকে কটু এবং ক্ষয়-কাশ নাশক।

মধুশিগ্রু (রক্তশোভাঞ্জন) ও করীর, পরিপাকে কটু বাত নাশক এবং মল মূত্রের সঞ্চয়-কর।

অগস্ত্য পুষ্প, অতি শীতলও নহে, অতি উষ্ণও নহে, এবং রাত্র্যন্ধ (রাত কানা) ব্যক্তির পক্ষে উপকারী। রক্ত বৃক্ষ নিম্ব মুষ্কক [ঘণ্টাপারুল] অর্ক ও আসন এই সকল বৃক্ষের পুষ্প, কফ ও পিত্তহারী এবং কুটজ [কুরচী] কুষ্ঠরোগ নাশক। পদ্ম পুষ্প ঈষৎ তিক্ত মধুর শীতল এবং পিত্ত ও কফ নাশক। কুমুদ পুষ্প, মধুর পিচ্ছিল স্নিগ্ধ আনন্দকর এবং শীতল। কুবলয়(নীল কুমুদ) ও উৎপল (নীল পদ্ম), কুমুদ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন গুণ-বিশিষ্ট। সিন্ধুবার [নিসিন্ধা] পুষ্প, হিতকর ও পিত্ত-বিনাশকারী। মালতী ও মল্লিকা পুষ্প, তিক্ত রস বিশিষ্ট এবং সদ্‌গন্ধ প্রযুক্ত পিত্ত-নাশক। বকুল পুষ্প, সুগন্ধী বিশদ ও হৃদ্য। পাটল পুষ্প ও ঐরূপ। নাগ (নাগকেশর) ও কুঙ্কুম পুষ্প, শ্লেষ্মা পিত্ত ও বিষ নাশক। চম্পক

পুষ্প, রক্ত পিত্ত নাশক শীতল অথচ উষ্ণ এবং কফ নাশক। কিংশুক [পলাস] ও কুরণ্টক [পীতঝিণ্টী] পুষ্প, কফ ও পিত্তনাশক। যে যে বৃক্ষের যে যে গুণ, সেই সেই পুষ্পেরও সেই সেই গুণ জানিবে। মধুশিগ্রু ও করীর——কটু এবং শ্লেষ্মা নাশক।

ক্ষবক কুলেচর বংশকরীর প্রভৃতি কফ নাশক ও মলমূত্রের সঞ্চয়কর। ইহাদিগের মধ্যে ক্ষবক কৃমিকর পরিপাকে স্বাদু, পিচ্ছিল বিস্যন্দী বায়ুবৃদ্ধিকর এবং অতিশয় পিত্তশ্লেষ্মকর নহে। বংশকরীর [বাঁশের কোড়া],—কফ কর, রসে ও পাকে মধুর, বিদাহী বাতকর, কষায় রস বিশিষ্ট ও রুক্ষ।

পলাল ইক্ষু করীষ-বেণু ও ভূমিজাত উদ্ভিদ্। হইাদিগের মধ্যে পলাল [শস্যশূন্য ধান্যকাণ্ড পোয়াল] জাত উদ্ভিদ্, মধুর, পরিপাকে মধুর রুক্ষ এবং দোষ নাশক। ইক্ষু জাত [১] উদ্ভিদ্, মধুর পশ্চাৎ কষায় রস বিশিষ্ট কটু এবং শীতল। করীষ [শুষ্কগোময়] জাত উদ্ভিদ্ ইক্ষু-জাত উদ্ভিদের তুল্য গুণ বিশিষ্ট, উষ্ণ কষায় রস বিশিষ্ট এবং বায়ুর প্রকোপকর। বেণু-জাত উদ্ভিদ্ [১] কষায় রস বিশিষ্ট ও বায়ুর প্রকোপকর। ভূমি-জাত উদ্ভিদ্ গুরু পাক এবং অতিশয় বায়ুর প্রকোপ-কর নহে। ভূমি হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার ভূমির তুল্য রস বিশিষ্ট।

পিণ্যাক তিল-কল্ক স্থূণিকা ও শুষ্কশাক প্রভৃতি, সকল

(১) আকের খোয়া স্তূপ হইয়া থাকিলে তাহাতে যে কোরক জন্মে।

(১) বাঁশে যে শ্বেত বর্ণ ছাতার মত কোরক জন্মে।

দোষের প্রকোপকর। সকল বটক [পিষ্টক বিশেষ] বিষ্টম্ভী ও বায়ুর প্রকোপকর। সিণ্ডাকী বায়ু-বৃদ্ধিকর রুচিকর সান্দ্র ও অগ্নিকর। সর্ব্ব প্রকার শাকই মলভেদক গুরুপাক রুক্ষ প্রায়ই বিষ্টম্ভী ও দুর্জ্জর এবং কষায় রস বিশিষ্ট মধুর রস বলিয়া কথিত আছে।

পুষ্প পত্র ফল নাল [ডাঁটা] ও কন্দ [মূল] ইহারা যথা ক্রমে গুরু। কর্কশ অতিশয় জীর্ণ কীটক্ষত অস্থানজাত এবং অকাল-উৎপন্ন, এরূপ পত্র ও শাক পরিত্যাগ করিবে।

ইহার পর কন্দ সকল বলা যাইতেছে ঃ——

বিদারীকন্দ ভূমিকুষ্মাণ্ড শতাবরী [শতমূলী] বিস মৃণাল শৃঙ্গাটক [পানিফল] কশেরুক [কেশুর] পিণ্ডালুক [গোলআলু] মধ্বালুক [মৌআলু] হস্ত্যালুক কাষ্ঠালুক শঙ্খালুক [শাখআলু,] রক্তালুক [রাঙ্গাআলু] ইন্দীবর ও উৎপল কন্দ প্রভৃতি। ইহারা রক্তপিত্ত-নাশক শীতল মধুর গুরুপাক শুক্র ও স্তন্য বৃদ্ধি কর।

বিদারীকন্দ——মধুর বৃংহণ বৃষ্য শীতল স্বরের হিতকর অতিশয় মূত্র বৃদ্ধিকর বলকর এবং বায়ু ও পিত্ত নাশক।

শতাবরী (শতমূলী) বাত পিত্ত নাশক বৃষ্য স্বাদু ও তিক্ত রস বিশিষ্ট, অতিশয় মুখপ্রিয়, মেধা অগ্নি ও বলের বর্দ্ধনকর। ইহার অঙ্কুর গ্রহণী ও অর্শবিকার নাশক, বৃষ্য শীতল ও রসায়ন, কফ ও পিত্ত নাশক এবং তিক্ত রস বিশিষ্ট।

বিস [পদ্মাদির মৃণাল] অবিদাহী রক্ত পিত্তের প্রসন্নকর বিষ্টম্ভী দুর্জ্জর রুক্ষ বিরস ও বায়ুকর। শৃঙ্গাটক ও কশেরুক

গুরুপাক বিষ্টম্ভী ও শীতল। পিণ্ডালুক, কফকর গুরুপাক এবং বায়ুর প্রকোপকর। সুরেন্দ্র-কন্দ শ্লেষ্ম-নাশক পরিপাকে কটু এবং পিত্তকর। বংশকরীর (বাঁশের কোড়া) গুরুপাক কফ এবং বায়ুর প্রকোপকর।

স্থূল সূরণ [ওল] মাণক প্রভৃতি কন্দ সকল ঈষৎ, কষায় রসবিশিষ্ট, কটু রুক্ষ বিষ্টম্ভী গুরুপাক কফ ও বায়ুর বৃদ্ধিকর এবং পিত্ত নাশক।

মাণক [মাণকচু] স্বাদু শীতল অথচ গুরু। স্থূল কন্দ অতিশয় উষ্ণ নহে, এবং সূরণ গুদকীল [মলরোধকরোগ] নাশক। কুমুদ উৎপল ও পদ্ম কন্দ সকল বায়ুর প্রকোপকর, কষায় রস বিশিষ্ট পিত্ত-শান্তিকর পরিপাকে মধুর এবং হিমগুণ সম্পন্ন।

বারাহ-কন্দ শ্লেষ্ম-নাশক রসে ও পাকে কটু, মেহ কুষ্ঠ ও কৃমি নাশক বলকর বৃষ্য ও রসায়ন।

তাল নারিকেল ও খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষের মস্তকের মজ্জা অর্থাৎ মাতি, পাকে ও রসে স্বাদু, রক্ত-পিত্ত নাশক শুক্রের বৃদ্ধিকর বায়ু-নাশক এবং কফের বৃদ্ধিকর।

নূতন-জাত, ঋতুবিপর্য্যয়ে উৎপন্ন, জীর্ণ ব্যাধিযুক্ত কীটক্ষত এবং যাহারা উত্তম রূপে বিরূঢ় নাহয় এরূপ কন্দ সকল পরিত্যাগ করিবে।

লবণ বর্গ।

সৈন্ধব সামুদ্র বিড় সৌবর্চ্চল রোমক ও উদ্ভিদ প্রভৃতি লবণ সকল পর পর ক্রমে উষ্ণ, বায়ুনাশক এবং কফ ও পিত্তকর। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে স্নিগ্ধ, স্বাদু ও মল মূত্রের সঞ্চয় কর।

সৈন্ধব লবণ——চক্ষুর হিতকর মুখপ্রিয় রুচিকর লঘু অগ্নি-বৃদ্ধিকর স্নিগ্ধ মধুররস বিশিষ্ট বৃষ্য শীতল দোষ-নাশক এবং সকল লবণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

সামুদ্র লবণ——পরিপাকে মধুর অতিশয় উষ্ণ নহে অবিদাহী ভেদক ঈষৎ স্নিগ্ধ শূলনাশক এবং অতিশয় পিত্ত-কর নহে।

বিট্ লবণ—সক্ষার অগ্নিকর রুক্ষ শূল ও হৃদ্রোগ নাশক রুচিকর তীক্ষ্ণ উষ্ণ এবং বায়ুর অনুলোম কর।

সৌবর্চ্চল [কৃষ্ণ] লবণ—পরিপাকে লঘু উষ্ণ-বীর্য্য বিশদ কটু গুল্ম শূল ও বিবন্ধ নাশক মুখপ্রিয় সুরভি এবং রুচিকর।

রোমক [পাংশু] লবণ—তীক্ষ্ণ অতিশয় উষ্ণ স্ত্রীসংসর্গের বর্দ্ধন-কর পাকে কটু বায়ুনাশক লঘু বিষ্যন্দী সূক্ষ্ম মলভেদ-কর এবং মূত্রকর।

ঔদ্ভিদ্ লবণ—লঘু তীক্ষ্ণ উষ্ণ উৎক্লেদী (হৃদয় ও গলদেশে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়া), সূক্ষ্ম, বায়ুর অনুলোমকারী, তিক্ত কটু এবং সক্ষার।

গুটিকা লবণ, কফ বায়ু ও কৃমির শান্তি-কর লেখনকর পিত্ত প্রকোপকর অগ্নিকর পাচক ও ভেদক।

উষক্ষার (ক্ষার মৃত্তিকা সম্ভূত লবণ) বালুকেল, পর্ব্বতের মূল দেশস্থ আকর হইতে উৎপন্ন, কটু ছেদনকর।

যবক্ষার (১) স্বর্জিকাক্ষার (সাজীমাটী) পাকিম ও টঙ্কণ [সোহাগা] ইহারা গুল্ম অর্শঃ গ্রহণী দোষ ও শর্করা অশ্মরীর

(১) যবের শূক ভষ্মকরিয়া যে ক্ষার প্রস্তুত হয় তাহাকে যবক্ষার বলে।

নাশকারী। সকল ক্ষারই পাচক ও রক্ত পিত্ত জনক। ইহাদিগের মধ্যে স্বর্জিকা ক্ষার ও যবশূক-জাত ক্ষার অগ্নিতুল্য, শুক্র ও শ্লেষ্মার দমনকারী অর্শ প্লীহা ও গুল্মের নাশক। উষক্ষার—উষ্ণ ও বায়ু শান্তিকর। প্রক্লেদী ও বলনাশক। পাকিম ক্ষার—মূত্রবস্তি শোধনকর মেদনাশক। টঙ্কণ ক্ষার—রুক্ষ বায়ু বর্দ্ধনকর শ্লেষ্মনাশক, পিত্ত দোষ জনক, অগ্নিকর এবং তীক্ষ্ণ।

স্বর্ণ,—স্বাদু হৃদ্য বৃংহণ রসায়ন ত্রিদোষের শান্তিকর শীতল চক্ষুর হিতকর এবং বিষনাশক।

রূপ্য,—অম্লরস বিশিষ্ট সারক শীতল তৈলাক্ত এবং বায়ু ও পিত্ত নাশক।

তাম্র—কষায় রস বিশিষ্ট মধুর লেখনকর শীতল ও সারক।

কাংস্য,—তিক্ত রস বিশিষ্ট লেখনকর চক্ষুর হিতকর এবং কফ ও বায়ুর শান্তিকারী।

লৌহ,—বায়ুবর্দ্ধক শীতল ও তৃষ্ণা পিত্ত ও কফ নাশক।

ত্রপু (রাং) ও সীসক,—কটু ও কৃমি নাশক, লবণ রস বিশিষ্ট এবং বিলেখন কর।

মুক্তা বিদ্রুম (পলা) বজ্র (হীরক) ইন্দ্রনীল বৈদুর্য্য ও স্ফটিক প্রভৃতি মণিসকল চক্ষুর হিতকর শীতল লেখন-কর ও বিষ নাশক। এই সকল ধারণ করিলে পবিত্রতা জন্মে এবং পাপ অলক্ষ্মী ও মল নাশ করিয়া থাকে। (১)

ধান্যবর্গ মাংসবর্গ ফলবর্গ ও শাকবর্গ অসংখ্য

(১) এস্থলে স্বর্ণ রৌপ্য লোহ মুক্তা বিদ্রুম প্রভৃতি অর্থে ইহাদিগের ক্ষার বা ভষ্ম বুঝিতে হইবে।

প্রকার প্রযুক্ত যে সকলের গুণ বলা না হইল, আস্বাদ ও উৎপত্তি বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমান্ বৈদ্য তাহাদিগের গুণের নির্ণয় করিবেন।

ষষ্টিকা গোধূম যব লোহিত শালি ধান্য মুগ আঢ়কী এবং মসূর, ধান্যবর্গের মধ্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ।

লাব তিত্তিরি সারঙ্গ কুরঙ্গ এণ কপিঞ্জল ময়ূর বর্ম্মী এবং কূর্ম্ম, মাংস-বর্গের মধ্যে এই সকলের মাংসই শ্রেষ্ঠ। দাড়িম আমলক দ্রাক্ষা খর্জ্জুর পরূষক পিয়াল ও মাতুলুঙ্গ, এই গুলি ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সতীন বাস্তুক চুচ্চু চিল্লী মূলক পোতিকা মণ্ডূকপর্ণী ও জীবন্তী এইগুলি শাকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঘৃত ও দুগ্ধের মধ্যে গব্যই শ্রেষ্ঠ। লবণের মধ্যে সৈন্ধব, অম্লের মধ্যে আমলকী ও দাড়িম, কটুরসের মধ্যে পিপ্পলী ও শুণ্ঠী, তিক্তের মধ্যে পটোল ও বার্ত্তাকু, মধুর রসের মধ্যে ঘৃত ও ক্ষৌদ্র, কষায় রসের মধ্যে পূগফল ও পরূষক ইহারাই প্রশস্ত। ইক্ষু-বিকারের মধ্যে শর্করা, ও পানের পক্ষে মধ্বাসব ও মৈরেয় আসব প্রশস্ত। ধান্য, সম্পূর্ণ এক বৎসরের হইলে, মাংস, মধ্যম বয়স্ক পশুর হইলে, অন্ন, সংস্কৃত ও অপর্য্যুসিত হইলে, এবং পরিমিত ভাবে গৃহীত হইলে, ফল পর্য্যাগত (যথাকালে উৎপন্ন) হইলে, এবং শাক, অশুষ্ক তরুণ ও নূতন হইলে প্রশস্ত বলা যায়।

অতঃপর কৃতান্নের গুণ বিস্তার পূর্ব্বক কহিতেছি। শরীর বিশুদ্ধ (রোগশূন্য) হইলে, লাজমণ্ডই পথ্য। ইহা পাচন ও অগ্নিকর। পিপ্পলী ও শুণ্ঠীযুক্ত হইলে মুখপ্রিয় ও বায়ুর অনুলোমকারী হইয়া থাকে। ঐ মণ্ড পেয় হইলে

স্বেদ ও অগ্নি জনক, লঘু, বস্তি-শোধনকর, ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি ও গ্লানি-নাশক এবং বায়ুর অনুলোমকারী হইয়া থাকে। এবং বিলেপী হইলে তৃপ্তিকর মুখপ্রিয় সংগ্রাহী বলকর স্বাদু লঘু অগ্নিকর এবং ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তিকর হইয়া থাকে। যবের মণ্ড——হৃদ্য তৃপ্তিকর বৃষ্য পুষ্টিকর ও বলকর। শাক মাংস বা কোন ফলের সহিত মিলিত হইলে অতিশয় গুরুপাক হইয়া উঠে। সিক্‌থ শূন্য হইলে, "মণ্ড" বলা যায় এবং সিক্‌থ সংযুক্ত হইলে "পেয়" বলা যায় এবং অতিশয় শিক্‌থ যুক্ত হইলে "বিলেপী" বলা যায়। বিলেপী অত্যন্ত গাঢ়। পায়স—বিষ্টম্ভী (বায়ু ও মল মূত্রাদির রোধক), বলকর মেদ ও শ্লেষ্ম জনক এবং গুরুপাক। কৃশরা (১)—কফ ও পিত্ত জনক, বলকর ও বায়ুর শান্তিকর। ধৌত নির্ম্মল শুদ্ধ প্রিয় সুগন্ধী সুস্বিন্ন উষ্ণ ও সুপ্রস্রুত হইলে (ফেণ নিঃশেষে নিঃসারিত করিলে) অন্ন লঘু হয়। ধৌত প্রস্রুত বা স্বিন্ন না হইলে বা শীতল হইলে অন্ন গুরুপাক হইয়া থাকে। ভৃষ্ট-তণ্ডুল, লঘু সুগন্ধি এবং কফ নাশক। স্নেহ মাংস ফল কন্দ বিদল অম্ল অথবা দুগ্ধের সহিত পাক করা হইলে, গুরুপাক পুষ্টিকর ও বলকর হইয়া থাকে। ব্যঞ্জন—সুস্বিন্ন তুষহীন ঈষৎ ভর্জ্জিত হইলে লঘু ও হিতকর হইয়া থাকে। শাক, সিদ্ধ ও নিষ্পীড়িত করিয়া (জল বাহির করিয়া ফেলিয়া), ঘৃতে বা তৈলে সংস্কার করিলে হিতকর

(১) খিচড়ী। যথা, তণ্ডুলা দালি-সংমিশ্রা লবণার্দ্রক হিঙ্গুভিঃ। সংযুক্তাঃ সলিলৈঃ সিদ্ধা কৃশরা কথিতা বুধৈঃ। ইতি ভাবপ্রকাশঃ। তণ্ডুল ও দালি একত্রে মিশাইয়া লবণ আর্দ্রক ও হিঙ্গুর সহিত একত্র সংযোগে জল দ্বারা সিদ্ধ করিলে তাহাকে কৃশরা বলে।

হয়। স্বিন্ন নিষ্পীড়িত ও স্নেহ—সংস্কৃত না হইলে অহিত-কর হয়। মাংস, স্বভাবতই বৃষ্য স্নিগ্ধকর ও বলকর। স্নেহ ঘোল ধান্যাম্ল ফলাম্ল ও কটু রসের সহিত পাক করিলে, মাংস, হিতকর বলকর রুচিকর পুষ্টিকর ও গুরুপাক হয়। ঘোল ও গন্ধদ্রব্যের সহযোগে সংস্কৃত হইলে, পিত্ত ও কফ-জনক এবং বল মাংস ও অগ্নির বর্দ্ধনকর হয়। মাংস, পরিশুষ্ক হইলে, স্নিগ্ধ হর্ষজনক প্রীতিকর ও গুরুপাক হয়, এবং রুচি-কর ও বল মেধা অগ্নি, মাংস ওজঃ ও শুক্রের বর্দ্ধন কারী হয়। মাংস, উল্লুপ্ত ও পিষ্ট হইলে পাচকেরা তাহাকে উল্লুপ্ত কহে। পরিশুষ্কের ন্যায় গুণবিশিষ্ট হয় বলিয়া মাংস, অগ্নিপক্ক হইলে লঘু হইয়া থাকে। শূলিকা-গ্রথিত করিয়া ও প্রদিগ্ধ করিয়া [মাংসে মশলা প্রভৃতির লেপন করিয়া] অঙ্গারে পাক করিলে কিঞ্চিৎ গুরুপাক হয়। যে মাংস, উল্লুপ্ত ভর্জ্জিত পিষ্ট প্রতপ্ত বা কটাহে পক্ক অথবা পরিশুষ্ক প্রদগ্ধ শূলিকা-গ্রথিত অথবা এই রূপ অন্য কোন প্রকারে পাক করা হয়, তাহাও কিঞ্চিৎ গুরুপাক হইয়া থাকে। মাংস, তৈলে সোফ করিলে, উষ্ণ-বীর্য্য পিত্তকর ও গুরুপাক হয়। ঘৃতে পাক করিলে লঘু অগ্নির দীপ্তিকর মুখপ্রিয় রুচিকর দৃষ্টির প্রসন্নকর পিত্ত-নাশক, মনোজ্ঞ এবং অনুষ্ণবীর্য্য সম্পন্ন হয়। মাংসের যূষ তৃপ্তিকর বলকর শ্বাস কাস ও ক্ষয়রোগ নাশক, বাত পিত্ত ও শ্রম নাশক এবং মুখপ্রিয়। মাংসের যুষ, দাড়িম রস সং-যুক্ত হইলে, স্মৃতি বল ও স্বরহীন ব্যক্তিদিগের, জ্বর দ্বারা ক্ষীণ এবং ক্ষতোরস ব্যক্তি দিগের, ভগ্ন ও বিশ্লিষ্ট-সন্ধি

ব্যক্তি দিগের, কৃশ ও অল্প-রেতস ব্যক্তি দিগের তৃপ্তিকারক, সংঘাতকর, শুক্র ওজঃ ও বলের বর্দ্ধন কর, বৃষ্য এবং দোষ নাশক হয়।

যে মাংসের রস গ্রহণ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা পুষ্টিসাধন বা বলাধান হয় না। উহা অজীর্ণকর বিষ্টম্ভী রুক্ষ বিরস ও বায়ুর বৃদ্ধিকর। দীপ্তাগ্নি (যাহাদিগের জঠরাগ্নি অতি-তীক্ষ্ণ) ব্যক্তি দিগের পক্ষে, অতিশয় গুরুপাক খানিষ্ক (অস্থিহীন সুস্বিন্ন এবং পুনর্ব্বার প্রস্তরে চূর্ণিত এরূপ মাংস), পথ্য। পিপ্পলী শুণ্ঠী মরিচ গুড় ও ঘৃতের সহিত এক-কালেই উত্তমরূপে পক্ক হইলে তাহাকে বেসবার বলে। ইহা গুরুপাক স্নিগ্ধ বলকর বাতরোগ নাশক এবং সকল ধাতুর পক্ষে এবং যাহাদিগের মুখশোষ হয়, এরূপ ব্যক্তি দিগের পক্ষে বিশেষ রূপ তৃপ্তিকর। সৌরাব, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার শান্তিকর মধুর, শীতল কফনাশক অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং বমন বা বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ-শরীর প্রাণিদিগেরও মুখপ্রিয়। ইহা অতি উৎকৃষ্ট। মুদ্গযূষ, কৃত বা অকৃতই হউক, উহা অতিশয় সুপথ্য। মুদ্গ-যূষ, দাড়িম ও দ্রাক্ষা সংযোগে প্রস্তুত হইলে তাহাকে রাগ-ষাড়ব বলে। মসূর মুদ্গ গোধূম ও কুলত্থ, লবণ সংযোগে কৃত হইলে রুচিকর লঘুপাক ও দোষের অবিরোধী হয়। উহা, দ্রাক্ষা ও দাড়িম যুক্ত হইলে কফ ও পিত্তের অবিরোধী হয়। উহা বাত-ব্যাধির পক্ষে উপকারী এবং বায়ুরোগী ব্যক্তির পক্ষে সুপথ্য, রুচিকর অগ্নিকর মুখপ্রিয় ও লঘুপাক। পটোল ও নিম্বের যূষ (নিমঝোল) কফ ও মেদের শোষণকর, পিত্ত নাশক অগ্নিকর মুখপ্রিয় এবং কৃমি কুষ্ঠ ও জ্বরের শান্তিকর।

মূলকের যূষ, শ্বাস কাস প্রতিশ্যায় প্রসেক অরুচি ও জ্বর-নাশক, এবং কফ মেদঃ ও গলরোগ নিবারণ করিয়া থাকে। কুলত্থের যূষ, বায়ুনাশক, শ্বাস ও পীনস রোগের শান্তিকর। এবং তূণী প্রতূণী (বায়ু-রোগ বিশেষ) কাস অর্শ গুল্ম ও উদাবর্ত্ত রোগের শান্তিকারী হয়। দাড়িম ও আমলক দ্বারা যূষ প্রস্তুত করিলে তাহা মুখপ্রিয় এবং দোষের সংশমনকারী ও লঘুপাক হয়। মুদ্গ ও আমলকের যূষ, বল ও অগ্নি জনক, মূর্চ্ছা ও মেদ নাশক, এবং পিত্ত ও বায়ু দমন কারী, সংগ্রাহী এবং কফ ও পিত্তের হিতকর। যব কোল ও কুলত্থের যূষ, কণ্ঠ-শোধনকর ও বায়ু নাশক। সর্ব্বপ্রকার ধান্যের যূষ উক্ত প্রকার গুণ সম্পন্ন, বৃংহণ ও বলের বর্দ্ধনকর। খল (কল্ক) ও কাম্বলিক, হৃদ্য এবং বায়ু ও কফের হিতকর। দাড়িমাম্ল, বলকর কফ ও বায়ু নাশক ও অগ্নির দীপ্তিকর। দধ্যম্ল, কফকর বলকর স্নিগ্ধ বায়ু-নাশক ও গুরুপাক। তক্রাম্ল, পিত্তকর, বিষ-নাশক ও রক্তের হানিকর। খড় (১), ও খড়ের যবের মণ্ড মাড়ব ও পানক, (পানা) এই সকল এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বৈদ্য-বাক্যে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। তৈল লবণ ও ঝাল এই সকল দ্বারা প্রস্তুত না হইলে তাহাকে "অকৃত" বলে, এবং তৈল লবণ ও ঝাল সংযুক্ত হইলে এবং গোরস ধান্যাম্ল ও ফলাম্ল যুক্ত হইলে তাহাকে "কৃত" বলা যায়।

সংস্কৃত অপেক্ষা অসংস্কৃত যূষ লঘুরস বিশিষ্ট ও হিতকারী হয়। দধি-মস্তু, অম্লদ্বারা পক্ক হইয়া যূষ প্রস্তুত হইলে

---

(১) পানীয় বিশেষ। খড়যূষ যথা,—তক্রং কপিত্থ চাঙ্গেরী মরিচা-জাজি চিত্রকৈঃ। সুপক্বং খড়যূষোয় মম্লং কাম্বলিকোপরঃ। ইতি চক্র দত্তঃ।

তাহাকে কাম্বলিক বলা যায়। তিল-কল্ক, তিল-বিকৃতি, শুষ্ক শাক শাকাঙ্কুর ও শিণ্ডাকী (২), ইহারা গুরুপাক এবং কফ ও পিত্ত কর। বটক সকলও উক্ত রূপ গুণ বিশিষ্ট, বিদাহী ও গুরু-পাক। রাগষাড়ব, লঘুপাক বৃংহণ বৃষ্য হৃদ্য রোচক অগ্নি-কর, তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রম ছর্দ্দি ও শ্রম নাশক। রসালা (১)

(২) পানীয় দ্রব্য বিশেষ। যথা, শিণ্ডাকী রাজিকাযুক্তৈঃ স্যাম্মূল-কদলদ্রবৈঃ। সর্ষপ-স্বরসৈর্ব্বাপি শালি পিষ্টক সংযুতৈঃ। শিণ্ডাকী রোচনী গুর্ব্বী পিত্ত শ্লেষ্মকরী স্মৃতা। ইতি রাজনির্ঘন্টঃ।

(১) রমণীয় পানীয়। রসালা প্রস্তুত করিবার প্রণালী যথা; দধ্নো-ঽর্দ্ধাঢ়ক মীষদম্ল মধুরং খণ্ডস্য চন্দ্রদ্যুতেঃ প্রস্থং ক্ষৌদ্র-পলঞ্চ পঞ্চ হবিষঃ শুণ্ঠ্যা শ্চতুর্মাষকান্। এলামাষ চতুষ্টয়ং মরিচতঃ কর্ষং লবঙ্গং তথা ধৃত্বা শুক্লপটে শনৈঃ করতলেনোন্মথ্য বিস্রাবয়েৎ। মৃদ্ভাণ্ডে মৃগনাভি-চন্দন-রসোৎসৃষ্টৈস্ত গুরু দ্ধূপিতে কর্পূরেণ সুগন্ধিতং তদখিলং সংলোড্য সংস্থাপয়েৎ। স্বস্যার্থে মথুরেশ্বরেণ রচিতা হ্যেষা রসালা স্বয়ং ভোক্তুর্ম্মন্মথ-দীপনী সুখকরী কান্তেব নিত্যং প্রিয়া। ইতি ভাবপ্রকাশঃ। ঈষৎ অম্ল মধুর দধি অর্দ্ধ আঢ়ক অর্থাৎ ৪ সের, পরিষ্কার মিছরি ১ প্রস্থ অর্থাৎ ২ সের, ক্ষৌদ্র মধু ১ পল অর্থাৎ ৪ তোলা, ঘৃত ৫ পল অর্থাৎ ২০ তোলা, শুণ্ঠী ৪ মাষা, এলাচ ৪ মাষা, মরিচ ১ কর্ষ অর্থাৎ ১৬ মাষা, ও লবঙ্গ ১৬ মাষা, এই সকল দ্রব্য একত্রে হস্ত তল দ্বারা মন্থন করিয়া শুক্ল বস্ত্রে অল্পে অল্পে ছাঁকিবে। পরে সেই সকল দ্রব্য, মৃগনাভি চন্দন অগুরু ও কর্পূর বাসিত মৃৎপাত্রে উত্তম রূপ আলোড়ন করিয়া রাখিয়া দিবে। ইহাকেই রসালা কহে। মথুরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আপনার ভোজনের নিমিত্ত এই রসালা স্বয়ং প্রস্তুত করেন। ইহা ভোজন করিলে কামোদ্দীপন হয়, সুখ জন্মে এবং প্রিয়তমা কান্তার ন্যায় প্রিয়কারিনী হইয়াথাকে। অপিচ,— আদৌ মাহিষমম্ল মধুরহিতং দধ্যাঢ়কং শর্করাং শুভ্রাং প্রস্থ-যুগোন্মিতাং শুচিপটে কিঞ্চিচ্চ কিঞ্চিৎ ক্ষিপেৎ। দুগ্ধেনার্দ্ধ ঘনেন মৃণ্ময় নবস্থাল্যাং দৃঢ়ং স্রাবয়েদেলা-বীজ-লবঙ্গ-চন্দ্র-মরিচৈ র্যোগ্যৈশ্চ তদ্যোজয়েৎ। ভীমেন প্রিয়ভোজনেন রচিতা নাম্না রসালা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেণ পুরা পুনঃ পুনরিয়ং প্রীত্যা সমাস্বাদিতা। এষা যেন বসন্ত-বর্জ্জিত দিনে সেব্যা পরং নিত্যশ স্তস্য স্যাদতি-বীর্য্য-বৃদ্ধি রনিশং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাংবলং॥ গ্রীষ্মে তথা শরদি যে রবি শোষিতাঙ্গা যেচ প্রমত্ত বনিতা সুরতাতি খিন্না। যে চাপি মার্গপরিসর্পণ শীর্ণ গাত্রা স্তেষা মিয়ং বপুষি পোষণ

বলকর বৃংহণ স্নিগ্ধ বৃষ্য ও রুচিকর। গুড়সংযুক্ত দধি, স্নেহকর মুখপ্রিয় ও বায়ু নাশক। ঘৃত যুক্ত, শীতল জল দ্বারা আপ্লুত এবং অতি দ্রবও নয় এবং অতি সান্দ্রও নয় এরূপে সক্তু প্রস্তুত করিলে তাহাকে "মন্থ" বলে। মন্থ, সদ্যঃ বলকর পিপাসা ও শ্রম নাশক। অম্ল তৈল ও গুড় একত্র পক্ক হইলে মূত্র-কৃচ্ছ্র ও উদাবর্ত্ত নাশক হয়। শর্করা ইক্ষুরস ও দ্রাক্ষা সংযুক্ত হইলে পিত্তবিকার নাশক হয়। দ্রাক্ষা ও মধুক সংযুক্ত হইলে কফরোগ নাশ করিয়া থাকে। ত্রিফলা যুক্ত হইলে, মল দোষের অনুলোমকর হয়। অম্লরস যুক্ত বা অম্লবিহীন গৌড় পানক (গুড়ের পানা) গুরুপাক ও মূত্র-বৃদ্ধিকর। উহা মিছরি দ্রাক্ষা ও শর্করা যুক্ত হইলে অম্ল রস বিশিষ্ট তীক্ষ্ণ ও শীতল হয়। দ্রাক্ষার পানক, শ্রমনাশক মূর্চ্ছা

মাশু কুর্য্যাৎ॥ রসালা শুক্রলা বল্যা রোচনী বাত পিত্ত জিৎ। দীপনী-বৃংহণী স্নিগ্ধা মধুরা শিশিরা সরা। রক্তপিত্তং তৃষাং দাহং প্রতিশ্যায়ং বিনাশয়েৎ॥ ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ। অম্লরস-বিশিষ্ট নির্জ্জল মাহিষ দধি ১ আঢ়ক অর্থাৎ ৮ সেরও শুভ্র চিনি ২ প্রস্থ অর্থাৎ ৪ সের, এই দুই দ্রব্য অগ্রে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া পরিষ্কার বস্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। পশ্চাৎ অর্দ্ধ-ঘন দুগ্ধের সহিত নূতন মৃণ্ময় স্থালীতে তাহা উত্তম রূপে ছাঁকিবে। পরে উপযুক্ত এলাচদানা লবঙ্গ কর্পূর ও মরিচের সহিত উহা মিশাইয়া রসালা প্রস্তুত করিবে। ভোজন প্রিয় ভীম পুরা-কালে এই রসালা স্বয়ং বারংবার প্রস্তুত করিয়া ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ প্রীতিপূর্ব্বক আস্বাদন করিয়া ছিলেন। যিনি এই রসালা বসন্ত বর্জ্জিত দিনে নিত্য নিত্য সেবা করেন, তাঁহার বীর্য্য ও সকল ইন্দ্রিয়ের বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাহারা গ্রীষ্ম বা শরৎ কালে সূর্য্যকিরণে বিশুষ্ক শরীর হয়, যাহারা প্রমত্ত বনিতা সম্ভোগে খিন্নশরীর হয়, ও যাহারা অতি দূর পথ ভ্রমণে শীর্ণশরীর হয়, এই রসালা তাহাদিগের শরীরকে শীঘ্রই পরিপুষ্ট করে। রসালা, শুক্র বর্দ্ধকর বলকর রুচিকর বায়ু ও পিত্ত নাশক অগ্নিকর তেজস্কর স্নিগ্ধ মধুর শীতল সারক এবং রক্তপিত্ত তৃষ্ণা দাহ ও প্রতিশ্যায় রোগের শান্তিকর।

দাহ ও তৃষ্ণা নাশক হয়। পরূষক ও কোলের পানক মুখপ্রিয় ও বিষ্টম্ভী। দ্রব্যের সংযোগ সংস্কার ও মাত্রা সম্যক্‌রূপে জানিয়া সেই সংযোগানুসারে পানকের গুরু লাঘব উপদেশ দিবে।

ইতিকৃতান্ন বর্গ।

ইহার পর রস বীর্য্য ও বিপাক্‌ অনুসারে ভক্ষ্যদ্রব্য সকল বলিব।

ক্ষীর-জাত ভক্ষ্যদ্রব্য সকল বলকর শুক্রবৃদ্ধিকর মুখপ্রিয় সুগন্ধী অদাহী পুষ্টিকর অগ্নিকর এবং পিত্তনাশক। ইহাদিগের মধ্যে ঘৃতপক্ব দ্রব্য সকল, বলকর মুখপ্রিয় কফকর বাতপিত্তনাশক শুক্রবৃদ্ধিকর গুরুপাক এবং রক্তমাংস বৃদ্ধিকর। গুড় জাত ভক্ষ্য দ্রব্য সকল, বৃদ্ধিকর গুরুপাক বায়ুনাশক অদাহী পিত্তনাশক শুক্র ও কফের বৃদ্ধিকর। ঘৃতাদি দ্বারা পক্ব গোধূম-চূর্ণ-জাত পিষ্টক সকল ও মধু মিশ্রিত পিষ্টক সকল, বিশেষরূপ গুরুপাক ও বর্দ্ধনকর। মোদক সকল, অতিদুর্জ্জর অর্থাৎ সহজে জীর্ণ হয় না। সদৃক, রুচিকর অগ্নিকর স্বরের হিতকর পিত্তনাশক বায়ুনাশক গুরুপাক মৃষ্টতম ও বলবর্দ্ধন্‌ কর। বিষ্যন্দন, মুখপ্রিয় সুগন্ধী মধুর স্নিগ্ধ কফকর গুরুপাক বায়ুনাশক তৃপ্তিকর ও বলকর। গোধূমচূর্ণ সম্বন্ধীয় ভক্ষ্য দ্রব্য সকল, বৃংহণ বায়ু ও পিত্তনাশক এবং বলকর। ইহাদিগের মধ্যে ফেণক অর্থাৎ গুড় সংমিশ্র খাদ্য দ্রব্য, অতিশয় মুখপ্রিয় হিতকারক ও লঘুপাক। মুদ্গ প্রভৃতি বেসবার সকলের মধ্যে পূর্ণা, বিষ্টম্ভী

এবং বেশবার মাংস সহিত হইলে সম্পূর্ণা কহে। ইহা, গুরুপাক এবং বৃংহণ। পালল (পিষ্টক বিশেষ) শ্লেষ্মা জনক, শস্কুলি (পিষ্টক ভেদ) কফ ও পিত্তের প্রকোপকর, বিদাহী অতিশয় বলপ্রদ নহে এবং বিশেষরূপ গুরুপাক। বৈদল, (পিষ্টক ভেদ) লঘুপাক, কষায় রস বিশিষ্ট এবং বায়ুর সঞ্চারকর। মাষকলাই সংক্রান্ত পিষ্টক সকল, বিষ্টম্ভী পিত্ত-গুণবিশিষ্ট শ্লেষ্মানাশক মলের সঙ্গতিকর বলকর শুক্রবৃদ্ধি-কর এবং গুরুপাক। কূর্চ্চিকা অর্থাৎ দুগ্ধ-বিকার-জাত খাদ্য দ্রব্য সকল গুরুপাক এবং অতিশয় পিত্ত-কর নহে। অঙ্কুরিত দ্রব্যোৎপন্ন ভক্ষ্যদ্রব্য সকল গুরুপাক বায়ু ও পিত্তকর বিদাহি ও উৎক্লেশ জনক, রুক্ষ, এবং দৃষ্টির দোষকর। ঘৃত-পক্ক খাদ্যদ্রব্য সকল হৃদ্য সুগন্ধী শুক্রবৃদ্ধিকর এবং লঘুপাক। বায়ু ও পিত্ত নাশক বলকর এবং বর্ণ ও দৃষ্টির প্রসন্নকর। তৈল-পক্ক খাদ্য দ্রব্য সকল বিদাহী গুরুপাক পরিপাকে কটুরস বিশিষ্ট, উষ্ণ বায়ু ও দৃষ্টি নাশক পিত্তকর এবং ত্বকের দোষ-জনক। ফল মাংস চিনি তিল মাষকলাই দ্বারা উপসংস্কৃত ভক্ষ্য দ্রব্য সকল, বলকর গুরুপাক বৃংহণ ও হৃদয়প্রিয়। কপাল ও অঙ্গার পক্ক খাদ্যদ্রব্য লঘুপাক এবং বায়ুর প্রকোপ কর। সুপক্ক হইলে লঘু ও অতিশয় লঘুপাক হয়। কিলাট (ছানা) প্রভৃতি দুগ্ধ বিকার জাত খাদ্য দ্রব্য সকল গুরুপাক ও কফের বর্দ্ধনকর। কুল্মাষ (১) বাতকর রুক্ষ গুরুপাক এবং মলের সঙ্গতি কর। বাট্য (ভৃষ্টযব) উদাবর্ত্ত রোগ

(১। অর্দ্ধসিদ্ধ গোধূমাদি। যথাঃ" অদ্ধস্বিন্নাশ্চ গোধূমা অন্যেচ চনকাদয়ঃ। কুল্মাষ ইতি কথ্যন্তে"। ইত্যুক্তেষু অর্দ্ধস্বিন্ন গোধূমাদিষু।

নাশক। কাশ পীনস ও মেহনাশক। ধানোলুম্ব, লঘু পাক এবং কফ ও মেদের বিশোধন কর। সকল প্রকার সক্তু (ছাতু) বৃংহণ বৃষ্য, তৃষ্ণা পিত্ত ও কফ নাশক। গলাধঃকরণ মাত্রে বলকর, ভেদক ও বায়ু নাশক। ঐ সক্তু তরল না হইয়া পিণ্ডাকৃতি হইলে গুরুপাক এবং খর অর্থাৎ কঠিন হইলে অত্যন্ত লঘুপাক হয়। শক্তুর অবলেহিকা অর্থাৎ জিহ্বাগ্র দ্বারা স্বাদন যোগ্য শক্তু, কোমলত্ব প্রযুক্ত শীঘ্র জীর্ণ হয়। লাজ (খই) ছর্দ্দি ও অতিসার নাশক অগ্নিকর কফ নাশক বলকর, কষায় ও মধুর রস বিশিষ্ট লঘুপাক তৃষ্ণা ও মল নাশক,। লাজসক্তু, তৃষ্ণা ছর্দ্দি দাহ ঘর্ম্ম ও রোগ নাশক, রক্ত পিত্ত নাশক এবং দাহ ও জ্বর বিনাশক। পৃথুক (চিপিটক) (২) গুরুপাক স্নিগ্ধ বৃংহণ কফের বর্দ্ধনকর ক্ষীরভাব প্রযুক্ত বলকর বায়ুনাশক এবং মলের সঙ্গতি কর। নূতন তণ্ডুল অতিশয় দুর্জ্জর, মধুর রস বিশিষ্ট ও বৃংহণ। পুরাতন তণ্ডুল সন্ধানকর ও মেহ নাশক। দ্রব্যের সংযোগ সংস্কার ও বিকার বিবেচনা করিয়া কিংবা কারণ বুঝিয়া ভোক্তার ইচ্ছানুসারে অনেক দ্রব্যের উৎপাদকত্ব হেতু শাস্ত্রানুসারে ভক্ষ্য দ্রব্য সকল নির্দ্দেশ করিবে। ইহার পর সকল প্রকার অনুপান উপদেশ করিতেছিঃ——

কোন কোন মনুষ্য অম্লরস পরিত্যাগ করিয়া মধুর-রসে আসক্ত হয় এবং কেহবা অম্ল ও মধুর উভয়রসে পরিতৃপ্ত হয়। ইহাদিগের পথ্য নানা প্রকার। শীতল ও উষ্ণ জল, আসব ও মদ্য, যূষ, ফলাম্ল ও ধান্যাম্ল, এবং দুগ্ধ এই সকল

(২। ভিন্নিম মন্নং পৃথুকম্ ইতিস্মৃতিঃ।

রসের মধ্যে, যাহার পক্ষে যে অনুপান হিতকর হইবে, ধীর বৈদ্য, ব্যাধি কাল ও সেই সেই ভোজ্য দ্রব্য সকল নির্ণয় করিয়া মাত্রানুসারে তাহাকে তাহাই প্রদান করিবে। নির্ম্মল ও পরিষ্কার পাত্রস্থিত জলই সকল অনুপানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। লোকের জন্মাবধি, তোয়াত্মক সকল রসই প্রসস্ত পথ্য। অর্থাৎ শিশু হইতে বৃদ্ধতম পর্য্যন্ত সকল বয়সের ব্যক্তিকেই রসময় অনুপান সেবন করান যাইতে পারে। অনুপানের মধ্যে এই সকল সঙ্খেপে বলা হইল; ইহার পর বিস্তারিত রূপে বিধান করা যাইতেছেঃ—

সকল প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ ভোজনের পক্ষে উষ্ণজল অনুপান প্রশস্ত; কেবল ভল্লাতক (ভেলা) ও তুবরক স্নেহ ভোজনের পক্ষে উহা অপ্রশস্ত। কেহ কেহ তৈলাক্ত পদার্থ ভোজনের পক্ষে যূষ ও অম্ল কাঞ্জিক অনুপান বলেন। মধু এবং সর্ব্বপ্রকার পিষ্টান্ন ভোজনের পক্ষে, দধি পায়স ও মদ্য দ্বারা পীড়িত ব্যক্তি দিগের পক্ষে,এবং বিষপায়ী ব্যক্তি দিগের পক্ষে, শীতল জল অনুপান বিধেয়। কেহ কেহ, পিষ্টান্ন এবং শালি মুদ্গ প্রভৃতি ভোজন কারী ব্যক্তি দিগের পক্ষে, শীতল জল দুগ্ধ কিংবা মাংসের রস অনুপান বলেন। যুদ্ধ পথশ্রম ও আতপ-জনিত সন্তাপে এবং বিষ ও মদ্য জাত রোগে, মাষকলাই প্রভৃতি অনুপান কিংবা ধান্যাম্ল বা দধিমস্তু অনুপান পথ্য। সর্ব্বপ্রকার মাংসের পক্ষে, মদ্য-পানাভ্যস্ত ব্যক্তি দিগের মদ্যই পথ্য, এবং মদ্য পানে অনভ্যস্ত ব্যক্তি দিগের পক্ষে শীতল জল কিংবা ফলাম্ল পথ্য। ঘর্ম্মাক্রান্ত পথশ্রান্ত এবং অধিক কথোপকথন ও স্ত্রীসংসর্গে ক্লান্ত ব্যক্তি দিগের

পক্ষে ক্ষীরই অমৃততুল্য পথ্য। সুরাকৃশ অথচ স্থূল ব্যক্তি দিগের পক্ষে, মধূদক (মধুর পানা) অনুপান। নীরোগ ব্যক্তি দিগের পক্ষে চিত্র (চিতা) পথ্য। বায়ু পীড়িত ব্যক্তি দিগের পক্ষে, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ-দ্রব্য, কফ-পীড়িত ব্যক্তি দিগের পক্ষে, রুক্ষ অথচ উষ্ণ দ্রব্য, এবং পিত্ত পীড়িত ব্যক্তি দিগের পক্ষে, মধুর অথচ শীতল দ্রব্য উত্তম পথ্য। রক্তপিত্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দিগের পক্ষে, দুগ্ধ ও ইক্ষুরস পথ্য। এবং বিষ পীড়িত ব্যক্তি দিগের পক্ষে, অর্ক (আকন্দ) সেলু [শ্লেষ্মাতক] ও শিরীষের আসব পথ্য।

ইহার পর বর্গ সমুদায়ের পৃথক্ পৃথক্ অনুপান আনুপূর্ব্বিক বলা যাইতেছেঃ——

বর্গ সকলের মধ্যে, পূর্ব্বোক্ত শস্য জাতির এবং বদরাম্ল ও বৈদলের [পিষ্টক ভেদ] পক্ষে ধান্যাম্ল অনুপান। জঙ্গাল ও ধন্বজ (মরুদেশ জাত) পশুর মাংসের পক্ষে, পিপ্পলীর আসব অনুপান। বিষ্কির জন্তুর মাংসের পক্ষে, কোল ও বদরের আসব অনুপান। প্রতুদ জন্তুর মাংসের পক্ষে, ক্ষীর বৃক্ষের আসব অনুপান। গুহাশয় জন্তুর মাংসের পক্ষে খর্জ্জুর ও নারিকেলের আসব অনুপান। প্রসহ জন্তুর মাংসের পক্ষে অশ্বগন্ধার আসব অনুপান। পর্ণমৃগের মাংসের পক্ষে, কৃষ্ণগন্ধার (শোভাঞ্জন বৃক্ষের) আসব অনুপান। বিলেশয় জন্তুর মাংসের পক্ষে, ফলসারের আসব অনুপান। একশফ জন্তুর মাংসের পক্ষে, ত্রিফলার আসব অনুপান। অনেকশফ জন্তু দিগের মাংসের পক্ষে খদিরের আসব অনুপান। কূলচর জন্তু দিগের মাংসের পক্ষে, শৃঙ্গাটক (পানীফল) ও কসেরুকের

(কেসুর) আসব অনুপান। কোশ-বাসী ও পাদী (যাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে) জন্তুর মাংসের পক্ষেও পানীফল ও কসেরুকের আসব অনুপান। প্লব জন্তু দিগের মাংসের পক্ষে, ইক্ষুরসের আসব অনুপান। নদীজাত জন্তু দিগের মাংসের পক্ষে, মৃণালের আসব অনুপান। এবং সমুদ্র-জাত জন্তু দিগের মাংসের পক্ষে, মাতুলুঙ্গের আসব অনুপান।

অম্ল ফলের পক্ষে, পদ্ম ও উৎপল-কন্দের আসব অনুপান। কষায় ফলের পক্ষে, দাড়িম্ব ও বেত্রের আসব অনুপান। মধুর ফলের পক্ষে ত্রিকটু যুক্ত কন্দের আসব অনুপান। তাল ফলাদির পক্ষে, ধান্যাম্ল অনুপান। কটুক (ঝাল) ফলাদির পক্ষে, দূর্ব্বা নল ও বেত্রের আসব অনুপান। পিপ্পল্যাদি ফলের পক্ষে শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুরা) ও বসুকের [অর্ক বৃক্ষ] আসব অনুপান। কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি ফলের পক্ষে দার্ব্বী [দারু হরিদ্রা] ও করীরের আসব অনুপান। চুচ্চূ প্রভৃতির পক্ষে, লোধ্রের আসব অনুপান। মণ্ডূকপর্ণী প্রভৃতির পক্ষে, মহাপঞ্চমূলের আসব অনুপান। জীবন্তী প্রভৃতির পক্ষে ত্রিফলার আসব অনুপান। কুসুম্ভ শাকের পক্ষেও ত্রিফলার আসব অনুপান। তাল মস্তকাদির [তাল খর্জ্জূর প্রভৃতির মাথি] পক্ষে অম্লফলের আসব অনুপান। সৈন্ধবাদির পক্ষে সুরাসব ও কাঞ্জিক অনুপান। এবং জল সর্ব্বত্রই অনুপান।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন :—

সকল অনুপানের মধ্যে বৃষ্টির জলই উত্তম। যাহার পক্ষে যে জল হিতকর, তাহার পক্ষে সেই জলই পথ্য।

বাত ও কফে উষ্ণজল পথ্য, পিত্ত ও রক্তে শীতল জল পথ্য। আহার দোষ বিশিষ্ট, গুরু কিংবা অপরিমিতই হউক, যথোক্ত অনুপানের দ্বারা সেই ভুক্ত অন্ন অনায়াসেই জীর্ণ হইয়া থাকে। //অনুপান, সম্যক রূপে সেবিত হইলে রুচিকর বৃংহণ বৃষ্য দোষ-সঙ্ঘাতের ভেদক তৃপ্তিকর মার্দ্দবকর শ্রম ও ক্লম নাশক সুখজনক অগ্নিকর দোষের শান্তিকর অতিশয় পিপাসার শান্তিকর বলকর ও বর্ণকর হইয়া থাকে। অনুপান অগ্রে পীত হইলে শরীর কর্ষণ করিয়া থাকে। মধ্যে সেবিত হইলে সমভাবে থাকে। পশ্চাৎ পান করিলে বর্দ্ধন করিয়া থাকে। অতএব বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। যাহারা দ্রব পদার্থ পান করেনা, তাহাদিগের অন্ন অক্লিন্ন স্থিরত্ব প্রাপ্ত ও পীড়াজনক হয়, অতএব অনুপান সেবন করা উচিত! শ্বাস ও কাস রোগী ব্যক্তির পক্ষে এবং জত্রুর (১) ঊর্দ্ধভাগ-গতরোগে অনুপান সেবন অবিধেয়। ক্ষতোরস ব্যক্তি, প্রসেকী (যাহার মুখও নাসিকাদ্বারা জল স্রাব হয় এরূপ ব্যক্তি) এবং যাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে অনুপান সেবন অবিধেয়। অনুপান সেবন করিয়া পথ-ভ্রমণ, অধিক কথোপকথন অধ্যয়ন গান ও নিদ্রা অবিধেয়। এই সকল করিলে সেই অনুপান কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে থাকিয়া আমাশয়কে দূষিত করে এবং কম্পন, অগ্নির অবসন্নতা, ছর্দ্দি (বমন) প্রভৃতি নানারোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

যে সকল ব্যক্তি, সুকুমার বিলাসী ও চির-সুখাভ্যস্ত, তাহারা পারিশ্রমিক কার্য্যে নিশ্চেষ্টতা বশত মন্দাগ্নি ও রোগা

(১) স্কন্ধ ও কক্ষের সন্ধিস্থানকে জত্রু বলে।

ক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব, কোন্ কোন্ দ্রব্য গুরুপাক ও কোন্ কোন্ দ্রব্য লঘুপাক, এই চিন্তা করিয়া, স্বভাব, সংস্কার, মাত্রা ও কালানুসারে অনুপান সেবন করা তাহাদিগেরই পক্ষে একান্ত বিধেয়। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি বলবান্ পরিশ্রমী দীপ্তাগ্নি বিশিষ্ট এবং খর অর্থাৎ কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া কালাতিপাত করে, তাহাদিগের পক্ষে আহারীয় দ্রব্যের গুরুত্ব লঘুত্ব বিবেচনা পূর্ব্বক অনুপান সেবনের আবশ্যকতা নাই।

ইতি সর্ব্বানুপানবর্গ।

ধন্বন্তরি কহিলেন হে বৎস সুশ্রুত! ইহার পর আহার বিধি বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

বিশ্বস্ত-জন-পূর্ণ অসঙ্কীর্ণ ও পবিত্র, এরূপ মহানস অর্থাৎ পাকস্থান করা কর্ত্তব্য। সেই স্থানে বিশ্বস্ত লোক দ্বারা উত্তম ও নানা গুণ যুক্ত ভক্ষ্য অন্ন রন্ধন করাইয়া, চিকিৎসক অতি পবিত্র স্থানে অতি গোপনে সেই অন্ন সংস্থাপন করিবেন। অনন্তর সেই সিদ্ধান্নে বিষনাশক ঔষধ স্পর্শ করাইয়া তাহার বিষ নাশ করিয়া, তাল বৃন্ত দ্বারা বীজন করত তাহাতে জল প্রোক্ষণ করিবে। পশ্চাৎ সিদ্ধমন্ত্র (১) দ্বারা পূত করিয়া আহার করিবে।

ইহার পর আহার রচনার বিষয় সম্যক রূপে বলিতেছি। পাচক, যে যে পাত্রে যে সকল ভক্ষ্য ও পানীয় পরিবেশন করিবে তাহা বলা যাইতেছেঃ—কাঞ্চায়সে অর্থাৎ অয়স্কান্ত মণিময় পাত্রে ঘৃত দিবে। পানীয় দ্রব্য রজত ময় পাত্রে প্রদান করিবে। ফল

---

(১) তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধাদিচক্রস্থিত সাধক নামের আদ্যাক্ষর যুক্ত মন্ত্রবিশেষকে সিদ্ধমন্ত্র কহে।

সকল ও অন্যান্য সকল প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য বৈদল পাত্রে প্রদান করিবে। পরিশুষ্ক ও প্রদিগ্ধ (প্রলিপ্ত) দ্রব্য সকল সুবর্ণময় পাত্রে রাখিবে। প্রদ্রব (তরল) ও রসময় পদার্থ সকল রজত পাত্রে দিবে। কট্বর (১) ও খড় (২) এই সকল প্রস্তর ময় পাত্রে প্রদান করিবে। সুশীতল ও সুপক্ক দুগ্ধ তাম্রময় পাত্রে দিবে। পানীয় জল, পানক, (গুড় মধু চিনি প্রভৃতির পানা) ও মদ্য, এই সকল, মৃন্ময় বা কাচ ও স্ফটিকময় শীতল ও সুন্দর পাত্রে প্রদান করিবে। বৈদুর্য্যময় পাত্রে রাগষাড়ব ও সদৃক প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য সকল দিবে। এবং সম্মুখস্থ নির্ম্মল সুবিস্তীর্ণ মনোরম পাত্রে, সূপৌদন (সূপমিশ্রত অন্ন) এবং সুসংস্কৃত প্রদেহ (প্রলেপ) সকল দিবে। ফল ও অন্যান্য সকল ভক্ষ্য দ্রব্য এবং পরিশুষ্ক খাদ্য সকল, ভোজন-কারী ব্যক্তির দক্ষিণ পার্শ্বে সাজাইয়া দিবে। প্রদ্রব, রস, পানীয় পানক, দুগ্ধ, খড়, যূষ, এবং অন্যান্য পেয় দ্রব্য সকল বাম-পার্শ্বে সাজাইয়া দিবে। সকল প্রকার গুড়জাত খাদ্য দ্রব্য রাগষাড়ব ও শট্টক (ঘৃত ও জল মিশ্রিত শালিচূর্ণ) (৩) প্রভৃতি সম্মুখে অথবা দক্ষিণ ও বাম এই উভয়ের মধ্যে স্থাপিত করিবে।

(১) তক্র, দধিসর, ও ব্যঞ্জন এই সকলকে কট্বর বলে।

(২) পূর্ব্বোক্ত পানীয় বিশেষ। যথা,—তক্র কপিত্থ চাঙ্গেরী (নেবু বিশেষ) মরিচ কৃষ্ণজিরা ও চিতা এই সকল উত্তম রূপে পাক করিয়া সূপ প্রস্তুত করিলে তাহাকে খড় কহে।

(৩) শালিচূর্ণং ঘৃতং তোয়ং মিশ্রিতং শট্টকং বদেৎ। ইতি ভাব-প্রকাশঃ।

বুদ্ধিমান্ বৈদ্য এইরূপে আহার রচনা করাইয়া রমণীয় শুভজনক পবিত্র জনতা-বিহীন ও সুগন্ধি পুষ্পভূষিত সমতল প্রদেশে ভোক্তাকে লইয়া গিয়া, সুসং-স্কৃত সুরস মনোমত বিশুদ্ধ নাতিশীতোষ্ণ সদ্যপক্ক হিতকর আহারীয় দ্রব্য ভোজন করাইবে। মধুর রসাক্ত দ্রব্য সকল অগ্রে ভোজন করিবে, অম্ল ও লবণ রস মধ্যে ভোজন করিবে এবং পরিশেষে অবশিষ্ট রস সকল ভোজন করিবে, বৈদ্যেরা ইহাই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দাড়িম প্রভৃতি ফল সকল অগ্রে ভক্ষণ করিবে, অনন্তর পানীয় সেবন করিবে, পশ্চাৎ বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য আহার করিবে। কেহ কেহ ইহার বিপরীত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন গাঢ় পদার্থ সকল অগ্রে ভোজন করা উচিত। ভোজনের প্রারম্ভে মধ্যে বা শেষেই হউক, ফলের মধ্যে, স্বাস্থকর দোষ-নাশক আমলক ফল ভোজন করাই প্রশস্ত। মৃণাল বিস শালূ কন্দ ও ইক্ষু প্রভৃতি, আহারের পূর্ব্বে ভোজন করিবে, আহারাবসানে এসকল কখনই সেবন করিবে না। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যথাকালে উচ্চ আসনে সমভাবে সুখে উপবেশন করিয়া মাত্রাদি বিবেচনা পূর্ব্বক আপন প্রকৃতির অনুগত স্নিগ্ধ, দ্রব-প্রধান লঘু ও উষ্ণ দ্রব্য সকল সত্বর ভোজন করিবে। এই প্রকার অন্ন, যথাকালে ভুক্ত হইলে তৃপ্তিকর হয়, এবং ভুক্ত-ব্যক্তির পীড়াকর হয় না। লঘু-দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হয়, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য বলকর ও অগ্নিকর। সত্বর ভোজন করিলে ভুক্ত অন্ন সমকালেই পরিপাক হয়। দোষ-শূন্য দ্রব-প্রধান দ্রব্য সকল সুখে জীর্ণ হয়। এবং মত্রানুসারে সেবিত অন্ন ধাতুর সমতা

বিধান করিয়া থাকে। যে সকল ঋতুতে রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ, সেই সকল ঋতুতে ঋতুদোষ খণ্ডনের উপযোগী ভোজন-দ্রব্য প্রাতঃকালে ভোজন করিবে। যে সকল ঋতুতে দিবা অতিশয় দীর্ঘ, সেই সকল ঋতুতে তৎকাল-বিহিত ভোজ্য-দ্রব্য সকল অপরাহ্ণে ভোজন করিবে। এবং যে সকল ঋতুতে দিবা রাত্রি সমান, সেইকালে অহোরাত্র সমান বিভাগ করিয়া ভোজন করিবে। অপ্রাপ্তকালে অর্থাৎ ক্ষুধা হইবার পূর্ব্বে এবং অতীত কালে অর্থাৎ ভোজনের সময় গত হইলে কখনই ভোজন করিবে না, অর্থাৎ যথা-সময়েই ভোজন করিবে। এবং অল্প বা অধিক পরিমাণেও ভোজন করিবেনা অর্থাৎ পরিমিত ভোজন করিবে। অপ্রাপ্ত কালে শরীর লঘু হয় না, সুতরাং তৎকালে আহার করিলে নানা ব্যাধি জন্মে, এমন কি—মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। অতীত কালে জঠরাগ্নি বায়ুদ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, সুতরাং তৎকালে আহার করিলে ভুক্ত অন্ন অতি কষ্টে পরিপাক হয়, ও দ্বিতীয় বার ভোজনের ইচ্ছা থাকেনা। অল্প মাত্রায় ভোজন করিলে অসন্তোষ জন্মে ও বলক্ষয় হয়। অধিক মাত্রায় ভোজন করিলে আলস্য জন্মে, শরীর ভার বোধ হয়, আটোপ অর্থাৎ বায়ুজন্য উদর আধ্মাত হয়, এবং শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। অতএব দিবা ও রাত্রি কালের সময় ও দোষাদি বিভাগ করিয়া, এই সকল দোষ বর্জ্জিত পূর্ব্বোক্ত গুণ সম্পন্ন সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিবে। অচৌক্ষ (নিঃসার) দোষ-যুক্ত উচ্ছিষ্ট, পাষাণ তৃণ বা লোষ্ট্র বিশিষ্ট, দ্বিষ্ট (যে দ্রব্য ভোজন করিতে প্রবৃত্তি না হয়।) পর্য্যুষিত, স্বাদুরস-বিহীন ও দুর্গন্ধযুক্ত অন্ন

ভোজন করিবে না। অধিক সিদ্ধ বা অল্প সিদ্ধ অন্ন এবং অতিশয় উষ্ণ ও উপদগ্ধ (আঁকা) অন্ন ও স্বাদুরস বিহীন অন্ন ভোজন করিবে না। শীতল অন্নকে পুনর্ব্বার উষ্ণ করিয়া ভোজন করিবে না। উত্তরোত্তর স্বাদুতর আহার ভোজন করিবে। আহার করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ মুখ প্রক্ষালন করিবে। কারণ, জিহ্বা বিশুদ্ধ হইলে অন্নে উত্তম রুচি হয়। প্রথম এক প্রকার স্বাদু কর্ত্তৃক জিহ্বা তর্পিত হইলে, অন্য প্রকার স্বাদুর উত্তম রূপে উপলব্ধি হয় না। অতএব মধ্যে মধ্যে মুখ প্রক্ষালন করিবে। অন্ন, স্বাদু হইলে, প্রিয়তা, বল, পুষ্টি, উৎসাহ, হর্ষ ও সুখ জন্মায়, অস্বাদু হইলে ইহার বিপরীত হয়। একবার যে দ্রব্য ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা করা যায়, তাহাকেই স্বাদু ভোজন বলে। ভোজনের মধ্যে মধ্যে ও ভোজনের পর জল পান করিবে। আচমনের কালে দন্তের অন্তর্গত অন্ন অল্পে অল্পে বাহির করিবে। তাহা না করিলে মুখে দুর্গন্ধ জন্মে। ভোজন করিলে কফ, জীর্ণ হইলে বায়ু ও বিদগ্ধ হইলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়। অতএব ভোজন না করিলে শ্লেষ্মার শান্তি হয়। ধূমের দ্বারা বা কষায় কটু তিক্ত রসের দ্বারা বা কক্কোল কর্পূর লবঙ্গ ও সুমনঃ ফলের সহিত, অথবা কষায় কটু তিক্ত মুখ সংশোধন-কর রসের সহিত, সুগন্ধ তাম্বূল-পত্র সেবনের দ্বারা, মুখ শোধন করিবে। ভোজন করিয়া ভোজনের শ্রম বিগত হওয়া পর্য্যন্ত রাজবৎ (স্বচ্ছন্দে) আসীন হইবে। তদনন্তর শতপদ গমন করিয়া বাম-পার্শ্বে শয়ন করিবে। ভুক্ত-ব্যক্তি মনোঽভিলষিত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সেবন করিবেন। অপ্রিয় শব্দ স্পর্শ

রূপ রস গন্ধ সেবনে, বা অশুচি অন্ন গ্রহণে, বা ভোজনান্তে অতিশয় হাস্য করণে, বমন হয়। দ্রব-প্রধান অন্ন (দ্রব দ্রব্য অধিক এবং অন্নভাগ অল্প) ভোজন করিয়া শয়ন বা উপবেশন করিবে না। ভোজনের পরেই অগ্নি বা আতপ সেবন, বা সন্তরণ, বা যান বাহনের দ্বারা গমন করিবে না। এক রসই নিয়ত সেবন করিবে না। শাক নিকৃষ্ট অন্ন ও অম্লরস ভোজন করিবে না। একবারে একটী মাত্র রস অথবা একত্র সমস্ত রস ভোজন করিবে না। একবার ভোজন করিয়া অগ্নির দীপ্তি না হইলে পুনর্ব্বার অন্ন গ্রহণ করিবে না। ভুক্ত অন্ন বিদগ্ধ হইলে (অম্ল রস হইয়া গলা জলিলে) অগ্নি নাশ হয়। কঠিন দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার করিবে না। পিষ্টান্ন ভোজন করিবে না, অথবা অল্প মাত্রায় ভোজন করিয়া দ্বিগুণ জল পান করিবে, তাহাতে অনায়াসে জীর্ণ হয়। পেয় লেহ্য চূষ্য চর্ব্ব্য এই চতুর্ব্বিধ আহার উত্তরোত্তর গুরুতর। গুরুপাক দ্রব্য অর্দ্ধ পরিমাণে ভোজন করা হিতকর, ও লঘু দ্রব্য সম্পুর্ণ পরিমাণে ভোজন করিবে। অতিশয় তরল দ্রব-দ্রব্যের কোন পরিমাণই গুরুপাক হয় না। দ্রব-প্রধান দ্রব্য শুষ্ক হইলে সম্যক্ ভোজন করা যাইতে পারে। অতিশয় শুষ্ক অন্ন অভ্যস্ত হইলেও উত্তম পরিপাক হয় না।

পিণ্ডীকৃত বা অসম্যক্ রূপে ক্লিন্ন হইলে অন্ন বিদগ্ধ হয়। অথবা পরিপাক-কালে অন্নবাহী পথে (যে পথের দ্বারা জঠোর মধ্যে অন্ন প্রবেশ করে) পিত্ত থাকিলে, অথবা অন্য কোন বিদাহী অন্ন ভোজন করিলে, অন্ন বিদগ্ধ হয়। শুষ্ক বিদগ্ধ ও বিষ্টম্ভী (গুরুপাক) অন্নের দ্বারা অগ্নি নাশ

হয়। অপক্ক বিদগ্ধ ও বিষ্টব্ধ অন্ন, বাত পিত্ত শ্লেষ্মার সংযোগে অজীর্ণ রোগ জন্মায়। অতিশয় জলপান করিলে, অকালে ভোজন করিলে, মল মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, বা সময়ে নিদ্রা না হইলে, লঘু ও স্বাভাবিক ভক্ষ্য অন্ন যথা কালে ভোজন করিলেও পরিপাক হয় না। ঈর্ষা ভয় বা ক্রোধ জন্মিলে, লোভ রোগ বা দৈন্যতার দ্বারা পীড়িত থাকিলে, অন্নে দ্বেষ থাকিলে, অন্ন সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয় না। ভুক্ত অন্ন, মাধুর্য্য ভাবাপন্ন হইলে আম বলা যায়, ও অম্ল ভাবাপন্ন হইলে বিদগ্ধ বলা যায়। ভুক্ত অন্ন কিঞ্চিৎ পাক হইয়া যদি অতিশয় তোদ ও শূল সহকারে বিষ্টব্ধ হইয়া থাকে, তাহা বদ্ধ ও কুপিত বায়ুর কার্য্য। তৎকালে উদ্গার শুদ্ধি হইলেও (উদ্গারে কোন প্রকার গন্ধ বা রস না থাকিলেও) যাবৎ হৃদয় দেশের ভার থাকে তাবৎ আহারে রুচি হয় না। পাকস্থলীর অবশিষ্ট রস কর্ত্তৃক নাসিকা হইতে কফ স্রাব সহকারে যে অজীর্ণ দোষ জন্মে, তাহাকে চতুর্থ প্রকার অজীর্ণ বলা যায় (১)। মূর্চ্ছা প্রলাপ বমনেচ্ছা প্রসেক শরীরের অবসন্নতা, অজীর্ণের দ্বারা এই সকল উপদ্রব এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটে। আমাজীর্ণ হইলে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য, বিদগ্ধ হইলে বমন কর্ত্তব্য, বিষ্টব্ধ হইয়া থাকিলে স্বেদ করান কর্ত্তব্য।

(১) কোন প্রকারে পরিপাকের বিলম্ব বা ব্যাঘাত ঘটিয়া বায়ু কুপিত হইলে, যতক্ষণ অন্ন রসের দ্বারা পাকস্থলী ভার থাকে ততক্ষণে সেই কুপিত বায়ু পাকস্থলীতে স্তব্ধ ভাবে থাকে। পাকস্থলীর প্রায় সমস্ত রস শরীরে সঞ্চালিত হইলে, সেই কুপিত বায়ু অবশিষ্ট রস গ্রহণ করিয়া উর্দ্ধ ভাগে গমন পূর্ব্বক মুখ নাসিকা হইতে আস্রাব জন্মায়। ইহাকে সামান্যতঃ "পেট গরম" কহে।

অবশিষ্ট রস কর্ত্তৃক অজীর্ণ জন্মিলে শয়ন করিয়া থাকিবে, লবণাক্ত উষ্ণজল পান করিয়া বমন করিবে, ও যাবৎ স্বাস্থ্য লাভ না করে তাবৎ অনশন থাকিবে। যাবৎ শরীর লঘু ও প্রকৃতিস্থ না হয় তাবৎ আহার করিবে না। হিতাহিত বিবেচনা করিয়া আহার করিলে সমশন বলা যায়। অধিক হউক বা অল্প হউক অকালে আহার করিলেই বিষমাশন বলা যায়। ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইতে হইতেই ভোজন করিলে অধ্যশন কহে। এই তিনটী অহিতাচারের দ্বারা জীবন ক্ষয় হয় অথবা নানা প্রকার পীড়া জন্মে। অন্ন বিদগ্ধ হইলে শীতল জলের দ্বারা পরিপাক হয়। শীতলতার দ্বারা পিত্ত নাশ হয় এবং অন্ন ঈষৎ ক্লিন্ন হইয়া অধোভাগে গমন করে। ভোজন মাত্রে হৃদয় কণ্ঠ ও গলদেশ জলিতে থাকিলে দ্রাক্ষা ও হরিতকী অথবা মধু ও হরিতকী লেহন করিবে। স্নিগ্ধ বলবান্ প্রাণীর অজীর্ণ হইবার আশঙ্কা হইলে, প্রাতঃকালে বা ভোজনান্তে শুণ্ঠী ও অভয়া-হরিতকী ভক্ষণ করিবে। অল্প বিবর্দ্ধিত অপক্ক দোষ লীন হইয়া থাকে, তাহাতে অগ্নির পথ আবৃত হয় না। তৎকালে অজীর্ণেও ক্ষুধা হয়। সেই ক্ষুধা অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তি বুঝিতে পারে না বলিয়া তাহার পক্ষে বিষ-তুল্য হয়। ॥

অতঃপর দ্রব্যের যে যে গুণের দ্বারা যে যে ক্রিয়া হয় তাহার বিস্তার কহিতেছি। সেই সকল ক্রিয়ার দ্বারা দ্রব্যের গুণ অনুমান করা যায়। শৈত্য-গুণে হ্লাদন স্তম্ভন এবং মূর্চ্ছা তৃষ্ণা স্বেদ ও দাহের উপশম হয়, উষ্ণ-গুণ হইতে এই সকলের বিপরীত ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, অধিকন্তু ইহা পাচন। স্নিগ্ধ গুণ, স্নেহ ও মার্দব-কর বলকর ও বর্ণকর।

রুক্ষ ইহার বিপরীত, বিশেষতঃ স্তম্ভন ও খর। পিচ্ছিল, জীবনীয় বলকর সন্ধানকর শ্লেষ্মল ও গুরু। বিশদ ইহার বিপরীত, এবং ক্লেদ-শোষক ও রোপণকর। তীক্ষ্ণ, দাহ পাক ও আস্রাব কর। মৃদু ইহার বিপরীত। গুরুত্ব গুণের দ্বারা অবসন্নতা, উপলেপ, বল, তৃপ্তি ও পুষ্টি জন্মে। লঘু ইহার বিপরীত এবং লেখনকর ও রোপণকর। এই দশ প্রকার গুণের ক্রিয়া বলিলাম। এক্ষণে দশ প্রকার দ্রব দ্রব্যের ক্রিয়া কহিতেছি শ্রবণ কর। দ্রব ক্লেদকর। সান্দ্র, স্থূল ও বন্ধনকর। শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিলের ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট। কর্কশ বিশদের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট সুখানুবন্ধী এবং সূক্ষ্ম। সুগন্ধ, রুচিকর ও মৃদু। দুর্গন্ধ, ইহার বিপরীত এবং হৃল্লাস অরুচি-কর সারক অনুলোম কারক মদকর ও যাত্রার পক্ষে মঙ্গল-কর। ব্যবায়ী, সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত হইয়া পাক করে। বিকাসী, প্রফুল্লতা সম্পাদন করিয়া ধাতুর বন্ধন সমস্ত শিথিল করে। আশুকারী, শীঘ্রগামী প্রযুক্ত জলে তৈলের ন্যায় দেহে শীঘ্র ব্যাপ্ত হয়। সূক্ষ্ম গুণ, সূক্ষ্মতা হেতু সূক্ষ্ম শিরাতে গমন করে। এই বিংশতি গুণের ক্রিয়া যথাক্রমে বলা হইল। //

অতঃপর আহারের গতি নিশ্চয় করিয়া কহিতেছি। এই পঞ্চ-ভূতাত্মক দেহে পঞ্চ-ভৌতিক আহার পঞ্চ প্রকারে পরিপাক হইয়া (১) দেহস্থ স্বীয়-স্বীয় গুণ বর্দ্ধিত করে। কফ ও পিত্ত অবিদগ্ধ এবং বায়ু বিদগ্ধ। আহার সম্যক্ রূপে পরি-পাক হইয়া নিঃসার (২) হইলে শরীর পুষ্টি হয়। বিষ্ঠা

(১) বায়ু পিত্ত কফ মল ও মূত্র এই পঞ্চ প্রকারে পরিণত হয়।
(২) ভুক্ত দ্রব্য হইতে সমস্ত সারাংশ নিঃসৃত হইলে।

ও মূত্র আহারের মলভাগ।

আহারের সার ভাগের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই সার-ভাগ ব্যান বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া সকল ধাতু পোষণ করে। কফ পিত্ত মল স্বেদ নখ রোম এবং নেত্র মল (চক্ষে যে মল জন্মায়) ও ত্বকস্থ স্নেহ, এই গুলি ক্রমান্বয়ে ধাতু সমূহের মল (১)। মহামুনি ও রাজর্ষিদিগের অভিমত এই বিধি যিনি যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করেন তিনি মহাত্মা গণের মধ্যে সূরিসত্তম এবং ভূপতির চিকিৎসা করিতে সমর্থ।

(১) যথা রসের মল কফ, রক্তের মল পিত্ত ইত্যাদি।

সুশ্রুত।

সূত্রস্থান।

প্রথমাধ্যায়।

অথ ব্রহ্মা, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, দেবরাজ, ধন্বন্তরি ও সুশ্রুত প্রভৃতিকে নমস্কার।

গ্রন্থ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে মঙ্গলজনক শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, তজ্জন্য প্রথমে অথ শব্দের সংস্থাপন করিলাম। অনন্তর ভগবান্ ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে যাহা কহেন, সেই আয়ুর্ব্বেদোৎপত্তি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুর, রক্ষিত, সুশ্রুত প্রভৃতি মুনিগণ, ঋষি সমূহ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত অমর-শ্রেষ্ঠ ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ধন্বন্তরিকে কহিলেন। হে ভগবন্, শারীরব্যাধিজন্য, মানসিক-ব্যাধিজন্য, আকস্মিক-ব্যাধিজন্য এবং স্বাভাবিক-ব্যাধিজন্য নানা প্রকার বেদনা জন্মায়। সেই সকল বেদনায় অভিভূত, সহায়সম্পন্ন হইয়াও সহায় হীনের ন্যায় চেষ্টারহিত এবং বিক্রোশকারি, অর্থাৎ হায় আমি মরিলাম আমি এ যাত্রায় আর বাঁচিবনা, ইত্যাদি শব্দকারি মানবগণকে দেখিয়া আমাদিগের মনে পীড়াবোধ হইতেছে। সুখাভিলাষি সেই মানবদিগের রোগ নিবারণের নিমিত্ত, আপনাদিগের প্রাণ রক্ষাহেতু এবং প্রজাদিগের মঙ্গল-কামনায়, আমরা আপনার নিকট আয়ুর্ব্বেদ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ঐহিক বা পারত্রিক মঙ্গল এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অধীন হইয়াছে। সেই

কারণ আমরা মহাশয়ের নিকটে শিষ্যরূপে আসিয়াছি। ভগবান্ ধন্বন্তরি সেই মুনিদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের আগমন সুখজনক হইয়াছে। হে বৎস সকল, তোমরা সকলেই সুপণ্ডিত ও আয়ুর্ব্বেদ পড়াইবার পাত্র হইয়াছ। এই ভূমণ্ডলে অথর্ব্ববেদের অঙ্গের অঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ নামক যে পুস্তক আছে, ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির পূর্ব্বে, উহা লক্ষ শ্লোক ও সহস্র অধ্যায়ে রচনা করিয়াছিলেন। অনন্তর মানবদিগের পরমায়ুর ও ধারণাবতীবুদ্ধির অল্পতা নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে অষ্টভাগে বিভক্ত করিলেন, যথা; শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, কায়চিকিৎসা-তন্ত্র, ভূতবিদ্যাতন্ত্র, কৌমারভৃত্যতন্ত্র, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণতন্ত্র।

সেই অষ্টখণ্ডের মধ্যে শল্যতন্ত্রের লক্ষণ কহিতেছি। নানা প্রকার তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, পাংশু, স্বর্ণাদি ধাতু, ইষ্টকাদির ক্ষুদ্র খণ্ড, অস্থি, কেশ, নখ, ইত্যাদি শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, এবং পূয ও প্রস্রাব আদি শরীরে বদ্ধ হইয়া পীড়াদায়ক হয়। তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার উপদেশ, এবং বিবিধ প্রকার রোগের নিশ্চয় করিবার উপদেশ যাহাতে আছে তাহাকে শল্যতন্ত্র কহে।

স্কন্ধ সন্ধির উপরিস্থিত রোগ সমূহের অর্থাৎ কর্ণেন্দ্রিয়, নয়নেন্দ্রিয়, মুখ, নাসিকা, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ, অধর, গণ্ড, তালু ও আলজিহ্বা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ব্যাধি হয়, তাহাদিগের বিনাশের উপদেশ যাহাতে আছে, তাহাকে শালাক্যতন্ত্র কহে।

যাহাতে সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত ব্যাধিসকলের অর্থাৎ জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ, মেহ, ইত্যাদি ব্যাধি সকলের উপশম করিবার উপায় আছে, তাহাকে কায়চিকিৎসা তন্ত্র কহে।

দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস পিতৃলোক, পিশাচ, তক্ষকাদিনাগ, সূর্য্যাদি নবগ্রহ, এবং স্কন্দাদি গ্রহ, ইহাদিগের দ্বারা চিত্ত আবিষ্ট হইলে যে সকল মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের উপশমনের উপায়স্বরূপ, শান্তিকর্ম্ম, মন্ত্রজপ, দেবতাদিগের পূজাবিধি, ও ঔষধ ধারণ, রত্নাদি ধারণ ও দেবতা দিগের উদ্দেশে রত্নাদি দান, যাহাতে বিহিত হইয়াছে, তাহাকে ভূতবিদ্যাতন্ত্র কহে।

যাহাতে সদ্যোজাত বালকবালিকার প্রতিপালনার্থ, বেতন দ্বারা নিয়োজিত ধাত্রীদিগের স্তন্যদুগ্ধ সংশোধনের বিশেষ বিধি আছে, এবং দুষ্ট দুগ্ধ জন্য ব্যাধি সকলের, ও স্কন্দাদি গ্রহ-গমনে বায়ু-স্পর্শ জন্য ব্যাধি সকলের, উপশমের উপায় যাহাতে কথিত হইয়াছে, তাহাকে কৌমারভৃত্যতন্ত্র কহে।

সর্পজাতি, কীটজাতি, মাকড়্সাজাতি, বিছাজাতি, মূষিক-জাতি ইত্যাদি বিষযুক্ত প্রাণিগণ কোন প্রাণিকে দংশন করিলে, কোন্ জাতির বিষ, ইহা বিশেষ রূপে জানিবার উপদেশ যাহাতে আছে; এবং সেই সকল বিষ স্পর্শ করিয়া অথবা দ্রব্য সং-যোগে ভক্ষণ করিয়া প্রাণিগণ নষ্ট-প্রায় হইলে, তাহার উপশমনের উপদেশ যাহাতে কথিত হইয়াছে, তাহাকে অগদতন্ত্র কহে।

বয়ঃস্থাপন অর্থাৎ মানবের যুবার ন্যায় বলিষ্ঠ হইবার

উপায়, ও পরমায়ু, মেধা, বল ইত্যাদি বৃদ্ধি করিবার উপায় এবং দেহ নীরোগ করিবার উপায়, যাহাতে কথিত আছে, তাহাকে রসায়নতন্ত্র কহে।

অল্প অথবা শুষ্ক শুক্রের বৃদ্ধি করিবার বিধান, যে শুক্র বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার বিধান, ক্ষয়প্রাপ্ত শুক্রের উৎপত্তির বিধান, ক্ষীণশরীরে বল বৃদ্ধি করিবার বিধান এবং চিত্তেতে অত্যন্ত আনন্দের উৎপত্তি বিধান, যাহাতে কথিত আছে, তাহাকে বাজীকরণতন্ত্র কহে।

এই অষ্ট খণ্ডে বিভক্ত আয়ুর্ব্বেদ এই রূপে উপদেশ করিব।

ধন্বন্তরি কহিলেন এ স্থলে কাহাকে কি কহিব। তাঁহারা কহিলেন, আমাদিগের সকলকেই শল্যতন্ত্র প্রকাশ করিয়া উপদেশ করুন। তিনি কহিলেন, তাহাই হউক। তাঁহারা পুনর্ব্বার ভগবান্‌কে কহিলেন। আমরা সকলে একমতাবলম্বী, আমাদিগের অভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া সুশ্রুতই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি ইঁহাকে উপদেশ করুন, আমরা সকলে একাগ্র মনে শ্রবণ করিব। তাহাতে ভগবান্ ধন্বন্তরি তথাস্তু বলিয়া সুশ্রুতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। হে বৎস সুশ্রুত, এই ভূমণ্ডলে পীড়িত ব্যক্তিদিগকে পীড়া হইতে মুক্ত করাই, ও সুস্থ ব্যক্তিদিগের রোগ না হইবার উপায়বিধান করাই, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের প্রয়োজন।

অনন্তর আয়ুর্ব্বেদ শব্দের ব্যুৎপত্তি কহিতেছেন। যাহাতে অথবা যাহার দ্বারা আয়ুঃ লাভ করা যায়, কিম্বা যাহার দ্বারা আয়ুকে জানা যায়, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ কহে। জ্ঞানশাস্ত্র, প্রত্যক্ষ,

অনুমান, ও উপমান, এই সকলের সহিত যাহাতে বিরোধ না হয় এরূপ ভাবে আমি এই শল্যতন্ত্র উপদেশ করিতেছি শ্রবণ কর। ইহারই উপদেশ অনুসারে ব্রণের রোপণ হয়, অর্থাৎ কাটা ঘা জোড়া লাগে এবং ক্ষত ঘায়ের মাংস পূরিয়া উঠে। এই শল্যখণ্ডেরই বিধান-মতে পূর্ব্বে দক্ষপ্রজাপতির ছিন্ন মস্তক দেহে সংযোগ করা হইয়াছিল। এই কারণে আয়ুর্ব্বেদের এই অঙ্গটি শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। শীঘ্র ফল লাভ হয় বলিয়া, এবং যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি প্রস্তুত করিবার উপদেশ আছে বলিয়া, আয়ুর্ব্বেদ-তন্ত্রের অন্য খণ্ড মধ্যে এই শল্য-খণ্ডই অত্যন্ত আদরণীয়। এই খণ্ডই নিত্য পুণ্যজনক, স্বর্গ লাভের হেতু, যশোদায়ক, আয়ুঃপ্রদায়ী এবং অর্থকরী। প্রথমে ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদ কহেন, তাঁহার নিকটে প্রজাপতি অধ্যয়ন করেন, প্রজাপতির নিকটে অশ্বিনীকুমারদ্বয় অধ্যয়ন করেন, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের নিকটে ইন্দ্রদেব অধ্যয়ন করেন, ইন্দ্রদেবের নিকটে আমি অধ্যয়ন করিয়াছি। এক্ষণে আমি, এই ভূমণ্ডলে প্রজাদিগের হিতার্থ, যাচকদিগকে প্রদান করিব।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

আমিই ইহলোকে রোগনাশ করিতে প্রথম প্রকাশমান হইয়াছি। এবং দেবতাদিগের জরা, রোগ ও মৃত্যু আমিই নাশ করিয়া থাকি। এক্ষণে শালাক্যাদি খণ্ড ও শল্য খণ্ড প্রচুর রূপে উপদেশ করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছি।

এই দেহ পঞ্চভূত বিশিষ্ট। ইহার সহিত যে চেতন শক্তি মিলিত হয়,তাহাকে পুরুষ অথবা আত্মা কহে। সেই পুরুষেতেই চিকিৎসা কার্য্য হইয়া থাকে। তিনিই সকল লোকে অধিষ্ঠাতা।

লোক দুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। বৃক্ষ, লতা, তৃণ ইত্যাদি স্থাবর। এবং পশু, পক্ষী, কীট মনুষ্য প্রভৃতি, যাহারা গমনাগমন করে, তাহারা জঙ্গম। সেই স্থাবর জঙ্গম রূপ লোকদ্বয়, উষ্ণ শীত গুণভেদে পুনরায় আগ্নেয় ও সৌম্য এই দুই প্রকারে বিভক্ত। অথবা ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু আকাশ এই পঞ্চ ভূত ভেদে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। সেই লোকদ্বয়ের মধ্যে ভূতের উৎপত্তি চারি প্রকার, যথা স্বেদ হইতে উৎপন্ন, ডিম্ব হইতে উৎপন্ন, পৃথিবী ভেদ করিয়া উৎপন্ন এবং জরায়ু হইতে উৎপন্ন। সেই চতুর্বিধ শরীর সকলের মধ্যে পুরুষই প্রধান। শরীর সকল সেই পুরুষের ক্রিয়া করণের উপায় মাত্র। সেই হেতু পুরুষই এই সকল শরীরের অধিষ্ঠাতা। সুতরাং সেই পুরুষে দুঃখ সংযোগ হইলেই পীড়া কহে। পীড়া চারি প্রকার। আগন্তু, শারীরিক, মানসিক ও স্বাভাবিক। তাহাদিগের মধ্যে আগন্তু ব্যাধি অভিঘাত জন্য উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ শরীরে কোন প্রকার আঘাত জন্য হইয়া থাকে। ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্যের দ্বারা এবং বাত পিত্ত কফ শোণিত ও সন্নিপাত ইহাদিগের বিকৃতি ভাবের দ্বারা, শারীরিক ব্যাধি জন্মে। ক্রোধ, শোক, ভয়, হর্ষ, বিষাদ, ঈর্ষা, অভ্যসূয়া, দৈন্য, মাৎসর্য্য, কাম, লোভ, ইহারাই মানসিক ব্যাধি, ইচ্ছাদ্বেষ বশতঃ জন্মিয়া থাকে। স্বাভাবিক ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু, নিদ্রা প্রভৃতি। সেই সকল ব্যাধি মনে এবং শরীরে অবস্থান করে। যদ্দ্বারা শরীরস্থ যাবতীয় পদার্থের পরিষ্কার করা হয় তাহাকে সংশোধন দ্রব্য কহে। এবং যদ্দ্বারা শরীরস্থ বিকৃত পদার্থের স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্তি হয় তাহাকে সংশমন দ্রব্য

কহে। এই প্রকার শোধনী ও শমনী দ্রব্য সকল বিধিপূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে এবং সেই রূপ শোধনী ও শমনী ক্রিয়া সকল বিধিপূর্ব্বক আচরিত হইলে, সকল ব্যাধির শান্তি হয়। * আহার, প্রাণিসমূহের দেহের বল বর্ণ ও তেজের কারণ। সেই আহার, কটু তিক্ত কষায় মধুর অম্ল ও লবণ এই ছয় প্রকার রসের অধীন। এই ছয় রস দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। দ্রব্য সকল ওষধি নামে বিখ্যাত। সেই ওষধি সকল দুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। তাহার মধ্যে স্থাবর গুলি চারি প্রকার, বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ্, এবং ওষধি। যাহাদিগের পুষ্প না হইয়া ফল হয় তাহাদিগকে বনস্পতি কহে। যাহার ফল পুষ্প দুই হয় তাহাকে বৃক্ষ কহে। যাহারা একত্রীকৃত তৃণের গোছার ন্যায় অথবা লতার ন্যায়, তাহাদিগকে বীরুধ্ কহে। কেবল ফলের পরিপাক পর্য্যন্ত যাহার স্থিতি হয় অর্থাৎ ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায় তাহাকে ওষধি কহে। জঙ্গম ও চারি প্রকার, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ। তাহাদিগের মধ্যে পশু মনুষ্য প্রভৃতি জরায়ু স্থান হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাদিগকে জরায়ুজ কহে। পক্ষি সর্প মৎস্য প্রভৃতি অণ্ড হইতে উদ্ভব হয়, তজ্জন্য ইহাদিগকে অণ্ডজ কহে। যাবতীয় প্রাণির মৃত-দেহ ও মল ইত্যাদি পরিপাকে যে উষ্ম জন্মে তাহাকে স্বেদ কহে, ঐ স্বেদ হইতে কৃমি কীট পিপীলিকা প্রভৃতি

* আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলেন যে বিধিপূর্ব্বক যোগ অভ্যাস করিয়া উত্তীর্ণ হইলে জরা মৃত্যু থাকে না, সুতরাং এস্থানে জরা এবং মৃত্যু ব্যাধি মধ্যে গণ্য হইলেও ঔষধবিশেষ ব্যবহারে বা ক্রিয়া-বিশেষের আচরণে "সকল ব্যাধির শান্তি হয়" এ কথা বলা গ্রন্থকারের পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই।

উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদিগকে স্বেদজ কহে। বর্ষাকালে মৃত্তিকা হইতে সমুৎপন্ন,রক্তবর্ণ সূতার ন্যায় আকার বিশিষ্ট ইন্দ্রগোপ নামে ক্ষুদ্র কীট এবং ভেক প্রভৃতি,মৃত্তিকা ভেদ করিয়া প্রকাশ হয়, তজ্জন্য ইহাদিগকে উদ্ভিজ্জ কহে। তাহাদিগের মধ্যে স্থাবর হইতে ছাল, পাত্র, ফুল, ফল, শিকড়, কন্দ, আটা ও রস, ইহারা প্রয়োজনীয়। জঙ্গম হইতে চর্ম্ম, নখ, লোম ও রক্ত প্রভৃতি প্রয়োজনীয়। পার্থিব বস্তু মধ্যে স্বর্ণ, রূপা, হীরাজাতি, মুক্তা, মনছাল, শরা প্রভৃতি প্রয়োজনীয়। কাল সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট বায়ু, নির্ব্বাত, রৌদ্র, ছায়া, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, শীত, উষ্ণ, বর্ষা, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন ও সম্বৎসর, ইহারা স্বভাবতই বায়ু পিত্ত আদির সঞ্চয়ের, প্রকোপের, প্রশমের, ও প্রতিকারের কারণ হইয়াছে, অতএব ইহারাও প্রয়োজনীয়।

এই স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

চিকিৎসকেরা কহেন, যে পূর্ব্বোক্ত পুরুষ, ব্যাধি, ঔষধ ও কাল শরীরস্থ বিকারের সম্বন্ধে সঞ্চয়ের, প্রকোপের ও প্রশমের কারণ হইয়াছে। মানসিক ব্যাধি সকল ভিন্ন প্রকার, ও শারীরিক ব্যাধি সকল ভিন্ন প্রকার। তাহাদিগের ক্রিয়াও দুই প্রকার। শরীরজাত ব্যাধি হইলে শরীর সহযোগে ক্রিয়া করিবে। মানসিক ব্যাধি হইলে অভিলষিত শব্দাদি সকল রোগনাশক হয়। এই পুরুষ, ব্যাধি, ঔষধ ও ক্রিয়াকাল, চারিটি সংক্ষেপে কহিলাম। সেই চারিটির মধ্যে যে পুরুষ শব্দ বলা হইল, তাহাতে মানসিক-শক্তি, বল, পঞ্চভূত এবং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভেদে ত্বক্, মাংস, সিরা, স্নায়ু প্রভৃতি, সমস্তই বুঝিতে হইবে। ব্যাধি কহাতে, শরীরে যে বায়ু, পিত্ত,

কফ, শোণিত ও সন্নিপাত আছে, তাহাদিগের বিকৃতিভাব হইলে যে সকল ব্যাধি জন্মে তাহাদিগের সকলকেই বুঝিতে হইবে। ঔষধ কহাতে, দ্রব্য, গুণ, রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব সমস্তই বুঝিতে হইবে। ক্রিয়া কহাতে, ছেদনীয়াদি ক্রিয়া সকলকে, এবং স্নেহাদি ক্রিয়া সকলকে বুঝিতে হইবে*। কাল কহাতে, পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার ক্রিয়া যে যে কালে করিতে হয়, সেই সমস্ত কালকে বুঝিতে হইবে।

এই স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

এই গ্রন্থ শল্যতন্ত্র-প্রধান। ইহার অঙ্কুর রূপ এই বাক্য এস্থলে সংক্ষেপে কহিলাম, পরে ইহার একশত বিংশতি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। সেই একশত বিংশতি অধ্যায় পঞ্চ স্থানে কহিব। সেই পঞ্চ স্থান যথা, সূত্র-স্থান, নিদান-স্থান, শারীর-স্থান, চিকিৎসিত-স্থান ও কল্প-স্থান। এই পঞ্চ স্থানে প্রয়োজন বশতঃ একশত বিংশতি অধ্যায় কহিয়া, পরে উত্তর তন্ত্রে অবশিষ্ট সকল অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

এই স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

এই আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত, ও ধন্বন্তরি কর্তৃক প্রকাশিত। ইহা যিনি পাঠ করেন, তিনি পৃথিবীতে পুণ্যকর্ম্ম-শালী বলিয়া বিখ্যাত হইয়া ও ভূপতি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মরণসময়ে ইন্দ্রলোকে গমন করেন।

* 'ছেদনীয়াদি ক্রিয়া' অর্থাৎ ঘা ফোড়া বেদনা ইত্যাদি রোগে, ছেদ ভেদ প্রভৃতি শস্ত্রক্রিয়া। 'স্নেহাদি ক্রিয়া' অর্থাৎ ঘৃত তৈল ঔষধ আদির পাক ও প্রস্তুত করণ ও তদ্দ্বারা ব্রণ প্রভৃতি রোগে চিকিৎসাক্রিয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিষ্যের উপনয়ন।

আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইতে হইলে, যে প্রকারে শিষ্যের উপনয়ন করিতে হয়, তাহাই এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করিব। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতির মধ্যে যে কেহ হউক, শুদ্ধ-বংশজাত, ষোড়শ-বর্ষ-বয়স্ক, বীরভাবাপন্ন, পবিত্রদেহ, গুরুর উপদেশ অনুসারে কর্ম্মকারী, বিনয়-গুণ-বিশিষ্ট, বলবান্, ধীর, মেধাবী, যশঃ অভিলাষী, পাতলা জিহ্বা ও ওষ্ঠ বিশিষ্ট, সূক্ষ্ম দন্তাগ্র বিশিষ্ট, সরলাবয়ব, প্রসন্নমনা, প্রসন্নবাক্য, পরের অনিষ্ট কার্য্যে বিরত, এবং ক্লেশ সহনে সমর্থ, এই রূপ গুণ-বিশিষ্ট হইলে, গুরু তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ করিবার নিমিত্ত শিষ্যভাবে উপনয়ন করিবেন।

ব্রাহ্মণই উপনয়ন কর্ত্তা হইবেন। শুভক্ষণে, প্রশস্ত দিকে, পবিত্র ও সমতল স্থানে, চারি কোণ বিশিষ্ট ও চারি হস্ত পরিমিত বেদী নির্ম্মাণ করিবেন। সেই বেদী গোময়ের দ্বারা লেপন করিয়া তাহার উপর কুশ বিস্তার করিবেন। অনন্তর পুষ্প, লাজ, অন্ন ও রত্ন দ্বারা দেবতাগণকে পূজা করিবেন ও বিপ্র এবং ভিষক্‌দিগকে অভিষেক করিবেন। তদনন্তর কুশনির্ম্মিত ব্রাহ্মণকে আপনার দক্ষিণ ভাগে এবং অগ্নিকে সম্মুখে সংস্থাপন করিবেন। পরে খদির পলাশ দেবদারু ও বিল্ব এই চারি প্রকার কাষ্ঠে, অথবা বট যজ্ঞডম্বুর অশ্বত্থ ও মউল এই চারি প্রকার কাষ্ঠে, দধি মধু ঘৃত মাখাইয়া, তাহার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিবেন। সেই অগ্নিতে, প্রণব ও ব্যাহৃতি মন্ত্রের দ্বারা আচার্য্য স্বয়ং দেবতাদিগকে ও ঋষিদিগকে আহুতি প্রদান করিবেন ও শিষ্যকেও করাইবেন।

ব্রাহ্মণ, সকল জাতির, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির, এবং বৈশ্য, কেবল বৈশ্য জাতির, উপনয়ন করিতে পারিবেন। কেহ কেহ বলেন সৎকুল-জাত ও সদ্‌গুণ-সম্পন্ন শূদ্রকেও উপনয়ন না করিয়া অধ্যয়ন করাইতে পারেন।

অনন্তর আচার্য্য শিষ্যকে তিনবার অগ্নি স্পর্শ করাইবেন, ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাঁহাকে কহিবেন:—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মান, অহঙ্কার, ঈর্ষ্যা, কর্কশতা, খলতা, অসত্য, অলস, এবং নিন্দনীয় কার্য্য, এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, অল্প নখ ও অল্প রোম ধারণ, সর্ব্বদা শুচি, রক্ত-বস্ত্র পরিধান, স্ত্রীসঙ্গাদি বর্জন ও গুরুজনের অভিবাদনে তৎপরতা, এই সকল আচরণ অবশ্যই করিতে হইবে। আমার অভিমতে স্থিতি গমন শয়ন উপবেশন ভোজন এবং অধ্যয়ন করিবে, এবং আমার প্রিয়-কার্য্যে তৎপর হইবে। যদি ইহার অন্যথাচরণ কর তবে তোমার অধর্ম্ম হইবে এবং বিদ্যাও নিষ্ফলা হইবে। তুমি আমার অভিমতে কার্য্য করিলে আমি যদি তোমার প্রতি অন্য-থাচরণ করি, তবে আমি পাপভাগী হইব এবং আমার বিদ্যাও নিষ্ফলা হইবে। দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, সন্ন্যাসী, আশ্রিত, সাধু, অনাথ, এবং দেশান্তর হইতে আগত, এই সকল ব্যক্তিকে আপনার বান্ধবের ন্যায় স্বীয় ব্যয়সাধ্য ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করাই সাধুর কার্য্য। পশুঘাতী, পক্ষিঘাতী, পতিত এবং পাপকারি-দিগকে চিকিৎসা করিবে না। এই রূপে কার্য্য করিলে বিদ্যা প্রকাশ পায় এবং মিত্র যশঃ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম লাভ হয়।

এই স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমীও চতুর্দ্দশী, এবং অমাবস্যা ও

পূর্ণিমা, এই কয় দিবসের প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত, এবং বর্ষাকাল ভিন্ন অন্যকালে বিদ্যুৎ বা মেঘধ্বনি হইলে, স্বাধীন রাজ্যের রাজার পীড়া হইলে, শ্মশানে গমন হইলে, মৃত ব্যক্তির আদ্যকৃত্য হইলে, যুদ্ধ হইলে, মহোৎসব হইলে এবং উৎপাত দর্শন করিলে, অধ্যয়ন করিবে না। বিপ্রেরা যে২ দিবসে অধ্যয়ন না করেন সেই সকল দিবসে ও অশুচি অবস্থাতে অধ্যয়ন করিবে না।

তৃতীয় অধ্যায়।

এই গ্রন্থে যে ২ বিষয় আছে তাহার বিবরণ অর্থাৎ সূচী পত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পঞ্চ স্থানে একশত বিংশতি অধ্যায় ব্যাখ্যা করা হইবে। তাহার মধ্যে সূত্র স্থানে ছয় চল্লিশ অধ্যায়, নিদান স্থানে ষোড়শ অধ্যায়, শারীর স্থানে দশ অধ্যায়, চিকিৎসা স্থানে চল্লিশ অধ্যায়, এবং কল্প স্থানে আট অধ্যায়, এই একশত বিংশতি অধ্যায় কহিয়া পশ্চাৎ উত্তর তন্ত্রে ছয়-ষষ্টি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

এই গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের বিবরণ আছে নিম্নে তাহার সূচীপত্র কহিতেছেন।

আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি। শিষ্যের উপনয়ন। অধ্যায়ের সূচীপত্র। প্রভাষণীয় অধ্যায়। অগ্রে আহরণীয় দ্রব্যের বিবরণ। ঋতু বিবরণ। যন্ত্র বিবরণ। শস্ত্র বিবরণ। কর্ম্ম শিখাইবার বিধি। রোগ জ্ঞানের উপায়। ক্ষার প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার বিধি। অগ্নি প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার বিধি। জোঁকের লক্ষণ ও প্রয়োগবিধি। রক্ত বর্ণন ও রক্ত-মোক্ষণ বিধি। বায়ু পিত্ত কফের, ধাতুর ও মলের বিজ্ঞান। কর্ণ বেধের ও কর্ণপাটা বৃদ্ধির উপায়। শোথ জাত ব্যাধিদিগের

পক্ক অপক্ক জ্ঞান। ব্রণের* উপর আলেপন ও বন্ধন বিধি। ব্রণ হইলে যে রূপ আচরণ করিতে হয় তাহার উপদেশ। পথ্যাপথ্য বিধি। বাতাদির স্থান ও সংজ্ঞা কথন এবং ব্রণ কি রূপে উৎপত্তি হয় তাহার বিবরণ। ব্রণের আধার, স্রাব ও বর্ণ কথন। সাধ্যাসাধ্য ব্রণের লক্ষণ। অস্ত্র-সাধ্য ও ঔষধ-সাধ্য ব্যাধির ভেদ। অষ্টবিধ শস্ত্র কর্ম্মের নির্ণয়। শল্যের ভেদ ও অদৃশ্য শল্য জানিবার উপায়। শরীরে সম্যক্‌বিদ্ধ বা অসম্যক্‌বিদ্ধ শল্য† বাহির করিবার উপায়। সাধ্য এবং অসাধ্য ব্রণের জ্ঞান। দূত দ্বারা, এবং প্রশস্ত বা অপ্রশস্ত স্বপ্নাদির দ্বারা রোগের সাধ্যাসাধ্য নিরূপণ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিপরীত জ্ঞান হইলে তাহার ফল। স্বভাব-বিরুদ্ধ ছায়াদির দ্বারা আয়ুঃ শেষ নিরূপণ। স্বভাবের বৈপরীত্যের দ্বারা আয়ুঃশেষ নিরূপণ। অসাধ্য ব্যাধির নিরূপণ। যুক্তসেন ভূপতির প্রতি স্বাস্থ্য-রক্ষার উপদেশ, এবং পাদচতুষ্টয়সম্পন্ন চিকিৎসার প্রত্যেক পাদের দোষ গুণ বর্ণন। পীড়িত ব্যক্তির শরীরের অবয়ব দ্বারা পরমায়ুর নিরূপণ এবং বাতাদির ও চিকিৎসার গুণ দোষ নিরূপণ। মিশ্রিত দ্রব্যগণ দ্বারা পীড়া শান্তির উপদেশ। ভূমি নিরূপণ দ্বারা ওষধির দোষ গুণ ব্যাখ্যা। যে২ দ্রব্য একত্র সংযোগ হইলে যে২ পীড়া শান্তি করে তাহার বিবরণ। শোধনীয় ও শমনীয় দ্রব্যগণ অর্থাৎ যে২ দ্রব্য অবস্থা বিশেষে একত্র ব্যবহার করিলে দেহের সংশোধন ও পীড়ার শমতা হয়

---

* শরীরে যে কোন প্রকার স্ফোটক বা ঘা হয় তাহাকে ব্রণ কহে।

† শরীরের মাংস অস্থি নাড়ী প্রভৃতির মধ্যে যে কোন পদার্থ বিদ্ধ হইয়া বা বদ্ধ হইয়া পীড়াদায়ক হয়, তাহাকে শল্য কহে।

তাহার বর্ণন এবং বাত পিত্ত কফাদি দোষ সংশোধনের ও উপশমনের নিমিত্ত দ্রব্যগণের গুণ বর্ণনা। দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য ও বিপাক, ইহাদিগকে পৃথক্২ জানিবার উপদেশ। দ্রব্য সকলকে বিশেষ রূপে জানিবার উপদেশ। রস বিশেষের জ্ঞান ও রস বিশিষ্ট দ্রব্য গণের নিরূপণ। বমন কারক দ্রব্যগণের নিরূপণ। বিরেচন কারক দ্রব্যগণের নিরূপণ। বিবিধ প্রকার জল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, তৈল, মধু, ইক্ষু, গুড়, সুরা, মূত্র, ধান্য, কলাই, ফল, মূল, ও মাংস ইত্যাদির গুণ বর্ণনা। গ্রন্থের এই ভাগে চিকিৎসা বিষয়ের সূচনা, সূত্রপাত, দ্রব্যের যোগাযোগ বর্ণন এবং মর্ম্মার্থের বিস্তার করা হইয়াছে, একারণ ইহাকে সূত্রস্থান কহে। ইহা ছয় চল্লিশ অধ্যায়ে রচিত।

বাত রোগ, অর্শঃ, অশ্মরী (পাথুরী), ভগন্দর, কুষ্ঠ, মেহ, উদরী, মূঢ়-গর্ভ, বিদ্রধি (রাজগাঁড়), বিসর্প (ত্বক্ রোগ বিশেষ), গ্রন্থি রোগ, বৃদ্ধি রোগ (কোষ-বৃদ্ধি, গলগণ্ড, গোদ ইত্যাদি), ভগ্ন (অস্থিভগ্ন), শূক রোগ (পুং চিহ্নের রোগ বিশেষ), ক্ষুদ্র রোগ (হাম বসন্ত প্রভৃতি) এবং মুখ রোগ, এই সকল রোগের কারণ ও লক্ষণ যে ভাগে কথিত হইয়াছে তাহাকে নিদান কহে। নিদান ষোড়শ অধ্যায়ে গ্রথিত।

ভূত চিন্তা, শুক্র শোণিত শুদ্ধি, গর্ভাবস্থার বিবরণ, গর্ভস্থ শরীরের বিবরণ, শারীর তত্ত্ব, দেহস্থ মর্ম্মস্থানের নিরূপণ, সিরা বর্ণন, সিরা বিদ্ধ করিবার বিধি, ধমনী বিবরণ, ও গর্ভিণী স্ত্রী লোকের স্বাস্থ্য রক্ষার উপদেশ। বৈদ্যদিগের ও যোগিদিগের দেহ তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত, মহর্ষি ধন্বন্তরি কর্তৃক এই দশ অধ্যায় শারীর-স্থানে কথিত হইয়াছে।

দুই প্রকার ব্রণের চিকিৎসা, সদ্যোব্রণের চিকিৎসা, ভগ্ন দোষ চিকিৎসা, বাতব্যাধি চিকিৎসা, মহা বাতব্যাধি চিকিৎসা। অর্শো রোগ, অশ্মরীরোগ, ভগন্দর, কুষ্ঠ, মহাকুষ্ঠ, মেহ, পীড়ক প্রমেহ, মধু মেহ, উদর রোগ, মূঢ় গর্ভ, বিদ্রধি, বিসর্প, গ্রন্থি অপচী অর্ব্বুদ ও গলগণ্ড, বৃদ্ধি উপদংশ ও শ্লীপদ, ক্ষুদ্ররোগ, শূকদোষ, মুখরোগ এবং শোফ, এই সকল রোগের চিকিৎসা*। সম্ভাবিত ব্যাধির নিবারণের উপায়। মিশ্র চিকিৎসা। ক্ষীণ শরীরে বল এবং পুরুষশক্তি বৃদ্ধি করিবার উপায়। সকল প্রকার পীড়া শমনার্থ রসায়ন। মেধা এবং আয়ুবর্দ্ধনকারী রসায়ন। স্বাভাবিক ব্যাধির বিনাশ নিমিত্ত রসায়ন। সন্তাপ নিবৃত্তিকর রসায়ন। তৈল ও ঘৃতের প্রকরণ। ঘর্ম্ম করাইবার প্রকরণ। বমন বিরেচন প্রকরণ। বমন বিরেচন দ্বারা যে উপদ্রব জন্মে তাহার চিকিৎসা। নেত্র ও বস্তির পরিমাণ ও ভেদ†। নেত্র বস্তি প্রয়োগ জন্য উপদ্রবের শান্তি বিধান। উত্তর বস্তি, নিরূঢ়োপক্রম, আতুরসংজ্ঞ এবং ধূমন বিধি (ঔষধ বিশেষের ধূম গ্রহণ করিবার প্রণালী)। এই চল্লিশ অধ্যায় চিকিৎসা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্ষ্য দ্রব্য যাহাতে বিষযুক্ত না হয় তাহার উপদেশ। স্থাবর বিষ জ্ঞান, জঙ্গম বিষ জ্ঞান, সর্প দংশনের বিষ জ্ঞান, সর্প দংশনের চিকিৎসা, দুণ্ডুভ কল্প, মূষিক কল্প এবং কীট কল্প।

* সাধারণের বুঝিবার কারণ এই সকল রোগের নাম প্রত্যেক রোগের অধিকারে ভাষায় লিখিত হইবে।

† নেত্র শব্দের অর্থ নল, এবং বস্তি শব্দের অর্থ তলপেট। এই অধ্যায় হইতে চারি অধ্যায়ে পিচকারির দ্বারা বিরেচন করাইবার প্রণালী কথিত হইয়াছে।

বিষ জ্ঞান ও বিষনাশক ঔষধ সকল এই আট অধ্যায়ে কল্পিত হইয়াছে, একারণ এই খণ্ডের নাম কল্প স্থান হইল।

সমুদায়ে একশত বিংশতি অধ্যায় কথিত হইল। ইহার পর উত্তর তন্ত্র কহিতেছি। আয়ুর্ব্বেদের অষ্ট খণ্ডের মধ্যে এই খণ্ড শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাকে উত্তর তন্ত্র কহে। চক্ষু রোগের উপদ্রব। চক্ষুর সন্ধিগত, পথ গত, শ্বেত ভাগ গত, তারা গত, সর্ব্বস্থান গত এবং দৃষ্টি গত রোগ সকল জানিবার উপদেশ। ছেয়াত্তর প্রকার নয়ন রোগের বিবরণ। তাহাদিগের প্রত্যেকের চিকিৎসা বিধি। বায়ু জন্য, পিত্ত জন্য, শ্লেষ্মা জন্য অথবা শোণিত জন্য চক্ষে অভিস্যন্দ রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা। লেখ্য রোগের বিধি, ছেদ্য রোগের বিধি এবং ভেদ্য রোগের বিধি। চক্ষের পাতাতে যে সকল রোগ জন্মে তাহার নিবারণ বিধি। যে সকল রোগ দৃষ্টি-প্রতিবন্ধক তাহার নিবারণ বিধি। নানা প্রকার চক্ষু রোগের প্রতিকার। কর্ণগত রোগের জ্ঞান ও তাহার প্রতিকার। নাসিকা গত রোগের জ্ঞান ও তাহার প্রতিকার। প্রতিশ্যায় অর্থাৎ নাসিকা হইতে জল পড়ার চিকিৎসা। শিরোগত রোগের জ্ঞান ও তাহার চিকিৎসা। এই কয়েকটি অধ্যায়কে শালাক্যতন্ত্র কহে।

স্কন্দাদি নবগ্রহ কর্ত্তৃক সদ্যোজাত বালকের দেহে নানা প্রকার রোগ হয়। তাহার মধ্যে ভিন্ন২ গ্রহ কর্ত্তৃক যে ভিন্ন২ রোগ হয় তাহার প্রত্যেকের লক্ষণ। নব গ্রহের আকৃতি জ্ঞান। স্কন্দ গ্রহের নিবারণোপায়। অপস্মার গ্রহের নিবারণোপায়। শকুনী গ্রহের নিবারণোপায়। রেবতী গ্রহের নিবারণোপায়। পূতনা গ্রহের নিবারণোপায়। অন্ধ পূতনা গ্রহের নিবারণো-

পায়। মণ্ডিকা গ্রহের নিবারণোপায়। শীত পূতনা গ্রহের নিবারণোপায়। নৈগমেষ গ্রহের নিবারণোপায়। গ্রহদিগের উৎপত্তি। কৌমার ভৃত্য নামক তন্ত্রের শারীর অধ্যায়ে এই সকল কথিত হইয়াছে।

যোনিজাত রোগ সমূহের নিবারণ। জ্বর, অতিসার, শোষ, গুল্ম, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা, মদ্যপান জন্য রোগ, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি (বমন), হিক্কা, শ্বাস, কাশ, স্বরভঙ্গ, কৃমি, উদাবর্ত্ত, বিসূচিকা, অরুচি, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্র, এই সকল রোগের নিদান ও চিকিৎসা কাযচিকিৎসা তন্ত্রে কথিত হইয়াছে।

অমানুষ-রোগের, অপস্মাররোগের ও উন্মাদরোগের নিদান ও চিকিৎসা। এই তিন অধ্যায়কে ভূত বিদ্যা কহে। রস-ভেদ কথন, স্বস্থ বৃত্তির লক্ষণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ, তন্ত্রের যুক্তি কথন ও দোষের ভেদ কথন। এই চারিটি অধ্যায় শল্যতন্ত্রের অলঙ্কারের স্বরূপ হইয়াছে। এই তন্ত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া মহর্ষিগণ ইহাকে উত্তর তন্ত্র কহেন। বহু অর্থের সংগ্রহ আছে বলিয়া ইহাকে শ্রেষ্ঠ, উত্তর এবং পশ্চিম ও কহিয়া থাকেন। শালাক্য-তন্ত্র, কৌমারভৃত্য-তন্ত্র, কায চিকিৎসা তন্ত্র এবং ভূত বিদ্যা-তন্ত্র এই চারিটি উত্তর তন্ত্রে কথিত হইয়াছে। বাজীকরণ তন্ত্র ও রসায়ন-বিধি কায়চিকিৎসা খণ্ডে কথিত হইয়াছে। বিষ-চিকিৎসা কল্পখণ্ডে কথিত হইয়াছে। এবং শল্যজ্ঞান-তন্ত্র মধ্যে মধ্যে গ্রন্থের সর্ব্বস্থানেই কথিত হইয়াছে। এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহা বিধিপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে লোকে প্রাণ দাতা হইতে পারে। এই শাস্ত্র

অধ্যয়ন করিবে এবং চিকিৎসা কার্য্য শিক্ষা করিবে। যে বৈদ্য এই দুটিই জানেন তিনি ভূপতির নিকটে পূজিত হয়েন।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

যুদ্ধ কালে ভীরু ব্যক্তি যে রূপ অবসন্ন হয়। চিকিৎসা শিক্ষা না করিয়া কেবল শাস্ত্র পাঠ করিলে চিকিৎসা করিবার কালে বৈদ্যও সেই রূপ অবসন্ন হয়েন। এবং যে বৈদ্য চিকিৎসা কর্ম্মে কুশল হইয়াও শাস্ত্র অধ্যয়ন না করেন, তিনি সাধু দিগের নিকটে মান্য হইতে পারেন না। ভূপতি কর্তৃক তাঁহার প্রাণ দণ্ড হওয়া উচিত। এই দুই প্রকার বৈদ্যই চিকিৎসা কার্য্যে পারগ নহেন। ব্রাহ্মণ যেমন বেদের অর্দ্ধাংশ মাত্র অধ্যয়ন করিয়া বেদোক্ত কার্য্য করিলে, অথবা পক্ষী যেমন একটি মাত্র পক্ষ লইয়া উড্ডয়ন করিলে বিফল হয়। সেই রূপ মূর্খ বৈদ্য অমৃতের ন্যায় ঔষধ দিলেও কোন ফল হয় না। বরং তাহা শস্ত্র, বজ্র বা বিষের ন্যায় হয়। অতএব উক্ত দুই প্রকার বৈদ্যকে পরিত্যাগ করিবে। যে বৈদ্য শস্ত্রক্রিয়া এবং স্নেহাদি ক্রিয়া না জানেন, তিনি লোভ বশতঃ রোগিকে বিনাশ করেন। রাজার অমনোযোগ বশতই এরূপ কুবৈদ্য হইয়া থাকে। রথ যে রূপ দুই খানি চক্র বিশিষ্ট হইলে যুদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে, সেই রূপ বুদ্ধিমান্ বৈদ্য ঐ দুই প্রকার কার্য্য জানিলে চিকিৎসা কার্য্যে পারগ হয়েন।

অনন্তর হে বৎস, এই শাস্ত্র যে প্রকারে অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। শিষ্য, অধ্যয়ন কালে পবিত্র-দেহ, উত্তরীয়ধারী, এবং স্থিরচিত্ত হইবেন। এবং গুরু আপনার জ্ঞানানুসারে শিষ্যকে শ্লোকের চরণ বা সম্পূর্ণ

শ্লোক ক্রমে ক্রমে অধ্যয়ন করাইবেন। শিষ্যও আপনার মনে ক্রমে ক্রমে তাহার অনুশীলন করিবেন। এবং ধীরে ধীরে অথচ বিলম্ব না করিয়া, নির্ভয় মনে, চক্ষুঃ ভ্রূ ওষ্ঠ ও হস্তাদি স্থির রাখিয়া, মধ্যম স্বরে, শুদ্ধ বাক্যে পাঠ করিবেন। পাঠের কালে গুরু-শিষ্যের মধ্যস্থান দিয়া অপর কেহ গমন করিবে না। পবিত্র-দেহ, গুরু-পরায়ণ, কার্য্যদক্ষ, এবং আলস্য ও নিদ্রা বর্জ্জিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে পাঠ করিলে এই শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারে। এই শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে ইচ্ছা করিলে, বাক্যের শীলতার নিমিত্ত, পদার্থ জ্ঞানের নিমিত্ত অহঙ্কার ত্যাগের নিমিত্ত ও কার্য্যে নিপুণ হইবার নিমিত্ত, যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রভাষণীয় অধ্যায়।

অধ্যয়ন করিয়া অভ্যাস হইলেও যদি মর্ম্ম বোধ না হয়, তবে গর্দ্দভের চন্দন ভার বহনের ন্যায় কেবল পরিশ্রমই সার হয়।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

গর্দ্দভকে চন্দনের ভার বহন করিতে হইলে, ভার মাত্র বহন করে, গন্ধ জানিতে পারে না। সেই রূপ মর্ম্ম বোধ না হইলে, অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা গর্দ্দভের ন্যায় ভার বহন করা মাত্র। অতএব এই একশত বিংশতি অধ্যায়ের শব্দ অর্দ্ধ শ্লোক এবং শ্লোক পুনঃ পুনঃ বর্ণন করা এবং শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যে হেতু দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক, দোষ, ধাতু, মলাশয়, মর্ম্ম, সিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, গর্ভসম্ভূত দ্রব্য

সমূহের বিভাগ, অদৃশ্য শল্যের উদ্ধার, ব্রণ নিরূপণ, বিবিধ ভগ্ন দোষের এবং সাধ্য যাপ্য ও অসাধ্য রোগের বিচার, ইত্যাদি সহস্র সহস্র বিশেষ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় আছে, সে সকল চিন্তা করিতে গেলে, নির্ম্মল এবং বিপুলবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিরও বুদ্ধি অভিভূত হয়। অল্পবুদ্ধির ত কথাই নাই। অতএব শব্দ, পাদ, অর্দ্ধশ্লোক এবং শ্লোক পুনঃ পুনঃ বর্ণন করা এবং শ্রবণ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোন বিষয় এ শাস্ত্রে উপস্থিত হইলে, সেই সকল শাস্ত্র যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগের নিকটে তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবে। যে হেতু এক শাস্ত্রের দ্বারা সকল শাস্ত্রের জ্ঞান হইতে পারে না।

এ স্থানে শ্লোক কহিতেছেন।

একটী মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে শাস্ত্রের মর্ম্ম বোধ হয় না, অতএব চিকিৎসকের বহু শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি গুরু মুখ হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া অভ্যাস করে, এবং তদনুসারে কর্ম্ম করে, সেই বৈদ্য। তদ্ভিন্ন সকলে তস্কর। চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে শল্যতন্ত্রই প্রধান। ঔপধেনব, ঔরভ্র, সৌশ্রুত এবং পৌষ্কলাবত, এই কয়েক গ্রন্থই ইহার মূল বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

অগ্রে আহরণীয় দ্রব্যের বিবরণ।

কর্ম্ম তিন প্রকার। পূর্ব্বকর্ম্ম, প্রধানকর্ম্ম এবং পশ্চাৎকর্ম্ম। এই তিন কর্ম্ম প্রত্যেক রোগের প্রকরণে উপদেশ করিব। এই গ্রন্থে শস্ত্রকর্ম্ম প্রধান বলিয়া শস্ত্র ক্রিয়া এবং তাহার প্রয়োজনীয়

দ্রব্য সকল প্রথমে উপদেশ করিব। শস্ত্রকর্ম্ম আট প্রকার, যথা ছেদক্রিয়া (কাটা), ভেদক্রিয়া (নবম অধ্যায়ে বক্তব্য), লেখনক্রিয়া (আঁচড়ান), বেধ্যক্রিয়া (সূচ প্রভৃতির দ্বারা বিদ্ধ করা), এষনক্রিয়া (সূক্ষ্ম শলাকাদির দ্বারা শরীর মধ্যে অন্বেষণ করা), আহরণ ক্রিয়া (পীড়াদায়ক বস্তুকে শরীর হইতে বাহির করা), বিস্রাব্য ক্রিয়া (শরীর হইতে রক্ত পূয প্রভৃতি স্রাব করান), এবং সীব্যক্রিয়া (মিলন করিবার নিমিত্ত সূত্র দ্বারা ক্ষত স্থান সেলাই করা)। এই আট প্রকার কর্ম্মের মধ্যে কোন কর্ম্ম করিতে হইলে যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, অগ্নি, শলাকা, শৃঙ্গ, জোঁক, তিত লাউ, জাম্ববোষ্ঠ (এক প্রকার শলাকা), তুলা, বস্ত্রখণ্ড, সুতা, পাতা, পাট, মধু, ঘৃত, বসা, দুগ্ধ, তৈল, তর্পণদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, আলেপন দ্রব্য, কল্কদ্রব্য, পাখা, শীতল জল, উষ্ণ জল ও কড়া ইত্যাদি দ্রব্য সমূহ এবং ধীর ও বলবান্ পরিচারক অগ্রে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। শস্ত্রপাত করিবার পূর্ব্বে রোগিকে লঘু ভোজন করাইবে। তদনন্তর শুভক্ষণে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া রোগিকে পূর্ব্বাভিমুখে বসাইয়া বৈদ্য পশ্চিমাভিমুখে বসিবেন। মর্ম্মস্থান, নাড়ী, সূক্ষ্ম নাড়ী, সন্ধি স্থানের অস্থি ও সিরা এই সকলে যাহাতে আঘাত না লাগে এমত ভাবে শস্ত্রপাত করিবেন। যে স্থানে পূয আছে সেই স্থান পর্য্যন্ত শস্ত্র প্রবেশ করাইবেন। পূয স্থান দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ শস্ত্র উঠাইয়া লইবেন। ব্রণের স্থানে অধিক ফুলা থাকিলে, দুই বা তিন অঙ্গুলি পরিমাণ শস্ত্র চিহ্ন করিবেন। যে ফোড়া বিস্তৃত ও উচ্চ, এবং যাহার চারিদিক সমান ও মধ্যস্থলে মুখ, সেই ফোড়া ক্লেশ দায়ক হয় না।

যে ফোড়া উচ্চ ও আয়তনে বৃহৎ এবং যাহার মধ্যস্থলে মুখ ও অস্ত্র করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত, সেই ফোড়াই অস্ত্র করিবার পক্ষে প্রশস্ত। ধীরতা, শীঘ্র-কার্য্য-কারিতা, তীক্ষ্ণ শস্ত্র ব্যবহার করা, কম্প অথবা ঘর্ম্ম না হওয়া এবং বুদ্ধি অবসন্ন না হওয়া, অস্ত্র করিতে হইলে বৈদ্যের এই গুলি প্রয়োজন।

একবার অস্ত্র করিলে যদি মন্দ রক্ত বা পূয নিঃশেষে নির্গত না হয় তবে তাহা পরীক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার অস্ত্র করিবে।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

যে যে স্থানে মন্দ রক্তের বা পূযের গতি হয় অথবা ফুলা থাকে সেই সেই স্থানে শস্ত্র পাত করিবে। দূষিত পদার্থ কোন মতে শরীরে না থাকে।

শরীরের মধ্যে ভ্রূ, গণ্ড, রগ, কপাল, চক্ষুঃ, ওষ্ঠ, দন্তের মাড়ী, বগল, উদর এবং কুঁচকি, এই কয় স্থানে তির্য্যক্ ভাবে শস্ত্র পাত করিবে*। হস্তে এবং পাদে চন্দ্র মণ্ডল বৎ গোল করিয়া শস্ত্রপাত করিবে। মল দ্বারে ও লিঙ্গ মূলে অর্দ্ধ চন্দ্রের ন্যায় শস্ত্রাঘাত করিবে। ইহার অন্যথা করিলে সূক্ষ্ম সিরা ও স্নায়ু ছেদন হেতু অতি মাত্র বেদনা হয়, ঘা বিলম্বে পূরিয়া উঠে এবং ঘা পূরিলেও সেই স্থানের মাংস বৃদ্ধি হয়। মূঢ় গর্ভ, উদর রোগ, অর্শঃ, অশ্মরী, ভগন্দর ও মুখরোগ, এই সকল রোগে শস্ত্র ক্রিয়া করিতে হইলে রোগিকে ভোজন না করাইয়া শস্ত্র পাত করিবে। শস্ত্র চালন করিলে পর শীতল জলের দ্বারা

---

* অস্ত্র চিহ্নটি শরীরের ঊর্দ্ধ অধোভাগে দীর্ঘ না হইয়া পার্শ্বভাগে দীর্ঘ হইবে। তাহাকেই তির্য্যক্ কহে।

রোগিকে আশ্বাসিত করিবে। পশ্চাৎ ব্রণের চতুর্দ্দিকে অঙ্গুলির দ্বারা টিপিয়া আর্দ্র বস্ত্রের দ্বারা ব্রণ পরিষ্কার করিবে। তিল-বাটা মধু ও ঘৃত গাঢ় রূপে মিশ্রিত করিয়া পলিতায় মাখাইয়া পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রণ পরিষ্কার হইলে সেই পলিতা তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইবে। পরে তাহার উপরে কল্ক (পিষিত ঔষধকে কল্ক কহে) আচ্ছাদন করিয়া বস্ত্র এবং পাটের দ্বারা বন্ধন করিবে। তদনন্তর গুগ্‌গুল, অগুরু, ধুনা, বচ, শ্বেত শর্ষপ, সৈন্ধব ও নিম্ব পত্র এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এবং ঘৃত একত্র মিশ্রিত পূর্ব্বক ধূপ নির্ম্মাণ করিয়া অগ্নিতে প্রদান করিবে। পরে অগ্নিতে কিঞ্চিৎ ঘৃত প্রদান করিবে ও কলসী হইতে জল লইয়া গৃহ মধ্যে প্রোক্ষণ করিয়া রক্ষামন্ত্র পাঠ করিবে। তদনন্তর রক্ষা মন্ত্র কহিতেছি। কৃত্যাদেবতাদিগের এবং রাক্ষসদিগের ভয় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রক্ষা কর্ম্ম করিব, ব্রহ্মা তাহাকে অনুমতি করুন্। সর্পগণ পিশাচগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও পিতৃগণ, ইহাদিগের মধ্যে যে কেহ তোমাকে আশ্রয় করিবেন, ব্রহ্মাদি দেবতারা তাঁহাকে নাশ করুন। পৃথিবীতে এবং আকাশে যে সকল নিশাচর গমনাগমন করেন এবং দিকে ও বাস্তুভূমিতে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা তোমাকর্তৃক নমস্কৃত হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন্। ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন শনকাদি মুনিগণ, স্বর্গ স্থিত রাজর্ষি সকল, সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত সকল, গঙ্গাদি নদী সকল ও লবণাদি সমুদ্র সকল, তোমাকে রক্ষা করুন্। অগ্নিদেবতা, তোমার জিহ্বাকে, বায়ুদেবতা তোমার প্রাণ বায়ুকে, সোমদেবতা ব্যানবায়ুকে, পর্জন্য অপানবায়ুকে, বিদ্যুৎ উদান বায়ুকে, মেঘ

সমান বায়ুকে, বলের পতি ইন্দ্রদেবতা বলকে, মনুদেবতা গ্রীবার পার্শ্বস্থ সিরাদ্বয়কে ও মননশক্তিকে, গন্ধর্ব্ব সকল অভিলাষ শক্তিকে, ইন্দ্র সত্ত্বকে, বরুণ রাজা প্রজ্ঞাকে, সমুদ্র নাভি মণ্ডলকে, সূর্য্যদেবতা চক্ষুকে, দিক্ সকল কর্ণ দ্বয়কে, চন্দ্রদেবতা মনকে, নক্ষত্র সকল রূপকে, নিশা সকল তোমার ছায়াকে, জল সকল তোমার বীর্য্যকে, ওষধি সকল তোমার রোম সকলকে, আকাশ সকল তোমার দেহস্থ আকাশকে, বসুন্ধরা তোমার দেহকে, বৈশ্বানর দেবতা তোমার শিরকে, বিষ্ণু দেবতা তোমার পরাক্রমকে, পুরুষশ্রেষ্ঠ তোমার পৌরুষকে, ব্রহ্মা তোমার আত্মাকে এবং ধ্রুব দেবতা তোমার ভ্রূদ্বয়কে রক্ষা করুন। এই সকল দেবতারা তোমার দেহে নিত্য আছেন। ইহারা তোমাকে সতত রক্ষা করুন। তুমি দীর্ঘ আয়ু লাভ কর। ভগবান্ ব্রহ্মা আদি দেবতা সকল তোমার মঙ্গল করুন্। চন্দ্র, সূর্য্য, নারদ ও পর্ব্বত ঋষিদ্বয়, অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্রের সহগামি দেবতারা, তোমার মঙ্গল করুন। পিতামহ কৃত রক্ষা তোমার মঙ্গল করুন। তোমার আয়ু বৃদ্ধি হউক। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ, মূষিক, পক্ষী এবং প্রত্যাসন্ন রাজা সকল শান্তিভাব প্রাপ্ত হউক। তুমি সর্ব্বদা পীড়া রহিত হও। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করিবে। এই বেদাত্মক মন্ত্র কৃত্যা (উপদেবী) জনিত রোগ নাশ করে। তুমি আমার পঠিত এই রক্ষা মন্ত্র দ্বারা দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হও।

অনন্তর রক্ষা কর্ম্ম সমাপন করিয়া রোগিকে গৃহ মধ্যে

প্রবেশ করাইবে। এবং তৎকালে যেরূপ আচরণ করিতে হয় তাহার উপদেশ তাঁহাকে দিবে। তিন দিবস পরে প্রথম বন্ধন খুলিয়া পুনরায় বস্ত্র এবং পাটের দ্বারা বন্ধন করিবে। দুই দিবসের মধ্যে সেই দ্বিতীয় বন্ধন খুলিবে না। তাহা হইলে ক্ষত স্থানে বেদনা হয়, এবং ঘা পুরিয়া উঠিতে বিলম্ব হয়। তৎকালে ক্ষত স্থানের অবস্থা, কাল ও রোগির বল ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া ক্বাথ, আলেপন, বন্ধন, এবং রোগির আহার ও আচার, বিধান করিবে। ভিতরে মন্দ রক্ত বা পূয থাকিলে ঘা পুরাইবে না। তাহা হইলে অল্প অত্যাচার ঘটিলেই সেই ঘা ভিতরে ফুলিয়া পুনর্ব্বার বিকৃত হয়।

এ স্থানে শ্লোক কহিতেছেন।

সেই হেতু অন্তরে এবং বাহিরে নির্দ্দোষ হইলে পরে ক্ষত স্থান পূরণ করা কর্ত্তব্য। ঘা পুরিলেও অজীর্ণ জনক দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম এবং স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। ক্ষত স্থান যাবৎ চর্ম্মের সহিত সমান ভাব না হয় তাবৎ হর্ষ-জনক, ক্রোধ-জনক এবং ভয়-জনক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে। হেমন্ত শিশির ও বসন্ত এই তিন কালে তিন দিনের পরে, এবং শরৎ গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিন কালে দুই দিনের পরে, ক্ষত স্থানের বন্ধন খুলিবে। রোগ ভয়ানক হইলে বৈদ্য এ নিয়ম অবলম্বন করিবেন না। যে রূপ অগ্নির দ্বারা গৃহ প্রজ্বলিত হইলে শীঘ্র প্রতীকার করা প্রয়োজন। সেই রূপ রোগ প্রবল হইলে যাহাতে শীঘ্র প্রতীকার হয় তাহাই করিবে। শরীরে শস্ত্রাঘাত জন্য যদি তীব্র বেদনা হয়, তবে যষ্টি মধুর সহিত ঈষদুষ্ণ ঘৃত অভিষেচন করিবে, তাহাতে বেদনার শান্তি হয়।

ষষ্ঠাধ্যায়।

ঋতু বিবরণ।

কালই ভগবান্ স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশমান্। আদি অন্ত মধ্য রহিত। মানবগণের জীবন ও মৃত্যু, এবং পদার্থ সমূহের রসের উৎপত্তি ও ক্ষয়, এই কালের অধীন। ইহার অতি সূক্ষ্ম মাত্র অংশও ধ্বংশ হয় না, এই হেতু, অথবা প্রাণি সকলকে সঙ্কলন করে বা (জন্ম মৃত্যুতে) প্রেরণ করে, এই হেতু ইহাকে কাল কহে। ভগবান্ সূর্য্য, গতি বিশেষের দ্বারা, সেই কালের সংবৎসর রূপ দেহকে, অক্ষি-নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর ও যুগ, এই সকল অংশে বিভাগ করেন। একটী লঘু অক্ষরের উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তাহাকে অক্ষি-নিমেষ কহে। (লঘু অক্ষর যথা ক)। পঞ্চদশ অক্ষি নিমেষে এক কাষ্ঠা। ত্রিংশৎ কাষ্ঠাতে এক কলা। বিংশতি কলাতে এক মুহূর্ত্ত। কলার দশ ভাগকেও মুহূর্ত্ত কহে। ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র। পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ। পক্ষ দুই, শুক্ল ও কৃষ্ণ। সেই দুই পক্ষে এক মাস। মাস দ্বাদশ। সেই দ্বাদশ মাসের মধ্যে দুই দুই মাসে এক এক ঋতু হয়। ঋতু ছয়টি, যথা— শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত। সেই দ্বাদশ মাসের মধ্যে মাঘ ও ফাল্গুণ শিশির, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ, এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত। শীত উষ্ণ বর্ষাই সেই সকল ঋতুর লক্ষণ। কাল, চন্দ্র সূর্য্য কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়া দুইটী অযন জন্মায়, দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণ। দক্ষিণায়ন কালে বর্ষা শরৎ এবং হেমন্ত এই তিন ঋতু হইয়া থাকে। এই কালে

ভগবান্ চন্দ্রমা তেজঃপুঞ্জ হয়েন। তজ্জন্য অম্ল লবণ এবং মধুর এই তিন রসের প্রাদুর্ভাব হয় অর্থাৎ এই তিন রসের ওষধিই বিশেষ রূপে জন্মে। এবং প্রাণিগণও উত্তরোত্তর বলবান্ হয়। উত্তরায়ণ কালে শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই তিন ঋতু হইয়া থাকে। এই কালে ভগবান্ সূর্য্য তেজঃপুঞ্জ হয়েন। তজ্জন্য তিক্ত কষায় এবং কটু এই তিন রস বলবান্ হয়। এবং প্রাণিগণের বলও উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

চন্দ্র পৃথিবীকে আর্দ্র করেন, এবং সূর্য্য তাহাকে শুষ্ক করেন। বায়ু ইহাদিগের উভয়কে আশ্রয় করিয়া প্রাণিগণকে পালন করেন।

কোন কোন পণ্ডিতেরা কহেন, যে দুই অয়নে সংবৎসর এবং পাঁচ বৎসরে এক যুগ হইয়া থাকে। সেই নিমেষাদি যুগ পর্য্যন্ত কাল, চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া কালচক্র নামে কথিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে, বর্ষা শরৎ হেমন্ত বসন্ত গ্রীষ্ম ও প্রাবৃট্ এই ছয় ঋতু, দোষের সম্বন্ধে সঞ্চয়ের প্রকোপের ও প্রশমের কারণ। সেই ছয় ঋতু ভাদ্র মাস অবধি দুই দুই মাসে হইয়া থাকে। যথা, ভাদ্র আশ্বিন বর্ষা, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ শরৎ, পৌষ মাঘ হেমন্ত, ফাল্গুণ চৈত্র বসন্ত, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম, এবং আষাঢ় শ্রাবণ প্রাবৃট্। ছয় ঋতুর মধ্যে বর্ষা কালে ওষধি* সকল নূতন জন্মে সুতরাং অল্প-বীর্য্য, জল ক্লেদ

---

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ফল পাকিলেই যে গাছ মরিয়া যায় তাহাকে ওষধি কহে, তাহাতে ধান্য কলাই প্রভৃতি যে সকল শস্য এবং শাক ও

যুক্ত এবং ক্ষিতি মল পূর্ণ। সেই কালে আকাশ মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন থাকে, ভূমি জলে আর্দ্র থাকে এবং প্রাণিগণের দেহও আর্দ্র হয়। আর্দ্র দেহে শীতল বায়ু সংযোগে অগ্নি মান্দ্য হয়। সুতরাং সেই সকল নূতন অল্প-বীর্য্য(১) ওষধি ভক্ষণ করিলে, অথবা সেই অপরিষ্কার জল পান করিলে বিদাহ অজীর্ণ হয়, অর্থাৎ পরিপাক কালে অম্ল রস বৃদ্ধি হয়, তদ্দ্বারা কোন কোন স্থলে গলা জলিয়া উঠে। সেই বিদাহ অজীর্ণ হেতু এই কালে পিত্তের সঞ্চয় হইয়া থাকে। শরৎ কালে আকাশ মণ্ডল মেঘ-শূন্য হইলে এবং পঙ্ক (কাদা) সমস্ত শুষ্ক হইলে, সেই সঞ্চিত পিত্ত সূর্য্য কিরণ দ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পৈত্তিক জন্য ব্যাধি সকল জন্মায়। হেমন্ত কালে সেই সকল ওষধি কাল গৌণ হেতু পরিপক্ব এবং বলবান্ হইয়া উঠে, জলও নির্ম্মল হয়, এবং সূর্য্যের কিরণ মান্দ্য হয়, সুতরাং হিম ও শীতল বায়ু কর্ত্তৃক প্রাণি গণের দেহও জড়ীভূত হইয়া পড়ে। সেই কালে সেই স্নিগ্ধ ও গুরুপাক ওষধি এবং জল ভক্ষণ এবং পান করিলে আমাজীর্ণ হয়, অর্থাৎ গুরুপাক প্রযুক্ত সম্যক্ পরিপাক হয় না। সুতরাং সেই স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাক ও পিচ্ছিল ওষধি ও জল দ্বারা এই কালে শরীরে শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইয়া থাকে। বসন্ত কালে প্রাণিগণের শরীর অল্প জড়ীভূত থাকে। সূর্য্য কিরণ দ্বারা সেই সঞ্চিত শ্লেষ্মা সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া শ্লেষ্মা-জন্য ব্যাধি সকল জন্মায়। গ্রীষ্ম কালে সেই সকল ওষধি নীরস,

---

মূল প্রভৃতি যে সকল ভূমি জাত আহারীয় দ্রব্য প্রতি বৎসর জন্মে এস্থলে তাহাদিগকেই বুঝিতে হইবে। (১) অল্প বীর্য্য অর্থাৎ অল্প সার বিশিষ্ট।

রুক্ষ ও লঘু হয়, জলও লঘু হয়, এবং সূর্য্য কিরণে প্রাণিগণের দেহও শুষ্ক-প্রায় হয়। সুতরাং এ প্রকার ওষধি ভক্ষণ বা জল পান করিলে নীরস হেতু, রুক্ষতা হেতু এবং লঘুতা হেতু প্রাণিগণের শরীরে বায়ুর সঞ্চয় হইয়া থাকে। প্রাবৃট্ কালে, ভূমি জলে আর্দ্র হইলে এবং প্রাণিগণের দেহও আর্দ্র হইলে, শরীরস্থ সেই সঞ্চিত বায়ু, বাহিরের শীতল বায়ুর এবং বর্ষার প্রভাবে প্রাণিগণের দেহে ব্যাপ্ত হওয়াতে, বাতিক জন্য ব্যাধি সকল জন্মে। এই প্রকার সকল দোষের সঞ্চয় ও প্রাকোপের হেতু কথিত হইল*। বর্ষাকালে, হেমন্তকালে এবং গ্রীষ্মকালে যে সকল দোষ সঞ্চিত হয়, সেই সকল সঞ্চিত দোষের, এবং শরৎ কালে, বসন্ত কালে ও প্রবৃট্কালে যে সকল দোষ কুপিত হয়, সেই সকল কুপিত দোষের, প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। শরৎকালে পৈত্তিক জন্য ব্যাধির, বসন্তকালে শ্লেষ্মা জন্য ব্যাধির এবং প্রাবৃট্কালে বাতিক জন্য ব্যাধির, প্রতিকার করা বিধেয়। দোষের সঞ্চয় প্রকোপ এবং উপশম স্বভাবতঃ যে প্রকারে হইয়া থাকে তাহা বলা হইল।

এক দিবসের মধ্যে ছয় ঋতুর ভোগ কহিতেছেন।

প্রাতঃকালে বসন্তের লক্ষণ, মধ্যাহ্ন কালে গ্রীষ্মের লক্ষণ, অপরাহ্নে প্রাবৃষের লক্ষণ, সন্ধ্যাকালে বরষার লক্ষণ, অর্দ্ধ

---

* দোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ।

এই সমুদায়ের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে ভাদ্র আশ্বিন দুই মাস বরষাতে শরীরে পিত্তের সঞ্চয় হইয়া, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ দুই মাস শরৎ কালে তাহার প্রকোপ হয়। পৌষ মাঘ দুই মাস হেমন্ত কালে শরীরে শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইয়া, ফাল্গুন চৈত্র দুই মাস বসন্ত কালে তাহার প্রকোপ হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্ম কালে শরীরে বায়ুর সঞ্চয় হইয়া আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাস প্রাবৃট্ কালে তাহার প্রকোপ হয়।

রাত্রে শরতের লক্ষণ এবং রাত্রি অবসানে হেমন্তের লক্ষণ, লক্ষিত হয়। এই প্রকার সম্বৎসরের ন্যায় দিবারাত্রি মধ্যেও ছয় ঋতুর লক্ষণ দেখা যায়, এবং সেই২ কালে বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মার সঞ্চয় প্রকোপ ও উপশমও হইয়া থাকে।

যে২ ঋতুতে যে২ লক্ষণ হইয়া থাকে তাহার অন্যথা না হইলে, ওষধি সকল এবং জল প্রকৃত ভাবে থাকে। সেই ওষধি এবং জল ভক্ষণ এবং পান করিলে, প্রাণিগণের আয়ু, বল এবং বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। সেই সকল ঋতুর অন্যথা হওয়া দৈবের অধীন। শীত, উষ্ণ, বাত ও বর্ষা উপযুক্ত কালে না হইলে ওষধি সকল এবং জল বিগুণ হয়। সেই সকল ওষধি বা জল ভক্ষণ বা পান করিলে নানা প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, অথবা মারিভয় উপস্থিত হয়। কোন সময়ে ঋতুর লক্ষণ অন্যথা না হইলেও এবং ওষধি বা জল বিকৃত না হইলেও, কৃত্যা পিশাচ ও রাক্ষসাদির ক্রোধ হেতু, অথবা অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হেতু দেশ ধ্বংশ হয়। অথবা, বিষাক্ত ওষধির বা বিষাক্ত পুষ্পের গন্ধ বায়ু প্রবাহে আনীত হইলে, তদ্দারা যে সকল দেশ আক্রান্ত হয়, সেই সকল দেশে, শরীরের ভিতরে অথবা বাহিরে বিকৃতির কোন কারণ না থাকিলেও, কাশ, শ্বাস, বমি, নাসিকা হইতে জল নিঃসরণ, শিরোরোগ এবং জ্বর এই সকল রোগে লোক অতিশয় তাপিত হয়। গ্রহ নক্ষত্রের গতি বিশেষেও এরূপ ঘটিয়া থাকে। অথবা গৃহ, স্ত্রী, আসন, যান, বাহন, মণি বা রত্ন প্রভৃতি কোন গৃহ দ্রব্য মন্দ লক্ষণ যুক্ত হইলে, অথবা অন্য কোন প্রকার মন্দ লক্ষণ ঘটিলে, এই রূপ রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এরূপ

মারিভয় অথবা রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে স্থান পরিত্যাগ, শান্তি কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত, জপ, হোম, তপস্যা, নিয়ম, দয়া, দান, দীক্ষা, দেবতা এবং ব্রাহ্মণ পরায়ণ ইত্যাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল হয়।//

অতঃপর যে২ ঋতুতে যে২ লক্ষণ হইয়া থাকে তাহা কহিতেছি। হেমন্ত কালে, উত্তর দিক্ হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। সকল দিক্ ধূলি ও ধূমে ব্যাপ্ত, দিবাকর হিম কণাতে আচ্ছন্ন, ও জলাশয় সকল হিমে আবৃত। কাক, গণ্ডার, মহিষ, মেষ ও হস্তি প্রভৃতি পশুগণ বলবান্ হইয়া উঠে, এবং রোধ্র, প্রিয়ঙ্গু ও পুন্নাগ বৃক্ষ সমস্ত পুষ্পে শোভিত হইয়া থাকে। শিশির কালে, অতিশয় শীত হয়, বাত বৃষ্টিতে সকল দিক্ আকুলিত হয়, এবং হেমন্ত কালের সকল লক্ষণও একালে হইয়া থাকে। বসন্ত কালে, দিক্ সকল নির্ম্মল হয়, পলাশ, পদ্ম, বকুল, আম্র এবং অশোকাদি পুষ্পে পরিপূর্ণ কানন সকলের দ্বারা, এবং কোকিল ও ভ্রমর প্রভৃতি পক্ষিগণের গানের দ্বারা, চতুর্দ্দিক্ শোভিত ও মনোহর হইয়া উঠে, দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, এবং সকল জলাশয়ই সুদৃশ্য হয়। গ্রীষ্ম কালে সূর্য্যের কিরণ তীক্ষ্ণ হয়, এবং নৈঋত কোন হইতে অসুখ জনক বায়ু বহিতে থাকে। এতদ্ভিন্ন, ভূমি উত্তপ্তা, নদ নদীতে অল্প জল, দিক্ সকল প্রজ্জ্বলিত প্রায়, মৃগ সমস্ত পিপাসায় আকুল, তৃণ ও লতা সকল শুষ্ক, এবং বৃক্ষ সমস্ত পত্র শূন্য হইয়া থাকে। প্রাবৃট্ কালে, পশ্চিম দিকস্থ বায়ু কর্ত্তৃক মেঘ আকৃষ্ট হইয়া আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করে, এবং বিদ্যুৎ ও তুমুল গর্জন সহকারে জলধারা বর্ষণ করিতে থাকে। এই কালে কোমল

শ্যাম বর্ণ শস্যে এবং কদম্ব, কেলিকদম্ব, কুটজ, সাল ও কেতকী প্রভৃতি বৃক্ষে পৃথিবী শোভান্বিতা হয়। বর্ষা কালে সকল নদী জলে পূর্ণ হয়, নদী তীরস্থ বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইয়া পড়ে, সরোবর সকল প্রফুল্লকুমুদ এবং নীলপদ্মে শোভিত হয় এবং ভূমির উপরিভাগ জলে পরিপূর্ণ হওয়াতে উচ্চ ও নিম্নভূমির কিছুই বিশেষ জানা যায় না। পৃথিবী বহু শস্যে শোভিতা হয়েন, মেঘ সমস্ত অল্প গর্জ্জন করিয়া বর্ষণ করিতে থাকে, এবং সূর্য্য দেব আচ্ছন্নপ্রায় হইয়া থাকেন। শরৎ কালে, সূর্য্যের কিরণ খরতর হয়, শ্বেতবর্ণ মেঘ থাকাতে আকাশ মণ্ডল নির্ম্মল-প্রায় হয়, সরোবরে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় এবং হংস গণ তাহাতে ক্রীড়া করে। এতদ্ভিন্ন, ভূমিও শুষ্ক হয় এবং তাহার সর্ব্ব স্থানেই ছাতিম, বাঁধুলি, কেশে, আসন প্রভৃতি বৃক্ষও জন্মে। এই প্রকার প্রত্যেক ঋতুতে যে সকল লক্ষণ হইয়া থাকে, কোন ঋতুতে সেই সকল লক্ষণ অধিকতর হইলে অথবা বিপরীত হইলে বা কোন রূপে তাহার অন্যথা হইলে, প্রাণি গণের দেহে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা কুপিত হয়। অতএব শরীরে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা বিকৃত হইবার পূর্ব্বেই তাহার উপশম করিতে হইলে, বসন্ত কালে শ্লেষ্মার শান্তি করিবে, শরৎ কালে পিত্তের শান্তি করিবে এবং বর্ষাকালে বায়ুর শান্তি করিবে।

সপ্তম অধ্যায়।

যন্ত্র বিবরণ।

যন্ত্র এক শত এক প্রকার। তাহাদিগের মধ্যে হস্তই প্রধান। কারণ হস্ত ভিন্ন কোন যন্ত্রই ব্যবহার করা যায় না।

সমস্ত শল্যই মনের এবং শরীরের পীড়াকর। যন্ত্র সমস্ত, সেই সকল শল্যকে শরীর হইতে বাহির করিবার উপায়। যন্ত্র ছয় প্রকার, যথা,—স্বস্তিক-যন্ত্র, সন্দংশ-যন্ত্র, তাল-যন্ত্র, নাড়ী-যন্ত্র, শলাকা-যন্ত্র এবং উপযন্ত্র। তাহার মধ্যে স্বস্তিক-যন্ত্র চতুর্ব্বিংশতি প্রকার, সন্দংশ-যন্ত্র দুই প্রকার, তালযন্ত্র দুই প্রকার, নাড়ীযন্ত্র বিংশতি প্রকার, শলাকা যন্ত্র অষ্টাবিংশতি প্রকার, এবং উপযন্ত্র পঞ্চ বিংশতি প্রকার। সেই সকল যন্ত্র প্রায়ই লৌহে বা লৌহসদৃশ অন্য কোন পদার্থে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, এবং হিংস্রজন্তুর, হরিণের অথবা পক্ষির মুখের ন্যায় তাহাদিগের মুখ হইয়া থাকে। সেই সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করাইতে হইলে, তাহাদিগের আকার যে রূপ দেখা যায় সেইরূপ নির্ম্মাণ করান কর্ত্তব্য। শাস্ত্র গুরূপদেশ বা যুক্তি অনুসারেও নির্ম্মাণ করান যাইতে পারে। তাহাদিগের আকার পরিমিত হইবে, মুখ তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম হইবে, এবং গঠন দৃঢ় ও মনোহর হইবে; এবং এরূপ সুগ্রাহী হইবে যেন তাহার দ্বারা কোন পদার্থকে দৃঢ়রূপে ধরিতে পারা যায়।

স্বস্তিক-যন্ত্র অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ; সিংহ, ব্যাঘ্র, কুক্কুর, তরক্ষু, ভল্লুক, বৃহৎব্যাঘ্র, মার্জ্জার, শৃগাল, হরিণ, এর্ব্বারুক, কাক, কঙ্ক, কুরর, নীলকণ্ঠ, শিকারী পক্ষী, পেঁচক, চিল, বাজপক্ষী, গৃধিনী, ক্রৌঞ্চ, ভৃঙ্গরাজ, গৃধ্র পক্ষী, অবভঞ্জন ও নন্দি মুখ, এই সকল পশু পক্ষি দিগের মুখের ন্যায় মুখ; ও যে খিলের দ্বারা ইহার মধ্যস্থল বদ্ধ থাকে তাহার আকার মসূর কলাইয়ের ন্যায়, এবং গোড়াটি গোল অথবা আঁকুড়শির ন্যায়। অস্থির ভিতরে যে শল্য প্রবিষ্ট হয় তাহাই বাহির করিবার জন্য

এই যন্ত্র ব্যবহার হয়। (এই যন্ত্রের আকার সাঁড়াশির মত)। সন্দংশ-যন্ত্র (শোন্না বা চিমটা) দুই প্রকার। ত্বক্ মাংস সিরা ও স্নায়ুর মধ্যে যে শল্য থাকে, তাহাকে অনুসন্ধান ও বাহির করিবার নিমিত্ত এই দুই প্রকার সন্দংশ-যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার পরিমাণ ষোড়শ অঙ্গুলি। তাল-যন্ত্র দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ। তাহার এক মুখ অথবা দুই মুখই মৎসের তালুর ন্যায়। কর্ণ নাসিকা এবং নাড়ীর মধ্যে যে শল্য থাকে, তাহা বাহির করিবার কারণ এই যন্ত্র ব্যবহার হয়। নাড়ী-যন্ত্র অনেক প্রকার এবং অনেক বিষয়ে প্রয়োজন হয়। তাহার এক দিকে মুখ হইয়া থাকে। সিরা বা ধমনী প্রভৃতির মধ্যে, বা শরীরের অন্য কোন দ্বার মধ্যে, কোন প্রকার শল্য থাকিলে তাহা বাহির করিবার নিমিত্ত, রোগ পরীক্ষার নিমিত্ত, কোন পদার্থ চুষিয়া বাহির করিবার নিমিত্ত, এবং নানা-বিধ কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত, এই যন্ত্র ব্যবহার হইয়া থাকে। সিরা, ধমনী, মলদ্বার এবং প্রস্রাবদ্বার ইত্যাদি শরীরে যে সকল স্রোত অর্থাৎ নাড়ী অথবা দ্বার আছে, তাহাদিগের মুখের পরিমাণানুসারে, অথবা স্থান বিশেষে প্রয়োজনানুসারে, এই যন্ত্রের দীর্ঘতা এবং বিস্তৃতি হইয়া থাকে। (এই যন্ত্র নলের ন্যায়)।

ভগন্দর, অর্শঃ, আব, ব্রণবস্তি, উত্তরবস্তি, মূত্রবৃদ্ধি, এবং দকোদর প্রভৃতি রোগে যে সকল যন্ত্র প্রায়োজন হয়, সেই সকল যন্ত্র এবং অলাবু ও শৃঙ্গ-যন্ত্র পশ্চাৎ কহিব।

শলাকা যন্ত্রও নানা প্রকার। তাহাদিগের প্রয়োজনও অনেক বিষয়ে হয়। যে স্থানে যেমন প্রয়োজন, তদনুসারে

তাহারা দীর্ঘ ও আযত হইয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে দুই প্রকার শলাকার মুখ কেঁচোর মত, দুই প্রকারের মুখ শরের পাখার মত, দুই প্রকারের মুখ সর্প-ফণার মত এবং দুই প্রকারের মুখ বড়িশের মত। শরীরের মধ্যে অনুসন্ধান করা, ঔষধ আদি বিন্যাস করা, মাংসের বা অস্থি প্রভৃতির অভ্যন্তরস্থ কোন পদার্থ চালন করা, এবং শরীর হইতে কোন পদার্থ বাহির করা, এইসকল কার্য্যের মধ্যে এক একটি কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত দুই দুই প্রকার শলাকা ব্যবহার হইয়া থাকে। ছয় প্রকার শলাকা, মুখে তুলা জড়ান, ব্রণের স্থান পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত ব্যবহার হয়। তিন প্রকার শলাকা, হাতার মত আকার এবং খলের ন্যায় মুখ, ব্রণের স্থানে ক্ষার এবং ঔষধ দিবার নিমিত্ত ব্যবহার হইয়া থাকে। (এই যন্ত্রের মুখ ক্ষুদ্র চামচের ন্যায়)। তিন প্রকার শলাকার জাম ফলের ন্যায় মুখ, এবং তিন প্রকার শলাকার আঁকুশির মত মুখ, এই ছয় প্রকার শলাকা ব্রণাদি দগ্ধ করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়*। এক প্রকার শলাকার মুখ কুলের আঁটির অর্দ্ধ খণ্ডের মত, সেই মুখের অগ্রভাগ খলের মত, এবং তাহার দুই পার্শ্বে ধার থাকে। নাসিকার ছিদ্রের মধ্যে আব্ হইলে, তাহা কাটিয়া বাহির করিবার কারণ এই শলাকা ব্যবহার হয়। এক প্রকার শলাকা মাষকলাইয়ের মত স্থূল, এবং তাহার দুই দিকে পুষ্পের মুকুলের ন্যায় মুখ থাকে, তাহা কেবল চক্ষে অঞ্জন দিবার নিমিত্ত ব্যবহার হয়। এক প্রকার শলাকা, মালতী পুষ্পের

* যে শলাকার জাম ফলের মত মুখ তাহাকে জাম্ববৌষ্ঠ কহে।

বৃন্তের অগ্রভাগ যে পরিমাণে গোল, সেই পরিমাণে গোল হইয়া থাকে। ইহা প্রস্রাবের দ্বার পরিষ্কার করণার্থ ব্যবহার হয়।

উপযন্ত্র। রজ্জু, বেণিকা (বিনান চুল), পাট, চর্ম্ম বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ ছাল, লতা, বস্ত্র, অষ্ঠিলা (নুড়ী), প্রস্তর, মুদ্গর, হস্ত, পাদতল, অঙ্গুলি, জিহ্বা, দন্ত, নখ, মুখ, চুল, অশ্বের লৌহ বলয় (খুর), বৃক্ষের শাখা, ষ্ঠীবন (থুতু), প্রবাহন, হর্ষ জনক দ্রব্য, এবং ক্ষার অগ্নি ও ঔষধ, ইহারা উপযন্ত্র। এই সকল উপযন্ত্রের মধ্যে, দেহে এবং দেহের সকল অবয়বে, সন্ধিস্থানে, কোষ্ঠে এবং ধমনী মধ্যে, যে স্থানে যেটী প্রয়োজন সেস্থানে সেইটীই ব্যবহার করিবে।

যন্ত্রকার্য্য চতুর্ব্বিংশতি প্রকার ; যথা,—ছেদন, ব্রণ মধ্যে ঔষধাদি পূরণ, বন্ধন, একত্রীকরণ, সংস্থাপন, চালন, বিবর্ত্তন (ওল্টান), বহিষ্কৃত করণ, পীড়ন (টেপা), পূয বা রক্তাদি নিঃসরণের পথ পরিষ্কার করণ, আকর্ষণ, আহরণ, (টানিয়া বাহির করণ), আক্রমণ, উন্নত করণ, ভঞ্জন, উন্মথন (উপরে চোঁচা), চূষণ, অনুসন্ধান করণ, বিদীর্ণ করণ, সরল করণ, প্রক্ষালন, দগ্ধ করণ এবং মার্জ্জন।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

শরীরস্থ শল্য অসংখ্য প্রকার হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ বৈদ্য স্থান ভেদে যুক্তি অনুসারে যন্ত্রকার্য্য প্রয়োগ করিবেন।

যন্ত্রের দ্বাদশপ্রকার দোষ ঘটিয়া থাকে। যথা, অতি স্থূল, সার রহিত, অতিদীর্ঘ, অতিহ্রস্ব, গ্রহণের অযোগ্য, বিপরীত

ভাবে গ্রহণীয়, বক্র, শিথিল, অতিশয় উন্নত, মৃদু-কীলক, (১) মৃদু-মুখ (২) এবং মৃদু-পার্শ্ব। যে যন্ত্র এই সকল দোষ রহিত, এবং পরিমাণে অষ্টাদশ অঙ্গুলি, তাহাই প্রশস্ত। সেই যন্ত্রই শস্ত্র ক্রিয়াতে ব্যবহার করিবে।

এই স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

শরীরস্থ শল্য দৃশ্য ভাবে থাকিলে, সিংহ মুখাদি যন্ত্রের দ্বারা, এবং অদৃশ্য ভাবে থাকিলে কঙ্কমুখাদি যন্ত্রের দ্বারা, অল্পে অল্পে শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারে বহিষ্কৃত করিবে। সকল যন্ত্রের অপেক্ষা কঙ্কমুখ যন্ত্রই শ্রেষ্ঠ, যে হেতু শরীরের সর্ব্ব স্থানে ইহাকে নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করান যায়, ব্রণমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া ঘুরান যায়, এবং ইহার দ্বারা শরীরস্থ শল্যকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে পারা যায়।

অষ্টমাধ্যায়।

শস্ত্র ব্যবহারের প্রণালী।

শস্ত্র বিংশতি প্রকার, যথা, মণ্ডলাগ্র, করপত্র, বৃদ্ধিপত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপল-পত্র, অর্দ্ধধার, সূচী, কুশপত্র, আটী-মুখ, শরারী-মুখ, অন্তর্মুখ, ত্রিকূর্চ্চক, কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ, আরা, বেতসপত্র, বড়িশ, দন্তশঙ্কু এবং এষণী। এই সকল শস্ত্রের মধ্যে মণ্ডলাগ্র এবং করপত্র, ছেদন ও লেখন (৩) কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধি-পত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপল-পত্র, এবং অর্দ্ধধার, এই কয়েক প্রকার শস্ত্র, ছেদ অথবা ভেদ করিতে হইলে ব্যবহার করিবে। সূচী, কুশপত্র, আটি মুখ, শরারীমুখ, অন্তর্মুখ

---

(১) মৃদু কীলক অর্থাৎ যাহার খিল আলগা। (২) মৃদু মুখ বা মৃদু পার্শ্ব অর্থাৎ মুখ বা ধার ভোতা বা মোটা।

(৩) লেখন কার্য্য অর্থাৎ আঁচড়ান বা ছাল তোলা।

এবং ত্রিকূর্চ্চক, স্রাব (১) করাইতে হইলে এই কয়েক প্রকার শস্ত্র ব্যবহার করিবে। কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ, আরা, বেতস-পত্র, এবং সূচী, বিদ্ধ করিতে হইলে এই কয় প্রকার শস্ত্র ব্যবহার করিবে। শরীর হইতে কোন পদার্থ আহরণ করিতে হইলে, বড়িশ এবং দন্তশঙ্কু এই দুই শস্ত্র ব্যবহার করিবে। শরীরের মধ্যে অন্বেষণ করিতে হইলে, অথবা শরীরের মধ্যে কোন পদার্থ উচ্চস্থান হইতে নীচে নামাইতে হইলে, এষণী ব্যবহার করিবে। সেলাই করিতে হইলে সূচী ব্যবহার করিবে। এই আট প্রকার কার্য্যে শস্ত্র সকল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনন্তর শরীরে প্রয়োগ করিতে হইলে, কোন্ শস্ত্রকে কি রূপে ধরিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে কহিতেছি। বৃদ্ধিপত্র নামক শস্ত্রকে বৃন্ত (বোঁটা) এবং ফলকের মধ্যস্থলে ধরিবে। ভেদ করিতে হইলে সকল শস্ত্রই এইরূপে ধারণ করিতে হয়। বৃদ্ধিপত্র এবং মণ্ডলাগ্র এই দুই শস্ত্রকে হস্ত কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া অর্থাৎ কনুইটি কিছু ঊর্দ্ধ দিকে তুলিয়া ধরিতে হয়। লেখন ক্রিয়া করিতে হইলে অনেক শস্ত্রই এই রূপে ধারণ করিতে হয়। স্রাব করাইতে হইলে বৃন্তের অগ্রভাগে ধরিতে হয়। কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, কোমলাঙ্গ, ভীরু, নারী, রাজা ও রাজপুত্রে দিগের শরীরে স্রাব করাইতে হইলে, ত্রিকূর্চ্চক নামক শস্ত্র ব্যবহার করিবে। করতলের মধ্যে শস্ত্রের বৃন্তভাগ আচ্ছাদিত রাখিয়া, অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনীর দ্বারা ব্রীহিমুখ শস্ত্রকে ধারণ করিবে। কুঠারিকাকে বামহস্তে ধরিবে, এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মধ্যম অঙ্গুলি চাপিয়া রাখিয়া সেই মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা

(১) স্রাব অর্থাৎ ব্রণ হইতে রক্ত পুযাদি নিঃসারিত করা।

কুঠারিকার উপরি আঘাত করিবে। আরা করপত্র এবং এষণী এই তিন শস্ত্রকে মূলে (গোড়াতে) ধরিতে হয়। অপরাপর শস্ত্র সকলকে কার্য্যের সুবিধা বিবেচনা করিয়া ধরিবে। শস্ত্র সকলের যে রূপ নাম সেই অনুসারে তাহাদিগের আকার হইয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে নখশস্ত্র এবং এষণীর পরিমাণ অষ্টাঙ্গুলি। সূচীর পরিমাণ পশ্চাৎ কহিব। বড়িশ এবং দন্তশঙ্কু এই দুই শস্ত্রের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ নত, তীক্ষ্ণ কণ্টক বিশিষ্ট, এবং যবের নূতন পত্রের ন্যায় মুখ। এষণী শস্ত্রের আকার এবং মুখ কেঁচোর মত। মুদ্রিকা-শস্ত্রের পরিমাণ কণিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্র পর্ব্বের মত। শরারী-মুখী শস্ত্রের পরিমাণ দশ অঙ্গুলি। ইহাকে কর্ত্তরী (কাটারি) কহে। অবশিষ্ট সকল শস্ত্রের পরিমাণ ছয় অঙ্গুলি। দৃঢ় রূপে ধরিবার উপায় থাকা, উত্তম লৌহে নির্ম্মিত হওয়া, উত্তম ধার এবং উত্তম গঠন হওয়া, মুখের অগ্রভাগ সুসমাহিত হওয়া, এবং দেখিতে ভয়ঙ্কর না হওয়া, এই গুলি শস্ত্রের গুণ। বক্র, ধার রহিত, ভগ্ন, খরধার, অতিস্থূল, অতিসূক্ষ্ম, অতিদীর্ঘ, ও অতিহ্রস্ব, শস্ত্রের এই অষ্ট প্রকার দোষ। যে শস্ত্রে এই সকল দোষ নাই তাহাই ব্যবহার করিবে। করপত্রই কেবল খরধার বিশিষ্ট ব্যবহার করিবে। যে হেতু তাহাতে অস্থি ছেদন করিতে হয়।

শস্ত্র সকলের ধার অর্থাৎ তীক্ষ্ণতা ভিন্ন ২ প্রকার। ভেদনকারী শস্ত্রের মসূর কলায়ের পরিমাণ, এবং লেখনকারী শস্ত্রের অর্দ্ধ মসূর পরিমাণ ধার হইয়া থাকে। বেধনকারী ও বিস্রাবকারী শস্ত্রের কৈশিকী অর্থাৎ কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম, এবং

ছেদনকারী শস্ত্রের কেশের অর্দ্ধভাগ পরিমাণে সূক্ষ্ম ধার হইয়া থাকে। তাহাদিগের পায়না অর্থাৎ পা'ন তিন প্রকার ; যথা ক্ষার ,জল এবং তৈল*

শর শল্য অথবা অস্থি ছেদন করিতে হইলে, শস্ত্রে ক্ষার পায়না বিধি। মাংসের ছেদন ভেদন বা পাটন করিতে হইলে শস্ত্রে বিশুদ্ধ-জল পায়না বিধি। এবং সিরা বিদ্ধ অথবা স্নায়ু ছেদন করিতে হইলে শস্ত্রে তৈল পায়না বিধি। শস্ত্র সকল শাণিত করিবার নিমিত্ত মাষকলায়ের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শিলা ব্যবহার করিবে। এবং শস্ত্রের ধার সমভাবে থাকে, এজন্য শাল্মলী কাষ্ঠের ফলক মধ্যে তাহাদিগকে রাখিবে।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

যে শস্ত্র এরূপ শাণিত, যে তদ্দ্বারা রোম ছেদন করা যায়, সুন্দর গঠন, এবং এরূপ পরিমাণ বিশিষ্ট যে দৃঢ় রূপে ধরা যায়, সেই শস্ত্রই শস্ত্র-ক্রিয়াতে ব্যবহার করিবে।

বাঁশ, স্ফটিক, কাচ, কাচ-লবণ, জোঁক, অগ্নি, ক্ষার, নখ, গোজী (লতা বিশেষ), শেফালিকা পত্র, বৃক্ষাদির অঙ্কুর, বাল (চুল) এবং অঙ্গুলি, এই গুলি শস্ত্রের অনুকল্প। শিশু এবং যাহারা শস্ত্র দেখিলে ভয় পায়, তাহাদিগের শরীরে ছেদ বা ভেদ ক্রিয়া করিতে হইলে, বুদ্ধিমান্ বৈদ্য শস্ত্রের পরিবর্ত্তে বংশ, স্ফটিক, কাচ, বা কাচলবণ ব্যবহার করিবে। ছেদ ভেদ এবং আহার্য্য ক্রিয়া নখ সাধ্য হইলে নখই ব্যবহার

* পায়না (পা'ন) দিতে হইলে শস্ত্রকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া প্রয়োজনানুসারে ক্ষার জলে, বিশুদ্ধ জলে অথবা তেলে মগ্ন করিতে হয়। ইহাকেই পা'ন দেওয়া বলে।

করিবে। ক্ষার অগ্নি ঐবং জলৌকার প্রণালী পশ্চাৎ কহিব। মুখে এবং চক্ষের পাতায় যে সকল রোগ জন্মে, তাহাতে স্রাব করাইতে হইলে, গোজী এবং শেফালিকা পত্র ব্যবহার করিবে। এষ্য ক্রিয়া (শরীর মধ্যে অনুসন্ধান) করিতে হইলে, এষণী অলাভে কেশ অঙ্গুলি ও অঙ্কুর ব্যবহার করিবে। এই সকল শস্ত্র বিশুদ্ধ লৌহে বিজ্ঞ কর্ম্মকারের দ্বারা নির্ম্মাণ করাইবে। যে বৈদ্য শস্ত্রের প্রয়োগ জানেন, তাঁহার নিত্য সিদ্ধি লাভ হয়। অতএব বৈদ্যের প্রথমে শস্ত্রে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

নবম অধ্যায়।

চিকিৎসা করিবার বিধি ও রোগ জ্ঞানের উপায়।

শিষ্য সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থ জ্ঞাত হইলেও, গুরু তাঁহাকে ছেদনীয়াদি এবং স্নেহাদি ক্রিয়ার প্রণালী উপদেশ করিবেন। বারম্বার উত্তম রূপে শ্রবণ করিলেও, শিক্ষা না করিলে কদাপি কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা জন্মে না। অতএব শরীরে যে২ প্রকারে ছেদন করিতে হয়, পুষ্প, ফল, অলাবু, তরমুজ, শশা, কাঁকুড়, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি দ্রব্যে, সেই২ প্রকার ছেদন করিবার প্রণালী দেখাইবেন, এবং উৎকর্ত্তন (চর্ম্ম তুলিয়ালওয়া) ও পরিকর্ত্তন (খণ্ড২ করা) প্রভৃতি ক্রিয়ারও উপদেশ দিবেন। চর্ম্মের থলিতে ও পশ্বাদির মূত্র স্থলিতে জল এবং পঙ্ক পরিপূর্ণ করিবেন। তদনন্তর শরীরে যে রূপ ভেদ ক্রিয়া* করিতে হয়, সেই রূপ ভেদ ক্রিয়া তাহাতে করিয়া দেখাইবেন।

* মলাধার, মূত্রাধার বা ব্রণ মধ্যে পূযের আধার স্থান শস্ত্রের দ্বারা ভেদ করা।

শরীরে যে রূপ লেখন (আঁচড়ান বা ছাল তোলা) করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দিতে হইলে, রোম বিশিষ্ট বিস্তৃত চর্ম্ম খণ্ডে সেই রূপ লেখন করিয়া দেখাইবেন। যে রূপে বেধন করিতে হয় তাহার শিক্ষা দিতে হইলে, মৃত পশুর সিরাতে এবং পদ্মের নালে সেই রূপ বেধন করিয়া দেখাইবেন। এষণ (শরীর মধ্যে অনুসন্ধান) করিবার প্রণালী শিক্ষা দিতে হইলে, শুষ্ক অলাবুর মুখে, ঘুণ কর্ত্তৃক জীর্ণ কাষ্ঠে, এবং বংশ নালে এষণ করিয়া দেখাইবেন। আহরণ (শরীরের ভিতর হইতে কোন পদার্থকে টানিয়া বাহির করণ) করিবার প্রণালী শিক্ষা দিতে হইলে, পনস ও বিম্বী ফলে, বিল্ব ফলের শস্যে, এবং মৃত পশুর দন্তে সেই রূপ আহরণ করিয়া দেখাইবেন। ব্রণ হইতে যে রূপে স্রাব করাইতে হয়, শাল্মলী কাষ্ঠের খণ্ডে মোম লিপ্ত করিয়া, তাহাতে সেই রূপ স্রাব করাইবার প্রণালী দেখাইবেন। এবং শরীরে যে রূপে সীবন (সেলাই) করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দিতে হইলে, সূক্ষ্ম ঘন বস্ত্রের এবং দুই খণ্ড কোমল চর্ম্মের প্রান্ত ভাগে সেই রূপ সীবন করিয়া দেখাইবেন। শরীরের যে স্থানে যে রূপে বন্ধন করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দিতে হইলে, মৃত্তিকা নির্ম্মিত পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বন্ধন করিয়া দেখাইবেন। কর্ণের সন্ধি স্থানে যে প্রকারে বন্ধন করিতে হয়, কোমল মাংস পেশীতে ও পদ্মের নালে সেই প্রকার বন্ধন করিয়া দেখাইবেন। শরীরে যে রূপে ক্ষারকার্য্য বা অগ্নিকার্য্য করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দিতে হইলে, কোমল মাংস খণ্ডে সেই রূপ ক্ষার বা অগ্নি কার্য্য করিয়া দেখাইবেন। নলের দ্বারা যে রূপে বস্তি ক্রিয়া

(মল অথবা মূত্র নিঃসারিত করণ) করিতে হয়, অথবা ব্রণের অভ্যন্তরস্থ পূযস্থান হইতে যে রূপে পূযাদি নিঃসারিত করিতে হয়, জল পূর্ণ ঘটের পার্শ্ব স্রোতে, অলাবুর মুখে, অথবা সেই রূপ অন্য কোন দ্রব্যে, সেই প্রকার কার্য্য করিয়া দেখাইবেন।

এই প্রকার দ্রব্য সকলে যথা বিধি ক্রমে শস্ত্র-ক্রিয়া অভ্যাস করিলে, মেধাবী বৈদ্য চিকিৎসা কালে অবসন্ন হইয়া পড়েন না। অতএব শস্ত্র ক্ষার এবং অগ্নি ক্রিয়াতে পারদর্শী হইতে ইচ্ছা করিলে, শিক্ষা কালে যে উদ্দেশে যে ক্রিয়া যে প্রণালী ক্রমে অভ্যাস করিবেন, অন্যত্র চিকিৎসা কালেও সেই উদ্দেশে সেই ক্রিয়া সেই প্রণালীতেই নির্ব্বাহ করিবেন।

দশমাধ্যায়।

চিকিৎসকের কর্ত্তব্য এবং রোগজ্ঞানের উপায়।

শাস্ত্র এবং শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইলে, কর্ম্ম (১) দেখিলে ও শিক্ষা করিলে, এবং শাস্ত্রের অর্থ কহিতে সমর্থ হইলে, রাজা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, অল্প নখ এবং রোম ধারণ পূর্ব্বক, পবিত্র দেহে শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া, ছত্র, দণ্ড ও পাদুকা ধারণ করিয়া, ধীর বেশে, বিশুদ্ধ মনে, অকপট হৃদয়ে, সকলকে কল্যাণ বাক্যে সম্ভাষণ করিতে২, সকল প্রাণির মিত্র স্বরূপ হইয়া, বৈদ্য, চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত রাজপথে গমন করিবেন।

দূত এবং পক্ষির লক্ষণের দ্বারা মঙ্গলামঙ্গল অবগত হইয়া, রোগির গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দর্শন স্পর্শ এবং প্রশ্ন করিবেন।

---

১ কর্ম্ম শব্দে এ স্থলে শস্ত্র ক্রিয়া এবং স্নেহাদি ক্রিয়া বুঝায়।

কোন ২ পণ্ডিত কহেন যে এই তিন উপায়ের দ্বারাই প্রায় সকল রোগ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু তাহাতে সম্যক্ জ্ঞান হয় না। রোগ জ্ঞানের উপায় ছয় প্রকার—শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন, ঘ্রাণ এবং প্রশ্ন। ব্রণ হইতে যে রক্ত পূযাদির স্রাব হয়, সেই স্রাবের ভেদ শ্রবণের দ্বারা জানা যায়। কারণ, যখন ফেণার সহিত রক্ত নিঃসরণ হইতে থাকে, তখন বায়ুও তাহার সহিত শব্দ সহকারে নির্গত হয়। ব্রণ হইতে যে সকল পূয রক্ত প্রভৃতি পদার্থ নিঃসৃত হয়, তাহাদিগের দোষ গুণ বর্ণনার স্থলে এইটী বিশেষ করিয়া বলিব। জ্বর এবং শোফ (ফুলা) রোগে, শীতলতা, উষ্ণতা, মসৃণতা, কর্কশতা, (সমান না হওয়া), কোমলতা এবং কঠিনতা, শরীরের বা স্ফীত স্থানের এই সকল গুণ স্পর্শের দ্বারা জানা যায়। শরীরের ক্ষীণতা, স্থূলতা, পরমায়ুর লক্ষণ, বল, বর্ণ এবং বিকৃতি, দর্শনের দ্বারা জানা যায়। প্রমেহ আদি রোগে, ক্ষরিত মেহ আদির স্বাদ আস্বাদনের দ্বারা জানা যায়। ব্রণ অথবা অন্য রোগে, শরীরের গন্ধ বিশেষের দ্বারা মৃত্যু লক্ষণ জানা যায়। এমত স্থলে ঘ্রাণের দ্বারা রোগ নির্ণয় হইয়া থাকে। দেশ, কাল, জাতি, প্রকৃতি, ভয়ের উৎপত্তি, বেদনা-বৃদ্ধি, বল, অগ্নির দীপ্তি, বায়ু মূত্র ও পুরীষের সরলতা, স্ত্রীলোক-দিগের রজো নিঃসরণ হওয়া না হওয়া, এবং কাল বিশেষে পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া, রোগির সম্বন্ধে এই বিষয় গুলি প্রশ্নের দ্বারা জানা যায়। যিনি সর্ব্বদা নিকটে থাকেন এবং সকল অবস্থা জানেন, রোগির এমত আত্মীয় লোকের দ্বারা এ বিষয় গুলি জানিবেন।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

বিকার* না হইয়াও বাহিরে বিকারের ন্যায় দেখাইলে, বৈদ্যের নিকটে রোগির প্রকৃত অবস্থা বর্ণন করিবার কিছু মাত্র অন্যথা হইলে, অথবা রোগ নির্ণয়ে কোন অন্যথা হইলে, চিকিৎসা কালে বৈদ্য মুগ্ধ হইয়া পড়েন।

রোগটী সম্যক্ রূপে পরীক্ষা করিয়া, সাধ্য হইলে আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিবে, যাপ্য হইলে অর্থাৎ একবারে আরোগ্য হইবার না হইলে, স্থগিত করিবে, এবং অসাধ্য হইলে পরিত্যাগ করিবে। রোগ সংবৎসর ভোগ করিলে রোগিকে প্রায়ই চিকিৎসা করিবে না। কারণ, রোগ সাধ্য হইলেও, দীর্ঘকাল ভোগ করিলে প্রায়ই অসাধ্য হইয়া উঠে। বেদাধ্যায়ী, রাজা, স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, ভয়শীল, রাজ-ভৃত্য, ধূর্ত্ত, দুর্ব্বল, বৈদ্য-নিন্দক, রোগ-গোপন-কারী, দরিদ্র, কৃপণ, ক্রোধী, অহিতাচারী এবং অনাথ, ইহাদিগের চিকিৎসা করিতে হইলে, রোগটি সাধ্য, যাপ্য কি অসাধ্য, এইটি নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিলে, ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং যশঃ লাভ হয়।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

বৈদ্য স্ত্রীলোকের সহিত কদাচ আলাপ বা পরিহাস করিবেন না। এবং স্ত্রীলোকের হস্ত হইতে আহারীয় দ্রব্য ব্যতিরেকে অন্য কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিবেন না।

* যে কোন রোগ হউক, যদি রোগের সরল গতি না হইয়া অন্যান্য প্রকার দোষ ঘটে, তবে সেইটাই সেই রোগের বিকার অবস্থা অথবা বিকৃতি ভাব বলিতে হইবে।

একাদশাধ্যায়।

ক্ষার পাক প্রয়োগ।

ছেদন ভেদন এবং লেখন কার্য্য সম্পাদন করে বলিয়া, বায়ু পিত্ত কফ এই ত্রিদোষ নষ্ট করে বলিয়া, এবং বিশেষতঃ ক্রিয়ার অবচারণ (সমান ভাবে সঞ্চারিত হওয়া) হয় বলিয়া, শস্ত্র এবং শস্ত্রের সদৃশ সকল দ্রব্য অপেক্ষা ক্ষার সমধিক কার্য্যকারী*। ইহার দ্বারা রক্ত পূযাদি ক্ষরিত হয়, অথবা ব্রণ এক কালে বিনষ্ট হয়, একারণ ইহাকে ক্ষার বলে। নানা প্রকার ঔষধের সংযোগ থাকায়, ইহা বাত পিত্ত শ্লেষ্মা, এই ত্রিদোষেরই শান্তি করে। শ্বেত বর্ণ প্রযুক্ত ইহাকে সৌম্য† বলা যায়। সৌম্য হইলেও দহন পচন এবং বিদারণ করিবার শক্তি ইহাতে থাকা অসম্ভব নহে। উষ্ণ-বীর্য্যের ওষধি সকল অধিক পরিমাণে সংযোগ থাকায়, ইহা কটু, উষ্ণ এবং তীক্ষ্ণ গুণবিশিষ্ট। পাচন, বিলযন (লোপ করা), শোধন, রোপণ, শোষণ, স্তম্ভন এবং লেখন, এই সকল ক্রিয়া ক্ষারের দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহা সেবন করিলে কৃমি, আম, কুষ্ঠ, কফ, বিষ এবং মেদ ক্ষয় হয়। অধিক পরিমাণে সেবন করিলে পুরুষত্বের হানি করে। ক্ষার দুই প্রকার,—প্রতিসারণীয় (লেপন যোগ্য), এবং পানীয় (পান যোগ্য)।

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিধি অনুসারে ক্ষারের দ্বারা দগ্ধ করিলে, ব্রণের অন্তরস্থ সকল স্থানের এবং সকল দোষের সমান ভাবে এবং সম্যক্ রূপে প্রতীকার করা হয়।

† আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিত গণ, এই ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত পদার্থ এবং ক্রিয়াকে দুই প্রকারে বিভক্ত করেন। প্রথম, সূর্য্যাংশ সম্ভূত আগ্নেয়, দ্বিতীয়, চন্দ্রাংশ সম্ভূত সৌম্য। ইহাতে সৌম্য শব্দে শীতল ও বুঝাইতে পারে।

কুষ্ঠ, কিটিভ (মাথার উকুন), দদ্রু, কিলাস (ছুলী), মণ্ডল (মণ্ডলাকার কুষ্ঠ), ভগন্দর, আব, দুষ্ট-ব্রণ, নাড়ী-ব্রণ, চর্ম্মকীল (আঁচিল বিশেষ), তিলকালক (তিল), ন্যচ্ছ (জরুর), ব্যঙ্গ (মুখে বিবর্ণ দাগ বিশেষ), মশক (আঁচিল), বাহ্যব্রণ, কৃমি, বিষ, ও অর্শঃ, এই সকল রোগে প্রতিসারনীয় ক্ষার বিধেয়। এবং উপজিহ্বা (আলজিবের রোগ), অধি-জিহ্বা (জিহ্বার রোগ বিশেষ), উপকুশ ও দন্ত বৈদর্ভ (এই দুইটী দন্ত রোগ বিশেষ), এবং তিন প্রকার রোহিণী রোগ (গল রোগ বিশেষ), এই সপ্ত প্রকার মুখরোগেও ঐ ক্ষার বিধেয়*। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই সকল রোগে ক্ষার শস্ত্র তুল্য কার্য্য কারী। গরল, গুল্ম, উদর রোগ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অরুচী, আনাহ, শর্করা অশ্মরী, অন্তর্ব্রণ, কৃমি, বিষ-দোষ, এবং অর্শঃ, এই সকল রোগে পানীয় ক্ষার বিধেয়। বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল এবং পিত্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট, ইহাদিগের পক্ষে ক্ষার হিতকর নহে। এবং রক্ত পিত্ত, জ্বর, ভ্রম, মত্ততা, মূর্চ্ছা ও তিমির-রোগ, এই সকল রোগে, অথবা এই রূপ অন্যান্য রোগেও ক্ষার হিতকারী নহে।

এই ক্ষারকে অন্যান্য ক্ষারের ন্যায় স্রাবিত করিয়া (চোয়াইয়া) লইবে। অন্যত্র ইহার বিশেষ কহিব। ক্ষার

* এই গ্রন্থের মতে উপজিহ্বা, অধিজিহ্বা, উপকুশ, দন্তবৈদর্ভ এবং তিন প্রকার রোহিণী রোগ, এই সপ্ত প্রকার রোগকে, মুখ রোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থান্তরে রোহিণী রোগই অষ্টাদশ প্রকার নির্ণীত হইয়াছে, এবং অধিজিহ্বা উপজিহ্বা প্রভৃতি মুখ রোগ তাহার অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

তিন প্রকার, মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষ্ণ। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে, শরৎ কালের প্রশস্ত দিবসে, উপবাস করিয়া ও শুচি হইয়া, পর্ব্বতের সানুপ্রদেশ-মধ্যে প্রশস্ত স্থানে জাত, মধ্যম বয়স্ক, শ্বেত বর্ণ, বৃহৎ অখণ্ড ঘণ্টাপারুল বৃক্ষকে অধিবাস (আমন্ত্রণ) করিয়া রাখিবে। পর দিবসে এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তাহাকে উৎপাটন করিবে। মন্ত্র,—হে অগ্নি-বীর্য্য, হে মহা-বীর্য্য, তোমার বীর্য্য নষ্ট না হউক। হে কল্যাণ, তুমি এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া আমার কার্য্য সাধন কর। আমার কার্য্য সাধন হইলে স্বর্গ লোকে গমন করিবে।

অনন্তর সহস্র রক্ত পুষ্প ও সহস্র শ্বেত পুষ্পের দ্বারা হোম করিবে। পরে সেই বৃক্ষকে খণ্ড২ করিয়া বায়ুশূন্য স্থানে সংস্থাপন করিবে, ও তাহার উপর সুধা-শর্করা (ঘুটিং যাহাতে চূণ হয়) প্রক্ষেপ করিয়া, তিল বৃক্ষের কাষ্ঠের দ্বারা দগ্ধ করিবে। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, ঐ বৃক্ষের এবং শর্করার ভস্ম পৃথক্২ রাখিবে। কুড়চি, পলাশ, অশ্বকর্ণ-পলাশ, পালিতা-মাদার, বহেড়া, সোঁদাল, লোধ, আকন্দ, মনসা-সিজ, আপাঙ্, পারুল, ডর-করঞ্জা, বাকস, কদলী, চিতে, নাটা-করঞ্জা, অর্জুন-বৃক্ষ, কাষ্ঠ-মল্লিকা, করবীর, ছাতিম, গণিকারী, কুঁচ এবং চারি প্রকার ঘোষা ফল, এই সকল বৃক্ষের মধ্যে কোন বৃক্ষের ক্ষার করিতে হইলে, তাহার ফল মূল পত্র ও শাখা, সকল একত্র করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানক্রমে দগ্ধ করিতে হয়। দ্রোণ পরিমাণ (৩২ শের) ভস্ম, ছয় গুণ জলে অথবা গোমূত্রে আলোড়ন করিয়া, বস্ত্রের দ্বারা ২১ বার ছাঁকিবে। পরে বৃহৎ কটাহে হাতার দ্বারা অল্প অল্প সঞ্চালন পূর্ব্বক

অগ্নিতে পাক করিবে। সেই জল যখন নির্ম্মল, রক্তবর্ণ, তীক্ষ্ণ এবং পিচ্ছিল হইবে, তখন বৃহৎ বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া, অসার ভাগ (সিটে) পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অগ্নিতে পাক করিবে। অনন্তর অর্দ্ধাংশের পরিমাণে সেই ক্ষার জল লইবে। ঝিনুক ও শঙ্খনাভি অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। অগ্নিবর্ণ হইলে, ঐ দুই দ্রব্য এবং নাটাবীজ ও পূর্ব্বোক্ত শর্করা-ভস্ম, এই চারি দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ পল পরিমাণ (৩২ তোলা) লৌহ পাত্রে রাখিয়া, পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধাংশের ক্ষারজলের দ্বারা পেষণ করিবে। পেষণ করা হইলে, ঐ সকল দ্রব্যকে দুই দ্রোণ পরিমাণ ক্ষারজলে প্রক্ষেপ করিবে। অনন্তর, হাতার দ্বারা নিরন্তর সঞ্চালন পূর্ব্বক স্থির চিত্তে সেই ক্ষার জল পাক করিবে। পাক যেন অতিশয় ঘন না হয়, এবং অতিশয় তরলও না থাকে। পাকের এই রূপ অবস্থায় সেই ক্ষার চুল্লী হইতে নামাইয়া, ও লৌহ কলসে রাখিয়া, কলসীর মুখ বদ্ধ পূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানে রাখিবে। ইহাই মধ্যম ক্ষার। প্রক্ষেপ দ্রব্য না দিয়া, এবং সম্যক্ রূপে সঞ্চালিত করিয়া পাক করিলে, মৃদু ক্ষার হয়। দন্তীবৃক্ষ, থুলকুড়ি, চিত্রক, লাঙ্গলিকা (বিষ লাঙ্গুলে), নাটাকরঞ্জ, প্রবাল, মুরামাংসী, বিট্‌লবণ, সাজীমাটী, স্বর্ণ-ক্ষীরী লতা, হিঙ্গু, বচ এবং শৃঙ্গীবিষ, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা২ পাওয়া যায়, তাহা সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ শুক্তি পরিমাণে (২ তোলা) ক্ষার-জলে প্রক্ষেপ করিয়া পাক করিলে, সেই ক্ষার পাক্য গুণ বিশিষ্ট হয়, (অর্থাৎ স্ফোটকাদি বা স্ফীত-স্থানে প্রয়োগ করিলে পাকিয়া উঠে)। ইহাই তীক্ষ্ণ ক্ষার। এই তিন প্রকার

ক্ষার, ব্যাধির অবস্থানুসারে সেবন করিবে। ক্ষীণ বল হইলে ক্ষারোদক সেবন করিবে, তাহাতে বল বৃদ্ধি হয়।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

অতি তীক্ষ্ণ অথবা মৃদু না হওয়া, শ্বেতবর্ণ, নির্ম্মল এবং পিচ্ছিল হওয়া, এবং দ্রবকারী, বলকর ও (শরীরের মধ্যে) শীঘ্র প্রবেশকারী হওয়া, ক্ষারের এই আট প্রকার গুণ। অতিশয় মৃদু, অতিশয় শীতল, অতিশয় তীক্ষ্ণ, অতিশয় প্রবেশকারী অথবা অতিশয় ঘন হওয়া, অপক্ক থাকা, অথবা দ্রব্যহীন হওয়া, ক্ষারের এই গুলি দোষ।

ক্ষারসাধ্য রোগে, পঞ্চমাধ্যায়ের বিধানমতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুলি অগ্রে আহরণ করিয়া, বায়ুশূন্য এবং প্রতিবন্ধক রহিত স্থানে রোগিকে উপবেশন করাইবে। অনন্তর রোগির পীড়িত স্থান নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পরিস্কার করিয়া, ও অল্প২ ছাল তুলিয়া, শলাকার দ্বারা ক্ষার পাত করিবে। ক্ষার পাত করিয়া, একশত বাক্য বলিতে যত টুকু সময় প্রয়োজন, সেই পরিমাণ কাল অপেক্ষা করিবে।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

পীড়িত স্থানে ক্ষার প্রয়োগ করিলে কৃষ্ণ বর্ণ হয়। সেইটী দগ্ধের লক্ষণ। ঘৃত মধু সংযুক্ত অম্ল-বর্গ* তাহাতে প্রয়োগ করিলে, দগ্ধ-জনিত জ্বালা নিবৃত্তি হয়। যদি গাঢ়তর দগ্ধ হওয়া প্রযুক্ত শান্তি না হয়, তাহাতে এই আলেপন প্রয়োগ করিবে,—

---

* অম্ল বর্গ প্রভৃতি কতক গুলি বর্গ পশ্চাৎ বলা হইবে, এবং কোনটি উষ্ণ বীর্য্য ও কোনটি তীক্ষ্ণ, তাহা ও জানা যাইবে।

অম্ল-বর্গ, কাঞ্জি, বীজ (জীবন্তী বীজ), তিল এবং যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। যষ্টিমধু ও ঘৃত সংযুক্ত তিলবাটা, উষ্ণবীর্য্য ও তীক্ষ্ণ অম্লরসের সহিত যোগ করিয়া প্রয়োগ করিলে, ক্ষত-স্থান পুরিয়া উঠে। হে বৎস, যদি তুমি এমন সংশয় কর, যে এই সকল আগ্নেয় দ্রব্য অগ্নি-তুল্য, ইহাদিগের দ্বারা কিরূপে ক্ষারের গুণের অন্যথা হয়, অর্থাৎ ক্ষার দগ্ধের জ্বালা নিবৃত্তি হয়, তাহার কারণ কহিতেছি শ্রবণ কর। অম্ল ভিন্ন সকল রসই এই ক্ষারে আছে। কটু-রসই তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। লবণরস তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন। সেই তীক্ষ্ণ লবণ রস, অম্লের সহিত সংযোগ হইয়া, তীক্ষ্ণতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধুরতা প্রাপ্ত হয়। অগ্নি যে রূপ জলে আপ্লুত হইলে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হয়। সেই রূপ মাধুর্য্য ভাব প্রাপ্ত হইলে, লবণ-রসের তীক্ষ্ণতা তৎক্ষণাৎ শমতা হয়।

ক্ষত স্থান ক্ষার কর্তৃক সম্যক্ রূপে দগ্ধ হইলে, বিকারের উপশম হয়, লাঘব হয় এবং সেই স্থান হইতে রক্ত পূযাদির স্রাবও আর হয় না। সম্যক্‌রূপে দগ্ধ না হইলে, সেই স্থানে বেদনা, চুলকনা, ও ভার বোধ হয়, এবং রোগেরও বৃদ্ধি হয়। অতিরিক্ত দগ্ধ হইলে ক্ষত স্থান জ্বালা করে, পাকিয়া উঠে, রক্তবর্ণ হয় ও তাহা হইতে রক্ত পূযাদি

ক্ষারের চিকিৎসা এক্ষণে দেখা যায় না। ডাক্তারেরা যে কাষ্টকী দ্বারা পীড়িত স্থান ক্ষত করে তাহাতে ক্ষার দগ্ধের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।

নিঃসৃত হয়, এবং সমস্ত শরীরের কামড়ানি, গ্লানি, পিপাসা, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। ক্ষার কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে, দগ্ধ স্থানের যে রূপ অবস্থা হয়, তদনুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে।

দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভয়শীল, গর্ভিণী, ঋতুমতী এবং ক্ষীণ, ইহাদিগের পক্ষে ক্ষার হিতকর নহে। এবং পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, উরঃক্ষত, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা, এই সকল রোগেও ক্ষারের দ্বারা চিকিৎসা বিধেয় নহে। মর্ম্মস্থান, সিরা, স্নায়ু, ধমনী, সন্ধিস্থান, কোমল অস্থি, সেবনী,* গলদেশ, নাভী, নখ-মধ্য, শোথ, স্রোত মধ্য (শরীরের দ্বার), এবং যে সকল স্থান অল্প মাংস বিশিষ্ট, এই সকল স্থানে ক্ষার প্রয়োগ করিবে না। এবং চক্ষু রোগের মধ্যে বর্ত্মগত রোগ ব্যতিরেকে, অন্য চক্ষু-রোগে ক্ষার প্রয়োগ করিবে না। যাহার সমস্ত শরীরে বা অস্থিতে বেদনা থাকে, অন্নে যাহার রুচি নাই, অথবা হৃদয় বা সন্ধি স্থানে পীড়া থাকে, ক্ষারের দ্বারা সেই রোগির কোন উপকার হয় না।

এই স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

ক্ষার, অল্প-বুদ্ধি বৈদ্যের দ্বারা ব্যবহার করা হইলে, বিষ, অগ্নি, শস্ত্র বা বজ্রের ন্যায় মৃত্যুজনক হইয়া উঠে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ বৈদ্যের দ্বারা প্রয়োগ করা হইলে, সেই ক্ষার বিবিধ ঘোরতর রোগ অবিলম্বেই নাশ করিয়া থাকে।

* শরীরের অবয়বের সংযোগ বিশেষকে সেবনী কহে। সেবনী সাতটী, তাহার মধ্যে পাঁচটী মস্তকে, একটী শিশ্নদেশে এবং একটী জিহ্বাতে আছে।

দ্বাদশাধ্যায়।

অগ্নিকর্ম্মের বিধি*।

শস্ত্র চিকিৎসার বিষয়ে এরূপ কথিত আছে, যে ক্ষারক্রিয়া অপেক্ষা অগ্নিক্রিয়া প্রধান। কারণ, অগ্নি-কর্ম্মের বিধান মতে দগ্ধ করিলে, সে রোগ পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয় না। এবং ঔষধ, শস্ত্র বা ক্ষারের দ্বারা যে রোগ আরোগ্য না হয়, তাহা অগ্নি-কর্ম্মে আরোগ্য হয়।

পিপ্পলী, ছাগীবিষ্ঠা, গোদন্ত (হরিতাল বিশেষ), শর, শলাকা, জাম্ববৌষ্ঠ অথবা অন্য প্রকার লৌহ, মধু, গুড়, এবং ঘৃত তৈল ও বসা প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য, অগ্নিকর্ম্ম করিতে হইলে, এই কয়েক দ্রব্যের সংযোগে করিতে হইবে। কোন প্রকার ত্বক্-রোগে দগ্ধ করিতে হইলে, পিপ্পলী, ছাগীবিষ্ঠা, গোদন্ত, শর এবং শলাকার দ্বারা, মাংসগত রোগে দগ্ধ করিতে হইলে, জাম্ববৌষ্ঠ অথবা অন্য কোন প্রকার লৌহের দ্বারা, সিরা-গত, স্নায়ুগত, সন্ধিগত অথবা অস্থি গত রোগে দগ্ধ করিতে হইলে, গুড়, মধু অথবা কোন প্রকার ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্যের দ্বারা, দগ্ধ করিতে হইবে। শরৎ গ্রীষ্ম ভিন্ন সকল ঋতুতেই অগ্নি-কর্ম্ম বিধেয়। যদি অগ্নিকর্ম্ম ব্যতীত রোগ আরোগ্য না হয়, তবে এ দুই কালেও করিতে হইবে। কিন্তু এ দুই কালে দগ্ধ করিতে হইলে, শরৎ ও গ্রীষ্মকাল জন্য ক্ষত স্থানে যে সকল পীড়া ঘটিবার সম্ভাবনা, অগ্রে সেই সকল পীড়া নিবারণের উপায় করিতে হইবে। সকল রোগেই এবং সকল কালেই রোগিকে পিচ্ছিল অন্ন আহার করাইয়া অগ্নি-কর্ম্ম করা

* পীড়িত স্থান দগ্ধ করাকে অগ্নিকর্ম্ম কহে।

বিধি। কেবল মূঢ়গর্ভ, অশ্মরী, ভগন্দর, অর্শঃ এবং মুখ-রোগে অনাহারে রাখিয়া করিবে। কোন২ পণ্ডিতেরা কহেন, যে অগ্নিকর্ম্ম দুই প্রকার, ত্বক্-দগ্ধ এবং মাংস-দগ্ধ। কিন্তু এ গ্রন্থের মতে সিরা, স্নায়ু, সন্ধি এবং অস্থি-স্থানেও অগ্নিকর্ম্ম করিবার নিষেধ নাই। ত্বক্ দগ্ধ করিলে (চট্ চট্) শব্দ, দুর্গন্ধ এবং ত্বকের সঙ্কোচ ভাব হয়। মাংস দগ্ধ করিলে, দগ্ধ স্থান পাংশু-বর্ণ, অল্প ফুলা এবং বেদনা বিশিষ্ট, শুষ্ক, সঙ্কুচিত এবং ক্ষত হইয়া থাকে। সিরা এবং স্নায়ু দগ্ধ করিলে, দগ্ধস্থান কৃষ্ণবর্ণ ও উন্নত ব্রণ বিশিষ্ট হয়, এবং রক্তাদির স্রাব বদ্ধ হয়। সন্ধি এবং অস্থি দগ্ধ করিলে, দগ্ধ স্থান রুক্ষ, অরুণ-বর্ণ ও কর্কশ হয়, এবং সেই দগ্ধ-জনিত ক্ষতও শীঘ্র আরোগ্য হয় না। তাহার মধ্যে শিরো-রোগে এবং অধিমন্থ রোগে* ভ্রূ, ললাট, এবং ললাটের অস্থি দাহন করিবে। বর্ত্ম-রোগে চক্ষুর দৃষ্টি স্থানে আর্দ্র অলক্তক (আলতা) আচ্ছাদন দিয়া, বর্ত্ম স্থানের রোম দগ্ধ করিবে। ত্বক্ মাংস সিরা স্নায়ু সন্ধি এবং অস্থি স্থানে, বায়ু-জন্য তীব্র-বেদনা-যুক্ত, উচ্চ, কঠিন এবং স্পন্দরহিত ব্রণ হইলে, অগ্নি কার্য্য বিধেয়। গ্রন্থি, অর্শঃ, অপচী, শ্লীপদ, চর্ম্মকীল, তিলকালক, অন্ত্র-বৃদ্ধি, সন্ধি ও সিরা-ছেদন, অথবা নাড়ী হইতে অতিশয় শোণিত নিঃসরণ; এই সকল রোগেও অগ্নি কার্য্য কর্ত্তব্য। রোগের স্থান ভেদে অগ্নি কার্য্য চারি প্রকার হইয়া থাকে, যথা বলয় (১) বিন্দু (২) বিলেখন (৩) ও প্রতিসারণ (৪)। এই চারি প্রকারে দগ্ধ করা যায়।

---

* অধিমন্থ রোগ শব্দে চক্ষুরোগ বিশেষ।

(১) বালার ন্যায় গোল রেখার আকারে দগ্ধ করা (২) বিন্দুর আকারে দগ্ধ করা। (৩) শরীরের ত্বক্ মাত্র দগ্ধ করা। (৪) উষ্ণ তপ্ত

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

অনন্তর রোগের কারণ জানিয়া, এবং রোগির মর্ম্ম স্থান ও বল, এবং ব্যাধি ও কাল সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিয়া, অগ্নিকর্ম্মের বিধান করিবে।

পীড়িত স্থান সম্যক্‌রূপে দগ্ধ হইলে, তাহাতে মধু ও ঘৃত মাখাইবে। যাহাদিগের পিত্তাধিক্য প্রকৃতি, যাহারা রক্ত-পিত্ত বা অতিসার রোগবিশিষ্ট, যাহাদিগের শরীর হইতে শল্য বাহির করা না হইয়া থাকে, অথবা যাহারা দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ বা ভয়শীল, অথবা যাহাদিগের শরীর অনেক ব্রণের দ্বারা পীড়িত, বা যাহাদিগের ঘর্ম্ম করান যায় না, সেই সকল ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিকর্ম্ম বিধেয় নহে।

অতঃপর অপর সকল প্রকার দগ্ধের লক্ষণ কহিতেছি। অগ্নি, ঘৃত তৈলাদি স্নেহ-বিশিষ্ট অথবা নীরস দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া দহন করে। অগ্নি কর্ত্তৃক সন্তপ্ত হইলে, ঘৃত তৈল প্রভৃতি স্নেহদ্রব্য সূক্ষ্ম সিরার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, একারণ ত্বক্ ও মাংস প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শীঘ্র দহন করে। অতএব স্নেহ দ্রব্যের দ্বারা দগ্ধ হইলে, অতিশয় বেদনা হয়। অগ্নিদগ্ধ চারি প্রকার, যথা, প্লুষ্ট, দুর্দগ্ধ, সম্যক্-দগ্ধ এবং অতি-দগ্ধ। যাহাতে জ্বালা করে ও বিবর্ণ হয়, তাহাকে প্লুষ্ট কহে। যাহাতে দগ্ধ স্থানে স্ফোট (ফোস্‌কা) উত্থিত হয়, এবং সেই স্থান অতিশয় উষ্ণতা, দাহ, রক্তবর্ণ, পাক এবং বেদনা বিশিষ্ট হয়, তাহাকে দুর্দগ্ধ কহে। দগ্ধ স্থান

তৈলাদি তরল দ্রব্য সংযোগে দগ্ধ করা, যাহাতে দগ্ধের উপকরণ দ্রব্যটী শরীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে

গভীর না হইলে, জাম ফলের ন্যায় বর্ণ হইলে, এবং পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে, সম্যক্ দগ্ধ কহে। অতিদগ্ধ হইলে, দগ্ধ স্থানে মাংস ঝুলিয়া পড়ে, শরীর শিথিল হয়, সিরা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থির বিনাশ হয়, এবং অতিমাত্র জ্বর দাহ পিপাসা মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। ইহাতে ক্ষত স্থানও বিলম্বে পূরিয়া উঠে, এবং পূরিয়া উঠিলে বিবর্ণ হইয়া যায়। এই চারি প্রকার দগ্ধের দ্বারা অগ্নিকর্ম্মের সাধন হইয়া থাকে।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

অগ্নি কর্ত্তৃক প্রাণী গণের রক্ত কোপিত হইয়া শীঘ্রই বেগ বিশিষ্ট হয়। রক্তের সেই বেগ কর্ত্তৃক পিত্তও বেগবান্ হইয়া উঠে। অগ্নি এবং পিত্ত উভয়ে একজাতীয় দ্রব্য, এবং একই রস বিশিষ্ট। সেই হেতু অগ্নিদগ্ধ নিমিত্ত তীব্র বেদনা, স্বভাবতঃ জ্বালা ও স্ফোট হইয়া থাকে, এবং জ্বর ও তৃষ্ণাও বৃদ্ধি হয়।

অতঃপর অগ্নি দগ্ধের উপশমনের নিমিত্ত চিকিৎসা কথিত হইতেছে। প্লুষ্ট দগ্ধে অগ্নির তাপ এবং উষ্ণক্রিয়া ও উষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। তদ্দ্বারা শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইলে, রক্তও তরল হয়। অতিশয় রক্ত নিঃসরণের স্থলে, শীতল জলের দ্বারা স্বভাবতই রক্ত স্কন্দিত হয়*। একারণ প্লুষ্ট দগ্ধে উষ্ণ ভিন্ন

* স্কন্দিত শব্দের অর্থ বিপরীত দিকে গতি হওয়া অথবা শুষ্ক হওয়া। রক্তের আধার স্থান হৃদয়। রক্ত, হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া আন্তরিক উষ্ণতা সহকারে সিরাপথে প্রবেশ পূর্ব্বক শরীরের দিকে ধাবমান হয়। শরীরের কোন স্থানে শীতল স্পর্শ হইলে, সেই স্থানে যে সিরা পথে রক্ত সম্মুখ দিকে প্রবাহিত হয়, সেই সিরা পথেই পশ্চাৎ দিকে প্রবাহিত হইয়া হৃদয়ের অভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে থাকে। ইহাকেই বিপরীত গতি কহে। আধুনিক শারীর তত্ত্ববিৎ ডাক্তার কুম্ব সাহেবেরও শারীর তত্ত্ব গ্রন্থে

শীতল-ক্রিয়া কখনই সুখকর হয় না। দুর্দ্দগ্ধ স্থলে, উষ্ণ এবং শীতল উভয় প্রকার ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। এবং দগ্ধ-স্থানে ঘৃত আলেপন ও শীতল জল সেচন করাইবে। সম্যক্ দগ্ধ হইলে, বংশ-লোচন, পাঁকুড় ছাল, চন্দন, গেরিমাটী এবং গুলঞ্চ, ঘৃত মিশ্রিত করিয়া আলেপন দিবে। এবং গ্রামে অথবা জল-বাহুল্য দেশে যে সকল পশু জন্মে, সেইসকল পশুর অথবা জল-জন্তুর মাংস পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। পিত্তজন্য বিদ্রধি হইলে, যেরূপ নিরন্তর উষ্ণ-ক্রিয়া করিতে হয়, ইহাতেও সেইরূপ করিতে হইবে। অতি-দগ্ধের স্থলে যে সকল মাংস শীর্ণ হইয়া যায়, সেই গুলিকে তুলিয়া ফেলিবে, এবং তাহাতে শীতল ক্রিয়া করিবে। তদনন্তর শালিধান্যের তুঁষহীন তণ্ডুল পিষিয়া ও ঘৃত যুক্ত করিয়া, অথবা গাবছালের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, অথবা গাব-ছাল পিষিয়া, ও তাহাতে ঘৃত যুক্ত করিয়া, সেই স্থানে প্রলেপ দিবে। অথবা গুলঞ্চের পত্রের দ্বারা, বা জলে যে সকল গাছ জন্মে তাহাদিগের মধ্যে কোন গাছের পত্রের দ্বারা, ক্ষত স্থান আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। পিত্ত-জন্য বিসর্প রোগ হইলে যে সকল ক্রিয়া করিতে হয়, ইহাতেও সেই সকল ক্রিয়া কর্ত্তব্য। মোম, যষ্টিমধু, লোধ-বৃক্ষের ছাল, ধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন এবং মুর্ব্বালতা, এই সমুদায় একত্র পিষিবে, এবং সেই পিষ্ট-দ্রব্যের দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃতের দ্বারা সকল প্রকার অগ্নি-

এইরূপ বর্ণিত আছে। এবং সেই শীতল স্পর্শ প্রযুক্ত আন্তরিক উষ্ণতার অভাবে রক্ত ঘনীভূত হইয়া যে চাপ বাঁধিয়া যায়, তাহাকে শুষ্ক হওয়া বলা যাইতে পারে।

দগ্ধ জনিত ব্রণ উত্তম রূপে পূরিয়া উঠে। স্নেহ-দ্রব্য সংযোগে দগ্ধ হইলে, রুক্ষ ক্রিয়াই বিশেষরূপে বিধেয়।

অতঃপর ধূম কর্ত্তৃক উপহত হইলে, অর্থাৎ শরীরে ধূম প্রবেশ করিলে, যে রূপ লক্ষণ হয় তাহা কহিতেছি। শ্বাস, হাঁচি, কাশ, কাতর শব্দ, চক্ষু দ্বয়ের জ্বালা ও রক্ত বর্ণতা, নিঃশ্বাসের সহিত ধূম নির্গত হওয়া, ধূম ভিন্ন অন্য দ্রব্যের গন্ধ বা স্বাদ জানিতে না পারা, শ্রবণ শক্তি রহিত হওয়া, এবং তৃষ্ণা দাহ ও জ্বর প্রযুক্ত অবসন্ন ও জ্ঞান-শূন্য হওয়া, ধূমোপহতের লক্ষণ। অতঃপর তাহার চিকিৎসা কহিতেছি। ঘৃত, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা, দুগ্ধ, চিনি বা মিছরির পানা, ও মধুরাম্ল রস, এই সকলের দ্বারা বমন করাইবে। বমন করিলে কোষ্ট শুদ্ধি হয়, এবং ধূমের গন্ধ আর থাকে না। শরীরের অবসন্নতা, হাঁচি, জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, উদরাধ্মান, শ্বাস ও কাস, এই সমস্ত এই প্রতিকারেই শান্তি হয়। অনন্তর মধুর, লবণ, অম্ল ও ঝালদ্রব্য মুখে রাখিলে, জিহ্বার দ্বারা রস গ্রহণ হয়, এবং মনও প্রসন্ন হয়। অনন্তর শাস্ত্রবিৎ বৈদ্য সেই রোগে হাঁচি হইবার নিমিত্ত যুক্তি করিয়া ঔষধ দিবেন। তদ্দ্বারা দৃষ্টি বিশোধিত হয়, এবং মস্তক ও গ্রীবা স্বচ্ছন্দভাব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর যাহাতে অম্ল রস না জন্মে, এমত অবিদাহী, লঘু ও স্নিগ্ধ আহার প্রদান করিবে। উষ্ণবায়ু এবং রৌদ্র কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে, শীতল ক্রিয়া করিবে। শীত বর্ষা এবং বায়ু কর্ত্তৃক ক্লিষ্ট হইলে, উষ্ণ অথচ স্নিগ্ধ ক্রিয়া সকল, অর্থাৎ উষ্ণ দ্রব্য ভক্ষণ ও সেবন, এবং তৈলাদি মর্দ্দন, প্রশস্ত। অতিশয় তেজ দ্বারা দগ্ধ হইলে, কোন প্রতিকারেই শান্তি হয় না। বজ্রাগ্নি দ্বারা

দগ্ধ হইয়া জীবিত থাকিলে, ঘৃত তৈলাদি স্নেহদ্রব্য সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন ও সেবন করিবে, এবং পূর্ব্বোক্ত অগ্নিদগ্ধের প্রলেপও প্রয়োগ করিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জলৌকা (যোঁক) ব্যবহার প্রণালী।

রাজা, ধনী, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, দুর্ব্বল, নারী এবং কোমলাঙ্গ ব্যক্তিগণের শোণিতাবসেচন (রক্ত স্রাব) করাইবার কারণ, অতিশয় মৃদু অর্থাৎ অক্লেশকর উপায়ের স্বরূপ, যোঁক ব্যবহার প্রণালী কথিত হইতেছে। বাত, পিত্ত অথবা কফ কর্ত্তৃক দূষিত শোণিত, যথাক্রমে শৃঙ্গ, জলৌকা অথবা অলাবুর (লাউয়ের খোল) দ্বারা অবসেচন (মোক্ষণ) করাইবে। অর্থাৎ বাত-কর্ত্তৃক দূষিত শোণিত শৃঙ্গের (শিং) দ্বারা, পিত্ত-কর্ত্তৃক দূষিত শোণিত জলৌকার দ্বারা, এবং শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক দূষিত শোণিত অলাবুর দ্বারা, নির্গত করাইবে। যে হেতু শৃঙ্গের স্নিগ্ধ গুণ, জলৌকার শীতল গুণ, ও অলাবুর রুক্ষ গুণ। সন্নিপাতিকে এই তিন প্রকারই প্রয়োগ হইতে পারে।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

গোরুর শৃঙ্গ, উষ্ণ স্নিগ্ধ এবং মধুর রস বিশিষ্ট, অতএব বাতের উপসর্গ-বিশিষ্ট রোগে, ইহার দ্বারা রক্ত-মোক্ষণ করাই কর্ত্তব্য। জলে জন্ম এবং শীতল স্থানে বাস বলিয়া, সকল জলৌকা মধুররস-বিশিষ্ট, অতএব পিত্তের উপসর্গ বিশিষ্ট রোগে রক্ত মোক্ষণ করাইতে হইলে, জলৌকা ব্যবহার করাই হিতকর। অলাবু, কটু ও রুক্ষ, অতএব শ্লেষ্মার উপসর্গ বিশিষ্ট রোগে, অলাবুর দ্বারাই রক্ত-মোক্ষণ করান কর্ত্তব্য।

শৃঙ্গের দ্বারা রক্ত নির্গত করাইতে হইলে, যে স্থানে রক্ত নির্গত করাইবে, সেই স্থান শস্ত্রাঘাতে একটু ক্ষত করিয়া, ও পাতলা বস্ত্রের দ্বারা শৃঙ্গের চতুর্দ্দিক এবং মুখ বদ্ধ করিয়া,সেই শৃঙ্গ দ্বারা মুখ দিয়া চুষিয়া রক্ত নির্গত করাইবে। অলাবুর দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাইতে হইলে, লাউয়ের খোলের ভিতর দীপ জ্বালিয়া ধুমের দ্বারা পূর্ণ করিবে,এবং শৃঙ্গ বসাইবার প্রণালীতে সেই খোল সেই স্থলে বসাইবে।

অতঃপর জলৌকা কাহাকে কহে তাহা বলা হইতেছে।

জল যাহাদিগের আয়ু তাহাদিগকে জলায়ুকা, অথবা জল যাহাদিগের ওকস্ (বাসস্থান), তাহাদিগকে জলৌকা কহে। জলৌকা দ্বাদশ প্রকার। তাহার মধ্যে ছয় প্রকার সবিষ (বিষাক্ত), এবং ছয় প্রকার নির্ব্বিষ। ছয় প্রকার সবিষ জোঁকের নাম যথা,কৃষ্ণা, কর্ব্বুরা অলগর্দ্দা, ইন্দ্রায়ুধা,সামুদ্রিকা এবং গোচন্দনা।

ইহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের অঞ্জন-চূর্ণের ন্যায় বর্ণ, অর্থাৎ শরীর চিকচিকে কাল ও মস্তক স্থূল, তাহাদিগকে কৃষ্ণা কহে। যাহাদিগের শরীর বর্ম্মি অর্থাৎ বাণ মৎস্যের ন্যায়, এবং উদর ছিন্ন ও উন্নত (উচ্চ২ ডোরা বিশিষ্ট), তাহাদিগকে কর্ব্বুরা কহে। যাহাদিগের শরীর লোম বিশিষ্ট, দুই পার্শ্ব বৃহৎ, এবং মুখ কৃষ্ণ বর্ণ,তাহাগিকে অলগর্দ্দা কহে। যাহাদিগের শরীরের পুচ্ছ-দেশ হইতে মাথা পর্য্যন্ত ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় বিচিত্র বর্ণের রেখা আছে, তাহাদিগকে ইন্দ্রায়ুধা কহে। যাহাদিগের শরীর ঈষৎ কৃষ্ণ এবং পীত বর্ণ, এবং বিচিত্র পুষ্পাকারে চিত্রিত, তাহাদিগকে সামুদ্রিকা কহে। যাহাদিগের

পুচ্ছ-দেশ গোরুর শৃঙ্গের ন্যায় দুই ভাগে বিভক্ত, এবং মস্তক ক্ষুদ্র, তাহাদিগকে গোচন্দনা কহে। মানুষের শরীরে এই সকল বিষাক্ত জোঁক দংশন করিলে, দংশ স্থানে শ্বযথু (ফুলা), অতিমাত্র কণ্ডু (চুলকানি), মূর্চ্ছা, জ্বর, দাহ, ছর্দি (বমন), মত্ততা বা মনের বিকৃতি ভাব,এবং শরীরের অবসন্নতা, এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। এমন স্থলে মহা অগদ* নামে ঔষধ, পান করিবে, দংশন স্থানে লেপন করিবে,এবং তাহারই নশ্য লইবে। এই মত বিষাক্ত জোঁক-জাতি ও তাহাদিগের দংশনের চিকিৎসা কথিত হইল। ইহাদিগের মধ্যে ইন্দ্রায়ুধ কর্ত্তৃক দংশন করা হইলে আরোগ্য হয় না।

ছয় প্রকার নির্ব্বিষ জোঁকের নাম, যথা, কপিলা, পিঙ্গলা, শঙ্কুমুখী, মূষিকা, পুণ্ডরীক-মুখী, ও শাবরিকা। মনঃশিলাতে রঞ্জিত অর্থাৎ রং করিলে যেরূপ বর্ণ হয়,উভয় পার্শ্ব সেই রূপ বর্ণ-বিশিষ্ট, এবং পৃষ্ঠদেশ চিক্কণ ও মুগের মত বর্ণ বিশিষ্ট, তাহাকে কপিলা বলে। যাহাদিগের শরীর গোল এবং বর্ণ ঈষৎ রক্তিমা ও পিঙ্গল, ও গতি শীঘ্র, তাহাদিগকে পিঙ্গলা কহে। যাহারা যকৃতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, শীঘ্র-পায়িনী, অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর রক্ত পান করিতে পারে, দীর্ঘাকার এবং তীক্ষ্ণমুখী (যাহাতে শরির মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করিতে পারে), তাহাদিগকে শঙ্কুমুখী কহে। যাহারা মূষিকের ন্যায় আকার বর্ণ এবং দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, তাহাদিগকে মূষিকা কহে। যাহাদের

* মহা অগদ নামক ঔষধ বিষ-চিকিৎসা খণ্ডে বলা হইবে

মুগের ন্যায় বর্ণ, এবং পদ্মের মত মুখ, তাহাদিগকে পুণ্ডরীক-মুখী বলে। যাহাদিগের শরীর চিক্কণ ও পদ্ম পাতার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, এবং দীর্ঘে অষ্টাদশ অঙ্গুলি, তাহাদিগকে সাবরিকা কহে। সাবরিকা, অশ্ব, গো, হস্তী পভৃতি পশুদিগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। এই সকল নির্ব্বিষ জোঁক-জাতির বিবরণ কথিত হইল। যবন, পাণ্ড্য, সহ্য, পৌতন ইত্যাদি ক্ষেত্র তাহাদিগের বাসস্থান। ঐ সকল জোঁকের মধ্যে যাহারা বলবান্, শীঘ্র রক্ত পান করিতে পারে, অধিক আহার করিতে পারে, এবং শরীরও সমধিক বৃহৎ, তাহারা বিশেষ রূপে নির্ব্বিষ হইয়া থাকে।

জলৌকা সকলের মধ্যে, যাহারা বিষাক্ত মৎস্য, কীট, ভেক, মূত্র এবং পুরীষ পরিপাকে অর্থাৎ পচিয়া ঘোলা জলে জন্মে, তাহারা সবিষ। এবং যাহারা পদ্ম, উৎপল, নলীন, কুমুদ, সৌগন্ধিক অর্থাৎ শ্বেত পদ্ম, কুবলয়, পুণ্ডরীক, এবং শৈবাল, এই সকল দ্রব্য পরিপাকে অর্থাৎ পচিয়া নির্ম্মল জলে জন্মে, তাহারা নির্ব্বিষ।

এইস্থলে একটি শ্লোক কহিতেছেন।

ইহারা ক্ষেত্র মধ্যে এবং সুগন্ধি সলিল মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহারা সঙ্কীর্ণ স্থানে চরে না অথবা পঙ্কে শয়ন করে না। ইহাদিগকে ভিজে চামড়া অথবা অন্য কোন বস্তুর দ্বারা গ্রহণ করিবে। অনন্তর নূতন বড় ঘট, সরোবর অথবা বৃহৎ পুস্করিণির জলে এবং পঙ্কে পূর্ণ করিয়া, তাহার মধ্যে তাহাদিগকে রাখিবে। শৈবল অর্থাৎ শেয়ালা, বল্লুর (শুস্ক মাংস), এবং জলে যে সকল মূল জন্মে তাহা চূর্ণ করিয়া, ইহাদিগকে আহার করিতে দিবে। এবং তৃণ ও জলে

যে সকল পাতা জন্মে, তাহা তাহাদিগকে শয়ন করিতে দিবে। দুই দিন বা তিন দিন অন্তর জল এবং ভক্ষ্য দ্রব্য পরিবর্ত্তন করিয়া, নূতন জল এবং ভক্ষ্য দ্রব্য দিবে। এবং সপ্তাহ অন্তর ঘট পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ঘটে রাখিবে।

এইস্থলে একটি শ্লোক কহিতেছেন।

যাহাদিগের মধ্যভাগ স্থূল, যাহারা অতিশয় ক্ষীণ অথবা স্থূল কায়, যাহারা মন্দ-বিচেষ্টিত অর্থাৎ ধীরগামী, যাহারা অগ্রাহী অর্থাৎ পীড়িত স্থানে ধরে না, যাহারা অল্পপায়ী, অথবা যাহারা বিষাক্ত, সেই সকল প্রকার জলৌকা রক্ত-মোক্ষণ কার্য্যে প্রশস্ত নহে।

জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিতে হইলে,পীড়িত ব্যক্তিকে উপবেশন বা শয়ন করাইবে। এবং সেই পীড়িত স্থান যদি বেদনা রহিত হয়, তবে সেই স্থানে শুষ্ক গোময় এবং মৃত্তিকা-চূর্ণ অল্প ঘর্ষণ করিবে। অনন্তর ক্ষেত্র হইতে জলৌকা সকল গ্রহণ করিয়া, সর্ষপ ও হরিদ্রার শিলা-পিষ্ট কল্ক জলে মিশ্রিত করিয়া, তাহাদিগের শরীরে মাখাইয়া দিবে। পরে মুহূর্ত্ত কাল অর্থাৎ যাবৎ তাহাদিগের শ্রম না দূর হয়, তাবৎ এক সলিল-পাত্রের মধ্যে রাখিয়া,পশ্চাৎ পীড়িত স্থানে ধরাইবে। ধরাইবার কালে, উত্তম সূক্ষ্ম অর্থাৎ পাতলা সাদা এবং আর্দ্র তুলার কাপড়ের দ্বারা তাহাদিগের শরীর আচ্ছাদন করিয়া, মুখ খুলিয়া রাখিবে। যাহারা না ধরে,তাহাদিগকে এক বিন্দু দুগ্ধ বা শোণিত দিবে। তাহাতেও যদি না ধরে, তবে অপর একটা ধরাইবে। যৎকালে অশ্বের খুরের মত মুখ এবং স্কন্ধ দেশ উচ্চ করিয়া,ভিতরে মুখ নিবিষ্ট করে, তৎকালে ধরিয়াছে

বলিয়া জানা যায়। যাহারা ধরিয়া থাকে, তাহাদিগের শরীর আর্দ্র বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে, এবং মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিবে। যে জোঁক ধরিয়া রক্ত পান করে, তাহার দংশ স্থানে অর্থাৎ ধরিবার মুখে যদি বেদনা বোধ হয় অথবা চুল্কায়, তখন তাহাকে বিশুদ্ধ রক্ত পান করিতেছে বলিয়া জানিবে। এরূপ বিশুদ্ধ রক্ত পান করিতেছে বলিয়া জানিতে পারিলে, সেই জোঁককে অপনীত অর্থাৎ শরীর হইতে ছাড়াইয়া ফেলিবে। যদ্যপি শোণিতগন্ধে ত্যাগ না করে, তাহা হইলে ইহার মুখে সৈন্ধব-লবণের চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। শোণিত পান করিলে পর, এই রূপে অপনীত হইলে বা পতিত হইলে, তাহাদিগের শরীরে তণ্ডুলের কুঁড়া মাখাইয়া, এবং মুখে তৈল ও লবণ মাখাইয়া, বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলী, অর্থাৎ যাহাকে বুড়া অঙ্গুলি কহে এবং তাহার পর যে অঙ্গুলি, এই দুই অঙ্গুলির মধ্যে তাহার পুচ্ছ দেশ অর্থাৎ লেজ ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলির দ্বারা পুচ্ছদেশ হইতে অল্পে অল্পে ঊর্দ্ধ দিকে মার্জন করিয়া অর্থাৎ মুখের দিকে চুঁচিয়া লইয়া যাইয়া, মুখ দিয়া বমন করাইবে। যাবৎ সম্যক্ রূপ বমন না করে তাবৎ এই রূপ করিবে। যাহারা সম্যক্ রূপে বমন করে, তাহারা আহারের অভিলাষী হইয়া সলিল পাত্রের মধ্যে বিচরণ করিতে থাকে। এবং যাহাদিগের সম্পূর্ণরূপ বমন করা না হয়, তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়ে ও তাহাদিগের কোন চেষ্টা থাকে না। অতএব তাহাদিগকে পুনরায় বমন করাইবে। যাহাদিগকে সম্যক্ রূপ বমন করান না হয়, তাহাদিগের ইন্দ্রমদ

নামে অসাধ্য ব্যাধি হইয়া থাকে। যাহাদিগকে সম্যক্ বমন করান হয়, তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ জল পূর্ণ ঘটে রাখিবে। রক্তের যোগাযোগ বিবেচনা করিয়া, অর্থাৎ দূষিত রক্ত আর আছে কি না এই বিবেচনা করিয়া, জোঁক যে স্থানে ধরিয়াছিল সেই স্থান মধুর দ্বারা মার্জ্জন করিয়া দিবে, এবং শীতল জল সেচন করিবে। অথবা সেই ব্রণের উপরি কষায় এবং মধুর রস বিশিষ্ট ঘৃত যুক্ত শীতল আলেপন দ্বারা প্রলেপ দিয়া, বন্ধন করিয়া রাখিবে।

এইস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

সকল প্রকার জলৌকার ক্ষেত্র, অর্থাৎ যে স্থানে যে প্রকার পাওয়া যায়, তাহাদিগের ধরিবার বিধি, পোষণ করিবার প্রণালী, শরীরে প্রয়োগ করিবার বিধি, এবং তাহাদিগের জাতি, যে ব্যক্তি এই সমস্ত জানেন, তিনিই জলৌকাসাধ্য সকল রোগ আরোগ্য করিতে পারেন।

চতুর্দশ অধ্যায়।

অথ শোণিত বর্ণনা।

আহার চারি প্রকার, চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য এবং পেয়। এই চতুর্বিধ আহার, ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম, এই পঞ্চভূত* হইতে উৎপন্ন। সেই আহার, কটু, অম্ল, তিক্ত, কষায়,

পঞ্চভূত শব্দে, ক্ষিতিজল অগ্নি বায়ু আকাশ, সামান্যতঃ এই পাঁচটীকে বুঝায়। কিন্তু দৃশ্যমান এই পঞ্চ স্থূল পদার্থকে পঞ্চ মূল-ভূত বলা, প্রাচীন আর্য্যগণের অভিপ্রেত নহে। বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে পঞ্চ মূল ভূতকে পঞ্চতত্ত্ব অথবা পঞ্চ তন্মাত্র কহে। তত্ত্ব অথবা তন্মাত্র শব্দে অতি সূক্ষ্ম অমিশ্র মূল-দ্রব্য বুঝায়। প্রাচীন আর্য্যগণেরা, এই সমুদায় জগৎ পাঁচটী মূলদ্রব্যে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করেন। সেই পাঁচটী মূল দ্রব্য যথা,—আকাশ অথবা শব্দ তন্মাত্র, বায়ু অথবা স্পর্শ তন্মাত্র, অগ্নি অথবা রূপতন্মাত্র, জল অথবা রস তন্মাত্র, এবং ক্ষিতি অথবা গন্ধ তন্মাত্র। অথবা আকাশ বায়ু অগ্নি জল ক্ষিতি, এই পাঁচটী যে অবাস্থয় পরস্পর মিলিত না

লবণ ও মধুর এই ছয় প্রকার রস, এবং দুই প্রকার অথবা অষ্ট প্রকার বীর্য্য বিশিষ্টগ, এবং বহুবিধ গুণ যুক্ত। সেই

হইয়া সূক্ষ্মভাবে থাকে,সেই অবস্থায় তাহাদিগকে তন্মাত্র অথবা মূলদ্রব্য কহে। এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটী এক একটী করিয়া যথাক্রমে ঐ পাঁচটী দ্রব্যের গুণ। কিন্তু আধুনিক রসায়ন তত্ত্ব-দর্শী পণ্ডিতেরা আমাদিগের প্রাচীন পুরুষগণের এই সিদ্ধান্তটীকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া নির্ণয় করেন। তাঁহারা মূল-দ্রব্য ষষ্টি সংখ্যা অর্থাৎ ষাটটী অথবা ততোধিক বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে অদ্যাবধি তাহাদিগের নিশ্চয় মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু আর্য্যেরা বলেন "যে কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারাই আমরা সমস্ত বাহ্য জগৎ জ্ঞাত হইয়া থাকি। এই পাঁচটী জ্ঞানযন্ত্রের দ্বারা আমরা কেবল শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ গ্রহণ করি। তাহাতেই আমাদিগের সমস্ত বাহ্য জগতের জ্ঞান জন্মে। জগৎ পদার্থ যত প্রকারই হউক, আমরা যখন এই পাঁচটী জ্ঞান যন্ত্রের দ্বারাই সেই সমস্ত জ্ঞাত হইতেছি, তখন জ্ঞানের সম্বন্ধে পাঁচটীর অতিরিক্ত মূল গুণ থাকা কখনই সম্ভবেনা। অতএব এই সমস্ত জগৎ, শব্দ স্পর্শ রূপ, রস গন্ধ, এই পাঁচটী মূল গুণেই ব্যাপ্তি। গুণ থাকিলেই সেই গুণের আশ্রয়ভূত দ্রব্য থাকা যদি স্বীকার করিতে হয়। তবে এই পঞ্চ গুণ-বিশিষ্ট জগতের উপাদান মূলদ্রব্য যতই হউক এবং যাহা হউক, তাহাদিগের এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে এই পাঁচটী গুণ থাকিতে পারে। দ্রব্য থাকিলেই তাহার গুণ এবং ক্রিয়া থাকিবে। অথবা দ্রব্য গুণ ক্রিয়া, এই তিনিটীর একটী থাকিলেই অপর দুইটীকে থাকিতেই হইবে"। আমাদিগের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের এই মত। তাহা স্বীকার করিতে হইলে এক একটী অমিশ্র দ্রব্যের এক একটী গুণ,অথবা এক একটী গুণের আশ্রয় এক একটি অমিশ্র দ্রব্য থাকাই সম্ভব। সুতরাং মূলদ্রব্য পাঁচটী হওয়া অসঙ্গত বোধ হয় না। কারণ অতিরিক্ত দ্রব্য থাকিলেই অতিরিক্ত গুণ থাকিবে, অতিরিক্ত গুণ থাকিলে, সেই অতিরিক্ত গুণের জ্ঞাতা, অতিরিক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকা প্রয়োজন। আমাদিগের যখন পাঁচটির অতিরিক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই,এবং সেই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন আমরা পাঁচটির অতিরিক্ত মূলগুণ জ্ঞাত হইতে পারি না, এবং সেই পাঁচটি গুণ জানাতেই আমাদিগের জগৎ জ্ঞান যখন পর্য্যাপ্ত হইতেছে। তখন সেই পাঁচটি গুণের আশ্রয়ভূত পাঁচটি মূলদ্রব্য বলা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এ বিষয়ে আর্য্যগণ প্রদর্শিত অন্যান্য প্রমাণ, বাহুল্য প্রযুক্ত উদ্ধৃত করা হইল না।

† দুই প্রকার বীর্য্য বলিতে শুক্র ও শোণিত; এবং অষ্ট প্রকার বীর্য্য বলিতে শরীরের সপ্ত ধাতু ও ওজ পদার্থ, বুঝিতে হইবে।

আহার পরিমিত হইলে, অর্থাৎ যে পরিমাণ ক্ষুধাশান্তির নিমিত্ত প্রয়োজন হয়, তাহার ন্যূনাধিক না হইলে; তাহার সম্যক্ পরিপাকের দ্বারা তেজের নিদান স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম যে সার জন্মে, সেই সারই রস নামে কথিত হয়। তাহার স্থান হৃদয়। হৃদয় হইতে সেই রস দশটি ঊর্দ্ধ-গামিনী রস-রক্ত বাহিনী ধমনী-পথে প্রবেশ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে, এবং দশটি অধো-গামিনী ধমনী-পথে প্রবেশ পূর্ব্বক অধোভাগে, এবং চারিটি তির্য্যক্-গামিনী ধমনী-পথে প্রবেশ পূর্ব্বক পার্শ্বভাগে, গমন করে। অদৃষ্ট হেতু ক্রিয়া, অর্থাৎ যে ক্রিয়ার কারণ দেখা যায় না, এরূপ ক্রিয়ার দ্বারা সেই রস এই প্রকার চতুর্ব্বিংশতি ধমনীপথে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত শরীরকে অহরহ তর্পণ, বর্দ্ধন, ধারণ, যাপন এবং জীবৎমান, করিতেছে। ক্ষয় বৃদ্ধি এবং বিকার অর্থাৎ শরীর ক্ষীণ হইতেছে, বৃদ্ধি হইতেছে এবং ব্রণাদি রূপ বিকার প্রাপ্ত হইতেছে, এই কারণে সর্ব্বশরীরগামী সেই রসের অনুমানের দ্বারা গতি উপলব্ধি করা যায়। সর্ব্ব শরীরের অবয়ব অর্থাৎ হস্ত পাদাদি, দোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ, ধাতু অর্থাৎ রস, রক্ত মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র এইসপ্ত ধাতু, এবং মলাশয়, এই সকলের অনুগামী যে রস, তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য এই, যে ইহা সৌম্য কি তৈজস? অর্থাৎ ইহা চন্দ্রাংশ-সম্ভূত শীতল, কি তেজঃপদার্থ-সম্ভূত উষ্ণ? ইহাতে কথিত হইতেছে যে জলীয় পদার্থের সদৃশ সেই রস, দেহের স্নেহন অর্থাৎ চিক্কণকর, জীবনীয়, ও তৃপ্তিকর। এবং সর্ব্ব শরীর ধারণ করে, অর্থাৎ শরীরের সকল অবয়বকে প্রকৃতভাবে রক্ষা করে। এই সকল গুণ বিশেষের দ্বারা, তাহাকে সৌম্য

বলিয়া জানা যায়। সেই নিশ্চয় জলময় রস যকৃৎ এবং প্লীহা স্থান প্রাপ্ত হইয়া রক্ত বর্ণ হয়*।

প্রাণিগণের দেহস্থ অব্যাপন্ন (১) রস, সুপ্রসন্ন (২) তেজ কর্ত্তৃক রঞ্জিত হইয়া রক্ত নামে কথিত হয়। এই রস হইতে যে রক্ত হয়, তাহাই স্ত্রীলোক-দিগের শরীরে রজো নামে কথিত হয় হয়। তাহা দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে আরব্ধ হইয়া, পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে ক্ষয় প্রাপ্ত অর্থাৎ রহিত হয়। গর্ভের অগ্নি সোমিয়ত্ব হেতু, অর্থাৎ শীতোষ্ণ উভয় গুণ থাকাতে, স্ত্রীলোক-দিগের আর্ত্তব শোণিত আগ্নেয়। অপরাপর আচার্য্যেরা কহিয়া থাকেন যে, জীব-রক্ত পাঞ্চ-ভৌতিক। অর্থাৎ যে পঞ্চ মহাভূতে এই শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের রক্তে আছে। মাংস-গন্ধ বিশিষ্ট তরল ক্ষরণ-শীল এবং লঘু হওয়া, শোণিতের এই গুণ গুলিকেই পঞ্চ ভূতের গুণ বলা যায়। রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে মজ্জা, এবং মজ্জা হইতে শুক্র, এইরূপ পরম্পরা ক্রমে সপ্ত ধাতু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অন্ন পানের দ্বারা যে রস জন্মে, তাহাই এই সকল ধাতুর পোষণ কর্ত্তা। পুরুষ অর্থাৎ দেহী এই রস হইতেই

---

* অন্ন রস হইতে রক্ত উৎপত্তির বিষয়ে, আধুনিক ইউরোপীয় শারীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তার কুম্ব সাহেবও প্রায় এই রূপই বলেন। তবে আর্য্যেরা বলেন যে শ্বেত বর্ণ অন্নরস যকৃতের স্থান প্রাপ্ত হইয়াই রক্ত হয়। এবং কুম্ব সাহেব বলেন যে সেই অন্নরস হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রক্ত বর্ণ হয়।

(১) "অব্যাপন্ন রস" অর্থাৎ যে রসে কোন প্রকার বিকৃতি ভাব নাই।

(২) "সুপ্রসন্ন তেজ" যৎকালে পিত্তের কার্য্য শরীরে স্বাভাবিক রূপে হইতে থাকে, সেই কালে তেজ সুপ্রসন্ন বলা যায়।

সম্ভূত হয়†। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অলস শূন্য হইয়া অন্ন, পান এবং আচারের, অর্থাৎ শয়ন ভোজন গমন মৈথুন ইত্যাদি বিষয়ের নিয়ম বিশেষের দ্বারা, এই রসকে যত্নের সহিত রক্ষা করিবে।

রস ধাতু গতি অর্থ বুঝায়। অহরহ গমন করে এই হেতু ইহাকে রস কহে। সেই রস তিন সহস্র পঞ্চদশ কলা করিয়া এক এক ধাতুতে অবস্থান করে। এই রূপে সেই রস এক মাসে শুক্র রূপে, এবং স্ত্রীলোকের দেহে আর্ত্তবরূপে পরিণত হয়।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র ভাবে অষ্টাদশ-সহস্র নবতি অর্থাৎ সমুদায়ে আঠার হাজার নব্বই কলা এই

† দেহী যে কিরূপে অন্নরস হইতে উৎপত্তি হয়, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বক্ জিহ্বা এই পাঁচটী জ্ঞান যন্ত্রের পাঁচটী আভ্যন্তরিক জ্ঞান শক্তি, বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ, এই পাঁচটা ক্রিয়া যন্ত্রের পাঁচটা অভ্যন্তরিক ক্রিয়া শক্তি। এবং দেহ নির্ম্মাণের উপাদান পঞ্চভূত, মানসী শক্তি ও বুদ্ধি শক্তি, প্রাচীন আর্য্য দিগের মতে, এই সমস্ত আন্তরিক শক্তি মিলিত হইয়া জীব, দেহী, পুরুষ অথবা আমি শব্দের বাচ্য হয়। এই সকল আন্তরিক শক্তি বিশিষ্ট এই দেহ, পিতা মাতার শুক্র শোণিত সংযোগেই উৎপত্তি হয়। তদ্দ্বারা পিতা মাতার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি পর্য্যন্তও অধিকাংশ সন্তানে বর্ত্তে। যেমন অতি ক্ষুদ্র বীজে বৃহৎ বৃক্ষের সমুদায় প্রকৃতি গূঢ়ভাবে নিহিত থাকে, সেই রূপ শরীরের বীজ স্বরূপ সেই শুক্র শোণিতে সমুদায় শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি অতিসূক্ষ্ম এবং গূঢ়ভাবে নিহিত থাকে। দেহের মূলবীজ সেই শুক্র শোণিত অন্নরস হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে অন্নরস হইতেই জীবের বা দেহীর উৎপত্তি স্বীকার করা অসঙ্গত হয় না।

রসে অবস্থিতি করে, (১)। শব্দ, তেজঃ এবং বায়ু, যে প্রকার সূক্ষ্মভাব বিশেষের দ্বারা ব্যাপক হয়, এই রস সেই প্রকারে কেবল শরীরের অনুগামী হইতেছে। বাজীকরণের ঔষধি সকল স্বীয় বল এবং গুণের ঔৎকর্ষ্য হেতু বিরেচনের ন্যায় কার্য্যকারী, তাহাতে শীঘ্র শুক্রকে বিরেচিত করে (২)। আর ও কহিতেছেন, পুষ্পের মুকুল অবস্থায় গন্ধ আছে, এমত বলা যায়না, কারণ মুকুলাবস্থায় গন্ধ উপলব্ধি হয় না। গন্ধ নাই, এমতও বলা যায় না, কারণ যাহা একেবারেই না থাকে, তাহা পরে প্রকাশ পাইতে পারে না। অতএব ‘মুকুলাবস্থায় পুষ্পে গন্ধ থাকে’ কেবল বাক্যে এই ভাব প্রকাশ করা

(১) প্রত্যেক ধাতুতে ৩০,১৫ অংশ করিয়া ছয়টী ধাতুতে১৮০৯০ কলা অবস্থিতি করে এবং রস ধাতু ক্রমশঃ পরিপাক হইয়া ত্রিংশৎ দিবস পরে শুক্র ধাতু জন্মায়। ইহার তাৎপর্য্য এই রূপ বিবেচনা হয়।

আহার জনিত শরীরে প্রতিদিন যে রস জন্মে, সেই রস পাঁচ দিবসে পরিপাক হইয়া ষষ্ঠ দিবসে রক্ত ধাতুতে গমন করে। এবং সেই পাঁচ দিবস মধ্যে নূতন রস সঞ্চিত হইয়া পরিপাক হইতে থাকে। রক্ত পাঁচ দিবসে পরিপাক হইয়া, ষষ্ঠ দিবসে মাংস জন্মায়। এই রূপে ক্রমশঃ ত্রিশ দিনের পর অন্ন রস হইতে শুক্র ধাতু জন্মে। এবং পাঁচ দিবসের পূর্ব্বে যে ধাতু জন্মিয়াছে তাহা অন্য ধাতুতে গমন করে। পাঁচ দিবস মধ্যে যে ধাতু জন্মে, তাহা সেই ধাতুতেই থাকে। ধাতুর যে অংশকে অন্য ধাতুতে গমন করিতে হয়, তাহাই ইহার পরতন্ত্র অংশ, এবং যে অংশ আপনাতে থাকে তাহাই ইহার স্বতন্ত্র অংশ। এই রূপ স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র ভাবে ১৮০৯০ অংশ,রস অবধি মজ্জা পর্য্যন্ত ধাতুতে অবস্থিত করে।

(২) পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ধাতু সকল পরিপাক ক্রমে এক মাসে শুক্র জন্মায়। তাহাতে এরূপ সংশয় হইতে পারে, যে বাজী-করণ ঔষধি সকলে রতি শক্তি বৃদ্ধি করে বলিয়া সদ্য শুক্র জন্মায়, কিন্তু তাহা নহে। বিরেচক ঔষধিতে যে রূপ পুনঃ পুনঃ মল নির্গত করে, সেই রূপ এই বাজী-করণ ঔষধিতে পুনঃ পুনঃ শুক্র নির্গত করে। সদ্যঃ জন্মাইতে পারে না।

মাত্র, সূক্ষ্মতা হেতু তাহা উপলব্ধি হয় না। কিন্তু পুষ্পের পত্র কেশরাদি প্রকাশ হইলে, কালান্তরে সেই গন্ধ প্রকাশ পায়। সেই প্রকার বালক দিগেরও বয়সের পরিপাকের দ্বারা শুক্র ধাতুর, এবং শরীরের লোম সমূহের উৎপত্তি হয়। এবং নারী-দেহে আর্ত্তব শোণিত প্রাদুর্ভূত হয়। স্ত্রীলোকের দেহে রজো উপচিত হইলে, স্তন গর্ভাশয় এবং যোনি ক্রমে২ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

জরা কর্ত্তৃক শরীর পরিপক্ক হয় বলিয়া, সেই অন্ন-রস বৃদ্ধদিগের পক্ষে পুষ্টিকর হয় না। এই সকল ধাতু, রস হইতে উৎপন্ন হইয়া শরীরকে ধারণ করে, একারণ তাহাদিগকে ধাতু কহে। সেই সকল ধাতুর ক্ষয় ও বৃদ্ধি শোণিত-নিমিত্ত। অতএব সেই শোণিতের বিষয় এক্ষণে কহিব। ফেণিল অর্থাৎ ফেণা বিশিষ্ট, অরুণ-বর্ণ কৃষ্ণ-বর্ণ অথবা বিবিধ-বর্ণ বিশিষ্ট, পাতলা, শীঘ্রগামী এবং অস্কন্দি (যাহা শুষ্ক হয় না), বাতকর্ত্তৃক যে শোণিত দূষিত হয়, তাহার এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। নীল, পীত, হরিত অথবা পিঙ্গল বর্ণ ও কাঁচা মাংসের মত গন্ধ, পিপীলিকা ও মক্ষিকাদির অপ্রীতিকর (যে রক্তে মক্ষিকা বা পিপীলিকা ধরে না), এবং অস্কন্দি, পিত্ত কর্ত্তৃক দূষিত শোণিতের এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। গেরিমাটির জলের মত বর্ণ, স্নিগ্ধ, শীতল, বহল অর্থাৎ প্রবাহ-শীল; পিচ্ছিল, চিরস্রাবী (বহুক্ষণ ধরিয়া স্রাব হয়), এবং দেখিতে মাংস পেশীর ন্যায়, শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক দূষিত যে শোণিত, তাহার এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ-যুক্ত, কাঞ্জির ন্যায় আভা, বিশেষতঃ দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, সন্নিপাত অর্থাৎ বাত

পিত্ত কফ এই তিন কর্ত্তৃক দূষিত হইলে, শোণিতের এই রূপ লক্ষণ হইয়া থাকে। পিত্তের দ্বারা দূষিত হইলে যে রূপ কৃষ্ণ বর্ণ হয়, রক্ত স্বয়ং দূষিত হইলেও সেই রূপ অতিশয় কৃষ্ণ-বর্ণ হয়। বাত-পিত্ত,পিত্ত-শ্লেষ্মা এবং বাত-শ্লেষ্মা,ইহার মধ্যে কোন দুই দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তাহাকে সংসৃষ্ট কহে। জীব-শোণিতের বিষয় অন্যত্র কহিব। যে শোণিত, ইন্দ্রগোপ কীটের ন্যায় রক্ত বর্ণ, তরল, এবং বিবর্ণ রহিত, সেই শোণিতই প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ স্বাভাবিক বলিয়া জানিবে। যে সকল স্থলে রক্তস্রাব কর্ত্তব্য, তাহা অন্যত্র কহিব। যে সকল স্থলে অকর্ত্তব্য,তাহাই এই স্থানে কহিতেছি। সর্ব্বাঙ্গ স্ফীত,ক্ষীণ,অথবা অম্ল-ভোজন প্রযুক্ত রোগ হইলে,পাণ্ডু,অর্শঃ, উদরী শোথ অথবা শোষ রোগ হইলে, এবং স্ত্রীলোক গর্ভিণী হইলে, রক্তস্রাব করান অকর্ত্তব্য। শস্ত্র দ্বারা রক্তস্রাব করণ দুই প্রকার, প্রচ্ছান অর্থাৎ ত্বক্ ও মাংস বিদ্ধ করা,এবং সিরা বিদ্ধ করা। ঋজু, অসঙ্কীর্ণ, সূক্ষ্ম, সমভাব, অনবগাঢ় এবংঅনুত্তান (অধিক গভীর না হয় অথবা গভীরতা রহিতও না হয়) এই রূপে সাবধানে শীঘ্র শস্ত্রপাত করিবে। শস্ত্রপাত কালে যেন মর্ম্ম, শিরা, স্নায়ু,এবং সন্ধিস্থানে আঘাত না পায়। বর্ষাএবং মেঘাচ্ছন্ন দিনে, শরীরের দুর্ব্বিদ্ধ স্থানে, শীতল বায়ু কর্ত্তৃক ঘর্ম্মরুদ্ধ থাকিলে,অভুক্ত থাকিলে, অথবা অতিশয় ঘর্ম্ম হইলে, রক্ত কিছু মাত্র নিঃসৃত হয় না, অথবা অল্পমাত্রই নিঃসৃত হয়।

এই স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

উন্মত্ত,মূর্চ্ছিত,অতিশয় শ্রান্ত,এবং বাত বিষ্ঠা ও মূত্র-বেগ বিশিষ্ট, নিদ্রাভিভূত, এবং ভীত ব্যক্তিগণের দেহে, রক্ত

সম্যক্ রূপে নিঃসৃত হয় না। সেই দুষ্ট অবরুদ্ধ শোণিত কর্ত্তৃক কণ্ডু অর্থাৎ চুলকনা, শোথ অর্থাৎ ফুলা, রক্ত বর্ণ, দাহ, পাক এবং বেদনা জন্মে। অতিশয় উষ্ণ কাল হইলে, অতিশয় ঘর্ম্মাক্ত হইলে, অথবা অনভিজ্ঞ বৈদ্য কর্ত্তৃক অতিরিক্ত বিদ্ধ হইলে, অতিশয় শোণিত স্রাব হয়। সেই অতিস্রাব জনিত মস্তকের উষ্ণতা, অন্ধতা, অধিমন্থ (চক্ষু রোগ বিশেষ), তিমিরাচ্ছন্ন দৃষ্টি, ধাতুক্ষয়, আক্ষেপ (যাহাকে খেঁচুনি বলে), পক্ষাঘাত, দক্ষিণ বা বাম অঙ্গের বিকৃতি, তৃষ্ণা, দাহ, হিক্কা, শ্বাস, কাশ, পাণ্ডুরোগ এবং মৃত্যু, এই সকল উপসর্গ ঘটিয়া থাকে।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

অতএব অতিশয় শীত না হইলে, অতিশয় উষ্ণ না হইলে, বা এক কালীন ঘর্ম্ম-রহিত না হইলে, অথবা অতিশয় তাপিত না হইলে, রোগির রক্ত মোক্ষণ করাইবে। এবং রক্ত মোক্ষণের পূর্ব্বে যবের মণ্ড পান করাইবে। রক্ত যখন সম্যক্ নির্গত হইয়া আপনি নিবৃত্তি পায়, তখন বৈদ্য তাহাকে বিশুদ্ধ রূপে স্রাবিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে। শরীরের লঘুতা, বেদনা শান্তি, রোগের স্থগিত হওয়া, এবং মনের প্রশন্নতা, রক্ত সম্যক্ বিস্রাবিত হইলে এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। চর্ম্ম রোগ, গ্রন্থি সকল স্ফীত, (গাঁইট সকল ফুলা), এবং অপরাপর যে সকল রক্তজনিত রোগ আছে, যে ব্যক্তি রক্ত মোক্ষণ করাইয়া থাকে, তাহার সে সকল রোগ কদাচই হয় না।

রক্ত সম্যক্ নির্গত না হইলে, এলাইচ, বেতস, এলবালু, কুড়, তগরপাদুকা, আক্‌নাদি, ভদ্রদারু, বিড়ঙ্গ, চিত্রক, ত্রিকটু, গৃহধূম (ঝুল,) হরিদ্রা, আকন্দের কুঁড়ি, ও নক্তমাল (করঞ্জ-ফল),

এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা যাহা পাওয়া যায়, তাহা সমস্ত চূর্ণ করিয়া, সর্ষপ তৈল এবং লবণের সহিত গাঢ় করিয়া ব্রণের মুখে লেপ দিলে, সম্যক্ রূপে রক্ত নির্গত হয়। শোণিত অতিশয় নির্গত হইতে থাকিলে লোধ,যষ্টিমধু,প্রিয়ঙ্গু, রক্ত চন্দন, গেরিমাটি,ধুনা, রসাঞ্জন, শিমুল-ফুল, শাঁখ, ঝিনুক, মাষকলাই, যব এবং গোধূম, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা ব্রণের মুখে টিপিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবে। অথবা ধুনা, অর্জ্জুন-বৃক্ষ, বিট্‌খদির, মেষ শৃঙ্গ, ধব-বৃক্ষ,ধন্বন্ বৃক্ষ এবং গুড়ত্বক্, (১) এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণের দ্বারা, অথবা পট্টবস্ত্র ভস্ম করিয়া তাহার দ্বারা, বা সমুদ্র ফেণা এবং লাক্ষা চূর্ণের দ্বারা, অথবা ব্রণ বন্ধনের নিমিত্ত ব্রণালেপন অধ্যায়ে যে সকল দ্রব্য কথিত হইয়াছে,সেই সকল দ্রব্যের দ্বারা,গাঢ় রূপে বন্ধন করিবে। শীতল আচ্ছাদন, শীতল ভোজন, শীতল বাসস্থান, শীতল পরিষেচন, এবং শীতল আলেপন, ব্যবহার বা প্রয়োগ করিবে। অথবা ক্ষার বা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিবে। অথবা যে শিরার দ্বারা অতিশয় রক্ত নির্গত হইতে থাকে সেই শিরা বিদ্ধ করিবে। অথবা দ্রব্য সংগ্রহণীয় অধ্যায়ে, কাকোল্যাদি গণে যে সকল দ্রব্য কথিত হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্যের ক্বাথ, অথবা শর্করা এবং মধু একত্র পান করাইবে। কালসার,হরিণ,শশ,মহিষ, অথবা বরাহ,ইহাদিগের মধ্যে কোন পশুর রুধির, ক্ষীর যুষ এবং স্নিগ্ধ রসের সহিত

(১) অনেক স্থানে ঔষধ বর্ণনায় স্থলে কেবল বৃক্ষের নাম আছে। সেই সকল বৃক্ষের কোন অংশ লইতে হইবে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ত্বক্ সার মূল রস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অংশ গ্রহণ করিবার বিধি পরে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

ভোজন করাইবে।' রক্ত মোক্ষণ জনিত উপদ্রব জন্মিলে,লক্ষণ বিবেচনা করিয়া সেই উপদ্রবের চিকিৎসা করিবে।

এই স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

রক্ত মোক্ষণ করাইলে, ধাতুক্ষয় জনিত অগ্নি মান্দ্য হয়। তাহাতে বায়ু অতিশয় কুপিত হয়। সেই হেতু অতিশয় শীতল না হয়, এবং লঘু, স্নিগ্ধ, শোণিত-বর্দ্ধন-কারী, ও ঈষৎ অম্ল বা একবারেই অম্ল-রহিত হয়, এইরূপ দ্রব্য রোগিকে ভোজন করিতে দিবে। রক্ত নিবারণের উপায় চারি প্রকার। সন্ধান অর্থাৎ জোড় লাগান, স্কন্দন (বিপরীত গতি হওন)। পাচন * এবং দহন। কষায় রসের দ্বারা ক্ষত স্থান সন্ধান করা যায়, হিম-গুণের দ্বারা রক্ত স্কন্দিত হয়,† ভস্মের দ্বারা পাচন হয়, এবং দগ্ধ করণের দ্বারা শিরা সকল সঙ্কুচিত হয়। শীতল প্রয়োগে রক্তের নিঃসরণ নিবৃত্তি না হইলে, সন্ধান-কর ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সন্ধান-কর ঔষধে যদি ক্ষত মুখ জোড়া না লাগে, তবে পাচন প্রয়োগ করিবে। বৈদ্য যথা বিধি ক্রমে এই তিন প্রকার উপায় প্রয়োগ করিবে। এই তিন উপায় বিফল হইলে অবশেষ দাহই শ্রেয়স্কর। রক্ত নিঃশেষে দোষ রহিত না হইলে কদাচ ব্যাধির শান্তি হয় না। অতএব কিছু মাত্র দোষ থাকিলে ব্যাধিও স্থায়ী হয়। দেহের মূল শোণিত,শোণিতই দেহ ধারণ করে। অতএব অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক এই শোণিতকে রক্ষা করিবে। তাহা হইলেই জীবের

* রক্ত নিঃসরণ হওয়াটী নিবৃত্ত হইয়া, অন্য কোন পীড়া না ঘটিলে, তাহাকে রক্তের পাচন কহে।

† বিপরীত গতি হয়।

জীবন্ত থাকে। রক্তমোক্ষণ করাইবার পর শীতল পরিষেকের দ্বারা বায়ু কুপিত হইলে, ক্ষত স্থানে বেদনা যুক্ত ফুলা হয়, সে স্থলে ঈষদুষ্ণ ঘৃতের দ্বারা পরিষেচন করিবে।

দশম অধ্যায়।

দোষ ধাতু ও মলের ক্ষয় বৃদ্ধি বিজ্ঞানীয় অধ্যায়।

বায়ু পিত্ত কফ, সপ্ত ধাতু এবং মল, ইহারাই শরীরের মূল। অতএব ইহাদিগের লক্ষণ বলা যাইতেছে শ্রবণ কর। স্পন্দন, উদ্বহন, (উর্দ্ধে বহন), বিবেক (পৃথক্ করণ), ধারণ ও লক্ষণ (নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন), বায়ু এই পঞ্চ গুণে বিভক্ত হইয়া শরীরকে ধারণ করে। রাগ (রক্তবর্ণ করা) ; পাক (ব্রণাদি পাকান), ওজঃ অথবা তেজঃ, মেধা এবং উষ্ণকারিতা, পিত্ত এই পঞ্চ গুণে বিভক্ত হইয়া অগ্নি কার্য্যের দ্বারা শরীরের কার্য্য সম্পাদন করে। সন্ধি স্থানের সংযোগ করণ, স্নেহ-যুক্ত করণ, রোপণ (পূরণ), বল এবং স্থৈর্য্যতা করণ, শ্লেষ্মা এই পঞ্চ গুণে বিভক্ত হইয়া, উদক ক্রিয়ার দ্বারা শরীরের কার্য্য সম্পাদন করে। রস, প্রীতি উৎপাদন করে, এবং রক্তকে পোষণ করে। রক্ত, দেহের বর্ণ করে, মাংসকে পোষণ করে, এবং জীবিত রাখে। মাংস, শরীর পুষ্টি করে, এবং মেদ ধাতুকে পোষণ করে। মেদ হইতে ঘর্ম্ম হয়, শরীর চিক্কণ ও দৃঢ় হয়, এবং অস্থি সকলের পুষ্টি হয়। অস্থি, দেহকে ধারণ করে ও মজ্জার পোষণ করে। মজ্জা, প্রীতি-করী, চিক্কণ-করী, অস্থি সকলের পূরণ-করী, এবং বল ও শুক্রের পোষণ করী। শুক্র হইতে দেহের বল, সহিষ্ণুতা, প্রীতি, এবং প্রফুল্লতা উৎপন্ন হয়। ইহাতেই জীবের বীজ নিহিত

থাকে*। পুরীষ, উপস্তম্ভ করে, শরীর এবং শরীরস্থ বায়ু ও অগ্নিকে ধারণ করে। মূত্র, বস্তি পূরণ ও শরীরের ক্লেদ রহিত করে। স্বেদ, শরীরের ক্লেদ মাত্র, ইহাতে ত্বকের কোমলতা হয়। আর্ত্তব শোণিতও রক্তের ন্যায় কার্য্য-কর এবং গর্ভ-কর। গর্ভ কর্তৃক গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্তন্য, স্তন দ্বয়ের স্থূলত্ব এবং জীবনের কারণ। এই সমস্ত পদার্থকে যথা বিধি-ক্রমে সম্যক্ রূপে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

অতঃ পর এই সকল পদার্থ ক্ষয় হইলে যে সকল লক্ষণ হয়, তাহা কহিব। সংশোধনীয় এবং সংশমনীয় দ্রব্যের অতি মাত্রায় সেবন, বিষ্ঠা মুত্রের বেগধারণ, অসাত্ম্য অর্থাৎ অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক আহার, মনস্তাপ, শ্রম, অনশন, ও অতিশয় মৈথুন, এই সকল কারণে শারীরিক পদার্থ সকল ক্ষয় হয়। তাহাদিগের মধ্যে বাত ক্ষয় হইলে, মন্দ চেষ্টতা অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, বাক্‌শক্তির অল্পতা, অপ্রফুল্লতা, এবং জ্ঞানের মূঢ়তা ঘটিয়া থাকে। পিত্ত ক্ষয় হইলে, অগ্নির অর্থাৎ পিত্তের উষ্ণতার মান্দ্য হয়, এবং শরীর প্রভাহীন হয়। শ্লেষ্মা ক্ষয়ে রুক্ষতা, অন্তর্দাহ, আমাশয় পক্বাশয় এবং মস্তকের শূন্যতা অর্থাৎ ভার হীন, লঘু যাহাকে খালী খালী বলে, সন্ধি সকলের শিথিলতা, তৃষ্ণা, দৌর্ব্বল্য এবং নিদ্রা-হীনতা ঘটে। বায়ু পিত্ত বা শ্লেষ্মা ক্ষীণ হইলে, তাহা যে দ্রব্য দ্বারা বৃদ্ধি হয়, এরূপ দ্রব্যের সেবনই তাহার প্রতীকার। রস ক্ষয় হইলে, হৃদয়ের পীড়া, কম্প, শূন্যতা এবং তৃষ্ণা জন্মে। শোণিত ক্ষয়

---

* শুক্রের দ্বারাই পিতার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি পুত্রে প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব দেহের সমস্ত সার অংশ শুক্রে নিহিত থাকে।

হইলে, ত্বকের রুক্ষ ভাব ও সিরা সকল শিথিল হয়, এবং অম্ল ও শীতল দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে। মাংস ক্ষয়ে, নিতম্ব, গণ্ড, ওষ্ঠ, উপস্থ, উরু, বক্ষ, কক্ষা, নাভি, উদর এবং গ্রীবা, ইহাদিগের শুষ্কতা, শরীরের রুক্ষতা এবং পীড়া, শরীরের অবসাদ এবং ধমনীর শৈথিল্য, এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। মেদ ক্ষয় হইলে প্লীহা বৃদ্ধি, সন্ধি স্থানের শূন্যতা, রুক্ষতা এবং কোমল মাংসে অভিলাষ, এই সকল উপসর্গ হইয়া থাকে। অস্থি ক্ষয়ে অস্থি পীড়া, দন্ত ও নখ ভঙ্গ এবং দেহের রুক্ষতা জন্মিয়া থাকে। মজ্জা ক্ষয় হইলে, শুক্রের অল্পতা, পর্ব্বভেদ, অস্থি নিস্তোদ (অস্থিস্থানে বেদনা), এবং অস্থি শূন্যতা (অস্থির আভ্যন্তরিক স্থান শূন্য হওয়া) ঘটিয়া থাকে। শুক্র ক্ষয়ে, মেঢ্র এবং মুষ্ক দেশে বেদনা ও মৈথুনে অশক্তি জন্মে, অথবা বিলম্বে রেতঃপতন হয়, এবং পতন কালে অল্প রক্তের সহিত শুক্র দৃষ্ট হয়। কোন ধাতু ক্ষীণ হইলে, যে দ্রব্যে সেই ধাতুর বৃদ্ধি হয়, সেই দ্রব্যের সেবনই তাহার প্রতীকার। পুরীষ ক্ষয়ে, হৃদয়ের পার্শ্বদেশে পীড়া জন্মে, এবং বায়ু শব্দ করিয়া ঊর্দ্ধ দিকে গমন ও কুক্ষি দেশে সঞ্চরণ করে। মূত্র ক্ষয়ে, বস্তিদেশে বেদনা এবং মূত্রের অল্পতা হয়। পুরীষ বা মূত্র ক্ষয় হইলে, যে সকল দ্রব্যে তাহার বৃদ্ধি হয়, সেই সকল দ্রব্যের সেবনই তাহার প্রতীকার। স্বেদ ক্ষয়ে, রোম কূপের স্তব্ধতা, ত্বক্-শোষ অর্থাৎ গায়ে তৈলাদি মাখিলে শুষ্ক হইয়া যায়, স্পার্শের বৈগুণ্য অর্থাৎ স্পর্শ জ্ঞানের হানি হয়, এবং ঘর্ম্ম হয় না। স্বেদ ক্ষয় হইলে, তৈলাদি মর্দ্দন করিবে, এবং যাহাতে ঘর্ম্ম হয় এইরূপ ক্রিয়া

করিবে (১)। আর্ত্তব ক্ষয়ে, যথোচিত কালে অর্থাৎ প্রতি মাসে আর্ত্তব শোণিতের একবারে অদর্শন, অথবা অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়, এবং যোনি দেশে বেদনা হয়। আর্ত্তব শোণিতের ক্ষয় হইলে, সংশোধনী (২) এবং আগ্নেয় (অগ্নিকর) দ্রব্যের যথা বিধি প্রয়োগ করিবে। স্তন্য অর্থাৎ স্তন দুগ্ধের ক্ষয় হইলে, স্তন-দ্বয়ের ম্লানতা হয়, এবং স্তন্য একবারে জন্মে না, অথবা অল্পই উৎপত্তি হয়। স্তন্য ক্ষয়ে, শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকর দ্রব্য সেবন করিবে। গর্ত্ত ক্ষয় হইলে, কুক্ষি দেশ অর্থাৎ তলপেট উচ্চ থাকে না, গর্ব্ভের স্পন্দন রহিত হয়। তাহাতে দুগ্ধ সংযোগে বস্তিক্রিয়া করিবে, এবং মেদ-জনক আহার প্রদান করিবে।

অতঃ পর ইহাদিগের বৃদ্ধি হইলে, অর্থাৎ এই দোষ ধাতু এবং মলের পরিমাণ অধিক হইলে যে রূপ লক্ষণ হয় তাহা কহিব। দোষ-বৃদ্ধি-কর আহার বিহারেই ইহারা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বায়ু বৃদ্ধি হইলে, ত্বকের পারুষ্য অর্থাৎ কোমল ভাব রহিত হওয়া, কৃশতা, কৃষ্ণবর্ণতা, গাত্রের স্ফুরণ অর্থাৎ ঈষৎ কম্প, উষ্ণ দ্রব্যে অভিলাষ, নিদ্রানাশ, দুর্ব্বলতা এবং মলের কঠিনতা, এই সকল লক্ষণ হয়। পিত্ত বৃদ্ধি হইলে, শরীরে পিতবর্ণ আভা, সন্তাপ, শীতল দ্রব্যের অভিলাষ, নিদ্রার অল্পতা, মূর্চ্ছা, বল হানি, ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, বিষ্ঠা মূত্র এবং চক্ষুঃ পীত বর্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে, শরীরের শুক্ল বর্ণতা, শীতলতা, স্থিরতা, গৌরব অর্থাৎ ভার, অবসাদ,

(১) ঘর্ম্ম করাইবার প্রণালী পশ্চাৎ বলা হইয়াছে।

(২) সংশোধনী দ্রব্য শোধনীও শমনী দ্রব্য গণের অধ্যায়ে বক্তব্য।

তন্দ্রা, নিদ্রা এবং সন্ধি স্থানের অস্থির বিশ্লেষ,এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। রস অতিশয় বৃদ্ধি হইলে হৃদয়ের উৎক্লেদ এবং প্রসেক (লালা বা শ্লেস্মা নিঃসরণ) জন্মিয়া থাকে। রক্ত অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, শরীর এবং চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, এবং শিরা সকলের পূর্ণ ভাব হইয়া থাকে। মাংস অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, নিতম্ব, গণ্ড, ওষ্ঠ, উপস্থ, উরু, বাহু এবং জঙ্ঘা, এই সকল স্থান বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং দেহের গুরুত্ব জন্মে অর্থাৎ ভার বোধ হয়। মেদ অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, উদরের পার্শ্বভাগ বৃদ্ধি হয়, কাশ শ্বাস প্রভৃতি রোগ জন্মে, এবং শরীরের চিক্কণতা ও দৌর্গন্ধি জন্মে। অস্থি বৃদ্ধি হইলে, অধ্যস্থি অর্থাৎ বৃহদস্থির নিকট ক্ষুদ্র অস্থি ও অধিদন্ত অর্থাৎ গজদন্ত জন্মে। মজ্জা অতিশয় বৃদ্ধি হইলে সকল শরীর এবং চক্ষুঃ ভার বোধ হয়। শুক্র বৃদ্ধি হইলে, শুক্রাশ্মরী (এক প্রকার পাথুরে রোগ), এবং অতিশয় শুক্র নির্গত হইয়া থাকে। পুরীষ বৃদ্ধি হইলে তলপেট ভার হয়, এবং কুক্ষিদেশে বেদনা জন্মে। মূত্র বৃদ্ধি হইলে, মুহুর্মুহুঃ মূত্র প্রবৃত্তি, বস্তিদেশে বেদনা এবং আধ্মান (ফাঁপ) হয়। স্বেদ অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, ত্বকে অতিশয় দুর্গন্ধ এবং কণ্ডু হইয়া থাকে। আর্ত্তব বৃদ্ধি হইলে, অঙ্গমর্দ্দ অর্থাৎ শরীরের কামড়ানি,অতিরিক্ত শোণিতস্রাব এবং দুর্ব্বলতা হইয়া থাকে। স্তন্য বৃদ্ধি হইলে, স্তন দ্বয়ের স্থূলত্ব, মুহুর্মুহুঃ দুগ্ধ নিঃসরণ এবং স্তন দ্বয়ে বেদনা হয়। গর্ভ অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, জঠর বৃদ্ধি এবং শোথ হয়। ধাতু সকলের মধ্যে কোন ধাতু বৃদ্ধি হইলে, সংশোধনী এবং অবিরুদ্ধ ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা ক্ষয় করাই তাহার প্রতীকার।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতু অতিশয় বৃদ্ধি হইলে, পর পর ধাতু সকলও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অতএব যে সকল ধাতু অতিশয় বৃদ্ধি হয়, তাহাদিগকে হ্রাস করিবার নিমিত্ত প্রতিকার করা কর্ত্তব্য*।

অতঃপর বলের লক্ষণ এবং বল-ক্ষয়ের লক্ষণ কহিতেছি। রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্ত ধাতুর যে পরম তেজোভাগ, তাহাকে ওজঃ কহে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত মতে সেই ওজই বল নামে কথিত হইয়াছে। বল থাকিলে মাংস দৃঢ় এবং পুষ্ট হয়, সকল কার্য্যে উৎসাহ থাকে, স্বর এবং শরীরের বর্ণ প্রসন্ন-ভাবে থাকে, বাহ্য এবং অন্তরস্থ সকল ইন্দ্রিয় অবাধে স্ব২ কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

শরীরস্থ ওজঃ সোম-গুণ বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, শ্বেত-বর্ণ, শীতল, স্থির, সরস, মৃদু এবং সুগন্ধ-বিশিষ্ট। ইহা শরীর মধ্যে গুপ্তভাবে থাকে, এবং ইহার দ্বারা প্রাণ রক্ষা হয়। প্রাণি-দিগের দেহের সকল অবয়বে ইহা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার অভাবে শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। সকল ধাতু হইতে যে সার নিঃসৃত হয় তাহাই ওজঃ। মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ, ক্রোধ, শোক, একাগ্রচিন্তা, শ্রম এবং ক্ষুধা (আহার না করিলে), এই সকল কারণে সেই ওজের ক্ষয় হয়। ওজ ক্ষয় হইলে প্রাণি-গণের তেজেরও ক্ষয় হয়।

* পূর্ব্ব২ ধাতু অতিশয় বৃদ্ধি হইলে পর পর ধাতুও অতিশয় বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ রস অতিশয় বৃদ্ধি হইলে রক্তও অতিশয় বৃদ্ধি হয়, রক্ত অতিশয় বৃদ্ধি হইলে মাংস অতিশয় বৃদ্ধি হয়। এই রূপ যথা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সেই ওজ বা বলের বিস্রংসা (অপ্রসন্নতা) ব্যাপন্ন (বিকৃতি) অথবা ক্ষয় হইলে যে প্রকার লক্ষণ হয় তাহা কহিতেছি। সন্ধিস্থানের শিথিলতা, শরীরের অবসন্নতা, বাত পিত্ত শ্লেষ্মার চ্যবন (প্রকোপ), এবং ক্রিয়ার নিরোধ (শারীরিক ক্রিয়ার অভাব), বলের বিস্রংসা হইলে এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। বল ব্যাপন্ন হইলে, শরীরের স্তব্ধতা ও ভার, বায়ু-জন্য শোফ, বর্ণের ভিন্নতা, গ্লানি, তন্দ্রা ও নিদ্রা, এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। বল ক্ষয় হইলে, মূর্চ্ছা, মাংস-ক্ষয়, মোহ, প্রলাপ এবং মৃত্যুও হইয়া থাকে।

এই স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

বলের তিন প্রকার দোষ, ব্যাপৎ, বিস্রংসা এবং ক্ষয়। শরীরের শিথিলতা, অবসন্নতা ও শ্রান্তি, বায়ু পিত্ত ও কফের বিকৃতি, এবং শরীরের ইন্দ্রিয়-কার্য্য স্বভাবতঃ যে পরিমাণে হইয়া থাকে সেই পরিমাণে না হওয়া অথবা না পারা, বলের বিস্রংসা হইলে এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। শরীরের ভার, স্তব্ধতা এবং গ্লানি, শারীরিক বর্ণের ভিন্নতা, তন্দ্রা নিদ্রা,এবং বায়ু-জন্য শোফ, বল ব্যাপন্ন হইলে এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। বলের ক্ষয় হইলে মূর্চ্ছা,মাংস-ক্ষয়, মোহ প্রলাপ ও অজ্ঞান, এই সকল লক্ষণ এবং পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণ অথবা মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। বলের বিস্রংসা এবং ব্যাপন্ন হইলে, নানা প্রকার অবিরুদ্ধ প্রতিকারের দ্বারা তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবে*। দুর্ব্বলতা-জন্য যদি

* যে প্রতিকারের দ্বারা শরীরে অন্য কোন দোষ বৃদ্ধি না হইয়া বল রক্ষা হয়, তাহাই এস্থলে অবিরুদ্ধ ক্রিয়া বলিয়া কথিত হইয়াছে।

জ্ঞান-শূন্য প্রভৃতি লক্ষণ ঘটে, তবে সেই রোগিকে পরিত্যাগ করিবে †।

শরীরস্থ তেজও আগ্নেয়। সকল ধাতুর অন্তরে যে স্নেহ (ঘৃত তৈলের ন্যায় পিচ্ছিল) পদার্থ থাকে, ধাতুর পরিপাক কালে সেই সকল স্নেহ পদার্থ হইতে শরীরের তেজঃস্বরূপ বসা নামক ধাতু জন্মে। বসা ধাতু স্ত্রীলোকদিগের শরীরে অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। তাহার দ্বারা শরীরের কোমলতা, সৌন্দর্য্য, উৎসাহ, দৃষ্টি, স্থিতি, পরিপাক-শক্তি, কান্তি ও দীপ্তি জন্মে, এবং শরীরের রোম অল্প ও কোমল হয়। কষায়, তিক্ত, শীতল, রুক্ষ অথবা মলমূত্র-রোধক পদার্থ সেবন করিলে, অথবা স্ত্রী-সংসর্গ, ব্যায়াম বা ব্যাধি কর্ত্তৃক কৃশ হইলে, সেই বসা ধাতু বিকৃত হয়। বসা ধাতু বিকৃত হইয়া অপ্রসন্ন ভাবে থাকিলে, ত্বকের পারুষ্য, বর্ণের ভিন্নতা, গাত্র বেদনা বা কামড়ানি, অথবা শরীর প্রভা-শূন্য হইয়া থাকে। ব্যাপন্ন হইলে শরীরের কৃশতা, অগ্নি-মান্দ্য, শরীর হইতে অধ ও তির্য্যক্ ভাগে ক্ষরণ, এই সকল ঘটিয়া থাকে। এবং ক্ষয় হইলে, দৃষ্টির অগ্নির ও বলের হানি, বায়ুর প্রকোপ অথবা মৃত্যু হইয়া থাকে। বসা ধাতুর বিকৃতি হইলে পূর্ব্বোক্ত তিন অবস্থাতেই স্নেহ-দ্রব্য পান করা, ও তাহা শরীরে মর্দ্দন লেপন বা পরিষেচন করা, এবং স্নিগ্ধ অথচ লঘু এরূপ দ্রব্য ভোজন করা বিধেয়।

তাহাতে শারীরিক সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া আহারাদির নিয়ম, এবং ক্রিয়া বিশেষের আচরণই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হইতেছে।

† জ্ঞান শূন্য প্রভৃতি লক্ষণ বলাতে মূর্চ্ছা মাংসক্ষয় প্রভৃতি উপরোক্ত পাঁচটি লক্ষণ বুঝায়।

এ স্থলে শ্লোক কহিছেন।

দোষ (বায়ু পিত্ত কফ), সপ্তধাতু, মল, অথবা বল (ওজ ধাতু), ইহাদিগের মধ্যে কোন একটির ক্ষয় হইলে, যে প্রকার আহারের দ্বারা সেই ক্ষয়টি পূরণ হয়, ক্ষীণ অবস্থায়, সেই প্রকার আহারেই লোকের অভিলাষ জন্মে। ক্ষীণ ব্যক্তির যে২ প্রকার আহার করিতে আকাঙ্ক্ষা হয়, সেই২ প্রকার আহার প্রাপ্ত হইলেই তাহার শারীরিক ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের পূরণ হয়*। ধাতু-ক্ষয় প্রযুক্ত রোগির চেতন-শক্তি এবং ইন্দ্রিয়-কার্য্য বায়ু কর্ত্তৃক রহিত হইলে, অথবা রোগির বল অত্যর্থ ক্ষীণ হইলে, চিকিৎসা করিতে পারা যায় না।

রসের ন্যূনাধিক বশতই শরীর কৃশ বা স্থূল হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা-জনক দ্রব্য আহার, অধিক পরিমাণে আহার, পরিশ্রম না করা এবং দিবা-ভাগে নিদ্রা যাওয়া, এই সকল কারণে মধুরতর অন্নরস উত্তম পরিপাক না হইয়াই সর্ব্ব শরীরে

---

* যে দোষ বা যে ধাতু ক্ষীণ হইলে যে দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে সেই দ্রব্যের আহারেই সেই দোষ বা সেই ধাতুর পুষ্টি হয়, যথা, অতিশয় পিত্ত বৃদ্ধি হইয়া শ্লেষ্মা ক্ষয় হইলে শীতল দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে, শীতল দ্রব্য সেবনে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়। এবং কোন রোগ হইতে উত্তীর্ণ হইলে, শরীর যাবৎ ক্ষীণ থাকে তাবৎ আহারীয় দ্রব্যে যে অধিকতর আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, তাহা সেই ক্ষীণতার পুরণের নিমিত্ত স্বভাবতই হইয়া থাকে। ইহা আধুনিক শারীরতত্ত্ববেত্তা-দিগেরও অভিমত। ইহাতেই বিবেচনা হয়, যে শরীরে যে পদার্থ যে পরিমাণে থাকা উচিত, তাহার ন্যূন হইলে, সমস্ত শারীরিক প্রকৃতিই যেন সেই ক্ষতি পুরণের নিমিত্ত যত্নবান্ হয়। অএবত যে ধাতু ক্ষয় হয়, সেই ধাতু যাহাতে জন্মে, এরূপ দ্রব্য আহারেই অভিলাষ হইয়া থাকে, গ্রন্থকারের এই অভিপ্রায় অসঙ্গত নহে। সুতরাং ক্ষীণ অবস্থায় কোন প্রকার আহারে অভিলাষ জন্মিলে, এইটী বুঝিতে হইবে, যে সেই ক্ষীণ অবস্থায় শারীরিক ক্ষতি পূরণ করিবার নমিত্ত প্রকৃতিই তাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। তবে শারীরিক অন্যান্য অবস্থা অগ্নির দীপ্তি ও পরিপাক শক্তি অনুসারে তাহার বিধান করা কর্ত্তব্য।

সঞ্চারিত হইতে থাকে। তাহাতে শরীরে অতিশয় স্নেহ (তৈলাক্ত) পদার্থ জন্মে। সেই স্নেহ পদার্থের আধিক্য হেতু মেদ জন্মে। সেই মেদ কর্ত্তৃক শরীর অতিশয় স্থূল হয়। শরীর অতিশয় স্থূল হইলে ক্ষুদ্রশ্বাস (অল্প পরিশ্রমে হাঁপাইয়া উঠা), পিপাসা, ক্ষুধা, নিদ্রা, ঘর্ম্ম, শরীরের দৌর্গন্ধ, ক্রথন, অবসন্নতা এবং জড়তা, এই সকল উপসর্গের দ্বারা অভিভূত হয়। অধিক পরিমাণে মেদ জন্মিলে শরীরের সৌন্দর্য্য হয়, কিন্তু পরিশ্রম করিতে অশক্ত হয়। কফ ও মেদ কর্ত্তৃক শরীরের সকল শিরা-পথ রুদ্ধ হওয়াতে স্ত্রী-সংসর্গ শক্তিও হ্রাস হয়, এবং অস্থি মজ্জা ও শুক্র, শরীরের এই তিন অবশিষ্ট ধাতুরও পুষ্টি হয় না। শরীর এ প্রকার স্থূল হইলে, প্রমেহ, পীড়ক-প্রমেহ, জ্বর, ভগন্দর, বিদ্রধি ও নানাবিধ বাতরোগ, এই সকল রোগের মধ্যে কোন একটি রোগে মৃত্যু হইয়া থাকে। অথবা সিরা-পথ রুদ্ধ হওয়াতে এই সমস্ত রোগই বলবান্ হইয়া উঠে। অতএব যে সকল কার্য্যের দ্বারা শরীর অতিশয় স্থূল হয় সেই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু স্থূল হইয়া পড়িলে, শিলা-জতু, গুগ্‌গুল, গোমূত্র, ত্রিফলা, লৌহ-চূর্ণ, রসাঞ্জন, মধু, যব, মূগ, কোরদূষক (ধান্য বিশেষ), শ্যামা (শস্য বিশেষ), ও কোদ্দালক (ধান্য বিশেষ), এই সকল দ্রব্য এবং রুক্ষ ও বমনকারক দ্রব্য, বিধি-পূর্ব্বক আহার করিবে, এবং ব্যায়াম, শরীরের লেখন-ক্রিয়া ও বিরেচক দ্রব্যের সেবন করিবে। ইহাতে শরীরের স্থূলতার প্রতীকার হয়। যাহাতে বায়ু বৃদ্ধি হয় এরূপ দ্রব্য আহার, অতিশয় ব্যায়াম বা অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ, ভয়, শোক, চিন্তা, রাত্রি-জাগরণ,

পিপাসা, (পান না করিলে), ক্ষুধা, (সময়ে আহার না করিলে), ও কষায় রস সেবন, ইত্যাদি কারণে শরীর শুষ্ক হয়। শরীর শুষ্ক হইলে, সেই শুষ্ক অল্প রস শরীর-মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া সমস্ত শরীরকে পোষণ করিতে পারে না। সুতরাং শরীর অতিশয় কৃশ হইয়া পড়ে। শরীর অতিশয় কৃশ হইলে, ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, উষ্ণ, বাত ও বর্ষার প্রভাব সহ্য করিতে অসমর্থ হয়। নানা প্রকার বাত-রোগে আক্রান্ত, ও অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়। এবং শ্বাস, কাস, শোষ, প্লীহা, উদরী, অগ্নিমান্দ্য গুল্ম ও রক্ত-পিত্ত, এই সকল রোগের মধ্যে কোন একটি রোগে মৃত্যু হইয়া থাকে। অথবা অল্প-প্রাণ প্রযুক্ত এই সকল রোগ গুলিই বলবান্ হইয়া উঠে। অতএব যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা শরীর কৃশ হয়, সেই সকল ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে। শরীর কৃশ হইলে, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধা, বিদারী বিদারী-গন্ধা (শালপর্ণী) শত-মূলী, বলা, অতিবলা (পীতবেড়েলা), নাগ-বলা (গোরক্ষ চাউলে) ইত্যাদি মধুর রস-বিশিষ্ট সকল ওষধি সেবন করিবে। ক্ষীর, দধি, ঘৃত, মাংস শালি ও ষাট ধান্যের তণ্ডুল, যব এবং গোধূম প্রভৃতি দ্রব্য আহার করিবে। এবং দিবা-নিদ্রা, ব্রহ্মচর্য্য (স্ত্রী সঙ্গ রহিত), ব্যায়াম ও পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন, এই ক্রিয়া গুলিও করিবে। যে ব্যক্তি পুষ্টিকর ও ক্ষীণকর উভয় প্রকার দ্রব্য আহার করে, তাহার শরীরে অন্নরস সঞ্চারিত হইয়া সকল ধাতুকে সমান ভাবে পোষণ করে। শরীরের সকল ধাতু সমান ভাবে জন্মিলে, শরীর স্থূল বা কৃশ না হইয়া মধ্যম ভাবে থাকে, সকল কার্য্যে সমর্থ হয়, ক্ষুধা পিপাসা, শীত, উষ্ণ,

বর্ষা ও রৌদ্র সহ্য করিতে পারে, এবং বলবান্ হয়। অতএব শরীর যাহাতে মধ্যম ভাবে থাকে সেই রূপ কার্য্য করাই কর্ত্তব্য।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

স্থূল এবং কৃশ এই উভয় প্রকার শরীরই নিন্দনীয়। মধ্যম শরীরই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্থূল এবং কৃশের মধ্যে কৃশ শরীর বরং শ্রেয়স্কর। প্রজ্বলিত হইলে বহ্নি যে রূপ পাত্র-স্থিত জল শোষণ করে, কুপিত হইলে বায়ু পিত্ত কফও সেই রূপ শরীরস্থ সকল ধাতুকে ক্ষয় করে। শরীরস্থ দোষ (বায়ু পিত্ত কফ), ধাতু (সপ্ত ধাতু) এবং মল, ইহাদিগের কোন নিরূপিত পরিমাণ নাই। সুতরাং শরীরে ইহারা সমান ভাবে আছে কিনা তাহা অন্য কোন কারণের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। কেবল শরীর যখন স্বাস্থ্য অবস্থায় থাকে তখনই সেই শরীরে দোষ-ধাতু ও মল সমানভাবে আছে বলিয়া চিকিৎসকেরা অবধারণ করেন। শরীরের ইন্দ্রিয়-সমস্ত অ-প্রসন্ন ভাবে থাকিলে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনুমান করিয়া থাকেন, যে সেই শরীরে দোষ ধাতু এবং মল সমান ভাবে নাই। বায়ু পিত্ত কফ, অগ্নির দীপ্তি, সপ্ত ধাতু, ও মলের ক্রিয়া (সরলতা)সমভাবে থাকিলে, এবং মনঃ অন্তঃকরণ-বৃত্তি ও সকল ইন্দ্রিয় প্রশন্ন ভাবে থাকিলে তাহাকেই স্বাস্থ্য অবস্থা কহে। শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্তই যত্ন করিতে হয়। অস্বাস্থ্য অবস্থা ঘটিলে, রোগী যাবৎ স্বাস্থ্য অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ প্রয়োজনানুসারে তাহার শরীরস্থ দোষ ধাতু ও মলের ক্ষয় অথবা বৃদ্ধি করিবে।

ষোড়শাধ্যায়।

কর্ণ-বেধ ও বন্ধন প্রণালী *।

রক্ষাভূষণ ধারণ করিবার নিমিত্ত বালকের কর্ণদ্বয় বিদ্ধ করিবে। ষষ্ঠ অথবা সপ্তম মাসে শুক্ল-পক্ষের প্রশস্ত দিবসে, মঙ্গলাচরণ ও স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক বালককে ধাত্রীর ক্রোড়ে উপবেশন করাইবে, এবং প্রলোভনের দ্বারা শান্ত্বনা করিয়া বাম হস্তে তাহার কর্ণ ধারণ করিবে। তদনন্তর কর্ণ-পালীতে যে স্বাভাবিক ছিদ্রের যোগ্য স্থানটী সূর্য্য-কিরণ দ্বারা প্রকাশ পায়,সেই স্থানটী সূচীর দ্বারা সরলভাবে বিদ্ধ করিবে। বালকের দক্ষিণ কর্ণ এবং কন্যার বাম কর্ণ অগ্রে বিদ্ধ করিবে। বিদ্ধ করা হইলে সেই ছিদ্র মধ্যে তুলার পলিতা প্রবেশ করাইবে, এবং সেই স্থানে অপক্ক তৈল সেচন করিবে। বিদ্ধ করিলে কর্ণে যদি কোন উপদ্রব না জন্মে তবে পূর্ব্বোক্ত ছিদ্র-যোগ্য স্থানই বিদ্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে। সেই স্থান ভিন্ন অন্য স্থান বিদ্ধ হইলে, অতিশয় রক্ত নিঃসরণ হয় ও বেদনা জন্মে। অনভিজ্ঞ বৈদ্য কর্ত্তৃক কর্ণের শিরা বিদ্ধ হইলে কালিকা, মর্ম্মরিকা ও লোহিতিকা, এই তিন প্রকার উপদ্রব জন্মে। কালিকা নামক উপদ্রব ঘটিলে, জ্বর, দাহ, কর্ণে শোফ এবং বেদনা জন্মে। মর্ম্মরিকা উপদ্রব ঘটিলে বেদনা জ্বর ও গ্রন্থি রোগ হয়। লোহিতিকা উদ্রবে মন্যাস্তম্ভ (যাহাতে ঘাড় ফেরেনা), অপতানক (বায়ু-রোগ যাহাতে অজ্ঞান হয় ও হাত পা আছড়ায়), শিরঃ-পীড়া ও কর্ণ-শূল

---

* কর্ণ বিদ্ধ করিতে গেলে কোন২ স্থলে কর্ণ ক্ষত হইয়া যায়। রক্ষা ভুষণ ধারণ করিবার নিমিত্ত সেই ক্ষত স্থানে স্বতন্ত্র মাংস বসাইয়া পুরণ করাকে কর্ণবন্ধন অথবা কাণ বাঁধান বলে।

জন্মে। সেই সকল উপদ্রবের কারণ বিবেচনা করিয়া প্রতিকার করিবে। বক্র, স্থূলাগ্র (মোটা মুখ), অথবা অপ্রশস্ত সূচীর দ্বারা বিদ্ধ হইলে, পলিতা অতিশয় স্থূল হইলে, বায়ু পিত্ত কফ কুপিত হইলে, অথবা অপ্রশস্ত-রূপে বিদ্ধ হইলে, কর্ণে সংরম্ভ (কট্‌কটানি) ও বেদনা হয়। তাহা হইলে পলিতাটী কর্ণ হইতে বাহির করিয়া ফেলিবে, এবং যাবৎ ঘা পূরিয়া না উঠে, তাবৎ যষ্টিমধু, এরণ্ড-মূল, মঞ্জিষ্ঠা, যব ও তিল, এই সকল দ্রব্যের কল্কের (শিলাতে পিষ্ট দ্রব্যকে কল্ক কহে) সহিত ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেই স্থানে প্রলেপ দিবে। ঘা পূরিয়া উঠিলে পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে পুনর্ব্বার সেই কর্ণ বিদ্ধ করিবে। তিন দিন অন্তর ছিদ্রের পলিতা পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে, এবং প্রতিবারে পলিতাটী পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু স্থূলতর করিবে। অনন্তর বিদ্ধ স্থানটী সম্যক্-রূপে নির্দ্দোষ এবং উপদ্রব রহিত হইলে, কর্ণের পালী বৃদ্ধি করিবে। কর্ণ-পালী* বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে সকল সহজ প্রণালী আছে তাহাই অবলম্বন করিবে। কর্ণপালী বর্দ্ধিত করিবার কালে, বায়ু পিত্ত কফ বিকৃত হইয়া পালীতে কোন প্রকার রোগ জন্মাইলে, তদ্দ্বারা সেই পালী যদি খণ্ডিত-ভাবে ছিন্ন হইয়া পড়ে, অথবা কোন অস্ত্রাদির আঘাতে কোন প্রকারে ছিন্ন হইয়া যায়, সেই ছিন্ন-পালী যে রূপে সংযোগ করিতে হইবে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। যদি কাহারও কর্ণের উপরিভাগে ও নিম্নভাগে পালী না থাকে, তাহার কর্ণ-পীঠের

* কর্ণপালী অর্থাৎ কর্ণের পাটা অথবা পাতা, কর্ণ বিবরের বহির্ভাগে যেস্থানে কর্ণভূষণ থাকে, তাহাকে কর্ণের পাটা বা পালী কহে।

মধ্যস্থানে বিদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধভাগে ও নিম্নভাগে কর্ণের পাতা বর্দ্ধিত করিবে। তাহাতে কর্ণের অন্তরস্থ ভাগ দীর্ঘ হইলে বাহিরে সন্ধি-স্থান হইবে, এবং বহির্ভাগ দীর্ঘ হইলে সন্ধি-স্থানটী অন্তরে হইবে। যদি একটী মাত্র, অচল, স্থূল পালী কর্ণের নিম্নভাগে থাকে, এবং উপরিভাগে পালী একেবারেই না থাকে, তবে সেই পালীকে দুই খণ্ডে ছেদ করিয়া, তাহার অর্দ্ধখণ্ড লইয়া কর্ণপীঠের উপরিভাগে সংযোগ করিয়া দিবে। অথবা জীবিত ব্যক্তির গণ্ড-দেশ হইতে মাংস ছেদন করিয়া লইবে, এবং কর্ণের পালী রহিত স্থানে লেখন কার্য্যের দ্বারা রক্ত বাহির করিয়া, তাহাতে সেই মাংস সংযোগ করিয়া পালী প্রস্তুত করিবে।

পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকারে সংযোগ করিয়া কর্ণ বন্ধন*

* কর্ণ বন্ধন অর্থাৎ কাণ বাঁধান, কর্ণের পাটা খণ্ড২ হইলে অথবা তাহার কোন অংশ এককালে ছিন্ন হইয়া পড়িলে, খণ্ডিত স্থান পরস্পর সংযোগ করাকে, অথবা সেই ছিন্ন স্থানে অন্যমাংস লইয়া সংযোগকরাকে, কর্ণ বন্ধন কহে। কর্ণ যে রূপে ছিন্ন বা খণ্ডিত হউক তাহাকে বন্ধন করা যায়। কিবল নিম্ন লিখিত পাঁচ প্রকার পাটার বন্ধন করা যায় না। তাহাদিগের নাম যথা, সংক্ষিপ্ত, হীন-কর্ণ, বল্লী-কর্ণ, যষ্টীকর্ণ, ও কাকৌষ্ঠক। কর্ণছিদ্র শুষ্ক, ও কোন স্থানে অল্পপাটা আছে কোন স্থানে নাই, তাহাকে সংক্ষিপ্ত কহে। যে পাটার শরীরের সহিত সংযোগ স্থানটির পরিসর অল্প ও উপরিভাগে ও নিম্নে এই উভয় পার্শ্বে মাংস রহিত, তাহাকে হীন-কর্ণ বলে। তনু (পাতলা) এবং ছোট পালী বিপরীতভাবে থাকিলে, তাহাকে বল্লীকর্ণ কহে। যে পাটা মাংস-পিণ্ডের ন্যায় স্পন্দ-রহিত ও শিরাতে পরিপূর্ণ, সেই সূক্ষ্ম পাটাকে যষ্টীকর্ণ কহে। যে পাটা মাংস-রহিত ও অল্প রক্ত বিশিষ্ট এবং যাহার অগ্রভাগ সঙ্কোচিত, তাহাকে কাকৌষ্ঠক কহে। এই পঞ্চ প্রকারের মধ্যে কোন প্রকার অবস্থা ঘটিলে কর্ণপাটা বন্ধন করা যায় না। কর্ণপাটা বন্ধন করিলে যদি বন্ধ স্থানে ফুল দাহ, রক্তবর্ণ, পাক, ক্ষুদ্র২ ব্রণ ও রস নিঃসৃত হইতে থাকে, তবে যেমন পাটাই হউক তাহাতে বন্ধন সিদ্ধ হয় না।

করিতে হইলে, অগ্রোপহরণীয় অধ্যায়ে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, অগ্রে সেই সকল দ্রব্য আহরণ করিতে হইবে। বিশেষতঃ সুরামণ্ড (মদের ফেণা), দুগ্ধ, জল, ধান্যাম্ল (কাঁজি), এবং কপাল চূর্ণ (মৃত শরীরের মস্তকের অস্থিচূর্ণ), এই গুলি এ স্থলে আহরণ করা প্রয়োজন। তদনন্তর স্ত্রী বা পুরুষ যাহার কর্ণ বন্ধন করিতে হইবে, তিনি লঘু-ভোজন করিয়া, কেশের অগ্রভাগ বন্ধন করিয়া, ও আত্মীয়-গণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া বসিবেন। বৈদ্য, তাহার কর্ণে ছেদ্য, ভেদ্য, লেখ্য বা বেধ্য ক্রিয়া করিয়া, নিঃসৃত শোণিত দূষিত কি না তাহা বিবেচনা করিবেন। যদি নিঃসৃত শোণিত বায়ু-কর্ত্তৃক দূষিত বলিয়া বোধ হয়, তবে ধান্যাম্ল এবং উষ্ণ-জলের দ্বারা, পিত্ত কর্ত্তৃক দূষিত হইলে শীতল জল এবং দুগ্ধের দ্বারা, এবং শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক দূষিত হইলে, সুরামণ্ড এবং উষ্ণ জলের দ্বারা প্রক্ষালন করাইবেন। অনন্তর কর্ণের যে স্থানে বন্ধন করিতে হইবে, সেই সন্ধি স্থানে অগ্রে লেখন (শস্ত্রদ্বারা আঁচড়ান) করিবেন। লেখন করিলে যে রক্ত-পাত হইবে, সেই রক্ত থাকিতে থাকিতেই সেই স্থানে যে কোন প্রকার সংযোগ করা প্রয়োজন তাহা করিবেন। পালীটি সংযোগ করিবার সময় যেন উচ্চ, নিম্ন বা বিপরীত ভাবে সংযোগ করা না হয়। তদনন্তর সেই স্থান তুলা বা বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছা-দন পূর্ব্বক সূত্রের দ্বারা বন্ধন করিবেন, ও তাহাতে কপাল-চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবেন। সূত্রের বন্ধনটী যেন অতিশয় দৃঢ় বা শিথিল না হয়। এই কালে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, রোগিকে তাহার উপদেশ দিবেন। দ্বিব্রণ রোগের যে রূপ

চিকিৎসা প্রণালী পশ্চাৎ বলা হইবে, সেই প্রণালী-ক্রমে এস্থলেও চিকিৎসা করিতে হইবে।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

বিঘট্টন (ঘসড়া লাগা), দিবা-নিদ্রা, ব্যায়াম (কুস্তি), অতিশয় ভোজন, স্ত্রীসংসর্গ, অগ্নির উত্তাপ, অধিক বাক্য-কথন, এবং পরিশ্রম, পরিত্যাগ করিবে। ত্রিরাত্র-কাল সেই স্থানে আম (কাঁচা) তৈল পরিষেচন করিবে। তিন দিনের পর বন্ধনের তুলা তৈলে ভিজাইয়া কর্ণ হইতে খুলিয়া লইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কর্ণ বন্ধন করিতে হইলে, কর্ণের যে স্থানে সংযোগ করিতে হইবে, সেই সন্ধিস্থানটী লেখন করিয়া রক্ত মুখ করিবে। তাহাতে যাবৎ দূষিত রক্ত, অধিক রক্ত বা নিতান্ত অল্প রক্ত স্রাব হইতে থাকে, তাবৎ তাহাতে সংযোগ কার্য্য করিবে না। যদি সংযোগ করা যায়, এবং সেই সংযোগ স্থানে যদি বাত-কর্ত্তৃক দূষিত রক্ত থাকে, তবে বন্ধটী পূরিয়া উঠিলেও সংযোগের স্থানটী গহ্বর হইয়া যায়। যদি পিত্ত-কর্ত্তৃক দূষিত রক্ত থাকে, তবে সংযোগ-স্থানটী দাহ, পাক, রক্তবর্ণ এবং বেদনা-বিশিষ্ট হয়। যদি শ্লেষ্মা-কর্ত্তৃক দূষিত রক্ত থাকে, তবে সংযোগ স্থানটী স্থূল ও ভার হয়, এবং সেই স্থানে কণ্ডু (চুলকনা) জন্মে। কর্ণের যে স্থানে সংযোগ করিতে হইবে, সেই স্থানে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লেখন করিলে যদি অতিশয় রক্ত নিঃসৃত হয়, তবে সংযোগ করিলে সে স্থানটী কৃষ্ণবর্ণ ও ফুলা-বিশিষ্ট হয়। যদি অল্প রক্ত নিঃসৃত হয়, তবে সংযোগ স্থানটী অল্প মাংস-বিশিষ্ট হয় এবং কর্ণপালীও সে স্থলে বৃদ্ধি হয় না। কর্ণ

বন্ধন করিলে সংযোগ-স্থান যৎকালে উত্তম-রূপে পূরিয়া উঠে, এবং উপদ্রব-শূন্য ও স্বাভাবিক বর্ণ-বিশিষ্ট হয়, তৎকালে ইহাকে অল্পে২ বর্দ্ধিত করিবে। ইহার অন্যথা হইলে কর্ণে সংরম্ভ (কট্‌কটানি), দাহ, পাক, রক্তবর্ণ এবং বেদনা জন্মে। তাহাতে পুনর্ব্বার ছেদন করা প্রয়োজন হইতে পারে। অনন্তর কর্ণ বন্ধনে, অর্থাৎ কর্ণে যে সংযোগ করা যায় সেই সংযোগ স্থানে, পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার দোষ না থাকিলে, ও উত্তম-রূপে সংযুক্ত হইয়া ঘা পূরিয়া উঠিলে, কর্ণপালী বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত নিম্ন লিখিত মাখিবার ঔষধ কর্ণে মর্দ্দন করিবে। গোধা (গোসাপ), হিংস্রক-পক্ষী, নির্জ্জল-দেশ-জাত পশুর বা পক্ষীর বসা এবং মজ্জা, দুগ্ধ, এবং ঘৃত অথবা শ্বেত শরিষার তৈল, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা২ পাওয়া যায় সংগ্রহ করিবে। অনন্তর আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, বেলেড়া, গোরক্ষ-চাকুলে, অনন্তমূল, আপাঙ্, অশ্বগন্ধা, শ্বেত-ভূমি-কুষ্মাণ্ড, শালপাণী, শৈবাল (জলের সেওলা), ও মধুর বর্গ* এই সকল দ্রব্য প্রক্ষেপ দিয়া পূর্ব্বোক্ত তৈল অথবা ঘৃত পাক করিবে§।

অনন্তর এই স্নেহ দ্রব্যের দ্বারা কর্ণ মর্দ্দন করিবে ও তাহাতে স্বেদ দিবে। ইহাতে উপদ্রব রহিত ও দৃঢ় হইয়া

---

* মধুর বর্গ বলিতে কতক গুলি দ্রব্য বুঝায়, তাহা সূত্র স্থানের ৪২ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।

§ ঘৃত /৪ চারিসের গোসাপ ও পক্ষি প্রভৃতির বসা বা মজ্জা /১ এক সের দুগ্ধ /৪ চারি সের। প্রক্ষেপ দ্রব্য সমুদায় মিলিত করিয়া ত্রক পোয়া (১৬ তোলা) লইবে। তৈল ঘৃত বা ঔষধ পাক করিতে হইলে অভিজ্ঞ বৈদ্যের দ্বারা করান কর্ত্তব্য।

কর্ণপালী বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যব, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু ও তিল, এই কয়েক দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দেয়াও কর্ণের পক্ষে হিতকর। শতমূলী, অশ্বগন্ধা, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, এরণ্ডমূল, ক্ষীর-কাকোলী, এরণ্ড ও জীবক, এই সকল দ্রব্যের সম-ভাগ, ও দুগ্ধ, ইহাতে তৈল প্রস্তুত করিয়া কর্ণে মর্দ্দন করিলে কর্ণের পালী বর্দ্ধিত হয়। এই বিধান ক্রমে কর্ণ সং-যুক্ত হইয়াও (জোড় লাগিয়াও) যদি বর্দ্ধিত না হয়, তবে তাহার অপাঙ্গ-দেশে অল্প ছেদন করিবে। কিন্তু বাহ্যভাগে ছেদন করিবে না, তাহাতে বিপদ ঘটিয়া থাকে। যে রূপ, কাঁচা কলশীর দুই খণ্ড পরস্পর উত্তমরূপে সংযুক্ত না হইলে, অগ্নির উত্তাপে (পোড়াইবার কালে) বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। সেই রূপ কর্ণ-বন্ধনটী সংযুক্ত হইবা মাত্র কর্ণপালী বাড়াইতে গেলে, বন্ধনটী বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে (জোড় ছাড়িয়া যায়)। অতএব কর্ণ-বন্ধন করিলে পর যখন সেই স্থানে রোম জন্মে, সন্ধি-স্থানটী উত্তমরূপে সংযুক্ত, দৃঢ় ও সমান হয়, উত্তমরূপে পূরিয়া উঠে, এবং বেদনা-শূন্য হয়, তখন সেই কর্ণপালী অল্পে২ বর্দ্ধিত করিবে। কর্ণ-বন্ধন নানা প্রকার। যে স্থলে যে রূপে বন্ধন করিলে বন্ধনটী কর্ণের সহিত উত্তম-রূপে সংলগ্ন হয়, সেই স্থলে সেই রূপে বন্ধন করিবে।

হে বৎস সুশ্রুত, কর্ণপালীতে যে সমস্ত রোগ হয় তাহা পুনর্ব্বার কহিতেছি শ্রবণ কর। বায়ু পিত্ত কফ এই তিনের মধ্যে দুইটী অথবা ইহারা সকলে কুপিত হইয়া কর্ণপালীতে নানা প্রকার রোগ উৎপাদন করে। কর্ণপালীতে, বায়ু বিকৃত হইলে, বিস্ফোটক, জড়তা ও শোফ (ফুলা) জন্মে।

পিত্ত বিকৃত হইলে, দাহ বিস্ফোটক ও শোফ হয়, এবং পাকিয়া উঠে। কফ বিকৃত হইলে, কণ্ডু, শোথ, জড়তা ও ভার বোধ হয়। পালীতে যে কিছু দোষ থাকে, তাহা সংশোধন করিয়া চিকিৎসা করাই কর্ত্তব্য। স্বেদ, ঘৃত তৈলাদি মর্দ্দন, পরিষেচন, প্রলেপ, রক্ত-মোক্ষণ, মাংস-বর্দ্ধন ও আহারের নিয়ম, এই সকল মৃদু-ক্রিয়া-গুলি যে বৈদ্য জানেন, তিনিই কর্ণপালী-স্থিত দোষের চিকিৎসা করিতে পারেন।

তদনন্তর কর্ণপালী-গত সকল রোগের নাম, এবং নামের দ্বারাই তাহাদিগের লক্ষণ কহিতেছি। উৎপাটক (যাহাতে চড়্ চড়্ করে), উৎপুটক (যাহাতে পিট্‌পিট্ করে), শ্যাব (শেয়াই বর্ণ হওয়া), কণ্ডুযুত (চুলকনা যুক্ত হয়), অবমন্থ (১), সকণ্ডুক (চুলকনা বিশিষ্ট অবমন্থ), গ্রন্থিক (কানে গাঁট গাঁট হয়), জম্বুল, স্রাবী (যাহাতে কানে রসপড়ে), এবং দাহ (যাহাতে কান জালা করে)। অনন্তর ক্রমশঃ ইহাদিগের প্রতীকার কহিতেছি শ্রবণ কর। কর্ণবন্ধে, উৎপাটক রোগ হইলে, আপাঙ্, ধুনা, এবং পারুল ও মাদার গাছের ছাল, এই দ্রব্য গুলি জলের সহিত একত্র পিষিয়া প্রলেপ দিবে, অথবা ইহাদিগের দ্বারা তৈল পাক করিয়া দিবে। উৎপুটক রোগ হইলে, সোঁদাল ছাল, সজিনার ছাল, নাটা-

(১) দীর্ঘ বহ্ব্যশ্চ পিড়কা দীর্ঘন্তে মধ্যতস্তুযাঃ। সোঽবমন্থঃ কফাস্থগ্ভ্যাং বেদনা রোমহর্ষকৃৎ। কর্ণ পালীর মধ্যস্থলে কফরক্ত জন্য যে বহু সংখ্যক দীর্ঘাকার ব্রণ জন্মিয়া বেদনা ও রোম-হর্ষণ জন্মায়, তাহাকে অবমন্থ রোগ কহে।

করঞ্জার ছাল, গোসাপের মেদ অথবা বসা বন্য শূকরের গরুর ও হরীণের পিত্ত, এবং ঘৃত, এই সকল দ্রব্যের দ্বারা প্রলেপ দিবে, অথবা তৈল পাক করিয়া দিবে। শ্যাব-রোগ হইলে, রাস্না-লতা, শ্যামা-লতা, হরিদ্রা, অনন্ত-মূল ও কাঁটা-নটে গাছ, এই গুলি পিষিয়া প্রলেপ দিবে, অথবা এই গুলির সহিত তৈল পাক করিয়া দিবে। সকণ্ডূক রোগে, আকনাদ, রসাঞ্জন, মধু ও উষ্ণ-কাঁজি, এই সকল দ্রব্য একত্র পিষিয়া প্রলেপ দিবে, অথবা এই দ্রব্য গুলির দ্বারা তৈল পাক করিয়া দিবে। কর্ণ-রন্ধ্রে ঘা হইলে পশ্চাৎ লিখিত তৈল বিধেয়। যষ্টিমধু, ক্ষীর-কাকোলী, জীবক, ঋষিভক, মুগানি, মাষাণি, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্ম, পুণ্ডরীয়া-বৃক্ষ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দ্রাক্ষা ও জীবন্তী, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা২ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদিগের দ্বারাই তৈল পাক করিবে*। কর্ণের মাংস বৃদ্ধি করিতে হইলে, গোসাপের, বন্য শূকরের ও সর্পের বসা ঐ তৈলে (প্রত্যেকে তৈলের সমভাগে) প্রদান করিবে। কর্ণবন্ধে অবমন্থ রোগ হইলে, পুণ্ডরিয়া বৃক্ষ, যষ্টিমধু, বরাক্রান্তা এবং ধববৃক্ষ, এই সকল দ্রব্য একত্র পিষিয়া প্রলেপ দিবে, এবং ইহাদিগের দ্বারা তৈল প্রস্তুত করিয়া দিবে। কণ্ডূমত রোগ হইলে সহদেবা, বিশ্বদেবা (ছোট গড় গড়ে বৃক্ষ), ছাগীদুগ্ধ এবং সৈন্ধব লবণ, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে, এবং ইহাদিগের দ্বারা তৈল পাক করিয়া দিবে। গ্রন্থি রোগ হইলে, অগ্রে

---

* এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা২ পাওয়া যায় তাহা সমস্ত একত্র করিয়া যত হইবে, তাহার চতুর্গুণ তৈল।

গ্রন্থি গুলি হইতে রস ও রক্তাদি নিঃসারিত করিবে, পশ্চাৎ সৈন্ধব লবণের দ্বারা সেই স্থান ঘর্ষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। জম্বুল-রোগ হইলে, অগ্রে কর্ণের ছাল তুলিবে, পশ্চাৎ রোধ্র-চূর্ণের দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া দুগ্ধের দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। পরিষ্কৃত হইলে ক্ষত স্থান পূরণ করিবে। কর্ণে স্রাব (রস পড়া) রোগ হইলে, গুলঞ্চ, মউল ও যষ্টি-মধু, এই কয় দ্রব্যে মধু সংযোগ করিয়া লেপ দিবে, এবং ইহাদিগের দ্বারা তৈল প্রস্তুত করিয়া দিবে। কর্ণ-বন্ধে দাহ-রোগ হইলে, অশ্বত্থ, পাঁকুড়, বট, যজ্ঞ-ডুম্বুর, ও কপিত্থ (কয়েদ বেল), ইহাদিগের ছাল পিষিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিবে। অথবা জীবক, ঋষিভক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, মুগানি, ও মাষাণী, এই সকল দ্রব্য পিষিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিবে।

অনন্তর, নাসিকা বিশ্লিষ্ট (গন্না খ্যাঁদা) হইলে, সেই নাসিকা সংযোগ করিবার উপায় কহিতেছি শ্রবণ কর। বৃক্ষের পত্রের দ্বারা নাসিকার বিশ্লিষ্ট ভাগের পরিমাণ গ্রহণ করিবে। সেই পরিমাণ অনুসারে গণ্ড-দেশের (গালের) পার্শ্বভাগ হইতে মাংস ছেদন করিয়া তুলিয়া লইবে। অনন্তর নাসিকার যে স্থানে সংযোগ করিতে হইবে, সেই স্থান লেখন কার্য্যের দ্বারা রক্তমুখি করিয়া, ঐ মাংস-খণ্ড সেই স্থানে উন্নত (উচ্চ) ভাবে সংযোগ করিবে, যেন নাসিকার দুইটী ছিদ্রের পথ রুদ্ধ হইয়া না যায়। এই রূপে সংযোগ করা হইলে, রক্ত-চন্দন, যষ্টি-মধু ও রসাঞ্জন, এই কয় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সেই সন্ধি-স্থানে প্রচুর পরিমাণে দিবে। এবং

তাহার উপরিভাগে শুক্ল বস্ত্রখণ্ড সংচ্ছাদন পূর্ব্বক পুনঃ২ তিল-তৈল সেচন করিবে। অনন্তর রোগীকে ঘৃত পান করাইবে। ঘৃত পরিপাক হইলে, স্নিগ্ধ বিরেচক দ্রব্যের দ্বারা বিরেচন করাইবে। প্রথমতঃ বিশ্লিষ্ট নাসিকার এক দিকে এই রূপে মাংস সংযোগ করিবে। সেই দিকের ঘা পূরিয়া উঠিলে, এবং মাংস উত্তম-রূপে সংযুক্ত হইলে, পরে অন্য দিকে পুনর্ব্বার সেই রূপে মাংস সংযোগ করিবে। সংযোগ হইলে পর যদি সেই সংলগ্ন স্থানটী নাসিকার পরিমাণ অপেক্ষা ছোট হইয়া পড়ে, তবে সেই অবশিষ্ট ভাগে পুনর্ব্বার এই প্রণালীতেই মাংস সংযোগ করিয়া দিবে। যদি মাংস সংযুক্ত হইলে নাসিকার পরিমাণ বড় দেখায়, তবে তাহা ছেদন পূর্ব্বক সমান্ করিয়া দিবে।

অনন্তর নাসিকা বিশ্লিষ্ট হইলে তাহা সংযোগ করিবার নিমিত্ত যে প্রণালী কথিত হইল, ওষ্ঠ বিশ্লিষ্ট* হইলেও সেই প্রণালী-ক্রমে সংযোগ করিবে। তবে নাসিকার সংযোগ-স্থলে যে রূপ ছিদ্র-পথের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, এ স্থলে তাহার প্রয়োজন নাই। এই প্রকার সকল কার্য্য যিনি জানেন, তিনিই রাজ-বৈদ্য।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পক্ব এবং অপক্ব ব্রণের লক্ষণ।

শরীরে যে সকল শোফ উৎপত্তি হয়, তাহারা প্রায়ই গ্রন্থি, বিদ্রধি ও অলজী প্রভৃতি নামে কথিত হইয়া থাকে।

* ওষ্ঠ অর্থাৎ উপরের ঠোঁট। কাহার২ উপরের ঠোঁটের মধ্যস্থলে কাটা থাকে। তাহার সংযোগ করাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

তাহাদিগের আকৃতি নানা প্রকার, ও লক্ষণ ভিন্ন২ প্রকার। বাত পিত্ত কফ ও শোণিত, এই সকল দোষ স্বয়ং অথবা পরস্পর মিলিত হইয়া, শরীরের কোন স্থানে সমান বা বিপরীত ভাবে, ত্বক্ অথবা মাংসভেদী যে স্থূল গ্রন্থি (গাঁটের মত) জন্মায়, তাহাকে শোফ কহে। শোফ ছয় প্রকার। যথা,—বাত-জন্য, পিত্ত-জন্য কফ-জন্য, শোণিত-জন্য, সন্নিপাত-জন্য, এবং শরীরে কোন প্রকার আঘাত জন্য।

অনন্তর সেই সকল ভিন্ন২ প্রকার শোফের লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর। বাত-জন্য শোফ হইলে, অরুণ অথবা কৃষ্ণ-বর্ণ, পরুষ (খস্ খসে অর্থাৎ তেল পারা নয়), কোমল, এবং অস্থায়ী তোদ-বিশিষ্ট (১) হইয়া থাকে। পিত্ত-জন্য শোফ হইলে পীত-বর্ণ, কোমল, রক্তযুক্ত, শীঘ্র-অনুসারী (শীঘ্র বিস্তৃত হওয়া) এবং চোষ (২), এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। শ্লেস্মা-জন্য শোফ হইলে, পাণ্ডু অথবা শুক্ল-বর্ণ, কঠিন, শীতল, স্নিগ্ধ (চক্ চকে), মন্দানুসারী (অল্পে২ বিস্তৃত হয়), এবং কণ্ডূ প্রভৃতি পীড়া বিশিষ্ট হইয়া থাকে। সন্নিপাত-জন্য অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ এই তিন দোষের জন্য শোফ হইলে, পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার বর্ণ ও সকল প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। রক্তপিত্ত-জন্য অথবা শরীরে অভিঘাত-জন্য শোফ হইলে, রক্ত-বর্ণ হয়।

যখন বাহ্যিক বা আন্তরিক ক্রিয়ার* দ্বারা উপশম না হয়,

---

(১) 'অস্থায়ী' অর্থাৎ কখন আছে কখন নাই। 'তোদ' অর্থাৎ টন-টনানি। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে কখন টন্‌টন্ করে কখন করে না।

(২) চুষিলে যে রূপ পীড়া হয় তাহাকে চোষ কহে। চুষণেনেব পীড়ায়া মিতি শব্দার্থ চিন্তামণিঃ।

* বাহ্যিক ক্রিয়া প্রলেপাদি, আন্তরিক ক্রিয়া ঔষধ ভক্ষণ।

তখন বিপরীত ক্রিয়া† করিলে অথবা দোষের আধিক্য হইলে, সেই শোফ পাকিতে আরম্ভ হয়। অপক্ক থাকিলে, পাকিতে আরম্ভ হইলে, এবং পাকিয়া উঠিলে, যে সকল লক্ষণ হয় তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। শোফ অপক্ক-অবস্থায়, অল্প-উষ্ণ, শরীরের চর্ম্মের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট, শীতল, দৃঢ়, অল্প বেদনা এবং অল্প ফুলা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। পাকিতে আরম্ভ হইলে, সূচীর দ্বারা বিদ্ধ হওনের ন্যায়, পিপীলিকা কর্ত্তৃক দষ্ট (কামড়ান) হওনের ন্যায়, শোফের অন্তরে পিপীলিকা চলিলে যে রূপ হয় তাহার ন্যায় (শড়২ করা), শস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন বা ভিন্ন হওনের ন্যায়, দণ্ডের দ্বারা তাড়িত হওনের ন্যায়, অঙ্গুলির দ্বারা ঘট্টিত (রগড়ান) হওনের ন্যায়, এবং ক্ষার অথবা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হওনের ন্যায়, যন্ত্রণা হইয়া থাকে। বৃশ্চিক (বিছা) দংশন করিলে দংশ-স্থানে যে রূপ উষ্ণতা, চোষ, এবং জ্বালা হইয়া থাকে, শরীরে শোফ পাকিতে আরম্ভ হইলে, শোফের স্থানে সেই রূপ যন্ত্রণা হয়। শয়ন উপবেশন প্রভৃতি কোন অবস্থাতেই তাহার শান্তি হয় না। এই কালে শোফ উচ্চ হইয়া উঠে, এবং তাহার পরিসরও বৃদ্ধি হয় ও উপরিভাগের ত্বক্ বিবর্ণ হয়। জ্বর, দাহ, পিপাসা ও অরুচি, পাকিতে আরম্ভ হইলে এ সকল লক্ষণও হইয়া থাকে। পাকিয়া উঠিলে, সকল যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়, শোফের স্থান পাণ্ডু-বর্ণ ও বলির ন্যায় আকার বিশিষ্ট হয়, ফুলা হ্রাস হইয়া যায়, উচ্চ ভাব থাকে না, অঙ্গুলির দ্বারা চাপিলে নত হয়,

† "বিপরীত ক্রিয়া" অর্থাৎ উষ্ণ ক্রিয়ার দ্বারা উপশম না হইলে শীতল ক্রিয়া করা, অথবা শীতল ক্রিয়ার দ্বারা উপশম না হইলে উষ্ণ ক্রিয়া করা, ইহাকেই বিপরীত ক্রিয়া কহে।

এবং শোফের উপরিভাগের ত্বক্ চিক্কণ (চক্‌চকে) হয়। বস্তি-দেশে যে রূপ জলের সঞ্চার হয়, পাকিয়া উঠিলে শোফের মধ্যে সেই রূপ পূয সঞ্চরণ করে, এবং একবার২ টন্ টন করে ও চুলকায়। পাকিতে আরম্ভ হইলে, জ্বর, দাহ, পিপাসা ও অরুচি প্রভৃতি যে সকল ব্যাধি বা উপসর্গ জন্মে, পাকিয়া উঠিলে তাহার কিছুই থাকে না। কফ-জন্য শোফ হইলে, পাকিয়া উঠিলেও সকল লক্ষণ স্পষ্ট-রূপে জানা যায় না। এবং শরীরে আঘাত-জন্য শোফ হইলে, পক্ক-অবস্থার সকল প্রকার লক্ষণ জন্মে না। সুতরাং এই দুই স্থলে পক্ক শোফকে অপক্ক বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। সেই স্থলে শোফের স্থান শীতল ও স্থূল হইলে, শরীরের চর্ম্মের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট হইলে, যন্ত্রণার হ্রাস হইলে, এবং চারি দিক্ সঙ্কুচিত হইয়া এক স্থানে প্রস্তর খণ্ডের (ঢিলের) মত ঘন হইলে, পক্ক বলিয়া নির্ণয় করিবে। তাহাতে ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

এ স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

শোফ অপক্ক থাকিলে, পাকিতে আরম্ভ হইলে, এবং পাকিয়া উঠিলে, যে সকল ভিন্ন২ প্রকার লক্ষণ হয়, তাহা যিনি জানেন তিনিই বৈদ্য, তদ্ভিন্ন সকলে তস্কর। বায়ু-কর্ত্তৃক শোফের স্থানে যন্ত্রণা হয়, পিত্ত-কর্ত্তৃক সেই শোফ পাক হয় (পাকিয়া উঠে), এবং কফ-কর্ত্তৃক তাহাতে পূয হয়। অতএব শরীরে শোফের পরিপাক (পাকিবার) কালে, বায়ু পিত্ত কফ এই তিন দোষই মিলিত হইয়া তাহাকে পরিপাক করে। কোন২ পণ্ডিতেরা কহেন যে একবার

পরিপাক হইলে, সেই স্থানে পিত্ত হঠাৎ বায়ু এবং শ্লেষ্মার সহযোগে রক্তকে পাক করিয়া পুনর্ব্বার পূয জন্মায়।

শোফের অপক্ব অবস্থায় ছেদন করিলে, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, অথবা সন্ধি-স্থান বিদ্ধ বা ছিন্ন হয়। তাহাতে শোণিতের অতিশয় নিঃসরণ, বেদনার প্রাদুর্ভাব, অবদরণ (চারিদিক্ ফাটিয়া যাওয়া), এবং অন্যান্য উপদ্রব হইয়া থাকে। অথবা সেই স্থানে ক্ষত-রোগ জন্মে*। যদি ভয় এবং মোহ বশতঃ পক্ব অবস্থায় অপক্ব বিবেচনা করিয়া ছেদ করা না হয়, এবং গভীর ভাবে অধিক পরিমাণে পূয থাকে, তবে নিঃসৃত হইবার পথ অভাবে, সেই পূয শোফস্থান বিদীর্ণ করিয়া স্বয়ং নির্গত হয়। তাহাতে নিঃসরণের মুখ বা দ্বার বিস্তৃত, হয়, এবং তাহাতে নালী জন্মিয়া রোগটী কষ্ট-সাধ্য বা অসাধ্য হইয়া উঠে। যে বৈদ্য অপক্ব শোফ ছেদন করে, এবং যে পক্ব শোফ উপেক্ষা করে, এই উভয় প্রকার বৈদ্যেরই পক্বাপক্ব বিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞান নাই। তাহাদিগকে চণ্ডাল বলিয়া জানিবে। শরীরে শস্ত্রকর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে রোগিকে অভিলষিত দ্রব্য ভোজন করাইবে, অথবা রোগী মদ্যপায়ী হইলে, তাহাকে তীক্ষ্ণ মদ্য পান করাইবে। কারণ, ভোজন করিলে রোগী মূর্চ্ছিত হয় না, অথবা মদ্যপানে উন্মত্ত হইলে, শস্ত্রকর্ম্মের যন্ত্রণা আদৌ জানিতে পারে না। অতএব সচরাচর শস্ত্র-কর্ম্মের স্থলে, রোগী মূর্চ্ছিত না হয় এ নিমিত্ত তাহাকে অগ্রে ভোজন করাইবে। কারণ, শরীরস্থ প্রাণ

* সেইস্থানে ঘা হইয়া ক্রমেং ক্ষয় হইতে থাকে

(শ্বাস প্রশ্বাস বায়ু), সেই প্রাণ-ধারণের উপযুক্ত জগতের সকল পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া, এই পঞ্চভূত-বিশিষ্ট শরীরকে রক্ষা করে।

যে শোফ অল্প বা অধিক উন্নত হইয়া, আলেপন প্রভৃতি ক্রিয়া না করিলেও পাকিয়া উঠে, বিস্তৃত ও বিপরীত এবং বিদগ্ধ (কৃষ্ণ বর্ণ) হয়, সেই শোফে প্রগাঢ় দোষ থাকে, এবং তাহা কষ্টে আরোগ্য হয়। আলেপন, রক্ত-মোক্ষণ, ও সংশোধনী ঔষধ সম্যক্-রূপে প্রয়োগ করিলেও যে শোফের শান্তি না হয়, সেই শোফ বিস্তৃত ও অল্প গভীর হইয়া, এবং পিণ্ডাকারে (তাল বাঁধিয়া) উন্নত হইয়া এককালে পাকিয়া উঠে। বহ্নি, বায়ু-কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইলে যে রূপ শীঘ্র সম্যক্-রূপে দগ্ধ করে। নিঃসৃত না হইলে পূযও সেই প্রকার মাংস, শিরা এবং স্নায়ু ক্ষয় করে।

ব্রণের চিকিৎসা করিবার প্রণালী। প্রথমতঃ, স্বেদ (ভাপ্‌রা) দিবে, দ্বিতীয়তঃ, রক্তমোক্ষণ করাইবে, তৃতীয়তঃ, প্রলেপ (১) দিবে, চতুর্থতঃ, শস্ত্রক্রিয়া করিবে, পঞ্চম সং-শোধনী ঔষধ (যাহাতে রক্ত পূযাদি সংশোধিত হয়) প্রয়োগ করিবে, ষষ্ঠ, রোপণ (ঘা পূরণ) করিবে, সপ্তম সেই স্থানে আর কোন প্রকার বিকৃতি (শরীরে ব্রণের দাগ প্রভৃতি) না থাকে তাহার উপায় করিবে। ব্রণের চিকিৎসা করিতে হইলে এই প্রণালীক্রমে করিতে হয়।

(১) প্রলেপ অর্থাৎ আলেপন পরে দেখ

সুশ্রুত।

নিদান-স্থান।

প্রথমাধ্যায়।

বাত-ব্যাধি-নিদান।

ক্ষীরোদ-সলিল-সম্ভূত ধার্ম্মিক-প্রবর ধন্বন্তরির চরণদ্বয় বন্দনা করিয়া সুশ্রুত জিজ্ঞাসা করিলেন। হে উপদেশ-কুশল, দেহ যন্ত্রস্থিত বায়ু বিকৃত হইয়া কুপিত হইলে, দেহ-মধ্যে যে যে স্থান আশ্রয় করে, সেই সেই স্থানে থাকিয়া যে যে ক্রিয়া করে, এবং তদ্দারা যে যে রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল আপনি কীর্ত্তন করুন। অনন্তর ভিষক্-কুল ভূষণ ধন্বন্তরি সুশ্রুতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন। ভগবান্ স্বয়ম্ভুই বায়ু নামে কথিত। ইনি স্বতন্ত্র নিত্য ও সর্ব্বগত। সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক-নমস্কৃত হইয়া সকলের আত্মার স্বরূপে বিরাজ করেন। ইনি প্রাণীসমুহের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশের কারণ। স্বয়ং অব্যক্ত, ইঁহার ক্রিয়া সকল প্রত্যক্ষ। ইহা রুক্ষ শীতল লঘু খর তির্য্যক্-গামী শব্দ ও স্পর্শ গুণ বিশিষ্ট, রজোগুণ-বহুল অচিন্ত্য-শক্তি, দেহস্থ দোষ সমূহের নায়ক, এবং রোগ সমূহের রাজা। ইনি দেহ-মধ্যে আশু-কার্য্যকারী ও শীঘ্র বিচরণ-কারী। পক্বাশয় ও গুহ্যদেশ ইহার আলয়। দেহ-মধ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে বায়ুর যে সকল লক্ষণ প্রকাশ হয়, তাহা এক্ষণে কহিতেছি শ্রবণ কর। বায়ু কুপিত না হইলে, দোষধাতু ও অগ্নি সমভাবে

থাকে, তাহাদিগের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়, এবং বায়ুর ক্রিয়া সকলও সরল ভাবে হইতে থাকে। নাম স্থান ও ক্রিয়া ভেদে অগ্নি যে রূপ পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত। নাম স্থান ক্রিয়া ও রোগ ভেদে একমাত্র বায়ুও সেই রূপ পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত। প্রাণ উদান সমান ব্যান ও অপান, এই পঞ্চ বায়ু পঞ্চ স্থানে থাকিয়া দেহীদিগের দেহ রক্ষা করে। যে বায়ু মুখমধ্যে সঞ্চরণ করে তাহাকে প্রাণবায়ু বলে। প্রাণ বায়ুর দ্বারা দেহ রক্ষা হয়, ভুক্ত অন্ন জঠর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রাণ ধারণ হয়। এই বায়ু দূষিত হইলে প্রায়ই হিক্কা শ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। যে বায়ু ঊর্দ্ধদিকে সঞ্চরণ করে তাহাকে উদান বায়ু বলে। ইহা কুপিত হইলে স্কন্দ-সন্ধির উপরিস্থিত রোগ সকলই বিশেষ রূপে জন্মে। আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থলে সমান-বায়ু অবস্থিতি করে। সমান বায়ু জঠরস্থিত-অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে, এবং তজ্জনিত রস সমূহ পৃথক্ করে। ইহা দূষিত হইলে গুল্ম অগ্নিমন্দ অতিসার প্রভৃতি রোগ জন্মায়। ব্যান বায়ু সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করে, এবং আহার-জনিত সকল রস শরীরে বহন করে। ইহার দ্বারা ঘর্ম্ম-নিঃসরণ ও দেহ হইতে রক্ত স্রাব হয় অথবা পঞ্চ-বিধ কার্য্যই ইহার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। ব্যান বায়ু কুপিত হইলে প্রায় সর্ব্ব-দেহগত রোগই জন্মাইয়া থাকে। অপান বায়ু পক্বাশয়ে অবস্থিত। ইহার দ্বারা মল মূত্র, শুক্র গর্ভ ও আর্ত্তব শোণিত কালে কালে আকৃষ্ট হইয়া অধো গমন করে। ইহা কুপিত হইলে বস্তি ও গুহ্যদেশে আশ্রিত সকল রোগ জন্মায়। ব্যান ও অপান

এই দুই বায়ু একত্র কুপিত হইলে, শুক্রদোষ ও প্রমেহ-রোগ জন্মায়। সকল বায়ু একত্র কুপিত হইলে দেহ ভেদ করিয়া গমন করে।

অতঃপর বায়ু বিবিধ প্রকারে কুপিত হইয়া যে যে স্থান আশ্রয় করিলে যে যে রোগ জন্মায়, তাহা কহিতেছি। বায়ু কুপিত হইয়া আমাশয় আশ্রয় করিলে বমনাদি রোগ জন্মায়, এবং মোহ মূর্চ্ছা পিপাসা হৃদ্‌গ্রহ ও পার্শ্বদেশে বেদনা এসকল উপদ্রবও জন্মায়। পক্বাশয় আশ্রয় করিলে, অন্ত্রকূজ (নাড়ীর শব্দ), নাভি শূল, কষ্টে মল মূত্র নিঃসরণ, আনাহ এবং কটিদেশে বেদনা, এই সকল উপসর্গ জন্মে। শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের স্থান আশ্রয় করিলে, ইন্দ্রিয়-কার্য্যের অভাব হয়। ত্বক্ আশ্রয় করিলে, বিবর্ণতা, অঙ্গস্ফুরণ, রুক্ষতা, সুপ্তি (ত্বকের সঙ্কোচ ভাব) চুমচুম-শব্দ শ্রবণ, ত্বকে বেদনা, ত্বক্‌ভেদ (ফাটিয়া যাওয়া) এবং পরিপোটন (রস নিঃসরণ) এই সকল উপসর্গ জন্মায়। শোণিতে আশ্রয় করিলে ব্রণ রোগ জন্মায়। মাংসে আশ্রয় করিলে, শূল (কনকনানি) বিশিষ্ট গ্রন্থি রোগ জন্মায়। মেদ আশ্রয় করিলে, ব্রণ না হইয়া অল্প বেদনা বিশিষ্ট গ্রন্থি রোগ জন্মায়। সিরা আশ্রয় করিলে, সিরা-মধ্যে শূল বেদনা হয়, এবং সিরা সকল আকুঞ্চিত ও পূর্ণ হয় (সিরা সকল টানে ও ফুলিয়া উঠে)। স্নায়ু আশ্রয় করিলে স্তম্ভ কম্প শূল ও আক্ষেপ জন্মে। সন্ধিস্থান আশ্রয় করিলে, সন্ধি-বিচ্ছেদ হয় ও সন্ধিস্থানে শূল ও শোফ জন্মায়। অস্থি স্থান আশ্রয় করিলে, অস্থি-শোষ অস্থি-ভেদ ও অস্থিশূল জন্মায়। মজ্জা আশ্রয় করিলে, বেদনার কদাচ শান্তি হয় না।

বায়ু শুক্র গত হইলে, ক্ষরিত (শুক্র-মেহ) হউক বা না হউক, শুক্র বিকৃত হয়। বায়ু কুপিত হইয়া দেহ-মধ্যে সর্ব্বত্র গমন করিলে, হস্ত পদ মস্তক ও সমস্ত ধাতু-মধ্যে ক্রমে ক্রমে সঞ্চরণ করিয়া সকল স্থানে ব্যাপ্ত হয়। সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইলে স্তম্ভন আক্ষেপণ তন্দ্রা শোফ ও শূল জন্মায়। পূর্ব্বোক্ত সকল স্থানের মধ্যে এক কালে দুই তিন স্থান আশ্রয় করিলে মিশ্র-রোগ উৎপন্ন হয়। দেহের কোন অবয়ব আশ্রয় করিলে, সেই অবয়বের সমস্ত অংশেই রোগ জন্মায়। বায়ুর সহিত পিত্ত মিলিত হইলে, দাহ সন্তাপ ও মূর্চ্ছা জন্মায়। কফের দ্বারা আবৃত হইলে, শৈত্য শোফ ও গুরুত্ব জন্মায়। কুপিত বায়ু শোণিতের সহিত মিলিত হইলে, সূচী-কর্ত্তৃক বিদ্ধ হওনের ন্যায় তোদ, স্পর্শ-দ্বেষ, (স্পর্শকরিলে অসহ্য বোধ), ও সুপ্ততা জন্মায়। প্রাণ-বায়ু পিত্ত-কর্ত্তৃক আবৃত হইলে বমন ও দাহ জন্মায়। কফের দ্বারা আবৃত হইলে দৌর্ব্বল্য, দেহের অবসন্নতা, বিবর্ণতা ও তন্দ্রা জন্মায়। উদান বায়ু পিত্তের সহিত মিলিত হইলে মূর্চ্ছা দাহ ভ্রম ও ক্লান্তি জন্মায়। কফের দ্বারা আবৃত হইলে, ঘর্ম্মের অভাব, লোম-হর্ষণ, মন্দাগ্নি শীতানুভব ও স্তব্ধভাব হইয়া থাকে। সমান বায়ুর সহিত পিত্ত মিলিত হইলে, ঘর্ম্ম দাহ উষ্ণতা ও মূর্চ্ছা জন্মায়। কফের দ্বারা আবৃত হইলে, মল মূত্রে কফের আধিক্য ও রোম-হর্ষ হয়। অপান-বায়ুর সহিত পিত্ত মিলিত হইলে, দাহ উষ্ণতা ও আর্ত্তব শোণিতের প্রবৃত্তি হয়। কফ মিলিত হইলে, শরীরের অধোভাগ ভার হয়। ব্যান-বায়ু পিত্ত কর্ত্তৃক আবৃত হইলে দাহ ও গাত্র বিক্ষেপ (সর্ব্ব-শরীর

প্রসারিত হওয়া বা হাত পা ছোড়া) জন্মায়। কফের দ্বারা আবৃত হইলে, সর্ব্ব-শরীর ভার বোধ ও অস্থি-পর্ব্বের স্তব্ধভাব (চালনা শক্তি রহিত) হয় ও ইন্দ্রিয় সমস্ত নিশ্চেষ্ট হয়। শোক অতিরিক্ত স্ত্রী সংসর্গ মদ্যপান বা ব্যায়াম, ঋতু ও প্রকৃতির বিপরীত আচরণ, ও অতিশয় স্নেহাদি দ্রব্যের সেবন, এককালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জন ও শরীর স্থূল হওন, এই সকল কারণে কোমলাঙ্গ মিথ্যা (নিষ্প্রয়োজনে) আহার ও বিহারাচারী ব্যক্তি গণের দেহে বাতরক্ত কুপিত হয়।

হস্তী অশ্ব উষ্ট্র বা অন্য কোন যানের দ্বারা গমন করিলে, অথবা অন্য কোন প্রকার বায়ু প্রকোপকর কারণ ঘটিলে, বায়ু কুপিত হয়। তীক্ষ্ণ উষ্ণ অম্ল ক্ষার ও শাকাদি ভোজনের দ্বারা বা পুনঃ ২ সন্তাপাদি সেবনের দ্বারা শোণিত দূষিত হইয়া কুপিত বায়ুর পথ রোধ করে। গমন-পথ রোধ হওয়া প্রযুক্ত বায়ু অধিকতর কুপিত হইয়া সেই কুপিত রক্তকে আরও দূষিত করে। সেই দুষিত রক্ত দূষিত-বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া বায়ুর প্রাধান্য হেতু বাতরক্ত নামে কথিত হয়। সেই প্রকার পিত্ত বা শ্লেষ্মা দূষিত হইয়া দূষিত রক্তের সহিত মিলিত হয়। বাতরক্ত কর্ত্তৃক পাদদ্বয়ে, স্পর্শে যাতনা বোধ হয়, এবং তোদ ভেদ ও শোষ জন্মে, এবং স্পন্দ থাকে না। পিত্ত-রক্তে পাদদ্বয়ে উগ্রদাহ অতিশয় উষ্ণতা এবং রক্তবর্ণ মৃদুশোফ জন্মে। শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক রক্ত দূষিত হইলে, পাদদ্বয় কণ্ডুযুক্ত শ্বেতবর্ণ শীতল স্থূল নিষ্পন্দ এবং শোফ-বিশিষ্ট হয়। সকল দোষের দ্বারা রক্ত দূষিত হইলে, প্রত্যেক দোষই পাদদ্বয়ে আপন আপন লক্ষণ প্রকাশ করে। রোগের

পূর্ব্বরূপে, পাদদ্বয় শিথিল ঘর্ম্মাক্ত শীতল বিপরীত ভাবাপন্ন (স্বাভাবিকের অন্যথা) বিবর্ণ তোদ ও দাহ-যুক্ত ভার ও নিস্পন্দ হইয়া থাকে। পাদদ্বয় বা হস্ত-দ্বয়ের মূল হইতে সেই কুপিত রক্ত মূষিক-বিষের ন্যায় দেহ-মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যৎকালে জানু পর্য্যন্ত স্ফুটিত ও ভিন্ন হইয়া দূষিত শোণিত স্রাব হইতে থাকে, এবং প্রাণ ও মাংস-ক্ষয় প্রভৃতি উপদ্রব বিশিষ্ট হয়, তৎকালে তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। এক বৎসরের অনধিক কাল জন্মিলে রোগ যাপ্য থাকে। কুপিত বায়ু যৎকালে ধমনী মধ্যে প্রবেশ করে, তৎকালে সকল শিরা ক্ষণে ক্ষণে আকুঞ্চন করিতে থাকে, এবং ক্ষণে ক্ষণে দেহমধ্যে বিচরণ করে। ক্ষণে ক্ষণে এই রূপ আক্ষেপ জন্মায় বলিয়া ইহাকে আক্ষেপক কহে। আক্ষেপক রোগে রোগীর মধ্যে মধ্যে ভূতলে পতন হইলে, তাহাকে অপতানক কহে। বায়ু কফ-সংযুক্ত হইয়া ধমনী মধ্যে অবস্থিতি করিলে রোগী যদি দণ্ডের ন্যায় স্তব্ধভাবে থাকে, তাহাকে দণ্ডাপতানক কহে। ইহাতে হনুগ্রহ (চুয়াল ধরা) উপস্থিত হয়, তাহাতে রোগী কষ্টে ভোজন করে। রোগী যদি ধনুর ন্যায় নত হয়, তাহাকে ধনুস্তম্ভ বলে। ধনুস্তম্ভ রোগে, অঙ্গুলী গুল্‌ফ জঠর হৃদয় বক্ষ ও গলদেশ, বায়ু এই সকল স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে। সেই বায়ু যখন বেগবান্ হইয়া স্নায়ু-সমূহের মধ্যে ক্ষেপণ করিতে থাকে (১), তৎকালে

(১) 'স্নায়ু মধ্যে বায়ুর ক্ষেপন,' ইহাতে এই বুঝায় যে পুনঃ পুনঃ এবং শীঘ্র শীঘ্র স্নায়ু মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে। ইহাতে দমকে দমকে প্রবেশ করাও বলা যায়।

চক্ষু ও হনুদ্বয় স্তব্ধ হয়, পার্শ্বদ্বয় ভগ্ন হয় এবং মুখ হইতে কফ বা লালা স্রাব হয়। ধনুস্তম্ভ রোগে, রোগী যদি, সম্মুখ দিকে নত হয়, তাহাকে অভ্যন্তরায়াম কহে। বায়ু যদি শরীরের বাহ্যদেশস্থ (পশ্চাদ্দেশস্থ) শিরা সকল আশ্রয় করে, তাহাতে শরীর বাহ্য দিকে (পশ্চাৎভাগে) নত হয়, তাহাকে বাহ্যায়াম বলে। ইহা অসাধ্য। ইহাতে বক্ষ কটি ও উরুদেশ ভঙ্গ হয়। বায়ু কুপিত হইয়া স্বয়ং থাকুক, বা পিত্ত বা কফের সহিত মিলিত হউক, এই তিন কারণেই আক্ষেপক রোগ উপস্থিত হয়। চতুর্থতঃ অভিঘাত জন্যও (শরীরে আঘাত জন্য) হইয়া থাকে। গর্ভস্রাব প্রযুক্ত অতিশয় শোণিত স্রাব হইলে,বা শরীরে কোন প্রকার আঘাত লাগিলে যে অপতানক রোগ হয় তাহা আরোগ্য হয় না। বায়ু অত্যর্থ কুপিত হইয়া, অধ ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক গামিনী ধমনী মধ্যে প্রবেশ করিলে, এক দিকের অঙ্গের সন্ধি বন্ধন বিশ্লিষ্ট করে। শরীরে এক পক্ষ (দিক্) নাশ হয় বলিয়া তাহাকে পক্ষাঘাত বলে। বায়ু কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া শরীরের সমস্ত বা অর্দ্ধ অঙ্গ অকর্ম্মণ্য ও নিস্পন্দ হইলে, রোগী তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হয় বা প্রাণত্যাগ করে। পক্ষাঘাত, কিবল বায়ু-জন্য হইলে অতি কষ্টে আরোগ্য হয়, সেই বায়ুর সহিত পিত্ত বা শ্লেষ্মা মিলিত থাকিলে সহজে আরোগ্য হয়, এবং শরীর ক্ষয় হওয়া প্রযুক্ত হইলে, আরোগ্য হয় না। বায়ু স্বস্থান হইতে কুপিত হইয়া মস্তক ও হৃদয় দেশ আশ্রয় করিলে, শঙ্খদ্বয় (ললাটের অস্থি) পীড়িত হয়,অঙ্গ সমস্ত আক্ষেপ-যুক্ত ও নত হয়। চক্ষুদ্বয় নিমীলিত ও স্পন্দ-রহিত হয়, অথবা স্থিরদৃষ্টি হইয়া কূজন

শব্দ (গোঁ গোঁ শব্দ) করে, উচ্ছ্বাশ থাকে না, বা কষ্টে শ্বাস গ্রহণ করে, এবং চেতন-শূন্য হয়। পূর্ব্বোক্ত বায়ু ও কফের দ্বারা হৃদয়-দেশ আবৃত হইলে এই রূপ জ্ঞান শূন্য হয়, এবং মুক্ত হইলে সুস্থ হয়। ইহাকে অপতন্ত্রক রোগ কহে। বায়ু শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক আবৃত হইলে, দিবা স্বপ্ন ও অসম স্থানে (সম্মুখে নহে) বিকৃত বা ঊর্দ্ধ-দৃষ্টির দ্বারা মন্যাস্তম্ভ রোগ জন্মায়। গর্ভিণী নব প্রসূতিকা বালক বৃদ্ধ এবং ক্ষীণ, ইহা-দিগের শরীরে শোণিত ক্ষয় হইলে, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, হাস্য জৃম্ভন বা ভার বহন করিতে থাকিলে, বা বিপরীত ভাবে শয়ন করিলে, মস্তক নাসা ওষ্ঠ চিবুক ললাট ও চক্ষু এই সকলের সন্ধি স্থানগত বায়ুর দ্বারা বক্তৃদেশ পীড়িত হইয়া মুখের অর্দ্ধাংশ বক্র হয়; ও গ্রীবা অপবর্ত্তিত (বক্র) হয়, এবং শিরশ্চালন, বাক্যরোধ, নেত্রো-দির বিকৃতি, ও যে পার্শ্ব বক্র হয় সেই পার্শ্বের গ্রীবা চিবুক ও দন্তের বেদনা, রোম-হর্ষ, কম্প, আবিল দৃষ্টি, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি ত্বকের সুপ্ততা, তোদ, মন্যাগ্রহ (ঘাড় ফেরে না) ও হনুগ্রহ এই সকল উপসর্গ জন্মে। ইহাকে অর্দ্দিত বায়ুরোগ কহে। ক্ষীণ স্থিরদৃষ্টি প্রসক্ত বা অব্যক্তভাষী হইলে, তিন বৎসরের অধিক রোগ হইলে, বা রোগে কম্প হইলে, অর্দ্দিত রোগ আরোগ্য হয় না। অঙ্গুলির পার্ষ্ণিভাগ ও কণ্ডরা (প্রধান নাড়ী) বায়ু কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে, ও উরু-দ্বয়ের সঞ্চালন শক্তির হানি হইলে, তাহাকে গৃধ্রসী রোগ কহে। বাহুর পৃষ্ঠদেশ হইতে অঙ্গুলির তল ও কণ্ডরা বায়ু কর্ত্তৃক আহত হইলে বিশ্বাচী রোগ বলে। ইহাতে বাহুদ্বয়ের ক্রিয়া শক্তির নাশ হয়।

বাতরক্ত-জনিত জানু মধ্যে অতিশয় বেদনা বিশিষ্ট, শৃগালের মস্তক-সদৃশ, স্থূল যে-শোফ জন্মে তাহাকে ক্রোষ্টুক-শির কহে।

বায়ু কটিদেশে স্থিত হইয়া কোন উরুর কণ্ডরা আক্ষেপণ করিলে (টানিয়া ধরিলে) খঞ্জ হয়, এবং উরুদ্বয়ের ক্রিয়াশক্তি নাশ হইলে পঙ্গু হয়। পদ সঞ্চালন করিতে পা কম্পিত হইলে তাহাকে কলায়-খঞ্জ বলে। পাদ বিপরীত ভাবে ন্যস্ত হইলে যদি বায়ু কর্ত্তৃক পীড়িত হয় তাহাকে বাত-কণ্টক কহে। ইহা খুড়ক দেশ আশ্রয় করিয়া থাকে। পিত্ত-রক্তের সহিত বায়ু মিলিত হইয়া, যদি পাদদ্বয়ে বিশেষতঃ ভ্রমণ করিবার কালে দাহ জন্মায়, তাহাকে পাদদাহ বলে। পাদদ্বয় যদি নিষ্পন্দ থাকিয়া হৃষ্ট হইতে থাকে (শিউরে শিউরে উঠে), তাহাকে পাদহর্ষ বলে। ইহা কফ-বাতজন্য রোগ। স্কন্ধ-সন্ধিস্থিত বায়ু স্কন্ধ-সন্ধির বন্ধন শোষণ করিয়া তত্রস্থ শিরা সকল আকুঞ্চন করে। ইহাকে অববাহুক রোগ বলে। বায়ু স্বয়ং অথবা শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া শব্দবাহী শিরা আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিলে বধিরতা জন্মে। বায়ু-কর্ত্তৃক হনু শঙ্খ মস্তক ও গ্রীবা-দেশ ভেদ হইয়াই যেন কর্ণে শূল (কটকটানি) জন্মিতেছে, এই রূপ রোগ হইলে তাহাকে কর্ণশূল বলে। কফযুক্ত বায়ু শব্দবাহিনী ধমনী আবৃত করিয়া থাকিলে, রোগী অকর্ম্মণ্য মূক মিন্মিন (খনা) বা গদ্গদভাষী হয় (স্পষ্ট কথা কহিতে পারেনা)। মল ও মূত্রাশয় হইতে বেদনা উৎপন্ন হইয়া অধোভাগে মলদ্বার ও প্রস্রাবের দ্বার যেন ভেদ করিতে থাকিলে, তাহাকে তূণী

রোগ বলে। মলদ্বার ও প্রস্রাবের দ্বার হইতে বেদনা উৎপত্তি হইয়া বেগে পক্কাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতিতূণী কহে। বায়ু রুদ্ধ হইয়া শব্দ ও যাতনা সহকারে উদর শীঘ্র আধ্মাত করিলে আধ্মান রোগ কহে। পার্শ্ব ও হৃদয় দেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া, আমাশয়ে আধ্মান রোগ জন্মাইলে তাহাকে প্রত্যাধ্মান রোগ বলে। বায়ু কফ কর্ত্তৃক আকুলিত হইলে এই রোগ জন্মে। অষ্ঠিলার ন্যায় ঘন গ্রন্থি ঊর্দ্ধদিকে আয়ত ও উন্নত ভাবে জন্মিলে, তাহাকে বাতাষ্ঠিলা কহে। ইহার দ্বারা দেহের বাহ্য পথ রুদ্ধ হয়। বেদনাযুক্ত, এবং বায়ু মল ও মূত্র রোধকারী, পূর্ব্বোক্ত ঘন গ্রন্থির আকারে জঠরে তির্য্যক্ ভাবে উত্থিত হইলে প্রত্যষ্ঠীলা বলে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মস্তিষ্ক সংলগ্না যে সকল ধমনী মেরু দণ্ড আশ্রয় করিয়া দেহে সংযোজিতা হইয়াছে, তাহার মধ্যে জ্ঞান-বাহিনী নাড়ী প্রধান। মস্তিষ্ক হইতে মেরু দণ্ডের অন্তভাগ অবধি, সেই নাড়ীর মধ্যে বায়ু ও অগ্নিময়ী তাড়িৎ শক্তি নিয়তই আবাহিত ও প্রবাহিত হইতেছে। (বায়ুগ্নি ময়ী সা দেবি কুণ্ডলী পরমা কলা ইতি রুদ্র যামলে) সেই আবাহন ও প্রবাহণের প্রভাবে, মেরু দণ্ডের বহির্ভাগে অর্থাৎ যোনি মণ্ডলে, নাভির অধোভাগ হইতে অপান বায়ু আকৃষ্ট হয় এবং পুনরায় তথা হইতে নাভির অধোভাগ পর্য্যন্ত তাড়িত হয়। অর্থাৎ কুণ্ডলী শক্তির মস্তিষ্ক অভিমুখে আবাহন কালে অপান বায়ু যোনি মণ্ডলে আকৃষ্ট হয়, এবং মস্তিষ্ক হইতে প্রবাহণ কালে অপান বায়ু যোনি মণ্ডল হইতে নাভির অধোভাগ পর্য্যন্ত তাড়িত হয়। অপান বায়ুর সেই আকর্ষণ ও তাড়নের দ্বারা প্রাণ বায়ু আকৃষ্ট ও তাড়িত হয়। তাহাতেই শ্বাস প্রশ্বাস জন্মে। শ্বাসোচ্ছ্বাস বিভঞ্জনেন জগতাং জীবো যয়া ধার্য্যতে। সা মূলাম্বুজ গহ্বরে বিলসতী প্রোদ্দাম দীপ্তাবলিঃ ইতি ষট্‌চক্র নিরূপণং। সেই শ্বাস প্রশ্বাস দেহস্থ বায়ুর মূল। নাভি মণ্ডলে প্রাণ ও অপান উভয় বায়ুর কর্ষ্যের দ্বারা উভয়ের বেগের সাম্যভাব হয়। তাহাতে সেই স্থানে সমান বায়ু অবস্থিতি করিয়া জঠরাগ্নিকে রক্ষা করে। এই আকর্ষণের ও তাড়নের দ্বারা দৈহিক সমস্ত যন্ত্র সঞ্চালিত হয়। এবং সর্ব্ব শরীরে তাড়িৎ শক্তি বিশিষ্ট বায়ু সঞ্চরণ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অর্শের নিদান।

অর্শ ছয় প্রকার। বাত পিত্ত কফ শোণিত সন্নিপাত এবং সহজ, এই ছয়টী তাহার কারণ। অহিতাচারী ব্যক্তির বিরুদ্ধ আহার আসন পৃষ্ঠ যান বেগ-ধারণ প্রভৃতি কারণের দ্বারা দোষ কুপিত হইয়া, পৃথক্ রূপে অথবা দুইটি বা সমস্ত বা শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া প্রসরণ পূর্ব্বক প্রধান ধমনীর মধ্যে প্রবেশ করে। সেই ধমনীর দ্বারা অধোভাগে গুহ্যদেশে আগমন পূর্ব্বক সকল বলী দূষিত করিয়া মাংসাঙ্কুর জন্মায়। মন্দাগ্নি ব্যক্তিরই এই রোগটি বিশেষ রূপে ঘটিয়া থাকে। তৃণ কাষ্ঠ উপল লোষ্ট্র বস্ত্রাদি অথবা শীতল জল সংস্পর্শের দ্বারা সেই মাংসকন্দ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই অর্শঃ কহে। গুহ্যদেশ পঞ্চাঙ্গুল আয়ত। তাহাতে স্থূল অন্ত্রি সন্নিবিষ্ট আছে (১)। সেই সকল অন্ত্রি-সংলগ্ন পঞ্চাঙ্গুল পরিমিত স্থানকে গুহ্যদেশ কহে। গুহ্যদেশের অর্দ্ধাঙ্গুল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক অন্তরে প্রবাহণী বিসর্জ্জনী ও সম্বরণী নামে তিনটি বলি আছে। সেই বলি-ত্রয় চারি অঙ্গুলি আয়ত, তির্য্যক্ ভাবে স্থিত ও ঊর্দ্ধে এক অঙ্গুলি, সঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় বলয়াকারে জড়িত হইয়া উপর্য্যুপরি সংস্থিত আছে। (২) তাহাদিগের বর্ণ হস্তীর তালুর ন্যায়। গুহ্যদেশ-জাত

(১) মলাশয় হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত মল নিঃসরণের প্রণালীকে স্থূল অন্ত্র বলে।

(২) সেই স্থূল অন্ত্রিতে বলয়াকারে তিনটী পাক আছে। এক একটি পাকের বেধ এক অঙ্গুলি সেই তিনটী পাক ঊর্দ্ধে পাঁচ অঙ্গুলি।

রোমের অন্তভাগ হইতে যবের অর্দ্ধভাগ পরিমিত স্থানকে গুদৌষ্ঠ কহে।

প্রথম বলীর স্থান গুদৌষ্ঠ হইতে দুই অঙ্গুল পরিমিত। বলী জন্মিবার পূর্ব্ব অন্নে অশ্রদ্ধা, কষ্টে পরিপাক, অম্লাকা উরুদ্বয়ের ভার, উদরে শব্দ, কৃশতা অতিশয় উদ্গার, চক্ষুদ্বয়ের ফুলা, অন্ত্র কূজন, ও গুহ্যদেশ পরিকর্ত্তিত হইবার আশঙ্কা, এই সকল লক্ষণ ঘটে। পাণ্ডু গ্রহণী অথবা শোষ রোগীর বলী জন্মিবার সম্ভাবনা হইলে, কাস শ্বাস ভ্রম তন্দ্রা নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য ঘটে। এই সকল লক্ষণ জন্মিলে বলী প্রকাশ পায়।

বায়ু জনিত বলী শুষ্ক অরুণ বর্ণ, মধ্যস্থলে বিষম ও কদম্ব পুষ্প তুণ্ডিকেরী নাড়ীমুখ বা সূচীমুখের ন্যায় তাহার আকৃতি হইয়া থাকে। বায়ু-জন্য বলী হইলে অতিশয় টন্ টন্ করে, রোগী সংহত ভাবে (জড় শড় হইয়া) উপবেশন করে, কটী পৃষ্ঠ পার্শ্ব মেঢ্র গুহ্য ও নাভি প্রদেশে বেদনা জন্মে, অর্শ জন্য গুল্ম অষ্ঠীলা বা প্লীহা জন্মে, নখ চক্ষু দন্ত মুখ মূত্র ও পুরীষ কৃষ্ণ বর্ণ হয়।

পিত্ত-জন্য বলীর অগ্রভাগ নীল এবং সূক্ষ্ম। তাহা বিসর্পী (ক্রমে ক্রমে বিস্তীর্ণ হওয়া) ঈষৎ পীতবর্ণ বা যকৃতের ন্যায় আভা বিশিষ্ট, শুক পক্ষীর জিহ্বার ন্যায় সংস্থিত, যবের মধ্যভাগের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, ও জলৌকার মুখের ন্যায় সর্ব্বদা ক্লেদযুক্ত। পিত্ত-জন্য বলী জন্মিলে দাহযুক্ত রুধির নিঃসৃত হয়, জ্বর দাহ পিপাসা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব হয়, এবং নখ নয়ন দশন বদন মুত্র ও পুরীষ পীত বর্ণ হয়।

শ্লেষ্মা-জন্য বলী, শ্বেতবর্ণ, মহামূল বিশিষ্ট, দৃঢ় গোলাকার, স্নিগ্ধ (চক্‌চকে) পাণ্ডুবর্ণ, ও করীর পনসাস্থি (কাঁঠাল আটী) বা গোস্তনের ন্যায় আকার বিশিষ্ট, কঠিন, আস্রাবহীন (পূযাদি নিঃসৃত হয় না) ও অতিশয় কণ্ডু-বিশিষ্ট। ইহাতে শ্লেষ্মাযুক্ত ও পরিমাণে অতিরিক্ত মাংস-ধৌত জলের ন্যায় মল নিঃসৃত হয়, এবং ত্বক্ নখ নয়ন দশন বদন মূত্র ও পুরীষ শ্বেতবর্ণ হয়।

রক্তজন্য বলী, বটের অঙ্কুর বিদ্রুম বা কাকণন্তিকা ফলের ন্যায়, এবং পিত্ত জন্য বলীর সকল লক্ষণ বিশিষ্ট। ইহাতে মল কঠিন হইলে দুষ্ট শোণিত অধিক পরিমাণে হঠাৎ নিঃসৃত হইয়া থাকে। অতিশয় শোণিত নিঃসরণ হইলে শোণিতের অতিযোগ জন্য (যতই নিঃসরণ হয় ততই সঞ্চয় হওয়া-জন্য) নানা প্রকার উপদ্রব জন্মে। বলী সান্নিপাতিক হইলে, সকল দোষ ও সকল প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

সহজ অর্শ-রোগ, পিতা মাতার দূষিত শোণিত শুক্রের দ্বারা জন্মে। সহজ রোগে দোষ অনুসারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। এই রোগে দুর্দর্শন পরুষ পাণ্ডুবর্ণ কঠিন ও অন্তর্মুখ বলী জন্মে। ইহাতে রোগী কৃশ ও অল্পাহারী হয়, ও তাহার শরীরের শিরা সমস্ত দৃশ্য হয়, সন্তান অধিক জন্মে না, রেত ও স্বর ক্ষীণ হয়, স্বভাব ক্রোধশীল হয়, অগ্নি মন্দ হয়, শিরো নাসিকা চক্ষু কর্ণে রোগ জন্মে, এবং সর্ব্বদা অন্ত্র-কূজন উদরের শব্দ হৃদয়ের উপলেপ (শ্লেষ্মার দ্বারা) ও অরুচি প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হয়।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

মলদ্বারের বাহ্য দেশে ও মধ্য-ভাগে বলী হইলে বৈদ্য চিকিৎসা করিবে, অন্তর্ব্বলী হইলে রোগীকে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে।

দোষ কুপিত হইয়া মেঢ্র-দেশ আশ্রয় পূর্ব্বক মাংস ও শোণিত দূষিত করিয়া বঙ্ক্ষণের অভ্যন্তরে বা উপরিভাগে কণ্ডু জন্মায়। পরে কণ্ডুয়ন দ্বারা ক্ষত হইয়া সেই দূষিত মাংসে পিচ্ছিল রুধির-স্রাবী অঙ্কুর জন্মে। তদ্দ্বারা পুরুষত্ব নাশ হয়। সেই কুপিত দোষ যোনি-দেশ আশ্রয় করিলে, সুকুমার দুর্গন্ধ পিচ্ছিল রুধির স্রাবী ছত্রাকার অঙ্কুর সমস্ত জন্মায়। কুপিত দোষ ঊর্দ্ধগত হইলে, কর্ণ চক্ষু নাসিকা ও মুখে অর্শঃ রোগ জন্মায়। এই রোগ কর্ণে জন্মিলে বধির হয়, কর্ণশূল হয় ও কর্ণে পূয জন্মে। নেত্রে জন্মিলে বর্ত্মের বেদনা আস্রাব ও দৃষ্টিনাশ হইয়া থাকে। নাসিকাতে জন্মিলে প্রতিশ্যায়, অতিমাত্র ক্ষবথু (হাঁচি) কাস শ্বাস গ্রহণী, নাসিকাতে দুর্গন্ধি, সানুনাসিক বাক্য ও শিরঃ পীড়া, এই সকল উপদ্রব ঘটে। বক্ত্র-দেশে কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু প্রভৃতির মধ্যে কোন স্থান আশ্রয় করিলে, বাক্যের জড়তা রস জ্ঞানের অভাব এবং মুখ রোগ জন্মিয়া থাকে। ব্যান বায়ু কুপিত হইয়া শ্লেষ্মাকে গ্রহণ পূর্ব্বক দেহের বহির্ভাগে দৃঢ় কীলকের ন্যায় যে অর্শ-রোগ জন্মায় তাহাকে চর্ম্মকীলক-অর্শ কহে।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

সেই সকল কীলক, বায়ু কর্ত্তৃক তোদ বিশিষ্ট হয় শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক ত্বকের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ও গ্রন্থি সদৃশ হয়, এবং

পিত্ত-শোণিত কর্ত্তৃক,রুক্ষ কৃষ্ণ বা শুক্ল বর্ণ,ও খর স্পর্শ হইয়া থাকে। সামান্যতঃ, সংক্ষেপে যে সকল অর্শের লক্ষণ বলা হইল, চিকিৎসা করিতে হইলে অগ্রে সেই সকল লক্ষণ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। অর্শে দুই দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সংসর্গিক বলিয়া জানিবে। সংসর্গিক অর্শ-রোগ ছয় প্রকার। ত্রিদোষের জন্য অল্প-লক্ষণ বিশিষ্ট অর্শ রোগ হইলে যাপ্য বলিয়া নির্ণয় করা যায়। দ্বিতীয় বলীর স্থানে যে সকল দ্বন্দজ অর্শ-রোগ হয় অথবা যে সকল রোগ সংবৎসরের অধিক কাল জন্মিয়া থাকে, সে সকল রোগ কষ্ট-সাধ্য। সন্নিপাতিক বা সহজ রোগ হইলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। অর্শের দ্বারা সকল বলির স্থানই দূষিত হইলে, অপান বায়ু কুপিত হইয়া ও ব্যানের সহিত মিলিত হইয়া দেহের প্রভা নাশ করে।

তৃতীয় অধ্যায়।

অশ্মরী রোগের নিদান।

অশ্মরী চারি প্রকার। শ্লেষ্মাই তাহাদিগের আধার। শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক, বায়ু কর্ত্তৃক,পিত্ত কর্ত্তৃক এবং শুক্র কর্ত্তৃক অশ্মরী জন্মে। অসংশোধন-শীল ও অপথ্যকারী ব্যক্তির শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া বস্তিদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক অশ্মরী জন্মায়। ইহার পূর্ব্ব লক্ষণ——বস্তিদেশে পীড়া, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ, বস্তি শির মুষ্ক ও উপস্থে বেদনা, জ্বর, দেহের অবসন্নতা, ও মূত্রে ছাগলের ন্যায় (বোট্‌কা) গন্ধ। অশ্মরী রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ হইলে, কারণ ভেদে বেদনা ও মূত্রের বর্ণ দোষ গাঢ়তা ও আবিলতা হইয়া থাকে, ও তাহা কষ্টে নিঃসরণ হয়। রোগ উপস্থিত হইলে মেহন কালে (প্রস্রাব নিঃসরণ) নাভি বস্তি

সেবনী ও উপস্থ ইহাদিগের মধ্যে কোন স্থানে বেদনা হয়, এবং গোমেদের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, আবিল সিকতা-যুক্ত ও রুধির মিশ্রিত মূত্র, ধারাশূন্য হইয়া বিকীর্ণ-ভাবে নিঃসরণ হয়, এবং ধাবন লম্ফন সন্তরণ অশ্বাদির পৃষ্ঠে গমন বা পথশ্রমের দ্বারা বেদনা জন্মে। শ্লেষ্মা-জন্য অশ্মরী, শ্লেষ্মল অন্ন অত্যর্থ সেবনের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া, অধোভাগে বস্তি-মুখে অবস্থান পূর্ব্বক স্রোত-মার্গ রোধ করে। তদ্দ্বারা মূত্র প্রতিহত হইয়া ভেদকরণ বা সূচির দ্বারা বিদ্ধ করণের ন্যায় পীড়া জন্মায়, এবং বস্তি-দেশ গুরু ও শীতল হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাশ্মরী, শ্বেত স্নিগ্ধ বৃহৎ কুক্কুটাণ্ড বা মধুক পুষ্পের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট।

শ্লেষ্মা পিত্ত-যুক্ত হইলে সংহত ও পূর্ব্বোক্ত রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বস্তি-মুখে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক স্রোত-মার্গ রোধ করে। তাহাতে মূত্র প্রতিহত হইয়া উষ্ণতা চোষ দাহ এবং পাক হইবার ন্যায় যন্ত্রনা হয়, ও বস্তিদেশ উষ্ণ ও বায়ু-যুক্ত হয়। পিত্তাশ্মরী, রক্ত-যুক্ত, পীতের আভা বিশিষ্ট, ভল্লাতকের অস্থি-সদৃশ কৃষ্ণ বা মধুর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

বায়ু-যুক্ত শ্লেষ্মা সংহত ও পূর্ব্বোক্ত রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বস্তি মুখে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক নাড়ী পথ রোধ করে। তাহাতে তীব্র বেদনা জন্মে। বেদনায় অত্যর্থ পীড়িত হইলে, রোগী দন্তের দ্বারা দন্ত পেষণ করে, নাভি ও মেঢ্র-দেশ মর্দ্দন করিতে থাকে মলদ্বার স্পর্শ করিতে থাকে ও শীর্ণ হয়। বায়ু-জন্য অশ্মরী, শ্যাম বর্ণ পরুষ খর-স্পর্শ বিষম ও কদম্ব পুষ্পের ন্যায় কণ্টক যুক্ত।

দিবাস্বপ্ন অসম বা অতিরিক্ত আহারে এবং শীতল স্নিগ্ধ ও

মধুর পাকের দ্রব্য আহারে প্রিয় বলিয়া এই তিন প্রকার অশ্মরী বালকেরই বিশেষতঃ জন্মিয়া থাকে। তাহাদিগের শরীর ও বস্তি-দেশের পরিমাণ অল্প, ও শরীরে মাংস বৃদ্ধি না হওয়া প্রযুক্ত অশ্মরীটি বস্তি-দেশ হইতে অনায়াসে বাহির করা যায়। বয়ঃস্থ লোকের শুক্র-জন্য শুক্রাশ্মরী জন্মিয়া থাকে। মৈথুনের অভিঘাতে বা অতিরিক্ত মৈথুনের দ্বারা চলিত শুক্র নিঃসৃত না হইয়া অন্য পথে গমন করে। পরে বায়ু কর্ত্তৃক সেই শুক্র সেই সকল স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া মেঢ্র এবং মুষ্কের দ্বার-মধ্যে সঞ্চিত ও শুষ্ক হয়। তদ্দ্বারা মূত্র-মার্গ আবৃত হইয়া মূত্র-কৃচ্ছ্র বস্তি-বেদনা ও মুষ্ক-দ্বয়ের শ্বয়থু হয়। সেই স্থান পীড়ন করিলে (টিপিলে) অশ্মরী বিলয় হয় (মিলিয়া যায়)।

এই স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

শর্করা সিকতা ও ভস্মনামক মেহ, অশ্মরীর বিকৃতি মাত্র। শর্করা রোগেরও অশ্মরীর ন্যায় লক্ষণ ও যাতনা জানিবে। বিশেষ এই, যে শর্করা বায়ুর গুণের দ্বারা অল্প হয় ও নিঃসরণ হয়। বায়ু কর্ত্তৃক ভিন্ন-মূর্ত্তি হইয়াই কেবল শর্করা নাম প্রাপ্ত হয়। হৃৎপীড়া, উরুদ্বয়ের অবসন্নতা, কুক্ষি শূল বেপথু তৃষ্ণা বায়ুর ঊর্দ্ধ-গতি, শরীরের কৃষ্ণত্ব দৌর্ব্বল্য ও পাণ্ডুতা, অরুচি ও অপাক, শর্করা রোগে এই সকল উপদ্রব জন্মে। সেই শর্করা মূত্রনাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সঞ্চিত হইলে, দৌর্ব্বল্য সদন কৃশতা কুক্ষি-শূল অরুচি পাণ্ডুত্ব বায়ুর উষ্ণতা তৃষ্ণা হৃৎপীড়া ও বমি, এই সকল উপদ্রব জন্মে। নাভি পৃষ্ঠ কটি মুষ্ক উদর বঙ্ক্ষণ এবং উপস্থ, শরীরের এই

সমস্ত অংশই এক দ্বারে (এক অন্ত্রিতে) সংলগ্ন। তাহার মধ্যস্থলে বস্তি অধোমুখে স্থিত। সেই দ্বার বা অন্ত্রি অলাবুর আকারে স্থিত (১),এবং সমস্ত শিরা বা স্নায়ু তাহাতে মিলিত। বস্তি, বস্তির শিরা সমস্ত, উপস্থ মুরুদ্বয় ও মলদ্বার, ইহাদিগের সকলেরই মলদ্বারস্থ অস্থি-বিবরের সহিত সংযোগ থাকায়, পরস্পর একত্র সংবদ্ধ বলা যায়। মূত্রাধার ও মলাশয় প্রাণের আশ্রয় স্থান। নদী যেরূপ সাগরাভিমুখে জল বহন করে, পক্বাশয়গত মূত্রবহা নাড়ী সকলও সেই রূপ বস্তি-মধ্যে মূত্র বহন করে। যে সকল নাড়ী আমাশয়ের মধ্য হইতে মূত্র বহন করে, অতিশয় সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত তাহাদিগের মুখ উপলব্ধি হয় না। জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থায় মূত্র ক্ষরিত হইয়া মূত্রাশয় পরিপূর্ণ করে। যেমন নূতন ঘটের মুখ পর্য্যন্ত সলিল ন্যস্ত হইলে পুনর্ব্বার পার্শ্বস্থ নাড়ীর দ্বারা পূরিত হয়। সেই রূপ বস্তিদেশ মূত্রের দ্বারা পূর্ণ হয়। এই প্রকার বাত পিত্ত বা কফ, স্নেহ-সদৃশ পদার্থ প্রযুক্ত মূত্রের সহিত মিলিত হইয়া বস্তি-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অশ্মরী জন্মায়। যেমন নূতন কলসীতে নির্ম্মল জল রাখিলেও কালে তাহার তলে পঙ্ক সঞ্চিত হয়, সেই রূপে বস্তি-মধ্যে অশ্মরী জন্মে। যেমন আকাশীয় বায়ু অগ্নি ও বৈদ্যুতী শক্তির দ্বারা জল সংহত হইয়া হিমানী-খণ্ড জন্মায়, সেই রূপ বস্তির মধ্য-স্থিত শ্লেষ্মা, বায়ু ও উষ্ণতার দ্বারা সংহত হইয়া অশ্মরী জন্মায়। বায়ুর সরলতার দ্বারা বস্তিদেশে মূত্র সঞ্চারিত হয়। তাহার

(১) আমাশয় হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত অধোভাগে ক্রমশঃ এই অন্ত্রি অলাবুর আকারে অবস্থিত।

বিপরীত হইলে নানা প্রকার বিকার উপস্থিত হয়। মূত্রাঘাত প্রমেহ শুক্রদোষ ও মূত্রদোষ প্রভৃতি যে কিছু রোগ বস্তিদেশেই জন্মে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভগন্দর নিদান।

বাত পিত্ত শ্লেষ্মা সন্নিপাত এবং আগন্তু এই পঞ্চ কারণে, শত-পোনক উষ্ট্রগ্রীব পরিস্রাবী বিম্বুকাবর্ত্ত ও উন্মার্গী, এই পঞ্চ প্রকার ভগন্দর জন্মে। ভগ মলদ্বার ও বস্তিদেশ বিদীর্ণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ভগন্দর কহে। না পাকিলে পীড়কা ও পাকিয়া উঠিলে ভগন্দর বলা যায়। কটি ও কপাল দেশে (মস্তকের উপরিভাগে) বেদনা এবং মলদ্বারের কণ্ডূ দাহ ও শোফ, এই গুলি ভগন্দরের পূর্ব্ব লক্ষণ।

অপথ্য-সেবনশীল ব্যক্তির বায়ু কুপিত হইয়াও স্থিরভাবে থাকিয়া (অর্থাৎ ঊর্দ্ধগামী না হইয়া), মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে এক অঙ্গুলি বা দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের মাংস ও শোণিত দূষিত করিয়া রক্তবর্ণ পীড়কা জন্মায়। তদ্দারা মলদ্বারে তোদ প্রভৃতি যাতনা হয়, এবং প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে। মূত্রাশয়ের সহিত সংযোগ থাকায় ব্রণ ক্লেদযুক্ত হয়, এবং শত-পোনকের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রের দ্বারা ব্রণ ক্লেদ-পূর্ণ হয়। সেই সকল ছিদ্র হইতে ফেনাযুক্ত আস্রাব অজস্র নিঃসরণ হইতে থাকে। ব্রণেও তাড়িত হওনের ন্যায় ও ভিন্ন ছিন্ন বা সূচির দ্বারা বিদ্ধ হওনের ন্যায় যাতনা জন্মে, মল দ্বারও বিদীর্ণ হয়, এবং সেই সকল ছিদ্র

হইতে বাত মূত্র পুরীষ ও রেতঃ নিঃস্থত হয়। ইহাকে শত পোনক ভগন্দর কহে।

পিত্ত কুপিত ও বায়ুকর্ত্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় মলদ্বারে অবস্থিত হইয়া রক্ত-বর্ণ সূক্ষ্ম উন্নত উষ্ট্রগ্রীবা-সদৃশ পীড়কা জন্মায়। তাঁহাতে উষ্ণতা দাহ প্রভৃতি যাতনা হয় ও প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে। ব্রণেও অগ্নি ও ক্ষারের দ্বারা দগ্ধ হওনের দাহ জন্মে, এবং উষ্ণ ও দুর্গন্ধ আস্রাব নিঃসরণ হয়। এ অবস্থায় উপেক্ষিত হইলে, তাহা হইতে বাত মূত্র পূরীষ ও রেতঃ নিঃসরণ হয়। ইহাকে উষ্ট্রগ্রীব ভগন্দর কহে।

শ্লেষ্মা কুপিত ও বায়ু কর্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া, পূর্ব্ববৎ গুহ্যদেশে অবস্থান পূর্ব্বক শুক্লবর্ণ স্থির কণ্ডু-যুক্ত পিড়কা জন্মায়। তাহাতে কণ্ডূ প্রভৃতি উপদ্রব হয়, প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে, ব্রণও কঠিন সংরম্ভী ও কণ্ডূ বিশিষ্ট হয়, ও তাহা হইতে পিচ্ছিল আস্রাব অজস্র নিঃসরণ হইতে থাকে। এ অবস্থায় উপেক্ষিত হইলে, ব্রণ হইতে বাত মূত্র পুরীষ ও রেতঃ নিঃসরণ হইতে থাকে। ইহাকে পরিস্রাবী ভগন্দর কহে।

বায়ু কুপিত হইয়া কুপিত পিত্ত ও শ্লেষ্মা গ্রহণ পূর্ব্বক অধোভাগে গমন করে। তথায় পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ও সকল প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট পীড়কা জন্মায়। তাহাতে তোদ দাহ কণ্ডূ প্রভৃতি বেদনা বিশেষ হয়, প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে ও ব্রণ হইতে নানা বর্ণের আস্রাব নিঃসরণ হয়। পূর্ণ নদীর আবর্ত্তের ন্যায় ইহার

আকার। ইহাতে বেদনা বিশেষ জন্মে। ইহাকে শম্বুকাবর্ত্ত ভগন্দর কহে।

মূঢ় মাংসলুব্ধ ব্যক্তি অন্নের সহিত যে অস্থি-শল্য ভোজন করে, তাহা অবগাঢ় মলের সহিত মিশ্রিত হয়, ও অপান বায়ু কর্ত্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া নির্গমন কালে তাহার দ্বারা মলদ্বার ক্ষত হয়। সেই ক্ষত-জন্য কোথ জন্মে। আর্দ্র ভূমিতে যে রূপ কৃমি জন্মে, পূয-রক্ত-অবকীর্ণ সেই মাংস কোথে সেই রূপ কৃমি জন্মে। সেই সকল কৃমি কর্ত্তৃক মলদ্বারের সকল পার্শ্ব ভক্ষিত হইয়া বিদীর্ণ হয়। সেই সকল কৃমিকৃত ছিদ্র হইতে বাত মূত্র পুরীষ ও রেতঃ নিঃসরণ হয়। ইহাকে উন্মার্গী ভগন্দর কহে। বায়ু নির্গমন স্থানে যে সকল অল্প উপদ্রব ও শোফ বিশিষ্ট রোগ জন্মিয়া শীঘ্র নিবৃত্তি হয় তাহাদিগকে পীড়কা বলে। পীড়কা ভগন্দর হইতে ভিন্ন। যে পীড়কাতে ভগন্দর জন্মে তাহা ইহার বিপরীত। যে পীড়কায় ভগন্দর হয় তাহা পায়ুর দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে জন্মে, এবং গূঢ়মূল ও বেদনা এবং জ্বর বিশিষ্ট হইয়া থাকে। যানে গমন বা মল ত্যাগ করিলে, পায়ুদেশে কণ্ডূ বেদনা দাহ ও শোফ হওয়া, ও কটিতে বেদনা হওয়া, ভগন্দরের পূর্ব্ব লক্ষণ। সকল প্রকার ভগন্দরই ঘোর দুঃখের কারণ। তাহাদিগের মধ্যে ত্রিদোষ জন্য ও ক্ষতজন্য ভগন্দর অসাধ্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

কুষ্ঠ-নিদান।

মিথ্যা আহার বা আচরণ (১) করিলে, বিশেষতঃ গুরু-পাক বিরুদ্ধ অসাত্ম্য (২) বা অজীর্ণ-জনক দ্রব্য আহার করিলে, গ্রাম্য অনূপ বা জল-জাত জন্তুর মাংস দুগ্ধের সহিত সর্ব্বদা ভোজন করিলে, বা যে জল উষ্ণতার দ্বারা তাপিত তাহাতে অবগাহন করিলে, অথবা বমন কালে কোন রূপ বাধা প্রযুক্ত বমন না হইতে পাইলে, বায়ু বৃদ্ধি হইয়া ও কুপিত পিত্ত-শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া, তির্য্যক্-গামিনী সকল সিরা-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শরীরের বাহ্য প্রদেশে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। যে যে স্থানে দোষ বিক্ষিপ্ত হয়, সেই সেই স্থানে ত্বকের উপরিভাগে মণ্ডলাকার হইয়া ক্রমশঃ দোষ বৃদ্ধি হয়, প্রতীকার না করিলে অভ্যন্তরস্থ সকল ধাতু ক্রমশঃ দূষিত হইতে থাকে। ত্বকের পারুষ্য ভাব, অকস্মাৎ রোম-হর্ষ কণ্ডূ, অতিশয় স্বেদ-নিঃসরণ বা এক কালীন স্বেদের অভাব, নিঃসৃত রক্তের কৃষ্ণ বর্ণতা ও ত্বকের ম্লানতা, পূর্ব্ব এই সকল লক্ষণ হয়।

কুষ্ঠ অষ্টাদশ প্রকার। তাহার মধ্যে মহাকুষ্ঠ সপ্ত প্রকার, এবং ক্ষুদ্র কুষ্ঠ একাদশ প্রকার। অরুণ ঔডুম্বর ঋষ্যজিহ্ব কপালক কাকণক পুণ্ডরীক ও দদ্রুকুষ্ঠ, এই সপ্ত প্রকার মহা কুষ্ঠ। স্থূলারুষ্ক (আয়ত ব্রণ), মহাকুষ্ঠ, এক-

(১) নিষ্প্রয়োজনে আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতি কার্য্যকে মিথ্যা আহার বিহার বলা যায়।

(২) প্রকৃতির বিপরীত।

কুষ্ঠ চর্ম্মদল, বিসর্প, পরিসর্প, সিধ্ম বিচর্চ্চিকা, কিটিম পামা রকসা, এই একাদশ প্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠ।

সকল প্রকার কুষ্ঠই বাত পিত্ত শ্লেষ্মা এবং ক্রিমি বিশিষ্ট।

তাহার মধ্যে বায়ু কর্ত্তৃক অরুণ, পিত্ত-কর্ত্তৃক ঔডুম্বর ঋষ্যজিহ্ব, কপালক কাকণক, এবং শ্লেষ্মা-কর্ত্তৃক পৌণ্ডরীক ও দদ্রু কুষ্ঠ জন্মে। তাহারা যতই ধাতু-মধ্যে প্রবেশ করে, ততই মহৎ গুরুতর-চিকিৎসা-সাধ্য ও অসাধ্য হইয়া উঠে।

বায়ু কর্ত্তৃক অরুণ বর্ণ তনু (পাতলা) বিসর্পী (চতুর্দ্দিকে ব্যাপনশীল) তোদ ভেদ ও ম্লানতা যুক্ত হইলে, তাহাকে অরুণ নামক কুষ্ঠ কহে। পিত্ত কর্ত্তৃক পক্ক ঔডুম্বর ফলের ন্যায় বর্ণ হইলে তাহাকে ঔডুম্বর কহে। ঋষ্যের (মৃগ বিশেষ) জিহ্বার ন্যায় হইলে ঋষ্যজিহ্ব কহে। কৃষ্ণ বর্ণ কপাল খণ্ডের সদৃশ হইলে কপাল কুষ্ঠ কহে। কাকণন্তিকা (কুচ) ফলের ন্যায় অতীব কৃষ্ণ ও রক্ত বর্ণ হইলে কাকণক কহে। শেষোক্ত চারিটির ওষ চোষ দাহ উষ্ণতা শীঘ্র উত্থান, পাক ভেদ ও ক্রিমি জন্মান, সামান্যতঃ এই কয়েক প্রকার লক্ষণ হয়। পদ্ম পত্রের ন্যায় আকৃতি হইলে পৌণ্ডরীক কহে। অতসী পুষ্পের ন্যায় বর্ণ বা তাম্রবর্ণ বিসর্পী পিড়কা বিশিষ্ট হইলে দদ্রু কুষ্ঠ বলে। উৎসন্নতা (উন্নত হওয়া) পরিমণ্ডলতা (চাকা চাকা) কণ্ডূ, ও বিলম্বে উত্থিত হওয়া, উপর্য্যুক্ত দুই প্রকার কুষ্ঠের এই গুলি সামান্য লক্ষণ।

অতঃপর ক্ষুদ্র কুষ্ঠের লক্ষণ বলা যাইতেছে।

সন্ধিস্থানে অতিশয় দারুণ ও স্থূল ব্রণ হইলে তাহাকে স্থূলারুষ্ক কহে। ত্বকের সঙ্কোচ ভাব ভিন্নতা ও ম্লানতা এবং অঙ্গের অবসন্নতা, এই গুলি মহাকুষ্ঠের লক্ষণ। যদ্দ্বারা শরীর কৃষ্ণ-বর্ণ হয়, তাহাকে এককুষ্ঠ কহে। এই রোগ অসাধ্য। করতলে ও পদতলে কণ্ডু ব্যথা ওষ এবং চোষ জন্মিলে চর্ম্মদল কহে। বিসর্প রোগের ন্যায় ত্বক্ রক্ত ও মাংস দূষিত করিয়া ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইলে, ও মূর্চ্ছা দাহ স্ফূর্ত্তি-হীনতা তোদ ও পাক এই সকল উপদ্রব হইলে, তাহাকে বিসর্পী কহে। পীড়কা (দাড় বা ফুরকুনি) হইতে রস নিঃসৃত হইয়া প্রসারিত হইতে থাকিলে পরিসর্প কহে। শরীরের ঊর্দ্ধ-দেশে কণ্ডু-বিশিষ্ট শ্বেত বর্ণ অপ্রসারণশীল যে কুষ্ঠ জন্মে তাহাকে সিধ্ম কহে। শরীরে যে রেখাযুক্ত রুক্ষ এবং অতিশয় কণ্ডু ও বেদনা বিশিষ্ট কুষ্ঠ জন্মে উহাকে বিচর্চ্চিকা কহে। পাদে কণ্ডু দাহ বেদনা বিশিষ্ট কুষ্ঠ জন্মিলে বিপাদিকা কহে। মণ্ডলাকার ঘন উগ্র কণ্ডু বিশিষ্ট স্নিগ্ধ কৃষ্ণ-বর্ণ স্রাবী কুষ্ঠ হইলে কিটিম কহে। স্রাবী অল্প কণ্ডু ও দাহ বিশিষ্ট হইলে পামা কহে। প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা জন্মিয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। প্রথম দাহযুক্ত স্ফোট হইয়া পাণি পাদ ও নিতম্ব দেশে জন্মিলে কচ্ছু (খোস) কহে। স্রাবহীন অথচ কণ্ডু-বিশিষ্ট পীড়কা জন্মিলে রকসা কহে। অরুষ্ক সিধ্ম রকসা, মহাকুষ্ঠ এবং

এক-কুষ্ঠ ইহারা কফজ। পরিসর্প-কুষ্ঠ বায়ু-জন্য ও অবশিষ্ট সকল কুষ্ঠ পিত্ত-জন্য জন্মে।

কিলাস (ছুলী) এক প্রকার কুষ্ঠ। ইহা তিন প্রকার, বায়ু-জন্য পিত্তজন্য ও শ্লেষ্মা-জন্য। উভয়ের ভেদ এই যে ছুলী ত্বকে জন্মে ও অপরিস্রাবী। ইহা বায়ুজন্য হইলে, মণ্ডলাকার অরুণবর্ণ পরুষ ও পরিধ্বংসি হয়। পিত্তজন্য হইলে পদ্মপত্র সদৃশ ও দাহযুক্ত হয়। শ্লেষ্মাজন্য হইলে, শ্বেতবর্ণ স্নিগ্ধ বহুল ও কণ্ডু বিশিষ্ট হয়। তাহার মধ্যে মণ্ডলাকার ও রক্তবর্ণ রোম বিশিষ্ট হইয়া, শরীরের অন্তভাগে জন্মিলে বা অগ্নিদগ্ধ হইলে অসাধ্য হয়। কুষ্ঠ-রোগ বায়ু-জন্য হইলে, বেদনা ত্বকের সঙ্কোচ ভাব ও ম্লানতা স্বেদ শোফ ভেদ কুণতা (ক্ষয় হইয়া ছোট হওয়া) ও স্বরের উপঘাত হয়। পিত্তজন্য হইলে, পাক অবদারণ (ফাটিয়া যাওয়া), অঙ্গুলি পতন কর্ণ নাসা ভঙ্গ ও চক্ষু রক্ত বর্ণ হয়। শ্লেষ্মা জন্য হইলে, কণ্ডু বর্ণ-ভেদ শোফ আস্রাব ও গৌরব জন্মে। তাহাদিগের মধ্যে পিতা মাতার শুক্র শোণিত দোষে, পৌণ্ডরীক বা কাকণক কুষ্ঠ রোগ জন্মিলে আরোগ্য হয় না।

যেমন বনস্পতি সকল কাল সহকারে বৃষ্টির দ্বারা বদ্ধমূল হইয়া ক্রমশঃ ভূমির অভ্যন্তর-দেশে প্রবেশ করে, কুষ্ঠও সেই রূপ ত্বকে উৎপন্ন হইয়া, প্রতীকার না করিলে কাল সহকারে ক্রমশঃ সকল ধাতু-মধ্যে ব্যাপ্ত হয়। কুষ্ঠ ত্বকে আশ্রয় করিলে, স্পর্শ জ্ঞানের হানি, স্বেদ, ঈষৎ কণ্ডু বিবর্ণতা ও রুক্ষতা এই সকল লক্ষণ ঘটে। শোণিতে আশ্রয় করিলে,

ত্বকের সুপ্ততা, রোম-হর্ষ স্বেদ ও কুষ্ঠে কণ্ডু পূয ও কর্কশতা জন্মে। মাংসে আশ্রয় করিলে, কুষ্ঠে তোদ স্ফোট স্থিরতা কার্কশ্য ও পীড়কা জন্মে, এবং কুষ্ঠের বাহুল্য ও মুখশোষ হয়। মেদ আশ্রয় করিলে, কুষ্ঠে দুর্গন্ধ উপদেহ (কীট বিশেষ) পূয ও কৃমি জন্মে এবং গাত্র-ভেদ হয়। অস্থিগত মজ্জা আশ্রয় করিলে, নাসা ভঙ্গ, চক্ষুর রক্ত-বর্ণতা, ক্ষত স্থানে কৃমি জন্মান, ও স্বরের উপঘাত (স্বর ভঙ্গ) এই সকল লক্ষণ হয়।

শুক্র-স্থান আশ্রয় করিলে, পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণ হয়, এবং কুণতা, অঙ্গের সঞ্চালন শক্তির হ্রাস, সন্তেদ ও ক্ষত স্থান প্রসারিত হওয়া, এই লক্ষণ গুলিও জন্মে। কুষ্ঠ রোগ কর্ত্তৃক স্ত্রী অথবা পুরুষের শোণিত বা শুক্র দূষিত হইলে, তাহাদিগের যে সন্তান জন্মে সেও কুষ্ঠিত হয়। আত্মবান্ ব্যক্তির ত্বক-গত রক্ত-গত বা মাংস-গত কুষ্ঠ সাধ্য, মেদগত হইলে যাপ্য, এবং মেদের উত্তর (অস্থি প্রভৃতি) কোন ধাতুকে আশ্রয় করিলে, অসাধ্য হয়। ব্রহ্মহত্যা স্ত্রী হত্যা সাধুহত্যা পরস্ব হরণ প্রভৃতি কর্ম্ম হইতে এই পাপ কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া কথিত আছে। শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে যে কুষ্ঠ রোগে মৃত্যু হইলে পুনর্জন্মেও কুষ্ঠ রোগ হয়। অতএব কুষ্ঠের ন্যায় কষ্টতর রোগ আর নাই। আহার আচারের দ্বারা বা শাস্ত্রোক্ত কোন মহতী ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের দ্বারা, অথবা বিশিষ্ট ঔষধ বা তপস্যার দ্বারা এই রোগ হইতে যে ব্যক্তি মুক্ত হন, তিনি পবিত্র গতি লাভ করেন। একত্র শয়ন ভোজন বা উপবেশন বা আলাপ

করিলে, সংস্পর্শ হইলে, নিশ্বাস লাগিলে, অথবা রোগীর বস্ত্র মাল্য বা অনুলেপন ব্যবহার করিলে, কুষ্ঠ জ্বর শোষ ও চক্ষের অভিষ্যন্দ রোগ প্রভৃতি সকল ঔপসর্গিক রোগ, এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রমন করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রমেহ নিদান।

দিবা স্বপ্ন অপরিশ্রমী আলস্য প্রসক্ত হইলে, ও শীতল স্নিগ্ধ মধুর দ্রব অন্ন সেবন করিলে, নিশ্চয়ই প্রমেহ জন্মে। এই রূপ অহিতাচারী পুরুষের বাতপিত্ত শ্লেষ্মা পরিপাক না হইয়াই মেদ-ধাতুর সহিত একত্র হইয়া মূত্র-বাহিনী নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অধোভাগে গমন করে। তথায় বস্তি-মুখ আশ্রয় করিয়া ভেদ করণের ন্যায় যন্ত্রণা জন্মায়। সেই কালে প্রমেহ রোগ জন্মে। করতল ও পাদতলে দাহ, দেহ স্নিগ্ধ পিচ্ছিল ও ভার, মূত্র শুক্ল-বর্ণ ও মধুর, তন্দ্রা অবসাদ পিপাসা দুর্গন্ধ শ্বাস, তালু গলদেশ জিহ্বা ও দন্তে মলের উৎ-পত্তি, কেশের জটিল ভাব এবং নখবৃদ্ধি, প্রমেহ রোগের এই গুলি পূর্ব্বলক্ষণ। সকল প্রকার প্রমেহেই মূত্র, আবিল ও পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে। প্রমেহ রোগ মাত্রেই সকল-দোষ-সম্ভূত ও পীড়কা বিশিষ্ট (১)।

উদক ইক্ষু সুরা সিকতা শনৈঃ লবণ পিষ্ট সান্দ্র শুক্র ও ফেন এই দশ বিধ মেহ কফ-জন্য। কফ-জন্য মেহে দোষ ও শারীরিক দূষিত-পদার্থের একই প্রতীকার বলিয়া এই

---

(১) প্রমেহ রোগে জননেন্দ্রিয়ের উপরি ভাগে যে ব্রণ জন্মে তাহাকে পীড়কা বলে।

দশবিধ কফজন্য মেহ সাধ্য (২)। নীল হরিদ্রা অম্ল ক্ষার মঞ্জিষ্ঠা শোণিত এই ছয় প্রকার মেহ পিত্ত-জন্য। দোষ এবং দূষিত পদার্থের বিপরীত প্রতীকার বলিয়া এই ছয় প্রকার মেহ যাপ্য (৩)। সর্পি বসা ক্ষৌদ্র ও হস্তিমেহ, এই চারি প্রকার মেহ বায়ু-জন্য। দোষ ও দূষিত পদার্থের অতিশয় বৈপরীত্য বলিয়া ইহারা অসাধ্য।

শ্লেষ্মা, বায়ু পিত্ত ও মেদের সহিত মিলিত হইয়া, শ্লেষ্মজন্য মেহ জন্মায়। পিত্ত, বায়ু কফ ও শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া পিত্ত-জন্য মেহ জন্মায়। বায়ু, কফ পিত্ত বসা ও মজ্জার সহিত মিলিত হইয়া বায়ু-জন্য মেহ জন্মায়।

শ্লেষ্মাজন্য যে দশ প্রকার মেহ জন্মে। তাহার মধ্যে উদক-মেহে শ্বেতবর্ণ বেদনা-হীন উদক-সদৃশ মেহ নিঃসৃত হয়। ইক্ষু মেহে ইক্ষুরস তুল্য, সুরামেহে সুরা তুল্য, সিকতা মেহে অতিশয় যন্ত্রণার সহিত সিকতা বিশিষ্ট প্রস্রাব নিঃসৃত হয়। শনৈঃ-মেহে অধিক পরিমাণে কফ-যুক্ত প্রস্রাব অল্প অল্প নিঃসৃত হয়। লবণ-মেহে লবণ তুল্য, ও পিষ্ট-মেহে পিষ্টরস তুল্য প্রস্রাব নিঃসৃত হয়, এবং তৎকালে রোগির শরীর লোমাঞ্চ হয়। সান্দ্র-মেহে প্রস্রাব আবিল ও সান্দ্র হয়। শুক্র মেহে শুক্রের ন্যায়, এবং ফেন মেহে ফেনাযুক্ত হইয়া স্তোকে স্তোকে নিঃসরণ হয়।

(২) এ স্থলে দোষ কফ ও দূষিত পদার্থ মেদ, ইহাদিগের উভয়েরই একই প্রকৃতি, এজন্য এক প্রতীকারে উভয়ের শান্তি হয়।

(৩) এ স্থলে পিত্তের শান্তি করিতে গেলে মেদ বৃদ্ধি হয়, এবং মেদের শান্তি করিলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়। ইহাই দোষ ও দূষিত পদার্থের বৈপরীত্য।

অতঃপর পিত্ত-নিমিত্ত যে ছয় প্রকার মেহ জন্মে, তাহার বিষয় বলা যাইতেছে। নীল মেহে ফেনাযুক্ত নির্ম্মল নীল বর্ণ প্রস্রাব নিঃসরণ হয়। হরিদ্রা মেহে দাহ যুক্ত হরিদ্রা বর্ণ প্রস্রাব হয়। অম্ল-মেহে অম্লরস ও গন্ধ বিশিষ্ট, ক্ষার-মেহে পরিস্রুত ক্ষারের ন্যায়, মঞ্জিষ্ঠা-মেহে মঞ্জিষ্ঠার জলের ন্যায়, এবং শোণিত-মেহে, শোণিতের ন্যায় প্রস্রাব হয়।

বাত নিমিত্ত চারি প্রকার প্রমেহের মধ্যে সর্পি-মেহে সর্পির ন্যায়, বসা-মেহে বসার ন্যায়, এবং ক্ষৌদ্র-মেহে ক্ষৌদ্রের ন্যায় রস ও বর্ণ বিশিষ্ট প্রস্রাব হয়। হস্তি মেহে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় প্রস্রাবের পর লিঙ্গ বৃদ্ধি হয়। শ্লেষ্মা-জন্য মেহে, গাত্রে মক্ষিকার উপসর্পণ (গায়ে মাছী বসা), আলস্য মাংস-বৃদ্ধি প্রতিশ্যায় অঙ্গের শিথিলতা অরুচি, সম্যক্ পরিপাকের অভাব, কফ নিঃসরণ বমন কাস ও শ্বাস, এই সকল উপদ্রব জন্মে।

পিত্ত-জন্য মেহে, বৃষণ দ্বয়ের অবদরণ (লম্বিত হওয়া) বস্তি ভেদ (মল নিঃসরণ) মেঢ় তোদ (উপস্থের টন্‌টনানি) হৃদিশূল অম্লিকা জ্বর অতিসার অরুচি বমন গাত্রের উদ্ভাব দাহ মূর্চ্ছা পিপাসা নিদ্রানাশ পাণ্ডু-রোগ ও বিষ্ঠা মূত্রের পীত বর্ণতা, এই সকল উপদ্রব জন্মে। বাত-জন্য মেহে, হৃদ্‌গ্রহ (বক্ষদেশ টেনে ধরা), চঞ্চলতা নিদ্রার অভাব স্তম্ভ কম্প শূল ও পুরীষ বদ্ধ হওয়া, এই সকল লক্ষণ জন্মে। শরীরে বসা মেদ অধিক থাকিলে, এবং ধাতু সমস্ত ত্রিদোষের দ্বারা দূষিত হইলে, প্রমেহ রোগীর শরীরে দশবিধ পিড়কা জন্মে। যথা শরাবিকা সর্ষপিকা কচ্ছপিকা জালিনী বিনতা পুত্রিণী মসূরিকা অলজী বিদারিকা ও বিদ্রধিকা। শরাবের

ন্যায় পরিমাণ ও তাহার ন্যায় মধ্যস্থল নিম্ন হইলে, শরাবিকা কহে। শ্বেত-সর্ষপের তুল্য পরিমাণ ও তাহার ন্যায় শরীরে সংস্থিত হইলে সর্ষপী কহে। দাহ-যুক্ত ও কূর্ম্মের ন্যায় সংস্থিত হইলে কচ্ছপিকা কহে। তীব্র দাহ-যুক্ত ও মাংস-জালে আবৃত হইলে জালিনী কহে। পীড়কা নীল বর্ণ ও উন্নত হইলে বিনতা কহে। পীড়কা সঙ্কুচিত ও উন্নত হইলে পুত্রিণী কহে। মসূরের ন্যায় সংস্থিত হইলে মসূরিকা কহে। রক্ত ও শ্বেত বর্ণ কঠিন স্ফোট-যুক্ত পীড়কা হইলে অলজী কহে। ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় গোল ও কঠিন হইলে বিদারিকা কহে। বিদ্রধির লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে বিদ্রধিকা কহে। যে প্রকার মেহ হয় পীড়কা সেই মেহ জন্য জানিবে। দুর্ব্বল অবস্থায় মলদ্বারে হৃদয়ে মস্তকে অংসদেশে পৃষ্ঠে ও মর্ম্মস্থানে উপদ্রব বিশিষ্ট পীড়কা জন্মিলে পরিত্যাগ করিবে। সমস্ত শরীর নিষ্পীড়ন করিয়া যদি মেদ মজ্জা ও বসা যুক্ত আস্রাব বায়ু কর্ত্তৃক অধোভাগে নিঃসৃত হয়, তবে তাহা বায়ু-জন্য অসাধ্য বলিয়া জানিবে। প্রমেহের পূর্ব্ব লক্ষণের ভাব দৃষ্ট হইলে ও মূত্র কিছু অধিক পরিমাণে হইলেই প্রমেহ বলিয়া নির্ণয় করিবে। পূর্ব্ব লক্ষণের সমস্ত বা কিয়দংশ দৃষ্ট হইলে ও অত্যর্থ মূত্রের প্রবৃত্তি থাকিলে, প্রমেহ বলিয়া নির্ণয় করিবে। পীড়কাতে অতিশয় পীড়িত ও উপদ্রব বিশিষ্ট হইলে মধু মেহ বলা যায়। মধু মেহ অসাধ্য। মধুমেহী রোগী কোন স্থানে গমন করিলে শ্রান্তি প্রযুক্ত উপবেশন করিতে ইচ্ছা করে, উপবেশন করিয়া শয়ন করিতে ইচ্ছা করে, শয়ন করিয়া নিদ্রা ইচ্ছা করে।

যেমন পঞ্চ প্রধান বর্ণের সংযোগের তারতম্যে শবল বভ্রু কপিল কপোত-মেচক প্রভৃতি নানা বর্ণের উৎপত্তি হয়। সেই রূপ দোষ ধাতু মল ও আহারের সংযোগের তারতম্যে প্রমেহের বিবিধ প্রকার কারণ হয়।

এই স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

সকল প্রমেহই কাল গত হইলে যখন অপ্রতিবিধেয় হইয়া উঠে, তখন মধু মেহত্ব প্রাপ্ত হয়। মধু-মেহত্ব প্রাপ্ত হইলে অসাধ্য হইয়া পড়ে।

সপ্তম অধ্যায়।

উদরী রোগের নিদান।

ধার্ম্মিক প্রবর ধন্বন্তরি বিনয়াবনত শিষ্য ব্রহ্মর্ষি পুত্র সুশ্রুতকে উপদেশ করিতেছেন। শরীরস্থ সকল দোষ পৃথক্ ভাবে অথবা মিলিত হইয়া প্লীহোদর বদ্ধ-গুদ আগন্তুক ও দকোদর প্রভৃতি উদর-রোগ জন্মায়। শুষ্ক ও পূতি অন্ন সেবনের দ্বারা, অথবা স্নেহাদি মিথ্যা আচরণের দ্বারা দুর্ব্বলাগ্নি বা অহিত ভোজন-শীল-প্রাণীর দোষ বৃদ্ধি হয়। সেই বর্দ্ধিত দোষ কোষ্ঠ-দেশে গমন পূর্ব্বক গুল্মাকৃতি ও স্পষ্ট-লক্ষণ বিশিষ্ট ঘোরতর উদরী রোগ জন্মায়। স্নেহ সদৃশ অন্নের সার ভাগ, কোষ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়া ও কুপিত বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া, ত্বক্ উন্নমন পূর্ব্বক জঠর-দেশ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করে। বল বর্ণ ও রুচি বিনষ্ট হওয়া ও জঠরে রেখা সমস্ত দৃশ্য হওয়া তাহার পূর্ব্ব রূপ। জীর্ণের অপরিজ্ঞান (জঠর দেশে সর্ব্বদা ভার বোধ থাকা), অন্নের দ্বারা গলা জ্বালা করা, বস্তি দেশে পীড়া, পাদ-শোফ, পার্শ্ব

উদর পৃষ্ঠ ও নাভি দেশ বৃদ্ধি ও সেই সমস্ত অঙ্গ কৃষ্ণ বর্ণ শিরার দ্বারা বদ্ধ, উদর, শূল ও আনাহের ন্যায় উগ্র শব্দ-যুক্ত ও তোদ ভেদ বিশিষ্ট, এই প্রকার উদরী রোগ বায়ু জন্য। শোষ তৃষ্ণা জ্বর ও দাহ বিশিষ্ট, পীতবর্ণ শিরাবদ্ধ, নেত্রে মল, মূত্র নখ ও মুখ পীত বর্ণ, উদরী-রোগে এই সকল উপদ্রব ঘটিলে পিত্তোদরী বলা যায়। পিত্তোদরী শীঘ্র বৃদ্ধি হয়। জঠর-দেশ শীতল ও শুক্লবর্ণ শিরার দ্বারা ব্যাপ্ত, নখ ও মুখ শুক্ল বর্ণ, শরীর স্নিগ্ধ, অতিশয় শোফ এবং অবসাদ বিশিষ্ট, কফোদরের এই সকল লক্ষণ। কফোদর বিলম্বে বৃদ্ধি হয়। অসাধু বৃত্তা স্ত্রীলোকের দ্বারা নখ রোম মূত্র মল বা আর্ত্তব যুক্ত অন্ন পান প্রদত্ত হইলে, বা শত্রু কর্ত্তৃক বিষ প্রদত্ত হইলে, অথবা দূষিত জল বা দূষীবিষ সেবন করিলে, রক্ত ও দোষ কুপিত হইয়া জঠরে সান্নিপাতিক লক্ষণ বিশিষ্ট ঘোর উদরী রোগ জন্মায়। শীতল বায়ু প্রবাহিত ও মেঘাবৃত দিনে এই রোগে দোষ সকল কুপিত হইয়া দাহ জন্মায়, রোগী মূর্চ্ছিত পাণ্ডুবর্ণ কৃশ ও তৃষ্ণায় শুষ্ক হয়। ইহাকে দূষ্যোদর কহে। অতঃপর প্লীহোদর কহিতেছি শ্রবণ কর। যাহারা বিদাহী ও অভিষ্যন্দ জনক (চক্ষুরোগকর) দ্রব্য ভোজনে অনুরক্ত, তাহাদিগের রক্ত ও শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া প্লীহা বর্দ্ধন করে। ইহাকে প্লীহোদর কহে। প্লীহা বাম পার্শ্বে বৃদ্ধি হয়। ইহাতে রোগী শীর্ণ হয়। দক্ষিণ ভাগে যকৃত দূষিত হইলে, মন্দ মন্দ জ্বর হয়, অগ্নি মন্দ হয়, কফ-পিত্তের লক্ষণ জন্মে, রোগী দুর্ব্বল ও অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ হয়। ইহাকে যকৃদুদর কহে। অন্ন বা

উপলেপী (চট্‌চটে) দ্রব্যের বা ক্ষুদ্র অশ্ম-খণ্ডের সংযোগ থাকুক বা না থাকুক, যদি অন্ত্রমধ্যে দূষিত মল সঞ্চিত হইয়া সোপান শ্রেণীর ন্যায় (অস্থি মালাক্রমে) নাড়ীমধ্যে অবস্থিতি করে ও তদ্দ্বারা মলাধারে পুরীষ বদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে অল্প অল্প নিঃসৃত হয়, হৃদয় ও নাভির মধ্যে উদরদেশ বৃদ্ধি হয়, এবং বমনে বিষ্ঠার গন্ধ হয়, তাহাকে বদ্ধগুদ কহে। ভুক্ত অন্নে যদি কোন প্রকার শল্য (কণ্টকাদি) থাকে, তবে সেই শল্যের নিঃসরণের দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে অন্ত্রভেদ হইলে, সেই অন্ত্র হইতে জলের ন্যায় আস্রাব নিঃসৃত হইয়া মলদ্বার দিয়া পুনঃ পুনঃ বহির্গত হয়। তাহাতে নাড়ীর অধোভাগের উদর-দেশ বৃদ্ধি হয়, এবং তোদ ও দাহ জন্মে। ইহাকে পরিস্রাবী উদর কহে।

অতঃপর দকোদরের লক্ষণ বলা যাইতেছে। স্নেহ পানের দ্বারা অনুবাসিত হইলে,বমন বা বিরেচন করান হইলে, অথবা নিরূঢ়-বস্তি প্রয়োগ করা হইলে (১), যদি শীতল জল পান করে, তবে সেই জল-বাহিনী নাড়ী সমস্ত দূষিত হইয়া অথবা পূর্ব্বের ন্যায় (সেই জঠর দেশস্থ) অন্ত্রী সমূহ স্নেহোপলিপ্ত হইয়া দকোদর জন্মায়। তাহাতে নাভি-মণ্ডল স্নিগ্ধ অথচ বৃত্তাকারে শীঘ্র উন্নত ও জলপূর্ণের ন্যায় হয়। চর্ম্মখণ্ড জল পূর্ণ হইলে যে রূপ ক্ষুব্ধ কম্পিত ও শব্দিত হয়, দকোদরও সেই রূপ হয়।

---

(১) স্নেহাদির দ্বারা বস্তি ক্রিয়াকে অনুবাসন কহে, এবং ক্বাথের দ্বারা বস্তি ক্রিয়াকে নিরূঢ় কহে,- যথা দ্বিধা বস্তিঃ পরিজ্ঞায়ো নিরূহশ্চানুবাসনং। কষায়াদ্যৈ নিরূহঃ স্যাৎ স্নেহাদ্যৈরনুবাসনং ইতি বৈদ্যকং।

আধ্মান, গমনে অশক্তি, দৌর্ব্বল্য অগ্নিমান্দ্য শোফ, অঙ্গের অবসন্নতা বায়ু ও পুরীষ বদ্ধ হওয়া, সকল প্রকার জঠর রোগে এই উপদ্রব গুলি জন্মে। যখন সমস্ত পরিপাক হইয়া জঠর মধ্যে শলিল ভাব প্রাপ্ত হয় তখন রোগিকে পরিত্যাগ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়।

মূঢ় গর্ভ নিদান।

গ্রাম্যধর্ম্ম,যান বাহনে পথশ্রম, প্রস্খলন (হোঁচোট খাওয়া) পতন ধারণ অভিঘাত (কোন প্রকার আঘাত), বিপরীত ভাবে শয়ন বা উপবেশন, উপবাস, মল মূত্রের বেগের প্রতি-ঘাত, রুক্ষ কটু তিক্ত ভোজন, শাক বা অতিশয় ক্ষার সেবন, অতিসার বমন বিরেচন দোলন অজীর্ণ বা গর্ভশাতন (গর্ভ-স্রাব করান) প্রভৃতি কারণে, বৃন্ত-বন্ধন-চ্যুত ফলের ন্যায়, গর্ভের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। গর্ভের বন্ধন মোচন হইলে, সমান বায়ু গর্ভাশয় অতিক্রম করিয়া যকৃৎ ও প্লীহার অন্ত্রি-বিবরে প্রবেশ পূর্ব্বক কোষ্ঠদেশ নিয়ত আলোড়িত করিতে থাকে। তাহাতে জঠর-দেশ আলোড়িত হওয়া প্রযুক্ত অপান বায়ু নিশ্চেষ্ট হইয়া, পার্শ্ব বস্তি শীর্ষ উদর যোনি-দেশে শূল আনাহ ও মূত্রসঙ্গ (মূত্রের রোধ), ইহাদিগের মধ্যে কোন একটী উপদ্রব জন্মাইয়া গর্ভ নষ্ট করে। তরুণ (অপক্ক) গর্ভ শোণিত স্রাবের দ্বারা বিনষ্ট হয়। সেই গর্ভ বর্দ্ধিত হইয়া প্রসব কালে সমস্ত শরীর প্রসব পথে না আসিলে অথবা অপান বায়ুর দ্বারা প্রতিহত হইলে, মূঢ় গর্ভ বলে। মূঢ় গর্ভ চারি প্রকার, কীল প্রতিখুর বীজক ও পরিঘ। বাহু মস্তক ও পাদ ঊর্দ্ধ দিকে এবং শরীর নিম্ন-দিকে থাকিয়া কীলের

ন্যায় যোনিমুখ রোধ করিয়া থাকিলে কীল কহে। একটী হস্ত একটী পাদ ও মস্তক নিঃসৃত হইয়া শরীর রুদ্ধ থাকিলে প্রতিখুর কহে। একটী হস্ত ও মস্তক নিঃসৃত হইলে বীজক কহে। পরিঘের ন্যায় যোনিমুখ আবৃত করিয়া থাকিলে পরিঘ বলা যায়। কোন কোন পণ্ডিত কহেন যে মূঢ়গর্ভ এই চারি প্রকার। ইহা সঙ্গত নহে। কারণ যখন কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া, সেই গর্ভ অপত্য পথে বিবিধ প্রকারে অবস্থিতি করে, তখন কোন গর্ভের বা দুই সক্‌থি, কাহার বা একমাত্র সক্‌থি ঈষৎ বক্রভাবে, বহির্গমনের নিমিত্ত যোনিমুখে অগ্রে আগত হয়। কাহারও বা সক্‌থি ও শরীর ঈষৎ বক্র ও নিতম্বদেশ তির্য্যক্ ভাবে থাকিয়া, যোনিমুখে অবস্থিতি করে। কাহারও বা বক্ষঃ পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ এই তিনের মধ্যে কোন একটী অঙ্গ অগ্রে অপত্যপথে আগত হইয়া যোনিমুখ রোধ করিয়া থাকে। কাহার বা অপত্যপথের পার্শ্বভাগে অপবৃত্তভাবে (স্বতন্ত্র ভাবে) মস্তক থাকে ও একটিমাত্র বাহু বাহিরে দৃষ্ট হয়, কাহার বা মস্তক অল্প বক্রভাবে অপত্যপথের পার্শ্বভাগে থাকে এবং দুইটি বাহুই দৃষ্ট হয়। কাহার বা সর্ব্বশরীর বক্রভাবে থাকে ও হস্ত, পদ ও মস্তক এইগুলি অগ্রে দৃষ্ট হয়। কাহারো একটিমাত্র পা অপত্যপথে থাকে এবং অপর পাটি পায়ুদেশে থাকে। মূঢ়গর্ভে প্রসবকালে সংক্ষেপত এই অষ্ট প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে শেষোক্ত দুইটী অবস্থা অসাধ্য। অবশিষ্ট সকল অবস্থায় ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বৈপরীত্য, আক্ষেপ, ও অপত্যপথের সংরোধ (১), অথবা মক্কল্ল নামক

(১) এই তিনটী উপদ্রব হইলে যোনি-সম্বরণ রোগ বলে, গ্রন্থান্তরে ইহার

রোগ (২), বা শ্বাস, কাশ, ও ভ্রমের দ্বারা পিড়ীত হইলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

কালপরিণত হইলে ফল যেরূপে স্বভাবতঃ বৃন্ত হইতে মুক্ত হইয়া পতিত হয় (বোঁটা হইতে খসিয়া পড়ে), গর্ব্ভ ও সেইরূপ কালক্রমে নাড়ী-বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে প্রসবের কাল উপস্থিত হয়। ক্রিমি, বায়ু, বা অভিঘাতের দ্বারা ফল যেরূপ অকালে পতিত হয়, কারণ ঘটিলে গর্ব্ভও সেইরূপ অকালে নিঃসৃত হয়। চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত স্রাব হইয়া গর্ব্ভ নির্গত হয়। চতুর্থ মাসের পর হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত গর্ব্ভস্থ শরীর কিঞ্চিৎ কঠিন হয় বলিয়া পতনের দ্বারা গর্ব্ভ নির্গত

বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় যথা "—বাতলাদান্নপানানি গ্রাম্যধর্ম্ম প্রজাগরং। অত্যর্থং সেবমানায়া গর্ব্ভিণ্যা যোনিমার্গগঃ। মাতরিশ্বা প্রকুপিতো যোনিদ্বারস্য সংবৃতিং। কুরুতে রুদ্ধমার্গত্বাৎ পুন রন্তর্গতোনিলঃ। নিরুধ্য চাশয়দ্বারং পীড়য়ন গর্ভসংস্থিতং। নিরুদ্ধ বদনো চ্ছাসো গর্ভশ্চাশু বিপদ্যতে। কৃত্বা সংরুদ্ধহৃদয়ং নাশয়ত্যর্থ গর্ব্ভিণীং। যোনি-সম্বরণং বিদ্যাদ্ব্যাধিমেনং সুদারুণং।

বায়ু জনক দ্রব্য সেবন, রাত্রিজাগরণ মৈথুন প্রভৃতি অহিতাচারে গর্ভিণীর অপত্যপথে বায়ু কুপিত হইয়া সেই পথের দ্বার রুদ্ধ করে। তাহাতে বায়ু অন্তরে থাকিয়া গর্ভাশয়ের দ্বার রোধ করে। তদ্দ্বারা গর্ভ পীড়িত হয় ও গর্ভের বালকের শ্বাস রোধ হইয়া গর্ভনাশ হয়। ও হৃদয়দেশে পীড়া জন্মিয়া গর্ভিণীরও প্রাণ নাশ হয়. ইহাকে যোনি-সম্বরণ রোগ বলে।

(২) "মক্কল্ল" এই রোগ বিদ্রধির মধ্যে পরিগণিত হইয়া বিদ্রধির নিদানে বর্ণিত হইয়াছে। অপ্রসবা স্ত্রীলোকের আর্ত্তব শোণিত সম্যক্-রূপে নিঃসৃত না হইলে, সেই শোণিত কুক্ষিদেশে সঞ্চিত হইয়া, রক্ত বিদ্রধি রোগ জন্মায়। পুত্রবতী স্ত্রীর যদি ঐ রূপ রোগ জন্মে তাহাকে মক্কল্ল রোগ বলে। বায়ু কুপিত হইয়া অপত্য-পথ রোধ করিলে, শোণিত সম্যক্ রূপে নির্গত না হইয়া ক্রমশঃ কুক্ষি দেশে সঞ্চিত হইয়া কঠিন হয়, তাহাতে এই রোগ জন্মে। ইহাতে কুক্ষি দেশে অতিশয় শূল বেদনা হয়।

হয়। যে স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় মস্তক তুলিতে না পারে, এবং শীতলাঙ্গী, লজ্জাহীনা ও শরীরে নীলবর্ণ উন্নত শীরাবিশিষ্টা হয়, তাহার সেই গর্ভ নাশ হয় এবং সেই গর্ভ দ্বারা তাহারও নাশ হয়। গর্ভের স্পন্দন না থাকিলে (না নড়িলে) এবং গর্ভের লক্ষণ সমস্ত না থাকিলে, শ্যাব ও পাণ্ডুবর্ণ হইলে, উচ্ছাসে দুর্গন্ধ হইলে (অর্থাৎ যে শ্বাস টানিয়া লওয়া যায় তাহাতে দুর্গন্ধ হইলে) এবং গর্ভে শূলবেদনা হইলে গর্ভস্থ সন্তানকে গর্ভেই মৃত বলিয়া জানিবে। জননীর মানসীক বা আগন্তুক উপতাপের দ্বারা (দুঃখ দ্বারা), অথবা ব্যাধি-জন্য পিড়ীত হওনের দ্বারা কুক্ষিদেশে গর্ভ বিনষ্ট হয়। প্রসবের কাল নিকটবর্ত্তী হইলে যদি বস্তমার (নেকড়ে বাঘ) দ্বারা আক্রান্ত হইয়া গর্ভিণীর কুক্ষিদেশ স্পন্দিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা পাটন করিয়া (ভেদ করিয়া) বাহির করিবে।

নবম অধ্যায়।

বিদ্রধি নিদান।

দেব গণের গুরু শ্রীমান্ নিদান-তত্ত্ববিৎ কাশি পতি ধন্বন্তরি বিবিধ প্রকার বিদ্রধির লক্ষণ শিষ্যকে উপদেশ করিয়াছেন। দোষ সমূহ ত্বক্ রক্ত মাংস ও মেদ দূষিত করিয়া অস্থিদেশ আশ্রয় করিলে, ক্রমে ক্রমে ঘোরতর উন্নত শোফ হয়। সেই শোফ মহামূল যন্ত্রণা বিশিষ্ট বৃত্তাকার (গোল) অথবা আয়ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা তাহাকেই বিদ্রধি কহে। বিদ্রধি ছয় প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন দোষের দ্বারা, অথবা সমস্ত দোষের সন্নিপাতের দ্বারা, অথবা শোণিত ক্ষয়ের দ্বারা, এই ছয় প্রকার বিদ্রধি হয়। তাহাদিগের

লক্ষণ বলা যাইতেছে। কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ, পারুষ্য, অত্যর্থ বেদনা, বিবিধ আকারে উত্থিত হওয়া ও পাকিয়া উঠা, এই গুলি বায়ু-জন্য বিদ্রধির লক্ষণ। শ্যাব বা পক্ক ডুম্বুরের ন্যায় বর্ণ, জ্বর ও দাহ, শীঘ্র উত্থান ও পাক, এই গুলি পিত্তজন্য, বিদ্রধির লক্ষণ। শরাবের (শরা) ন্যায় আকার, পাণ্ডুবর্ণ, শীতল, স্তব্ধ, অল্প-বেদনা বিশিষ্ট, ক্রমে ক্রমে উত্থান ও পাক এবং কণ্ডু-যুক্ত, এই গুলি কফ-জন্য বিদ্রধির লক্ষণ। বায়ু পিত্ত অথবা কফজন্য ব্রণের আস্রাব যথাক্রমে তনু (পাতলা), পীত অথবা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। নানা প্রকার পীড়া ও আস্রাব বিশিষ্ট ঘাটাল (ঘাড়ের ন্যায় উন্নত), বিষম, আয়ত, বিপরীত পাক, সান্নিপাতিক বিদ্রধিতে এই লক্ষণ গুলি উৎপন্ন হয়। অপথ্য-সেবী ব্যক্তির ক্ষত-স্থান উপর্য্যুক্ত কোন প্রকার দোষে দূষিত হইলে, ক্ষত স্থানের উষ্ণতা, বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া, শোণিতের সহিত পিত্তকে সঞ্চালিত করে। তদ্দ্বারা জ্বর তৃষ্ণা ও দাহ হয়। ইহাকে আগন্তু বিদ্রধি কহে। ইহার লক্ষণ পিত্ত-জন্য বিদ্রধির ন্যায়। কৃষ্ণ-বর্ণ স্ফোটে আবৃত শ্যাম-বর্ণ, তীব্র দাহ যাতনা ও জ্বর বিশিষ্ট, ও পিত্ত-জন্য বিদ্রধির লক্ষণ-বিশিষ্ট হইলে, রক্ত-বিদ্রধি বলা যায়। সকল প্রকার বিদ্রধির বিষয় বলা হইল। তাহা-দিগের মধ্যে সান্নিপাতিক বিদ্রধি অসাধ্য।

অতঃপর দেহের আভ্যন্তরিক বিদ্রধির বিষয় বলা যাই-তেছে। গুরু অসাত্ম্য বিরুদ্ধ অন্ন অথবা শুষ্ক সংক্লিন্ন দ্রব্য ভোজন করিলে, অতিশয় মৈথুনাশক্ত হইলে, ব্যায়াম না করিলে, মল মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, অথবা বিদাহী দ্রব্য

ন্যায় যোনিমুখ রোধ করিয়া থাকিলে কীল কহে। একটী হস্ত একটী পাদ ও মস্তক নিঃসৃত হইয়া শরীর রুদ্ধ থাকিলে প্রতিখুর কহে। একটী হস্ত ও মস্তক নিঃসৃ তহইলে বীজক কহে। পরিঘের ন্যায় যোনিমুখ আবৃত করিয়া থাকিলে পরিঘ বলা যায়। কোন কোন পণ্ডিত কহেন যে মূঢ়গর্ভ এই চারি প্রকার। ইহা সঙ্গত.নহে। কারণ যখন কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া, সেই গর্ভ অপত্য পথে বিবিধ প্রকারে অবস্থিতি করে, তখন কোন গর্ভের বা দুই সক্থি, কাহার বা একমাত্র সক্থি ঈষৎ বক্রভাবে, বহির্গমনের নিমিত্ত যোনিমুখে অগ্রে আগত হয়। কাহার ও বা সক্থি ওশরীর ঈষৎ বক্রও নিতম্বদেশ তির্য্যক্ ভাবে থাকিয়া যোনিমুখে অবস্থিতি করে। কাহারও বা বক্ষঃ পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ এই তিনের মধ্যে কোন একটী স্থান অগ্রে আগত হইয়া যোনিমুখ রোধ করিয়া থাকে।

নবম অধ্যায়।

বিদ্রধি নিদান।

দেব গণের গুরু শ্রীমান্ নিদান-তত্ত্ববিৎ ধন্বন্তরি। এই বিবিধ প্রকার বিদ্রধির লক্ষণ শিষ্যকে উপদেশ করিয়াছেন। দোষ সমূহ, ত্বক্ রক্ত মাংস ও মেদ দূষিত করিয়া অস্থিদেশ আশ্রয় করিলে, ক্রমে ক্রমে ঘোরতর উন্নত শোফ জন্মে। সেই শোফ মহামূল যন্ত্রণা বিশিষ্ট বৃত্তাকার (গোল) অথবা আয়ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা তাহাকেই বিদ্রধি কহে। বিদ্রধি ছয় প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন দোষের দ্বারা, অথবা সমস্ত দোষের সন্নিপাতের দ্বারা, অথবা শোণিত ক্ষয়ের দ্বারা, এই ছয় প্রকার বিদ্রধি জন্মে। তাহাদিগের

লক্ষণ বলা যাইতেছে। কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ, পারুষ্য, অত্যর্থ বেদনা, বিবিধ আকারে উত্থিত হওয়া ও পাকিয়া উঠা, এই গুলি বায়ু-জন্য বিদ্রধির লক্ষণ। শ্যাব বা পক্ক ডুম্বুরের ন্যায় বর্ণ, জ্বর ও দাহ, শীঘ্র উত্থান ও পাক, এই গুলি পিত্তজন্য বিদ্রধির লক্ষণ। শরাবের (শরা) ন্যায় আকার, পাণ্ডুবর্ণ, শীতল, স্তব্ধ, অল্প-বেদনা বিশিষ্ট, ক্রমে ক্রমে উত্থান ও পাক এবং কণ্ডু-যুক্ত, এই গুলি কফ-জন্য বিদ্রধির লক্ষণ। বায়ু পিত্ত অথবা কফজন্য ব্রণের আস্রাব যথাক্রমে তনু (পাতলা), পীত অথবা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। নানা প্রকার পীড়া ও আস্রাব বিশিষ্ট ঘাটাল (ঘাড়ের ন্যায় উন্নত), বিষম, আয়ত বিপরীত পাক, সান্নিপাতিক বিদ্রধিতে এই লক্ষণ গুলি জন্মে। অপথ্য-সেবী ব্যক্তির ক্ষত স্থান উপর্য্যুক্ত কোন প্রকার দোষে দূষিত হইলে, ক্ষত স্থানের উষ্ণতা বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া, শোণিতের সহিত পিত্তকে সঞ্চালিত করে। তদ্দারা জ্বর তৃষ্ণা ও দাহ জন্মে। ইহাকে আগন্তু বিদ্রধি কহে। ইহার লক্ষণ পিত্ত-জন্য বিদ্রধির ন্যায়। কৃষ্ণ-বর্ণ স্ফোটে আবৃত, শ্যাম বর্ণ, তীব্র দাহ যাতনা ও জ্বর বিশিষ্ট, ও পিত্তজন্য বিদ্রধির লক্ষণ-বিশিষ্ট হইলে রক্ত-বিদ্রধি বলা যায়। সকল প্রকার বিদ্রধির বিষয় বলা হইল। তাহাদি-গের মধ্যে সান্নিপাতিক বিদ্রধি অসাধ্য।

অতঃপর দেহের আভ্যন্তরিক বিদ্রধির বিষয় বলা যাই-তেছে। গুরু অসাত্ম্য বিরুদ্ধ অন্ন অথবা শুষ্ক সংক্লিন্ন দ্রব্য ভোজন করিলে, অতিশয় মৈথুনাশক্ত হইলে, ব্যায়াম না করিলে, মলমূত্রের বেগ ধারণ করিলে, অথবা বিদাহী দ্রব্য

সেবন করিলে, দোষ সকল মিলিত হইয়া একত্র বা পৃথক্ রূপে কুপিত হয়। সেই কুপিত দোষের দ্বারা দেহের অভ্যন্তরে বল্মীকের ন্যায় উন্নত ও গুল্মের ন্যায় আকার বিশিষ্ট বিদ্রধি জন্মায়। পায়ু বস্তি মুখ নাভি কুক্ষি বঙ্ক্ষণ্ (কুঁচকী) বৃক্ক (বুক) প্লীহা যকৃৎ হৃদয় ও ক্লোম এই সকল স্থানেই আভ্যন্তরিক বিদ্রধি জন্মে। বাহ্য বিদ্রধির লক্ষণের ন্যায় তাহাদিগের লক্ষণ হইয়া থাকে। পক্কাপক্ক নির্ণয়ের বিধানানুসারে ইহারও পক্কাপক্ক নির্ণয় করিবে।

স্থান ভেদে বিদ্রধির যে সকল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ হয় তাহা শ্রবণ কর। পায়ুদেশে হইলে, বাত নিঃসরণ রোধ হয়। বস্তিদেশে হইলে, অল্প মূত্র কষ্টে নিঃসরণ হয়। নাভিদেশে হইলে হিক্কা ও আটোপ হয়। কুক্ষিদেশে হইলে, বায়ু কুপিত হয়। বঙ্ক্ষণে হইলে কটী ও পৃষ্ঠ গ্রহ (কটী ও পৃষ্ঠ দেশে অতিশয় বেদনা) হয়। বৃক্ক স্থলে (বুকের দুই পার্শ্বে) হইলে পার্শ্বদেশ সঙ্কুচিত হয়। প্লীহাতে হইলে ঊর্দ্ধ শ্বাসের অবরোধ জন্মে। হৃদয়ে হইলে সর্ব্বাঙ্গগ্রহ, ও হৃদয়ে দারুণ শূল জন্মে। যকৃতে হইলে শ্বাস ও তৃষ্ণা এবং ক্লোমে হইলে অতিশয় পিপাসা হয়। পক্ক অথবা আয়ত হউক বা না হউক বিদ্রধি মর্ম্ম স্থানে হইলেই ক্লেশকর হয়। নাভির ঊর্দ্ধ দেশে বিদ্রধি জন্মিয়া পাকিয়া উঠিলে, পূযাদি ঊর্দ্ধ পথ হইতে নির্গত হয়। অপরাপর বিদ্রধির পূযাদি অধোভাগে নিঃসৃত হয়। অধোনিঃসরণ হইলে রোগী বাঁচে। ঊর্দ্ধ নিঃসরণ হইলে বাঁচে না হৃদয় নাভি ও বস্তি-দেশে স্থিত বিদ্রধি, স্বয়ং অথবা শস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়াই হউক শরীরের বহির্ভাগে ভিন্ন হইলে, এবং অধো

বা ঊর্দ্ধ ভাগে নিঃসৃত না হইয়া শরীরের বহির্ভাগে তাহার পূযাদি নিঃসৃত হইতে থাকিলে, পুরুষ কদাচ আরোগ্য হয়, স্ত্রীলোক হয় না। স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হইলে অথবা পুত্র-বতী স্ত্রী অহিতাচারিণী হইলে, ঘোরতর দাহ ও জ্বর-যুক্ত রক্ত বিদ্রধি জন্মে। বহু সংখ্যক সন্তান জন্মিলেও যদি নারীর শরীর হইতে সম্যক্ রূপে শোণিত নিঃসৃত না হয়, তবে কুক্ষিদেশে মকল্ল নামে রক্ত-বিদ্রধি জন্মে। সপ্তাহ মধ্যে তাহার শান্তি না হইলে পাকিতে আরম্ভ হয়। বিদ্রধি ও গুল্ম একই কারণে উৎপত্তি। তাহার মধ্যে গুল্ম পাকিয়া উঠে এবং বিদ্রধি পাকে না। ইহার কারণ এক্ষণে স্পষ্ট করিয়া কহিতেছি। কুপিত দোষ সকল স্বয়ং গুল্মাকারে পরিণত হইয়া গুল্মরোগ জন্মায়, এবং রক্ত ও মাংস দূষিত করিয়া বিদ্রধি রোগ জন্মায়। জলে যে রূপ বুদ্বুদ উৎপত্তি হয়, গুল্মরোগে সূক্ষ্ম শিরার বিবর-গামী সকল দোষ সেইরূপ গুল্মের আকার ধারণ করে। এ কারণ গুল্মপাকে না। মাংস শোণিত বাহুল্য প্রযুক্ত বিদ্রধি পাকে, এবং মাংস শোণিতের অভাব বশতঃ গুল্ম পাকে না। দোষ সকল স্বয়ং গুল্মাকারে পরিণত হয়, এবং মাংস শোণিত দূষিত হইয়া বিদ্রধি জন্মে। হৃদয় নাভি ও বস্তিদেশে জন্মিয়া থাকিলে, অথবা সন্নিপাত-জন্য হইলে বিদ্রধি রোগীকে বর্জ্জন করিবে। বিদ্রধি রোগে মজ্জা পাক হইতে থাকিলে, রোগ অতি ঘোরতর হইয়া উঠে। যদি অস্থিমাংসের দ্বারা রুদ্ধ থাকা প্রযুক্ত পূযাদি নিঃসৃত হওনের পথ না পায়, তবে অগ্নিদাহের ন্যায় দগ্ধ হইতে থাকে এবং অস্থি ও মজ্জার উষ্ণতার দ্বারা রোগী দগ্ধ হওনের ন্যায়

শীর্ণ হইতে থাকে। এই শল্য-জন্য বিকারে রোগী বহু কাল যাতনা পায়, ক্রিয়ার দ্বারা যদি পথ পায় তবে মেদের ন্যায় স্নিগ্ধ শুক্ল-বর্ণ শীতল ও গুরু আস্রাব হয়। অস্থি ভেদ হইয়া পূয নিঃসরণ হইলে পণ্ডিতেরা তাহাকে অস্থিগত সান্নিপাতিক বিদ্রধি কহে।

দশম অধ্যায়।

অথ বিসর্প নাড়ী ও স্তন রোগের নিদান।

দোষ সমূহ, কুপিত হইয়া এবং ত্বক্ মাংস ও শোণিতে প্রবেশ করিয়া, স্বীয় স্বীয় লক্ষণযুক্ত সর্ব্বাঙ্গ অনুসারী উন্নত শোফ শীঘ্র জন্মায়। দেহে বিসৃত হয় বলিয়া ইহাকে বিসর্প রোগ কহে। বায়ুজন্য বিসর্প রোগ হইলে, রোগাক্রান্ত স্থান কৃষ্ণবর্ণ মৃদু পরুষ এবং সম্ভেদ (১) ও তোদ বিশিষ্ট হয়। এবং অঙ্গ মর্দ্দ ও বায়ু জন্য জ্বরের সকল উপদ্রব ঘটে। অতিশয় দূষিত প্রযুক্ত বিষম গ্রন্থি-যুক্ত হইলে চিকিৎসার কোন ফল দর্শে না। বিসর্প পিত্তাত্মক হইলে, শরীরে শীঘ্র প্রসারিত হয়, এবং জ্বর দাহ পাক বিশিষ্ট, স্ফোট ও প্রমেদ বহুল (অতিশয় মেদ নিঃসরণ), ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। দোষ বৃদ্ধি হওয়া প্রযুক্ত মাংস শিরা ও জক্ষয় হইয়া, কর্দ্দমের ন্যায় আস্রাব হইতে থাকিলে আরোগ্য হয় না। শ্লেষ্মাত্মক বিসর্প রোগ হইলে, ক্রমে২ প্রসারিত হয়, বিলম্বে পাকে, স্নিগ্ধ ও শ্বেত বর্ণ হয় এবং ফুলা অল্প-বেদনা ও উগ্র কণ্ডুযুক্ত হয়। সান্নিপাতিক বিসর্প রোগ হইলে, ত্রিবিধ বর্ণ ও বেদনা বিশিষ্ট

(১) "সম্ভেদ" ফেটে যাওয়া।

ও গভীর হয়, এবং পাকিয়া উঠিলে মাংস সিরা ক্ষয় হয়, এজন্য আরোগ্য হয় না। শরীরের কোন স্থান আঘাতের দ্বারা ক্ষত হইলে, ও শরীরে সকল দোষ সাম্যভাবে না থাকিলে রক্ত ও পিত্তে মিলিত হইয়া সেই স্থানে ফুলা জন্মায়, এবং ক্ষত স্থান, শ্যাব এং রক্তবর্ণ জ্বর দাহ ও পাক বিশিষ্ট কুলত্থের ন্যায় ক্ষুদ্র স্ফোটের দ্বারা আকীর্ণ হয়।

বাত-পিত্ত অথবা কফ-জন্য বিসর্প রোগ আরোগ্য হয়, ক্ষত-জন্য বা সান্নিপাতিক জন্য, হইলে আরোগ্য হয় না। পিত্ত বা বায়ুর লক্ষণ বিশিষ্ট যে সকল বিসর্প-রোগ মর্ম্মস্থানে জন্মে তাহারা কষ্টে আরোগ্য হয়। পক্ক অথবা পূয-বহুল ব্রণকে অপক্ক বলিয়া উপেক্ষা করিলে, সেই পূয পূর্ব্বস্থিত স্থান বিদীর্ণ করিয়া শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই ব্রণে পূযের অতি মাত্র গমন হয় বলিয়া গতি কহে, এবং নাড়ীর ন্যায় পূয বহন করে বলিয়া, ইহাকে নাড়ী-ব্রণ (নালী ঘা) কহে। পূয বদ্ধ থাকা প্রযুক্ত সকল দোষ সংমূর্চ্ছিত হইয়া সেই নাড়ী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রবাহিত হয় (২)। নাড়ীব্রণ বায়ু-জন্য হইলে পরুষ, সূক্ষ্ম মুখ ও শূল বিশিষ্ট, হয় এবং রাত্রিতে ফেনা-যুক্ত আস্রাব অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়। পিত্ত-জন্য হইলে, তৃষ্ণা তাপ তোদ অরসন্নতা জ্বর ও ভেদ, এই সকল কারণে দিবাভাগে পীত-বর্ণ উষ্ণ আস্রাব হয়। কফ-কর্ত্তৃক রাত্রিযোগে বন্য অর্জ্জুন বৃক্ষের ক্ষীরের ন্যায় পিচ্ছিল আস্রাব নিঃসৃত হয়, ও ব্রণ অল্প বেদনা বিশিষ্ট কঠিন ও কণ্ডূ-যুক্ত

(১) পূয বদ্ধ থাকিলে শরীরের অন্তরে ও বাহিরে শোর হইয়া নালী ঘা হয়। "সংমূর্চ্ছিত" সম্যক্ বর্দ্ধিত।

হয়। নাড়ী-ব্রণে দুই দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তাহা তিন দোষের একত্র গতির দ্বারা জন্মিয়াছে বলিয়া জানিবে। দাহ জ্বর শ্বাস মূর্চ্ছা ও মুখ শোষ এই সকল লক্ষণ ঘটিলে ত্রিদোষের প্রকোপে জন্মিয়াছে বলিয়া জানিবে। ইহা ঘোর কাল রাত্রির ন্যায় জীবন ক্ষয় করে। পূর্ব্বোক্ত স্থানে যদি অণুমাত্র শল্য প্রবেশ করিয়া নির্গত না হয়, তবে সেই শল্যের শীঘ্র গতি হয়। তাহা হইতে ফেনিল নির্ম্মল শোণিত মিশ্রিত উষ্ণ আস্রাব, বেদনা-সহযোগে নিয়ত নিঃসৃত হয়।

যে যে কারণে যত প্রকারে পূযের গতি হয়, সেই সেই কারণে সেই সকল প্রকার স্তনরোগ জন্মে। বালিকাগণের স্তন-সংশ্রিতা ধমনীর পথ আবৃত থাকে, সুতরাং তাহাতে দোষ প্রবেশ করিতে পারে না, এজন্য তাহাদিগের স্তনরোগ জন্মে না। পুত্রবতী অথবা গর্ভিণী-দিগের স্তনদ্বয়-আশ্রিত ধমনীর পথ স্বভাবতঃ প্রসারিত হয়, এজন্য তাহাদিগের স্তন রোগ জন্মে। ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের দ্বারা যে প্রসন্ন ও মধুর রস জন্মে, সেই রস সমস্ত দেহ হইতে স্তনদ্বয়ে সঞ্চারিত হয়, একারণ স্তন-দুগ্ধকে স্তন্য বলে।

যেমন শুক্র সর্ব্ব দেহে থাকে, দেহের কোন বিশেষ স্থানে দেখা যায় না। যুবতীর দর্শন স্মরণ শব্দ শ্রবণ বা স্পর্শনের দ্বারা হৃষ্ট হইয়া শুক্র স্খলিত হয়। সুতরাং মনের প্রসন্নতা ও শরীরের হর্ষই শুক্র স্খলিত হওয়ার কারণ। সেই রূপ, অপত্যের সংস্পর্শে দর্শনে স্মরণ ও গ্রহণে, শরীরস্থ শুক্রের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের স্তনদ্বয়ে স্তনদুগ্ধের সঞ্চার হয়। এস্থলে কেবল স্নেহই সেই স্তন্য প্রস্রবের হেতু। বায়ু প্রধান শরীরে,

স্তনদুগ্ধ কষায় রস বিশিষ্ট হয়, এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ভাবিয়া উঠে। পিত্ত প্রধান শরীরে, সেই দুগ্ধ অম্ল ও কটুরস বিশিষ্ট হয়, এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাতে পীত-বর্ণ রেখা দৃশ্য হয়। কফ প্রধান শরীরে, ঘন ও পিচ্ছিল হয় এবং জলে নিক্ষিপ্ত হইলে মগ্ন হয়। সকল দোষ অথবা অভিঘাত কর্ত্তৃক দূষিত হইলে ত্রিদোষের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। জলে নিক্ষিপ্ত হইলে যে স্তনদুগ্ধ একত্রীভূত পাণ্ডুর ও মধুর হয়, এবং বিবর্ণ না হয়, তাহাকে প্রসন্ন অর্থাৎ নির্দ্দোষ বলিয়া জানিবে। দুগ্ধ থাকুক বা না থাকুক, স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয়ে দোষের সঞ্চার হইলে,তত্রস্থ রক্ত মাংস দূষিত হইয়া স্তনরোগ জন্মে। শোণিত বিদ্রধি ব্যতিরেকে অপর যে পাচ প্রকার স্তনরোগ আছে, তাহাদিগের লক্ষণ বাহ্য বিদ্রধির লক্ষণের ন্যায় (১)।

একাদশ অধ্যায়।

গ্রন্থি, অপচি, অর্ব্বুদ ও গলগণ্ড নিদান।

বায়ু প্রভৃতি দুষ্ট হইয়া, রক্ত মাংস ও কফ সংযুক্ত মেদকে দূষিত করে। তদ্দ্বারা শরীর হইতে স্বতন্ত্র ভাবে উন্নত গোলাকৃতি শোফ জন্মে, তাহাকে গ্রন্থি বলে। বায়ুজাত গ্রন্থিরোগে শরীর বদ্ধ (টেনে থাকা) ও ব্যথিত হয়,যাতনা জন্মে,শরীর যেন বিক্ষিপ্ত ছিন্ন ও বিভিন্ন হইতে থাকে। ইহা কৃষ্ণবর্ণ কঠিন ও বস্তির (মোষক) ন্যায় বিস্তৃত,এবং বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে নির্ম্মল রক্ত স্রাব হইতে থাকে। পিত্ত-কর্ত্তৃক রক্ত বা পীত বর্ণ গ্রন্থি হইলে শরীরে পুনঃ পুনঃ দাহ উপস্থিত হয়, জ্বালা জন্মে,

(১) যে সকল প্রকার কারণে বিদ্রধি জন্মে সেই কয় প্রকার কারণে স্তন রোগ জন্মে। সুতরাং তাহাদিগের লক্ষণ বিদ্রধির লক্ষণের ন্যায়।

পুনঃ পুনঃ পাকিয়া উঠে ও শরীর উত্তপ্ত হইয়া থাকে, এবং বিদীর্ণ হইলে অতিশয় উষ্ণ-রক্ত নির্গত হইতে থাকে। কফ-জাত গ্রন্থি রোগে শরীর শীতল ও বিবর্ণ হয়, যাতনা অল্প হয়, ও অতিশয় কণ্ডূ জন্মে, শোফ পাথরের ন্যায় কঠিন বোধ হয়, অনেক দিনে বিলম্বে বর্দ্ধিত হয় এবং বিদীর্ণ হইলে শুক্ল ও ঘন, পূয় নির্গত হইতে থাকে। মেদজাত গ্রন্থি রোগে বর্দ্ধিত শরীর ক্ষয় হয়, এবং শরীর বৃদ্ধি হইবার পক্ষে হানি জন্মে। ইহা স্নিগ্ধ, বৃহৎ অল্প যাতনা-দায়ক ও অতিশয় কণ্ডূয়ন-কর, অধিক বিদীর্ণ করিলে ইহা হইতে পিণ্যাক বা ঘৃতের ন্যায় মেদ নির্গত হইতে থাকে। দুর্ব্বল ব্যক্তির ব্যায়ামের দ্বারা যে সকল গ্রন্থিরোগ জন্মে, তদ্দ্বারা বায়ু আক্ষিপ্ত হইয়া, সমস্ত শিরাজাল পীড়িত ও সংকুচিত ও শুষ্ক করিয়া উন্নত গোলাকার গ্রন্থি জন্মায়। সেই শিরাজাত গ্রন্থি যদি যাতনা দায়ক ও সচল * হয়, তবে তাহা কষ্ট সাধ্য বলিয়া জানিবে। যদ্যপি সচল ও যাতনা দায়ক নাও হয়, তথাপি মর্ম্মস্থানে জন্মিয়া আয়ত হইলে গ্রন্থি আরোগ্য হয় না।

হনু, অস্থি, কক্ষা, মুষ্ক, বাহু, সন্ধি, মন্যা (ঘাড়ের শির) এই সকল স্থানে মেদ সঞ্চিত হইয়া, গলদেশে কফ-যুক্ত, স্নিগ্ধ, অল্প বেদনা-বিশিষ্ট, কঠিন গোল, অথবা আয়ত গ্রন্থি জন্মিলে, সেই গ্রন্থি আমলকীর অস্থি, মৎস্যের ডিম্ব বা এইরূপ কোন আকারে জন্মে, এবং তাহা মাংসের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হয়। তাহাতে দূসিত পদার্থের সঞ্চয় হয় বলিয়া তাহাকে

* অর্থাৎ শরীরের স্থানে স্থানে সরিয়া বেড়ায়।

অপচি বলে। অপচি, কণ্ডূ ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট। ভিন্ন হইলে তাহা হইতে স্রাব হয় ও সেইটী আরোগ্য হইয়া পুনর্ব্বার অপর একটী জন্মে। এই রোগ মেদ ও কফ কর্ত্তৃক জন্মে ও বহু কালস্থায়ী।

শরীরের কোন স্থানে দোষ সমস্ত সংমূর্চ্ছিত (বর্দ্ধিত) হইয়া মাংস দূষিত করে। তাহাতে মাংস বৃদ্ধি হইয়া বৃত্ত, দৃঢ়, অল্প বেদনা বিশিষ্ট, আয়ত, গাঢ়-মূল-বিশিষ্ট শোফ জন্মে, তাহাকে শাস্ত্রজ্ঞেরা 'অর্ব্বুদ কহে, ইহা বিলম্বে বৃদ্ধি হয় এবং পাকেনা। সেই অর্ব্বুদ বাত-জন্য, পিত্ত-জন্য, কফ-জন্য, রক্ত জন্য, মাংস জন্য এবং মেদ-জন্য জন্মে, তাহার লক্ষণ গ্রন্থির লক্ষণের ন্যায়।

দোষ সমস্ত, রক্তকে দূষিত করিয়া, এবং শীরা পীড়িত ও সঙ্কুচিত করিয়া পাক জন্মায়, তদ্দারা আস্রাব যুক্ত মাংসপিণ্ড শীঘ্র বৃদ্ধি হয়, তাহাতে ক্ষুদ্র-মাংসের অঙ্কুরের ন্যায় দৃশ্য হয়, এবং তাহা হইতে অজস্র দূষিত রক্ত স্রাব হয়, ইহাকে রক্ত জন্য অর্ব্বুদ বলে, ইহা অসাধ্য। ইহাতে রক্ত-ক্ষয় উপদ্রবে পীড়িত হইয়া রোগী পাণ্ডুবর্ণ হয়,। মুষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গ আহত হইলে, মাংস দূষিত হইয়া শোফ জন্মে। সেই শোফ বেদনা রহিত, স্নিগ্ধ, শীরের যে রূপ বর্ণ সেই রূপ বর্ণ বিশিষ্ট, পাক রহিত (পাকে না) পাষাণ খণ্ড সদৃশ এবং অবিচলিত। ইহাকে মাংসার্ব্বুদ কহে। ইহা মাংসাশীর শরীরের মাংস দূষিত হইয়া শীঘ্র জন্মে। এই রোগ অসাধ্য, সাধ্য হইলেও পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। মর্ম্ম স্থানে আস্রাব-বিশিষ্ট, বা শরীরের কোন দ্বারে অবিচলিত অর্ব্বুদ জন্মিলে

অথবা পূর্ব্ব-জাত অর্ব্বুদের উপরে অর্ব্বুদ জন্মিলে অধ্যর্ব্বুদ বলে। একবারে অথবা ক্রমে২ দুই দোষ কর্ত্তৃক দূষিত হইয়া অর্ব্বুদ জন্মিলে তাহাকে দ্বিরর্ব্বুদ বলে। এই রোগ অসাধ্য। অর্ব্বুদ কফের আধিক্য জন্য, বিশেষতঃ মেদের আধিক্য-জন্য হইলে পাকে না। দোষ সকল এক স্থানে স্থির ভাবে গ্রথিত হইয়া থাকা প্রযুক্ত সকল অর্ব্বুদ আপনা হইতেই জন্মে।

বায়ু ও কফ গলদেশে বৃদ্ধি হইলে এবং ঘাড়ের পশ্চাৎ ভাগে মেদের সঞ্চার হইলে, মেদ প্রভৃতির সকল লক্ষণ যুক্ত গজ কুম্ভের ন্যায় শোফ জন্মে। তাহাকে গলগণ্ড কহে। তোদ বিশিষ্ট, কৃষ্ণ বর্ণ শিরার দ্বারা ব্যাপ্ত, এবং কৃষ্ণ অথবা অরুণ-বর্ণ-বিশিষ্ট হইলে বায়ু-জন্য গলগণ্ড বলা যায়। মেদ বিশিষ্ট হইয়া কালক্রমে গলদেশ উন্নত হইলে যাতনা হয় ও উন্নত স্থান পরুষ (তেল পারা নয়) হয়, বিলম্বে বৃদ্ধি হয়, ও কখন কখন পাকে। তৎকালে মুখের বৈরস্যতা, ও তালু শোষ ও গল শোষ জন্মে, এবং সেই উন্নতস্থান দৃঢ়, ত্বকের ন্যায় বর্ণ এবং অল্প বেদনা ও উগ্র কণ্ডু-বিশিষ্ট, শীতল ও আয়ত হয়, ইহা কফ-জন্য গলগণ্ড রোগ। মেদ-জন্য গলগণ্ড হইলে বিলম্বে বৃদ্ধি হয় এবং কালক্রমে কদাচিৎ পাকিয়াও উঠে ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট হয়। ইহাতে মুখের মাধুর্য্য ও তালু ও গল দেশে প্রলেপ জন্মে (চট্ চট্ করে) এবং পীড়িত স্থান চক্ চকে, কোমল, দুর্গন্ধযুক্ত পাণ্ডুবর্ণ, ও অতিশয় কণ্ডু বিশিষ্ট হয়। কালক্রমে গল গণ্ড অল্প মূল (গোড়া সরু) হইয়া অলাবুর ন্যায় লম্বিত ও অল্প মূল বিশিষ্ট হইলে, দেহের ক্ষয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাহারও ক্ষয় বৃদ্ধি

হইতে থাকিলে, মুখ চিক্ চিকে ও গলদেশে শব্দ হইলে, কষ্টে শ্বাস নিঃসরণ হইলে, সর্ব্ব শরীর কোমল হইলে, এবং সংবৎসর অতীত হইয়া অরুচি জন্মিলে, অথবা এই রোগে ক্ষীণ এবং স্বরের ভিন্নতা হইলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। গল-দেশে মুষ্কের ন্যায় শ্বযথু জন্মিয়া লম্বিত হইলে, বৃহৎ হউক বা হ্রস্ব হউক তাহাকে গণ্ড বলিয়া নির্ণয় করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বৃদ্ধি উপদংশ ও শ্লীপদের নিদান।

বায়ু পিত্ত শ্লেস্মা শোণিত মেদ মূত্র এবং অন্ত্র, এই সাতটি বৃদ্ধির কারণ। তাহার মধ্যে মূত্র এবং অন্ত্র-জন্য বৃদ্ধি বায়ু কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়। তাহাদিগের উৎপত্তির হেতুই কেবল ভিন্ন। পূর্ব্বোক্ত সকল দোষের মধ্যে কোন একটি দোষ কুপিত হইয়া ফল-কোশ বাহিনী ধমনীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ফল কোশ বৃদ্ধি করে। তাহাকেই বৃদ্ধি রোগ বলে। ইহার পূর্ব্বলক্ষণ বস্তি কোটি মুষ্ক ও মেঢ্রদেশে বেদনা, বায়ু-জন্য পীড়া ও ফলকোশে শোফ। বায়ু জন্য বৃদ্ধি রোগ হইলে বায়ু পূর্ণ বস্তির ন্যায় আয়ত, পরুষ ও অকারণে বায়ু-জন্য বেদনা হয়। পিত্ত জন্য বৃদ্ধি রোগ হইলে পক্ক ডুম্বুরের ন্যায় বর্ণ হয়, দাহ ও উষ্ণতা যুক্ত হয় ও শীঘ্র উত্থান হয় (ফুলে উঠে) এবং শীঘ্র পাকিয়া উঠে। শ্লেষ্মা জন্য বৃদ্ধি হইলে কঠিন ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট শীতল এবং কণ্ডু যুক্ত হয়। রক্ত জন্য বৃদ্ধি হইলে, বর্দ্ধিত স্থানটি কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটের দ্বারা আবৃত হয় এবং পিত্ত-জন্য সকল লক্ষণ হয়।

মেদ-জন্য বৃদ্ধি হইলে বর্দ্ধিত স্থান কোমল, চিক্কণ, কণ্ডু, যুক্ত অল্পবেদনা-বিশিষ্ট ও তাল-ফলের ন্যায় হয়। মূত্রের বেগধারণশীল ব্যক্তির মূত্র বৃদ্ধি হয়, সেই বর্দ্ধিত মূত্র নিঃসরণ কালে, ফলকোশ জলপূর্ণ চর্ম্ম স্থলীর ন্যায় ক্ষুব্ধ হইতে থাকে। তাহাতে মূত্র কৃচ্ছ্র, বৃষণ-দ্বয়ে বেদনা ও কোশে শ্বয়থু জন্মে। তাহাকে মূত্র বৃদ্ধি বলা যায়। ভার বহন, বলবানের সহিত যুদ্ধ করা, ও বৃক্ষ হইতে পতন প্রভৃতি শ্রম বিশেষের দ্বারা বায়ু অতিশয় বৃদ্ধি ও কুপিত হইয়া, কোন সূক্ষ্ম অন্ত্রের কোন এক স্থান দ্বিগুণিত ভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক (রজ্জুর ন্যায় জড়াইয়া লইয়া) অধোভাগে গমন করে। সেই জড়িত অন্ত্র বঙ্‌ক্ষণে (কুঁচকিতে) গ্রন্থির ন্যায় অবস্থিতি করে। তৎকালে প্রতীকার না করিলে কালক্রমে সেই গ্রন্থি ফলকোশ (অণ্ডকোশ) মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাতে কোশ ফুলিয়া উঠে, ও দীর্ঘ হয়। মুষ্ক অবপীড়ন করিলে (টিপিলে) ঊর্দ্ধ দিকে (উদর মধ্যে) উঠিয়া যায়। ছাড়িয়া দিলে পুনর্ব্বার কোশ মধ্যে প্রবেশ করে, এবং কোশ ফুলিয়া উঠে। ইহাকে অন্ত্রবৃদ্ধি বলে। এই রোগ অসাধ্য।

অতিশয় মৈথুন বা সংসর্গ হইতে এককালে বিরত হওয়া, অথবা ব্রহ্মচারিণী বা এককালে সংসর্গ রহিতা, বা রজঃস্বলা বা জননেন্দ্রিয়ে দীর্ঘ রোম-যুক্তা, বা কর্কশ সংকীর্ণ বা নিগূঢ় রোম-যুক্তা যে সকল স্ত্রী লোক, অথবা যে সকল স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ের দ্বার অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ, অথবা যাহাদিগের জননেন্দ্রিয় অচৌক্ষ্য (দূষিত) সলিলে প্রক্ষালিত বা আদৌ প্রক্ষালিত নহে, অথবা যাহাদিগের জননেন্দ্রিয়

কোন প্রকার রোগ-বিশিষ্ট বা দূষিত, বা যে স্ত্রীলোক প্রিয় বা অভিলষণীয় নহে, এপ্রকার কোন স্ত্রীলোকের সহিত সংসর্গ করা, নখ অস্থি-খণ্ড বিষ বা শূক (কোন প্রকার শূঙ্গার ন্যায় বস্তু) মেঢ্রপার্শ্বে পতিত হওয়া, কিম্বা পীড়ন বা হস্তের দ্বারা আঘাত বা চতুষ্পদী গমন, অচৌক্ষ্য জলে প্রক্ষালন, অবপীড়ন (টেপা), বা শুক্র বা মূত্রের বেগ ধারণ, বা মৈথুনান্তে প্রক্ষালন না করা, এই সকলের মধ্যে কোন একটি কারণে জননেন্দ্রিয়ের পথে দোষ কুপিত হইলে, ক্ষত হউক বা না হউক জননেন্দ্রিয় ফুলিয়া উঠে। তাহাকেই উপদংশ রোগ বলে। উপদংশ রোগ পাঁচ প্রকার। বায়ুজন্য, পিত্তজন্য, কফজন্য সান্নিপাতিক জন্য এবং রক্ত-জন্য। বায়ুজন্য উপদংশে, কাঠিন্য, ত্বকের পরিপূটন (ভেদ হওয়া) জননেন্দ্রিয়ের স্তব্ধভাব, ফুস্কার অসমতা, ও বায়ুজন্য বিবিধ প্রকার বেদনা এই সকল লক্ষণ জন্মে। পিত্তজন্য উপদংশে, জ্বর শ্বয়থু পক্ক ডুম্বুরের ন্যায় বর্ণ, তীব্র দাহ, শীঘ্র পাক ও পিত্তজন্য যন্ত্রণা, এই সকল লক্ষণ জন্মে। শ্লেষ্মা-জন্য উপদংশ, কঠিন শ্বয়থু ও কণ্ডূ-যুক্ত চিক্কণ ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট। রক্তজ উপদংশে, কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটের উৎপত্তি, অতিশয় রক্ত নিঃসরণ, পিত্তের সকল লক্ষণ, এবং জ্বর দাহ ও শোষ, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হয়। এ রোগ কোন কোন সময়ে আরোগ্য না হইয়া যাপ্য থাকে। সান্নিপাতিক উপদংশে, সকল প্রকার লক্ষণের প্রকাশ, এবং শেফের (জননেন্দ্রিয়ের) অবদরণ (ফেটে যাওয়া) কৃমি জন্মান ও মরণ, এই সকল ঘটিয়া থাকে।

দোষ সকল কুপিত হইয়া অধোভাগে গমন পূর্ব্বক বঙ্ক্ষণ,

উরু, জানু ও জঙ্ঘা দেশে অবস্থিতি করিয়া কালক্রমে পায়ে আশ্রয় করে,তাহাতে পাদ ক্রমে ক্রমে ফুলিয়া উঠে। তাহাকে শ্লীপদ কহে। শ্লীপদ তিন প্রকার বায়ুজন্য, পিত্তজন্য ও কফ জন্য। বায়ু জন্য হইলে খর কৃষ্ণ-বর্ণ পরুষ ও অকারণে বায়ু-জন্য যাতনা বিশিষ্ট ও বিবিধ প্রকারে স্ফুটিত হয়। পিত্ত জন্য হইলে ঈষৎ পীতবর্ণ মৃদুজ্বর ও অল্প দাহ বিশিষ্ট হয়। শ্লেষ্মা জন্য হইলে শ্বেত বর্ণ, অল্প চিক্কণ, অল্প বেদনা বিশিষ্ট, ভার, বৃহৎ গ্রন্থি বিশিষ্ট এবং উপরি ভাগে কণ্টক সমূহের ন্যায় উন্নত (উপরে কাঁটা কাঁটা) হয়। সম্বৎসর অতীত হইলে উন্নত বল্মীকের ন্যায় হইয়া আস্রাব হইতে থাকিলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

এই স্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

এই তিন প্রকার শ্লীপদেরই মূল কফ। কারণ কফ ব্যতিরেকে গুরু ও বৃহৎ হয় না। যে দেশে অধিক পরিমাণে জল, বদ্ধ ও সকল ঋতুতে শীতল থাকে, সেই দেশে ঐ রোগ অধিক জন্মে। হস্তদ্বয়েও শ্লীপদ জন্মে। কেহ কেহ বলেন যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও ওষ্ঠ দেশেও জন্মে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ক্ষুদ্র রোগের নিদান।

ক্ষুদ্র রোগ সমুদায়ে ৪৪ চুয়াল্লিশ প্রকার। যথা; ১ অজগল্লিকা, ২ যবপ্রখ্যা, ৩ অন্ধালজী, ৪ বিবৃতা, ৫ কচ্ছপীকা, ৬ বল্মীক, ৭ ইন্দ্রবৃদ্ধা, ৮ পনসিকা, ৯ পাষাণ-গর্দ্দভ, ১০ জালগর্দ্দভ, ১১ কক্ষা, ১২ বিস্ফোটক, ১৩ অগ্নিরোহিণী, ১৪ চিপ্য, ১৫ কুনখ, ১৬ অনুশয়ী, ১৭ বিদারিকা, ১৮ শর্করা

অর্ব্বুদ, ১৯ পামা, ২০ বিচর্চ্চিকা, ২১ রকসা, ২২ পাদ দারিকা, ২৩ কদর, ২৪ অলস, ২৫ ইন্দ্রলুপ্ত, ২৬ দারুণ, ২৭ অরুংসিকা, ২৮ পলিত, ২৯ মসূরিকা, ৩০ যৌবন পিড়কা, ৩১ পদ্মিনী কণ্টক, ৩২ জতুমণি, ৩৩ মাষক, ৩৪ চর্ম্মকীল, ৩৫ তিলকালক, ৩৬ ন্যচ্ছ, ৩৭ ব্যঙ্গ, ৩৮ পরিবর্ত্তিকা, ৩৯ অবপাটিকা, ৪০ নিরুদ্ধ প্রকশ, ৪১ নিরুদ্ধ গুদ, ৪২ অহিপূতন, ৪৩ বৃষণকচ্ছূ ও ৪৪ গুদভ্রংশ।

১। অজগল্লিকা রোগ, বালক দিগেরই শরীরে জন্মিয়া থাকে, কফ ও বায়ু হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, ইহার আকৃতি মুদ্গ অর্থাৎ মুগ কলায়ের ন্যায়, চিক্কণ, গ্রন্থিযুক্ত অর্থাৎ গাঁইটের ন্যায়, ইহার বর্ণ চর্ম্মের বর্ণের ন্যায় এবং ইহা যাতনা দায়ক নহে। ২। যব প্রখ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বিশেষ। যবের ন্যায় ইহার আকার, অতি কঠিন ও গ্রন্থিযুক্ত এবং শরীরস্থ মাংসে ইহা লিপ্ত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা ও বায়ুদ্বারা ইহার উৎপত্তি হয়। ৩। অন্ধালজী,——ইহা শরীরে ঘন ও সন্নিবিশিষ্ট হইয়া এবং সরল ভাবে উন্নত ও গোলাকৃতি হইয়া জন্মে। ইহাতে অল্প পূয জন্মায়, এবং কফ ও বায়ু হইতে ইহার উৎপত্তি। ৪। বিবৃতা,—এই জাতীয় ব্রণের মুখ কিছু বিবৃত হইয়া থাকে, পক্ক উডুম্বর ফলের ন্যায় ইহার আকৃতি, ইহাতে অতিশয় জ্বালা জন্মে, ইহার অবয়ব গোল, পিত্ত হইতেই ইহার উৎপত্তি। ৫। কচ্ছপী,—কফ ও বায়ু হইতে ইহার উৎপত্তি। কচ্ছপের ন্যায় ক্রমে উন্নত হইয়া পাঁচটী বা ছয়টী গ্রন্থি রূপে এই ব্রণ উৎপন্ন হয়, ইহা অতিশয় কষ্টকর। ৬। বল্মীক,—এই রোগ হস্ত ও পাদতলে,

সন্ধি স্থানে, গ্রীবা দেশে এবং জত্রুর ঊর্দ্ধভাগে বল্মীকের ন্যায় ক্রমে ক্রমে উপচীয়মান হইয়া গ্রন্থি রূপে উৎপন্ন হয়। ইহার চতুষ্পার্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ জন্মিয়া থাকে। সেই সকল হইতে যাতনা, দাহ ও কণ্ডূ জন্মে এবং রস নির্গত হইয়া থাকে। বায়ু পিত্ত ও কফ হইতে ইহার উৎপত্তি। ৭। ইন্দ্রবৃদ্ধা,—ইহা বায়ু ও পিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার আকৃতি পদ্মবীজের ন্যায় এবং তাহার চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ ব্যাপ্ত হয়। ৮। পনসিকা,—ইহা বায়ু ও শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জাতীর ব্রণ কর্ণ ও পৃষ্ঠের চারিদিকে হইয়া থাকে। শালূকের ন্যায় ইহার অবয়ব। ইহা অতিশয় যাতনা প্রদ। ৯। পাষাণ-গর্দ্দভ, ইহা বায়ু ও কফ হইতে জন্মে, হনুর সন্ধিস্থানে ইহা উৎপন্ন হয়, কঠিন শোফ অর্থাৎ ফুলা জন্মে এবং ইহাতে যাতনা অল্প হয়। ১০। জাল গর্দ্দভ,—ইহা বিস্তৃত ভাবে শরীরে অল্প পরিমাণে ব্যাপ্ত হয়, এবং ইহাতে দাহ ও জ্বর হয়। এই ব্রণ পাকে না। পিত্ত ও শ্লেষ্মা হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১১। কক্ষা,—পিত্ত প্রকুপিত হইয়া, বাহু পার্শ্বে, স্কন্ধ-দেশ ও কক্ষ-দেশে, কৃষ্ণ বর্ণ বেদনা যুক্ত যে স্ফোটক হয়, তাহাকে কক্ষা বলে। ১২। বিস্ফোটক,—রক্ত ও পিত্ত বিকৃত হইলে, সর্ব্বশরীরে বা শরীরের একদেশে অগ্নি-দগ্ধের ন্যায় যে স্ফোটক জন্মে তাহাকে বিস্ফোটক কহে। ইহাতে জ্বর হইয়া থাকে। ১৩। অগ্নি রোহিণী,—মাংস ভেদক, জ্বলন্ত অগ্নিবৎ অন্তর্দ্দাহ-কর যে স্ফোটক কক্ষা প্রদেশে জন্মে ও যাহা হইতে অতিশয় জ্বর

হয়, তাহাকে অগ্নি-রোহিণী বলে। ইহা সন্নিপাত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগে সপ্তাহে দ্বাদশ দিন বা পক্ষ কালে মানুষকে শমন সদনে প্রেরণ করে। এই রোগ একান্ত অসাধ্য। ১৪। চিপ্য,—পিত্ত ও বায়ু, নখ-মাংসকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যাধিকে উৎপাদন করে, তাহার নাম চিপ্য। ইহা পাকিয়া উঠে এবং বেদনা ও দাহ জন্মায় ইহাকে ক্ষতরোগ বা উপনখ রোগও বলা যায়। ১৫। কুনখ,—কোন প্রকার আঘাতের দ্বারা দূষিত হইয়া, যে নখ রুক্ষ কৃষ্ণবর্ণ ও খর হয়, তাহাকে কুনখ বলে। ইহার অপর নাম কুলীন। ১৬। অনুশয়ী,—যে ব্রণের অভ্যন্তর ভাগ গভীর এবং বহির্ভাগ অল্প বিস্তারযুক্ত, যাহার বর্ণ চর্ম্মের বর্ণের সমান এবং যাহা উপরিভাগে সমভাগে থাকে, কিন্তু ভিতরে পাকিয়া শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাকে অনুশয়ী কহে। ১৭। বিদারিকা,—কক্ষাদেশে ও বঙ্ক্ষণ (কুঁচ্‌কী) প্রদেশের সন্ধিস্থানে রক্ত বর্ণ ও বিদারী কন্দের ন্যায় গোলাকার যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে বিদারিকা কহে। ইহা বায়ু পিত্ত কফ এই তিন হইতেই উৎপন্ন এবং এই তিনেরই লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে। ১৮। শর্করার্ব্বুদ,—শ্লেষ্মা মেদ ও বায়ু, মাংস সিরা ও স্নায়ুতে গমন করিলে যে গ্রন্থি জন্মে, ঐ গ্রন্থি ফাটিয়া গেলে তাহা হইতে মধু ঘৃত বা বসার ন্যায় রস অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে। তাহাতে বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া মাংসকে শুষ্ক করিয়া, পুনর্ব্বার গ্রন্থিযুক্ত শর্করা উৎপাদন করে, শিরা হইতে বহুল পরিমাণে নানা বর্ণের দুর্গন্ধময় ক্লেদযুক্ত রক্ত স্রাব হইতে থাকে,

তাহাকে শর্করার্ব্বুদ কহে। ১৯। পামা,—২০ বিচর্চ্চিকা, ২১। রকসা, ইহারা কুষ্ঠের মধ্যে পরিগণিত। ২২। পাদ দারিকা,—ভ্রমণ-শীল ব্যক্তির পাদদ্বয় অতি রুক্ষ হইলে, বায়ুর প্রকোপ বশতঃ তাহার তল প্রদেশ ফাটিয়া যায়, ইহাকে পাদদারিকা কহে। ইহাতে অতিশয় যাতনা জন্মে। ২৩। কদর,—প্রস্তর বা কণ্টকাদির দ্বারা চরণ ক্ষত হইলে অথবা মেদ ও রক্ত দূষিত হইলে, এই রোগ জন্মে। ইহাতে কীলযুক্ত কঠিন কুলের মত গ্রন্থি দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যদেশ উন্নত অথবা নিম্ন হইয়া থাকে। ইহাতে যাতনা উপস্থিত হয় ও রস নির্গত হইতে থাকে। ২৪। অলস,—পাদদ্বয় অপরিষ্কৃত থাকিলে, দুষ্ট কর্দ্দম সংস্পর্শে ক্লেদযুক্ত অঙ্গুলির মধ্যে যে কণ্ডু দাহ ও যাতনা হয় তাহাকে অলস (১) রোগ বলে। ২৫। ইন্দ্রলুপ্ত,—পিত্ত, রোমকূপে গমন করিয়া ও বায়ুর সহিত বর্দ্ধিত হইয়া, কেশ সকলকে বিচ্যুত করিয়া থাকে। তাহার পর শ্লেষ্মা, রক্তের সহিত মিলিত হইয়া সেই সকল লোম কূপের দ্বার রোধ করে, সুতরাং পুনর্ব্বার আর কেশ জন্মিতে পারে না, ইহাকে ইন্দ্রলুপ্ত (২) বলে। ইহার অপর নাম, খালিত্য বা রুজ্যা। ২৬। দারুণ,—যখন কফ ও বায়ুর প্রকোপে কেশের স্থানে অতিশয় কণ্ডু জন্মে ও তাহা অতিশয় রুক্ষ হয়, তখন তাহাকে "দারুণ" রোগ বলে। ১৭। অরুংসিকা,—রক্ত কফ ও কৃমি কুপিত হইলে, মনুষ্যের মস্তকে বহু ক্লেদযুক্ত ও বহুমুখ-বিশিষ্ট যে সকল ব্রণ হয়,

(১) আমাদের দেশীয় ভাষায় ইহাকে এক্ষণে "পাঁকুই" বলে।

(২) দেশীয় ভাষায় ইহাকে "টাক" বলে।

তাহাদিগকে অরুংষিকা কহে। ২৮। পলিত,—পিত্ত ও শরীরস্থ উষ্ণতা, ক্রোধ শোক ও পরিশ্রমের দ্বারা শিরঃস্থ হইয়া কেশ সকলকে পাকাইয়া ফেলে। ইহার নাম পলিত রোগ। ২৯। মসূরিকা,—দাহ জ্বর ও যাতনা দায়ক, ঈষৎ পীত-যুক্ত তাম্র-বর্ণ যে সকল ব্রণ গাত্রে মুখে ও শরীর মধ্যে জন্মে, তাহাদিগকে মসূরিকা কহে। ৩০। যৌবন পিড়কা,—যুবা পুরুষ দিগের মুখমণ্ডলে বায়ু কফ ও রক্ত জনিত শাল্মলী-কণ্টক-সদৃশ যে সকল মুখশোভার হানিকর ব্রণ জন্মে, তাহাকে যৌবন-পিড়কা কহে। ৩১। পদ্মিনী-কণ্টক,—পদ্মের কণ্টকের ন্যায় গোলাকার ও তাহার মণ্ডলটি পাণ্ডুবর্ণ, এই রূপ ব্রণকে পদ্মিণী কণ্টক কহে। ইহা কফ ও বায়ুর দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৩২। জতুমণি,—যে ব্রণ কফ ও রক্ত-জন্য, ও ঈষৎ রক্তবর্ণ,গোলাকার ও কোমল ভাবে শরীরের সমকালে জন্মিয়া থাকে, তাহাকে জতুমণি কহে। ইহাতে কোন প্রকার যাতনা হয় না। ৩৩। মশক,—মনুষ্য শরীরে, মাষ কলায়ের ন্যায় কৃষ্ণ-বর্ণ, শরীর হইতে ঈষৎ উন্নত বেদনা বিহীন চিরস্থায়ী যে ব্রণ দেখা যায়, তাহাকে মশক বলে। ইহা বায়ু হইতে উৎপন্ন। ৩৪। তিলকালক,—শরীরের সহিত সমতলেস্থিত বেদনাহীন কৃষ্ণ-বর্ণ যে তিলচিহ্ন দেহে দেখা যায়,তাহাকে তিলকালক বলে। ইহা বায়ু পিত্ত ও কফের উদ্রেক জন্মিয়া থাকে। ৩৫। ন্যচ্ছ,—ছোট কিংবা বড়, শ্যামবর্ণ বা শুক্লবর্ণ, গোলাকার, বেদনা শূন্য ও শরীরের সহিত সমকালে জাত যে চিহ্ন মনুষ্য শরীরে দেখাযায়, তাহাকে ন্যচ্ছ বলে। ৩৬। চর্ম্মকীল,—উৎপত্তি ও কারণ অনুসারে

উহাকেই চর্ম্মকীল বলা যায়। ৩৭। ব্যঙ্গ,——পিত্ত সংযুক্ত বায়ু, ক্রোধ ও পরিশ্রমের দ্বারা কুপিত হইয়া সহসা মুখ মণ্ডলে আসিয়া গোলাকৃতি চিহ্ন উৎপাদন করে। তাহার অবয়ব ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ মুখ বিশিষ্ট। ইহাতে কোন প্রকার বেদনা জন্মে না। ইহারই নাম ব্যঙ্গ। ৩৮। পরিবর্ত্তিকা,—সর্ব্বত্র ভ্রমণ-শীল বায়ু, মর্দ্দন, পীড়ন ও অত্যন্ত অভিঘাত-প্রযুক্ত যখন পুংচিহ্নের চর্ম্মকে আশ্রয় করে, তখন সেই চর্ম্ম তাহার সংসর্গে সংকুচিত হইয়া আইসে, এবং মণির (পুংচিহ্নের অগ্রভাগের) নিম্নে কোষের উপরি গ্রন্থির ন্যায় লম্বমান হইতে থাকে। তখন তাহাতে বেদনা ও জ্বালা জন্মে, কখন কখন পাকিয়া উঠিয়াও থাকে। ইহাকে পরি-বর্ত্তিকা পীড়া কহে। ইহা দুই প্রকার ; বায়ু-সম্ভূত, ও আগন্তু অর্থাৎ হঠাৎ কোন রূপ আঘাতাদির দ্বারাও জন্মিয়া থাকে। ইহা শ্লেষ্মা-জাত হইলে কণ্ডু বিশিষ্ট ও কঠিন হয়। ৩৯। অবপাটিকা,——অপ্রশস্তযোনি রমণী বা বালিকা স্ত্রীতে গমন করা প্রযুক্ত অথবা হস্তাদির অভিঘাতের দ্বারা বলপূর্ব্বক পুংচিহ্নের চর্ম্ম উদ্বর্ত্তিত হইলে, কিম্বা মর্দ্দন, পীড়ন ও শুক্রের বেগের ব্যাঘাত হেতু চর্ম্ম উৎপাটিত হইলে, তাহাকে অব-পাটিকা কহে। ৪০। নিরুদ্ধ প্রকশ,——যখন পুংচিহ্নের চর্ম্ম বায়ুযুক্ত হইয়া মণিস্থানকে আশ্রয় করে, এবং মণি, চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া মুত্র স্রোতকে রুদ্ধ করে,তাহাতে সেই মণি-স্থান বিদীর্ণ না হইয়া মন্দ ধারায় প্রস্রাব নির্গত হয়। ইহাকে নিরুদ্ধ প্রকশ অথবা দুরূঢ় অবপাটিকা বলে। ৪১। নিরুদ্ধ গুদ,——মল-বেগ ধারণ করিলে,বায়ু প্রতিহত হইয়া গুহ্যদেশ

আশ্রয় করিয়া মল নির্গমনের প্রধান স্রোতকে রুদ্ধ করে, এবং তৎপরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম দ্বার প্রস্তুত করিয়া দেয়। তাহাতে পথের সূক্ষ্মতা বশতঃ অতি কষ্টে পুরীষ নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকে নিরুদ্ধগুদ ব্যাধি বলে। ইহা অতিশয় কষ্ট কর। ৪২। অহিপূতন,——বালকেরা মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া অপান দেশ ধৌত না করিলে, তাহাতে স্বেদ জন্মিয়া অপরিষ্কৃত হইলে তাহাতে, রক্ত ও কফজাত কণ্ডু জন্মে, কণ্ডুয়ন করিলেই তাহাতে স্ফোট জন্মে ও তাহা হইতে রস নির্গত হইয়া থাকে, তাহাতে ব্রণ সকল একত্র হইয়া অতি ভয়ানক হয়। ইহাকে অহি-পূতন কহে। ৪৩। বৃষণকণ্ডু,—— মুষ্কদেশ ধৌত ও পরিষ্কৃত না থাকিলে তাহাতে মলা জন্মে। পরে ঘর্ম্ম হইযা যখন তাহা ক্লেদযুক্ত হয় তখন কণ্ডু উৎপন্ন হয়। তাহা কণ্ডুয়ন করিলেই স্ফোট জন্মায় ও রস স্রাব হয়। ইহাকে বৃষণ-কণ্ডু কহে। ইহা শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপে জন্মিয়া থাকে। ৪৪। গুদ ভ্রংশ,—রুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রবাহন (কোঁৎ পাড়া) ও অতিসার দ্বারা মল দ্বারের মাংস বাহিরে নির্গত হয়। ইহাকেই গুদভ্রংশ কহে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শূক দোষের (১) নিদান।

যাহারা অনর্থক পুংচিহ্ন বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী হয়, তাহাদের এই অষ্টাদশ প্রকার ব্যাধি জন্মে। যথা, ১। সর্ষপিকা, ২। অষ্টীলিকা, । ৩। গ্রথিত, ৪। কুম্ভীকা, ৫। অলজী

(১) শূক অর্থাৎ বিষ জন্তু। বাৎসায়নাদি গ্রন্থে কহে, এই মুষ্টি যোগের প্রলেপ প্রদান করিলে, পুংচিহ্নের বৃদ্ধি হয়। যথা; শূকো

৬। মৃদিত, ৭। সম্মূঢ় পিড়কা, ৮। অবমন্থ, ৯। পুষ্করিকা, ১০। স্পার্শহানি, ১১। উত্তমা, ১২। শতপোনক, ১৩। ত্বক পাক, ১৪। শোণিতার্ব্বুদ ১৫। মাংসার্ব্বুদ, ১৬। মাংস পাক, ১৭। বিদ্রধি ও ১৮। তিলকালক।

১। শূক দুর্ভুগ্ন (অবিধি ক্রমে প্রয়োগ) হইলে, তাহার প্রলেপ প্রদানে কফ ও রক্ত বিকৃত হয়, তদ্দারা শ্বেতসর্ষপ তুল্য পিড়কা জন্মে। পণ্ডিতেরা ইহাকে সর্ষপিকা ব্যাধি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ২। ঐ শূক বিষম অর্থাৎ অপ্রশস্ত রূপে উত্তোলিত ও বিস সংযুক্ত হইলে, তাহার প্রলেপে বায়ু কুপিত হয়, তাহাতে যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে অষ্ঠীলিকা কহে; ইহা অতিশয় কঠিন। ৩। পুংচিহ্ন নিরন্তর শূকদ্বারা পূরিত থাকিলে কফ প্রকুপিত হয়; তদ্দারা

জল শূকঃ. সতু বিষজন্তুঃ জলমলোণ্ডূকঃ স শূকঃ অর্থাৎ এক প্রকার বিষজন্তু বা জলে যে আঁইশ জন্মে এই উভয়কে শূক বলে। তথা. শূক প্রধানো লিঙ্গবৃদ্ধি করো বাৎসায়নাদ্যক্তে যোগঃ শূক উচ্যতে। বাৎসায়নাদি গ্রন্থে জল শূকাদি প্রলেপের যে মষ্টিযোগ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইতেছে:——“ভল্লাতকাস্থি জলশূক মথাব্জ পত্র মন্তর্ব্বিদাহ্য মতিমান সহ সৈন্ধবেন। এতদ্বিরূঢ় বৃহতীফল তোযপিষ্টম্ আলেপনং মহিষবিড় বিমলীকৃতেহঙ্গে। স্থূলং মহত্তর তুরঙ্গম তুল্য মাশু শোফঃ করোত্যভিমতং নহি সংশয়োঽস্তি”, ভল্লাতকের বীজ, জল শূক ও পদ্ম পত্র সৈন্ধবের সহিত ভষ্ম করিয়া পেষণ কালে তাহাতে দগ্ধ বৃহতী (বেগুণ বিশেষ) ফলের রস প্রদান করিবে। অনন্তর মহিষের বিষ্ঠা দ্বারা পুংচিহ্ন পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ঐ প্রলেপ প্রদান করিতে হইবে। এরূপ করিলে, অতি শীঘ্রই অশ্বের ন্যায় স্থূল ও অতি মহৎ পুংচিহ্ন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু এই অসৎ চেষ্টা দ্বারা উপরোক্ত অষ্টাদশ প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয়। শূকাদির প্রলেপ প্রদান করিলে যে অনিষ্ট হয় তাহাকে শূক দোষ বলে।

যে পীড়কা জন্মে তাহাকে গ্রথিত বলে। ৪। শূক-প্রলেপের দ্বারা রক্ত পিত্ত কুপিত হইয়া জম্বুবীজ অর্থাৎ জামের অাঁঠির ন্যায় যে পীড়কা উৎপন্ন হয় তাহাকে কুম্ভীকা কহে; ইহা অতিশয় অনিষ্ট কর। ৫। প্রমেহ রোগে "অলজী" নামক যে পিড়কা বর্ণিত হইয়াছে, শূকপ্রলেপের দ্বারা যদি সেই লক্ষণাক্রান্ত পিড়কার উৎপত্তি হয়, তবে তাহাকে অলজী ব্যাধি বলা যায়। ৬। শূক প্রলেপে বায়ু প্রকুপিত হইয়া যদি পুংচিহ্ন, পীড়িত (মর্দ্দিত) হইয়া সংরব্ধ হয়, (ফুলিয়া উঠে), তবেই তাহাকে মৃদিত-ব্যাধি বলাযায়। ৭। হস্তদ্বারা সংপীড়িত হইলে যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে সংমূঢ় পীড়কা কহে। ৮। যে সকল পীড়কা বহু পরিমাণে জন্মে, এবং দীর্ঘাকৃতি হইয়া মধ্যদেশে বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহাদিগকে অবমন্থ বলে। রক্ত ও কফ বিকৃত হইলে এই জাতীয় ব্যাধি জন্মে, ইহাতে অতিশয় বেদনা ও রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। *৯। যে পীড়কার আকৃতি পদ্মবীজের ন্যায়, ও যাহার* চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা জন্মে, পিত্ত ও রক্ত জাত সেই সকল পীড়কাকে পুষ্করিকা কহে। ১০। দূষিত শূকদ্বারা শোণিত দুষ্ট হইয়া যে পীড়কা জন্মে তাহার নাম স্পর্শ-হানি। ১১। শূক প্রলেপ প্রদানে অরুচি উপস্থিত হইয়া, মুদ্গ ও মাষ কলায়ের ন্যায় যে পীড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে উত্তমা বলে। ইহা রক্ত-বর্ণ, রক্ত পিত্ত দূষিত হইয়া জন্মিয়া থাকে। ১২। অম্বুর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা পুংচিহ্নের চারিদিক্ পূর্ণ হইলে তাহাকে শতপোনক ব্যাধি বলে। ইহা বায়ু ও রক্ত কুপিত হইয়া জন্মিয়া থাকে। ১৩। পিত্ত ও রক্ত

কুপিত হইয়া যে সকল পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে জ্বর ও দাহ জন্মে, তাহাকে ত্বক্-পাক ব্যাধি বলে। ১৪। যাহার চারি দিকে ঈষৎ রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ স্ফোট অর্থাৎ ফুলা বিশিষ্ট পীড়কা জন্মে, এবং যাহাতে ব্রণ স্থান অতিশয় বেদনা যুক্ত হয়, সেই ভয়ানক পিড়কাকে শোণিতার্ব্বুদ বলা যায়। ১৫। শূক-প্রলেপ প্রদানে মাংস দূষিত হইয়া যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে মাংসার্ব্বুদ বলে। ১৬। শূক-দোষ-জাত ব্রণ উৎপন্ন হইলে যাহার মাংস সকল বিশীর্ণ হইয়া যায় এবং অতিশয় বেদনা জন্মে, তাহাকে মাংসপাক ব্যাধি বলে। ত্রিদোষ কুপিত হইয়া এই ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৭। সান্নিপাতিক বিদ্রধি রোগের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেই লক্ষণাক্রান্ত পিড়কাকে বিদ্রধি ব্যাধি বলে। ১৮। কৃষ্ণ অথবা বিচিত্র বর্ণ বিষাক্ত শূকের প্রলেপ প্রদান করিলে, পুংচিহ্নের সমুদায় অংশ পাকিয়া উঠে এবং মাংস খণ্ড সকল কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া খসিয়া যায়। এই ব্যাধিকে তিলকালক বলে। সন্নিপাত হইতেই এই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

উপরে যে অষ্টাদশ প্রকার শূকদোষ জনিত ব্যাধির উল্লেখ করা গেল, ইহার মধ্যে মাংসার্ব্বুদ, মাংস-পাক, বিদ্রধি ও তিলকালক, এই চারি প্রকার ব্যাধি অসাধ্য জানিবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভগ্নের নিদান।

পতন, পীড়ন, প্রহার, আক্ষেপণ (ইতস্ততঃ অঙ্গ বিক্ষেপ) হিংস্র পশুর দশন প্রভৃতির দ্বারা আঘাত, ইত্যাদি নানা প্রকারে অস্থিভগ্ন হইয়া থাকে। অস্থিভঙ্গ নানা প্রকারে

হইলেও তাহা প্রধানতঃ দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। যথা; সন্ধিমুক্ত ও কাণ্ড-ভগ্ন।

সন্ধিমুক্ত ছয় প্রকারে হইয়া থাকে। যথা; ১ উৎপিষ্ট, ২ বিশ্লিষ্ট, ৩ বিবর্ত্তিত, ৪ অবক্ষিপ্ত, ৫ অতিক্ষিপ্ত, ও ৬ তির্য্যক্‌ক্ষিপ্ত। সন্ধিমুক্ত হইলে, সামান্যত এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে;—অঙ্গ প্রসারণ (বিস্তার) আকুঞ্চন (গুড়াইয়া লওয়া) বিবর্ত্তন (ফেরান) ও আক্ষেপণ (ইতস্ততঃ বিক্ষেপ) এই সকল কার্য্যে শক্তি থাকে না, অতিশয় যাতনা জন্মে এবং স্পর্শ করিলে অতিশয় অসহ্য হইয়া উঠে।

এক্ষণে বিশেষ রূপে বলা যাইতেছে;—১। সন্ধি, উৎপিষ্ট হইলে উভয় পার্শ্বেই শোফ ও বেদনা জন্মে, বিশেষতঃ রাত্রি কালে নানা প্রকার বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। ২। সন্ধি, বিশ্লিষ্ট হইলে, অল্প শোফ ও সতত বেদনা জন্মে, এবং সন্ধির বিকৃতি হইয়া থাকে। ৩। সন্ধি, বিবর্ত্তিত হইলে, অঙ্গ বিকৃত হইয়া থাকে এবং বেদনা জন্মে। ৪। সন্ধি, অবক্ষিপ্ত হইলে, সন্ধির বিশ্লেষ হয় এবং ভয়ানক যাতনা জন্মিয়া থাকে। ৫। সন্ধি, অতিক্ষিপ্ত হইলে, সন্ধি ও অস্থি উভয়ের অতিক্রান্ততা ও বেদনা জন্মিয়া থাকে। ৬। সন্ধি, তির্য্যক্‌ক্ষিপ্ত হইলে, এক অস্থির পার্শ্বে অন্য অস্থি গিয়া পড়ে এবং অত্যন্ত বেদনা জন্মিয়া থাকে (১)।

---

(১) "উৎপিষ্ট" দুই অস্থির সন্ধি স্থানে ঘর্ষিত হওয়া। "বিশ্লিষ্ট" দুই অস্থির সন্ধি অল্প শিথিল হওয়া। "বিবর্ত্তিত" সন্ধিটি এক পার্শ্বে সরিয়া যাওয়া। "অবিক্ষিপ্ত" সন্ধি স্থান ছাড়িয়া কোন অস্থি নীচু হইয়া পড়া। "অতিক্ষিপ্ত" সন্ধি স্থান হইতে কোন অস্থি উচ্চ হইয়া উঠা। "অতিক্রান্ততা" অস্থি দ্বয় সন্ধিস্থান ত্যাগ করিয়া পরস্পর দূরে গমন করা।

ইহার পর কাণ্ডভগ্নের বিষয় বলিব ;———

কাণ্ডভগ্ন দ্বাদশ প্রকারে হইয়া থাকে। যথা ;— ১ কর্কটক্ ২ অশ্বকর্ণ, ৩ চূর্ণিত, ৪ পিচ্চিত, ৫ অস্থিচ্ছলিত, ৬ কাণ্ডভগ্ন, ৭ মজ্জানুগত, ৮ অতিপাতিত, ৯ বক্র, ১০ ছিন্ন, ১১ পাটিত ও ১২ স্ফুটিত। কাণ্ডভগ্ন হইলে সামান্যতঃ এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে,———অতিশয় শ্বয়থু জন্মে, স্পন্দন বিবর্ত্তন ও স্পর্শ করিলে অসহ্য যাতনা জন্মে, অবপীড্যমান হইলে (টিপিলে) শব্দ হয়, অঙ্গ সকল শ্রস্ত হয়, নানা প্রকার বেদনা জন্মে, এবং কোন অবস্থাতেই সুখলাভ হয় না।

এক্ষণে বিশেষরূপে ঐ সকলের লক্ষণ
বলা যাইতেছে।

১। অস্থির মধ্যে উভয় দিক ভগ্ন হইয়া মধ্যস্থল গ্রন্থির ন্যায় উন্নত হইলে, তাহাকে কর্কটক বলে। ২। অস্থি ভগ্ন হইয়া অশ্বের কর্ণের ন্যায় উন্নত হইলে তাহাকে অশ্বকর্ণ বলে। ৩। অস্থি চূর্ণ হইলে চূর্ণিত বলে, ইহা শব্দ ও স্পর্শের দ্বারা জানা যায়। ৪। অতিশয় স্থূল ও অধিক শোফ বিশিষ্ট হইলে পিচ্চিত (১) বলা যায়। ৫। পার্শ্বদ্বয়ের ক্ষুদ্র অস্থি উঠিয়া গেলে অস্থিচ্ছলিত (২) বলে। ৬।—(প্রসারণ করিতে কম্পিত হইলে কাণ্ডভগ্ন বলে।) ৭। কোন অস্থির খণ্ড, অস্থির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মজ্জাকে বিদ্ধ করিলে, তাহাকে মজ্জানুগত কহে। ৮। অস্থি নিঃশেষ-রূপে ছিন্ন হইলে অতিপাতিত বলে। ৯। অস্থি ঈষৎ বক্র হইয়া ভগ্ন হইলে এবং বিশ্লিষ্ট

(১) অস্থি পিষিয়া যায় ও তাহাতে মাংস চারিদিকে ফাটিয়া যায়।

(২) বৃহৎ অস্থি হইতে ক্ষুদ্র ও চ্যুত হইলে অস্থিচ্ছলিত বলে।

না হইলে বক্র বলে। ১০। অস্থি ভগ্ন হইয়া এক পার্শ্বে কিঞ্চিৎ লাগিয়া থাকিলে ছিন্ন বলে। ১১। নানা প্রকারে বিদীর্ণ হইয়া বেদনা বিশিষ্ট হইলে তাহাকে পাটিত বলে। ১২। শূক পূর্ণ সদৃশ (শূঙার ন্যায় বস্তু শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার ন্যায়) ফুলিয়া উঠিলে স্ফুটিত বলে। এই সকলের মধ্যে চূর্ণিত ছিন্ন, অতিপাতিত, ও মজ্জানুগত, এই সকল কৃচ্ছ্র সাধ্য জানিবে। কৃশ, বৃদ্ধ বালক দিগের, ক্ষত, ক্ষীণ, ক্ষয়-রোগী, কুষ্ঠ ও শ্বাস রোগী দিগের সন্ধি ভগ্ন হইলে কষ্ট-সাধ্য জানিবে।

এস্থলে শ্লোক কহিতেছেন।

যাহার কপাল ভিন্ন হইয়াছে, এবং কটিদেশের সন্ধি মুক্ত বা ভ্রষ্ট ও জঘন-দেশ প্রতিপিষ্ট (পিষিয়া যাওয়া) হইয়াছে, তাহাকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবে। যাহার কপালাস্থি (১) বিশ্লিষ্ট ও ললাট চূর্ণিত হইয়াছে, এবং যাহার স্তন-মধ্য (বক্ষঃ) শঙ্খ, পৃষ্ঠ, ও মস্তক ভগ্ন হইয়াছে, চিকিৎসক তাহাকে বর্জ্জন করিবে। যাহার অস্থি ও সন্ধিস্থান প্রথম হইতেই বিকৃতি ভাব প্রাপ্ত হয়, কিম্বা যাহার অস্থি সম্যক্-রূপে সংহত হইলেও মন্দ রূপে বিন্যাস ও বন্ধন হেতু কিম্বা সঞ্চালন বশতঃ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, বৈদ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবে (১)।

(২) মাথার খুলিতে হাঁটুর সন্ধি স্থানে বা নিতম্ব প্রভৃতি স্থানে যে চাকীর মত অস্থি থাকে তাহাকে কপাল বলে।

(১) ভগ্ন অস্থি বসাইবার সময় বা বন্ধন করিবার সময় কোন দোষ হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবে বসান না হয় বা সঞ্চালনের দ্বারা সরিয়া যায় তাহাতে যোড়া লাগিলেও বাঁকা বা অন্য কোন রূপ বিকৃতি হয়। সেটা আর ভাল হয় না।

উপরে যে তিন অবস্থা কীর্ত্তিত হইয়াছে, বিজ্ঞ বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসিত হইলে, মধ্যম বয়স্ক ব্যক্তির তাহা স্থির ভাবে থাকে।

তরুণ নামক অস্থি নতহয়। নলক অস্থি ভগ্ন হয়। কপাল-অস্থি বিভিন্ন হয় ও রুচক অস্থি স্ফুটিত হয় (২)।

ষোড়শ অধ্যায়।

মুখ রোগের নিদান।

মুখ-রোগ পঞ্চষষ্টি (৬৫) প্রকার। সেই সকল রোগ সাতটী স্থানে হয়। সাতটী স্থান যথা,——ওষ্ঠদ্বয়, দন্তমূল, দন্ত, জিহ্বা, তালু, কণ্ঠ, এবং এক কালে এই সকল স্থান। তাহার মধ্যে ওষ্ঠে আট প্রকার, দন্ত মূলে পঞ্চদশ (১৫) প্রকার, দন্তে আট প্রকার, জিহ্বাতে পাঁচ প্রকার, তালুতে নয় প্রকার, কণ্ঠে সপ্তদশ (১৭) প্রকার, এবং এককালীন মুখের সর্ব্বস্থানে তিন প্রকার মুখ রোগ জন্মে।

বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, সন্নিপাত, রক্ত, মাংস, মেদ ও শরীরে কোন প্রকার আঘাত, এই অষ্ট প্রকার কারণে ওষ্ঠের প্রকোপ হইয়া থাকে। বায়ুর প্রকোপ-জন্য ওষ্ঠদ্বয়, কর্কশ, পরুষ, স্তব্ধ ভাব, কৃষ্ণবর্ণ, তীব্র-বেদনা-যুক্ত, বিদীর্ণ এবং অবদীর্ণ (ছাল ওঠা) হয়। পিত্তের প্রকোপ জন্য, ওষ্ঠদ্বয় সর্ষপের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণে আবৃত হয়, জ্বালা করে, পাকিয়া উঠে ও তাহা হইতে রস নিঃসৃত হয় এবং নীল ও পীত বর্ণ বিশিষ্ট হয়। শ্লেষ্মার প্রকোপে ওষ্ঠ দ্বয়ে মাংসের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা জন্মে,

(২) এই কয় প্রকার অস্থির বিবরণ শরীর স্থানের অধ্যায় বলা যাইবে।

বেদনা থাকে না, চুলকায়, ফুলিয়া উঠে এবং পিচ্ছিল ও শীতল ভাব হয়। ওষ্ঠদ্বয় সন্নিপাত কর্ত্তৃক কখন কৃষ্ণবর্ণ হয়, কখন পীতবর্ণ হয়, ও কখন শ্বেত বর্ণ হয়, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক ব্রণের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। ওষ্ঠদ্বয় খর্জুর ফলের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের দ্বারা আচিত হইলে, ও তাহা হইতে শোণিতের আস্রাব হইলে তাহাকে রক্তের প্রকোপ জন্য ওষ্ঠ-রোগ বলা যায়। মাংস দূষিত হইয়া ওষ্ঠ-রোগ হইলে, ওষ্ঠদ্বয় ভার, স্থূল, ও মাংস পিণ্ডের ন্যায় উন্নত হয়, এবং ওষ্ঠের উভয় পার্শ্বে শৃক্কণি দেশে কৃমি জন্মে। মেদ কর্ত্তৃক দূষিত হইলে ওষ্ঠদ্বয় ঘৃতমণ্ডের ন্যায় (ঘৃতের উপরি ভাগের সরের ন্যায়) বর্ণ-বিশিষ্ট, কণ্ডূযুক্ত, স্থির, ও কোমল হয় এবং তাহা হইতে স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল আস্রাব হইতে থাকে। কোন প্রকার আঘাতের দ্বারা ওষ্ঠ-রোগ হইলে, ওষ্ঠদ্বয় রক্ত বর্ণ হয়, এবং খণ্ডিত বিদীর্ণ ও কণ্ডূযুক্ত হয়।

দন্তমূলগত রোগ যথা——শীতাদ, দন্ত পুপ্পুটক, দন্ত-বেষ্টক, শৌষীর, মহাশৌষীর, পরিদর, উপকুশ, দন্তবৈদর্ভ্য, অধিমাংস, এবং পাঁচ প্রকার নাড়ী (নালী ঘা) এই পঞ্চদশ প্রকার রোগ দন্ত-মূলে হইয়া থাকে। দন্ত-মূল হইতে অকস্মাৎ দুর্গন্ধ যুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও ক্লিন্ন শোণিত অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইলে, এবং দন্তের মাংস সমস্ত শীর্ণ হইয়া পরস্পর পাকিয়া তুলিলে (১) শীতাদ নামক রোগ বলা যায়, ইহা

(১) একটি দন্তের মূল পাকিলে সেই পূয়ের সংস্রবে অপর দন্তমূল পাকিয়া উঠে।

কফ ও শোণিত কর্ত্তৃক জন্মে। দুইটী বা তিনটী দন্তমূলে অতিশয় বেদনা ও ফুলা জন্মিলে দন্ত-পুপ্পুটক্ রোগ বলা যায়, ইহাও কফ-রক্ত কর্ত্তৃক জন্মে। দন্তমূল হইতে পূয ও রুধির নিঃসৃত হইতে থাকিলে ও তদ্দারা দন্ত চলিত হইলে (নড়িলে) দন্ত-বেষ্টক রোগ বলা যায়। ইহা দূষিত শোণিত কর্ত্তৃক জন্মে। দন্তমূলে ফুলা বেদনা লালা-স্রাব ও কণ্ডু এই সকল উপদ্রব জন্মিলে শৌষীর নামক রোগ বলা যায়। দন্তমূল হইতে দন্ত সকল চলিত হইলে, তালু, ওষ্ঠ ও দন্তমূল অবদীর্ণ হইলে (ফাটিয়া গেলে) এবং দন্তমূলের মাংস পাকিয়া মুখে যন্ত্রণা হইলে, মহা-শৌষীর রোগ বলা যায়। দন্তমাংস সকল শীর্ণ হইলে,ও ষ্ঠীবন কালে (থুতু ফেলিতে গেলে) তাহা হইতে রক্ত নিঃসরণ হইলে, পরিদর রোগ বলা যায়। এই রোগ পিত্ত-রক্ত ও কফ কর্ত্তৃক জন্মে। দন্তমূলজ্বালা করিলে ও পাকিয়া উঠিলে, তদ্দারা দন্ত সকল চলিত হইলে, ঈষৎ ঘর্ষণে তাহা হইতে শোণিত স্রাব হইলে ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট হইলে, রক্ত স্রাবের পর ফুলিয়া উঠিলে এবং মুখে দুর্গন্ধ হইলে উপকুশ রোগ বলাযায়। ইহা রক্তপিত্ত জন্য জন্মে। দন্তমূল কোন প্রকারে ঘর্ষিত হইলে অতিশয় যাতনা বোধ হয় ও ফুলিয়া উঠে ও পাকে, এবং দন্ত সকল চলিত হয়, এইটী বৈদর্ভ্য রোগ, কোন প্রকার আঘাত-জন্য জন্মে। বায়ু কর্ত্তৃক স্বাভা-বিক্ অপেক্ষা অধিক দন্ত জন্মে, সেই দন্তের উৎপত্তি কালে অতিশয় তীব্র বেদনা হয়, জন্মিলে পর সে যাতনার শান্তি হয় ইহাকে বর্দ্ধন রোগ কহে। হনুর গহ্বরের (গালের ভিতরের)

শেষ ভাগের দন্তে (অর্থাৎ যাহাকে কশের দাঁত বলে) অতিশয় ফুলা ও বেদনা জন্মিলে ও তাহা হইতে লালাস্রাব হইতে থাকিলে অধিমাংসক রোগ বলে। ইহা কফ কর্ত্তৃক জন্মে। দন্তমূলে পাঁচ প্রকার নালীজন্মে। (নালীর নিদান ৩৬৮পৃষ্ঠা দেখ)

দন্তগত রোগ যথা——দালন, কৃমিদন্তক, দন্তহর্ষ, ভঞ্জনক, শর্করা, কপালিকা, এবং হনুমোক্ষণ যে রোগে দন্ত সমস্ত, বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় তীব্র যাতনা-বিশিষ্ট হয়, তাহাকে দালন রোগ বলে, এই রোগ বায়ু কর্ত্তৃক জন্মে। দন্ত, কৃষ্ণবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত ও চলিত হইলে ও তাহা হইতে লালাস্রাব হইতে থাকিলে এবং অকারণে (অর্থাৎ না টিপিলেও) অতিশয় সংরম্ভ (কট্‌২ করা) ও যাতনা হইলে তাহাকে কৃমিদন্ত বলে, এই রোগ বায়ু কর্ত্তৃক জন্মে। দন্তে শীতল বা উষ্ণ ও স্পর্শ-সহ্য না হইলে দন্ত-হর্ষ রোগ বলা যায়। ইহাও বায়ু-জন্য। মুখ বক্র ও দন্ত ভগ্ন হইলে ও অতিশয় যাতনা হইলে ভঞ্জনক রোগ বলা যায়। ইহা কফ-বাত কর্ত্তৃক জন্মে। দন্তের মল সঞ্চিত হইয়া শর্করার ন্যায় কঠিন হইলে, দন্তের গুণের হানি হয়, ইহাকে দন্তশর্করা রোগ বলে। সেই শর্করার সহিত দন্তমূলের মাংস নিম্ন হইয়া পড়িলে তাহাকে কপালিকা কহে। ইহার দ্বারা দন্ত নাশ হয়। শোণিত-মিশ্রিত পিত্ত কর্ত্তৃক দন্ত দগ্ধ হইয়া শ্যাম অথবা নীল বর্ণ হইলে, শ্যাব-দন্ত কহে। বায়ু কর্ত্তৃক উপদ্রব জন্মিয়া হনুর সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে তাহাকে হনুমোক্ষ বলা যায়, ইহাতে অর্দ্দিত বায়ুর লক্ষণ দেখা যায় বাত ব্যাধির নিদানে দেখিবে।

জিহ্বাগত রোগ যথা——ত্রিদোষ দ্বারা তিন প্রকার

কণ্টক, এবং অলাস ও উপজিহ্বিকা এই পাঁচ প্রকার। বায়ু দ্বারা স্ফুটিত (ফেটে যায়); রসজ্ঞানের অভাব এবং শাক পত্রের ন্যায় বর্ণ হয়। পিত্ত দ্বারা পীত বর্ণ, দাহ এবং রক্ত বর্ণ কণ্টক দ্বারা আচিত হয়। কফের দ্বারা ভার হয় ও জিহ্বার মাংসে উন্নত শিমূল কাঁটার ন্যায় অধিকসংখ্যক উন্নতি দেখা যায়। জিহ্বাতলে যে প্রগাঢ় ফুলা জন্মে তাহাকে অলাস বলা যায়। ইহা কফরক্ত দ্বারা জন্মে। সেই ফুলা বৃদ্ধি হইয়া জিহ্বাকে স্তব্ধ করে এবং জিহ্বামূল পাকিয়া উঠে। জিহ্বার অগ্রভাগ ফুলিয়া উন্নত হইয়া থাকে ও তাহা হইতে লালাস্রাব হয় এবং কণ্ডু ও দাহ জন্মে। এইটী উপজিহ্বিকা রোগ, কফ-রক্ত হইতে জন্মে।

তালুগত রোগ যথা——গলশুণ্ডিকা, তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, মাংসকচ্ছপী, অর্ব্বুদ, মাংস-সংঘাত, তালু-পুপ্পুট, তালুশোষ ও তালুপাক এই নয় প্রকার। শ্লেষ্মা এবং রক্তের দ্বারা তালু-মূলে বায়ুপূর্ণ বস্তির ন্যায় (স্ফীতমশকের ন্যায়) দীর্ঘ উন্নত শোফ জন্মে, ও তাহাতে তৃষ্ণা, কাশ ও শ্বাস হয়, ইহাকে গল-শুণ্ডী রোগ বলে। ফুলা, স্থূল বা বেদনা দাহ ও পাকিয়া উঠা এই লক্ষণ ঘটিলে তুণ্ডিকেরী বলে। তালুদেশে ফুলা, স্তব্ধভাব (ভার হয়ে থাকা) ও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে অধ্রুষ বলা যায়। এই রোগ রক্ত কর্ত্তৃক জন্মে এবং ইহাতে অতিশয় জ্বর হয়। তালুদেশ কচ্ছপের ন্যায় উন্নত বেদনাহীন, রক্তবর্ণ হইলে ও ফুলা অল্পেং বিলম্বে বৃদ্ধি হইলে কচ্ছপী বলে। ইহা শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক জন্মে। তালুমধ্যে পদ্মাকার শোফ হইলে তাহাকে রক্ত জন্য অর্ব্বুদ বলা যায়। ঐ অর্ব্বুদের লক্ষণ পূর্ব্বে

বলা হইয়াছে। তালুর অভ্যন্তরে শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক মাংস দূষিত হইয়া বেদনাহীন যে ফুলা হয় তাহাকে মাংস-সংঘাত বলে। তালুদেশে বেদনা হীন, স্থায়ী, ও কুলের মত যে ফুলা হয় তাহা কফ-মেদ-জন্য পুপ্পুট-রোগ। বায়ু-পিত্ত জন্য তালু শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইলে ও তদ্দ্বারা তালু শ্বাস হইলে তাহাকে তালুশোষ বলে। পিত্ত কর্ত্তৃক তালুদেশ পাকিয়া উঠিলে তালুপাকবলে।

কণ্ঠস্থিত রোগ যথা——রোহিণী রোগ, কণ্ঠশালুক, অধি-জিহ্বা, বলয়, বলাস, এক বৃন্দ, বৃন্দ, শতঘ্নী, গিলায়ু, গলবিদ্রধি, গলৌঘ, স্বরঘ্ন, মাংসতান, এবং বিদারি। গলদেশে বায়ু, পিত্ত, কফ, ও শোণিত পৃথক রূপে অথবা সকলে মিলিত হইয়া বৃদ্ধি হয়, তদ্দ্বারা মাংস দূষিত হইয়া মাংসাঙ্কুর হয়, তাহাতে গলনালী রোধ হয় ও শীঘ্র প্রাণ বিনাশ করে। ইহাকে রোহিণী রোগ বলে। জিহ্বার চতুর্দ্দিকে অতিশয় বেদনা বিশিষ্ট যে মাংসাঙ্কুর সমস্ত জন্মিয়া কণ্ঠনালী রোধ করে, ও বায়ু-জন্য উপদ্রব সমস্ত হয়, তাহাকে বায়ুজন্য রোহিণী রোগ বলে। সেই সকল মাংসাঙ্কুর শীঘ্র উত্থিত হইলে ও শীঘ্র পাকিয়া উঠিলে এবং অতিশয় জ্বর হইলে, তাহাকে পিত্ত জন্য রোহিণী রোগ বলা যায়। সেই সকল মাংসাঙ্কুর, গল নালীর পথে হইয়া, গভীর ও কঠিন হইলে এবং বিলম্বে পাকিলে তাহাকে কফ-জন্য রোহিণী রোগ বলে। গম্ভীর ভাবে পাকিয়া উঠিলে ও কোন প্রতিকারে তাহার শান্তি না হইলে এবং তিন দোষেরই চিহ্ন তাহাতে লক্ষিত হইলে সান্নিপাতিক রোহিণী-রোগ বলা যায়। স্ফোটের (ফোড়া)

দ্বারা ব্যাপ্ত এবং পিত্তের সকল লক্ষণ যুক্ত হইলে শোণিত-জন্য রোহিণী রোগ বলা যায়। গলদেশে কুলের অস্থির ন্যায় গ্রন্থির আকার হইলে ও তাহাতে গলদেশে কণ্টক বা সূঁয়ার ন্যায় অনুভূত হইলে এবং খরস্পর্শ ও কঠিন হইলে, তাহাকে কণ্ঠশালূক বলে। এই রোগ শস্ত্রসাধ্য। জিহ্বার অগ্রভাগ ফুলা বিশিষ্ট এবং তাহার উপরিভাগ রক্ত মিশ্রিতের ন্যায় হইলে, ইহাকে অধিজিহ্বা রোগ বলে। ইহা পাকিতে আরম্ভ হইলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। শ্লেষ্মার দ্বারা আয়ত ও উন্নত শোফ গলনলীতে জন্মিয়া ভুক্ত দ্রব্যের পথ রুদ্ধ করিলে, বলয় রোগ বলা যায়। এই রোগ অসাধ্য। গলদেশে শ্লেষ্মা ও বায়ু কর্ত্তৃক ফুলা হইয়া শ্বাস উপস্থিত হইলে ইহাকে মর্ম্ম-চ্ছেদি তুস্তর বলাস নামক রোগ বলা যায়। গলদেশে যে ফুলা গোল ও উন্নত হইয়া, দাহ ও কণ্ডূ-যুক্ত, ভার, ও কোমল হয় এবং পাকে না তাহাকে একবৃন্দ রোগ বলে।, ইহা শ্লেষ্মা-রক্ত কর্ত্তৃক জন্মে। অতিশয় গোল ও উন্নত হইয়া, অতিশয় দাহ ও তীব্র জ্বর বিশিষ্ট হইলে বৃন্দ রোগ বলা যায়। এই রোগ রক্তপিত্ত জন্য হয়, ইহা বেদনা যুক্ত হইলে বাত-রক্ত জন্য বলা যায়। শোফ ঘনবর্ত্তির ন্যায় (১) গলনালীতে হইয়া মাংসাঙ্কুরের দ্বারা অতিমাত্র ব্যাপ্ত হইলে ও তদ্দ্বারা বিবিধ প্রকার যাতনা হইলে তাহাকে ত্রিদোষ জন্য শতঘ্নী রোগ বলে এই রোগ অসাধ্য। গলদেশে আমলকীর অস্থি পরিমিত গ্রন্থি জন্মিয়া কঠিন ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট হইলে ও দেখিতে কফ-রক্ত জন্য রোগের ন্যায় হইলে এবং ভোজন কালে ভুক্ত

(১) "ঘনবর্ত্তি" মোটা পলিতার মত।

দ্রব্য যেন গলদেশে সংলগ্ন হইতেছে এইরূপ অনুভব হইলে, তাহাকে গিলায়ু রোগ বলে। এই রোগ শস্ত্র সাধ্য। সমস্ত গল-দেশ ব্যাপিয়া ফুলিয়া উঠিলে ও তাহাতে সকল প্রকার যাতনা হইলে, তাহাকে গলবিদ্রধি বলা যায়। ইহা সকল দোষ কুপিত হইয়া জন্মে। গলদেশ অতিশয় ফুলিয়া অন্ন বা জলপ্রবেশের পথ রোধ করিলে ও তাহাতে বায়ুর গতি নাশ হইলে এবং তীব্র জ্বর হইলে গলৌঘ রোগ বলা যায়। এই রোগ কফ-রক্ত কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়।

রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া শ্বাস বিশিষ্ট হইলে, স্বরের ভিন্নতা এবং গলনালী শুষ্ক ও বদ্ধ হইলে, স্বরঘ্ন বলা যায়। শ্বাসের পথ, কফাবৃত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। গলদেশের ফুলা ক্রমে ক্রমে বিস্তার হইয়া গলনালী প্রায় রোধ করে ও ফুলা লম্বিত হয়। এই রোগ ত্রিদোষ-সম্ভূত, অতিশয়ক্লেশদায়ক ও প্রাণ-সংহার-কারী, ইহাকে মাংসতান বলে। গল-দেশের অভ্যন্তরে ঈষৎ রক্তবর্ণ দাহ ও বেদনা বিশিষ্ট ফুলা জন্মিয়া অত্রস্থ মাংসকে শীর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত করে। ইহাকে বিদারী রোগ বলে। ইহা পিত্ত দ্বারা উৎপন্ন হয়। রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে, সেই পার্শ্বেই এই রোগ বিশেষরূপে জন্মে। সর্ব্বসরা অথবা মুখের সর্ব্বস্থান ব্যাপী রোগ, বায়ু পিত্ত কফ ও শোণিত এই সকল দোষের সন্নিপাতে জন্মে। বেদনা যুক্ত স্ফোটের দ্বারা মুখের সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত হইলে, তাহাকে বায়ু-জন্য সর্ব্বসরা বলা যায়। ঈষৎ পীত-যুক্ত রক্তবর্ণ, ও দাহ বিশিষ্ট স্ফোটের দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে, তাহাকে পিত্ত কোপ প্রযুক্ত

"গলনলী বদ্ধ" কিছু গিলিতে না পারা।

সর্ব্বসরা রোগ বলা যায়। কণ্ডু-যুক্ত অল্প বেদনা বিশিষ্ট ও ত্বকের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট স্ফোটের দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে, শ্লেষ্মা-জন্য সর্ব্বসরা বলা যায়। কেহ ২ বলেন, যে রক্তকর্ত্তৃক পিত্ত চালিত হইয়া এক প্রকারমাত্র সর্ব্বসরা রোগ জন্মায়, তাহাকে মুখ পাক বলে।

নিদান স্থানের টীকা।

বাত ব্যাধি।

যদিও পক্বাশয় ও গুদ বায়ুর স্থান বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন তথাপি নাভি কণ্ঠ প্রভৃতি অপরাপর স্থানও ইহা আশ্রয় করিয়া থাকে। তবে পক্বাশয় ও গুহ্যদেশ ইহার প্রধান স্থান।

ব্যান বায়ুর দ্বারা যে পঞ্চবিধ কার্য্য হওয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে ব্যান বায়ু সর্ব্বশরীর গামী। ইহার দ্বারা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য প্রবৃত্তি জন্মে। অর্থাৎ বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শব্দ গ্রহণ গমন ও মল মূত্র নিঃসরণ এই পাঁচটি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

"আনাহ" মল মূত্র এক কালে বদ্ধ হওয়া। "সুপ্তি" স্পর্শজ্ঞান না থাকা ("ত্বকের সঙ্কোচ ভাব") এ অর্থ সঙ্গত হয় না।

মিথ্যা আহার শব্দ নিষ্প্রয়োজনে আহার বলা হইয়াছে, অপথ্যও বলা যায়।

বাত রক্তের নিদানে "প্রাণ ও মাংসের ক্ষয়" এস্থলে প্রাণশব্দের অর্থ বল।

ধনুস্তম্ভ রোগে বায়ু স্নায়ু-মধ্যে প্রবেশ করিয়া আকুঞ্চন করিতে থাকে।

অর্দ্দিত রোগে যে প্রসক্ত ও অব্যক্ত ভাষী শব্দ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে প্রসক্ত শব্দের অর্থ জড়ান কথা।

বাত কণ্টক রোগে বায়ু খুড়ুক দেশ আশ্রয় করে। খুড়ক শব্দের অর্থ গুল্‌ফ।

অর্শ রোগ।

"অম্লিকা অম্ল উদ্গার।

"পাণ্ডু গ্রহণী অথবা শোষ রোগীর বলী জন্মিবার সম্ভাবনা হইলে" এই পাঠের স্থানে, "পাণ্ডু গ্রহণী অথবা শোষ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা হয়" এইরূপ পাঠ হইবে।

জাতেহস্তানি রূপাণি প্রব্যক্ত তরাণি ভবন্তি। অর্শ জন্মিলে সকল পূর্ব্বলক্ষণ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে।

অশ্মরী রোগ।

"অসংশোধনশীল" যাহারা বমন ও বিরেচনদ্বারা শরীরের সংশোধন না করে।

"অপথ্য কারী"-আহার বা আচরণে নিয়মলঙ্ঘন কারী।

এই অশ্মরীরোগে কুপিতশ্লেষ্মা মূত্রের সহিত মিলিত হইয়া বস্তি দেশে প্রবেশপূর্ব্বক অশ্মরী জন্মায় ইহাকে সচরাচর পাথুরিরোগ বলে।

"মধুর ন্যায় বর্ণ" অর্থাৎ ঈষৎ পিঙ্গলের আভা যুক্ত শ্বেতবর্ণ।

বায়ু জন্য অশ্মরী রোগে অশ্মরীটি নাড়ী-পথে থাকিয়া মূত্রের বেগ রোধ করে তাহাতে তীব্র বেদনা জন্মে।

বায়ু-জন্য অশ্মরী রোগে বায়ু মূত্র ও পুরীষ কষ্টে নিঃসরণ হয়।

"সদন"—অবসন্নতা

আমুখাৎ সলিলে ন্যস্তঃ পার্শ্বেভ্যঃ পূর্য্যতেনবঃ।
ঘটো যথা তথা বিদ্ধি বস্তির্মূত্রেণ পূর্য্যতে॥

নূতন ঘট জলে মগ্ন করিলে যেমন পার্শ্ব দিয়া জল প্রবেশ করিয়া ঘটের মুখ পর্য ন্ত পূর্ণকরে। মূত্রাশয় ও সেইরূপ পার্শ্বস্থিত সকল নাড়ীর দ্বারা মূত্র কর্ত্তৃক পূর্ণ হয়। এই স্থলটি অনুবাদে স্পষ্ট হয় নাই।

ভগন্দর।

"বায়ু নির্গমনস্থানে"—এই স্থলে পায়ুর অন্তদেশে মলদ্বারের পার্শ্বে এই রূপ হইবে।

" ভগ " শব্দে মলদ্বার প্রভৃতি স্থান বুঝিতে হইবে। ভোজগ্রন্থে কথিত হইয়াছে যথা—ভগং পরিসমন্তাচ্চ গুদ বস্তি স্তথৈবচ।

উন্মার্গী ভগন্দরকে তন্ত্রান্তরে অর্শ ভগন্দর বলে। যথা "কফ পিত্তেতু পূর্ব্বোত্থে দুর্নামাশ্রিত্য কুপ্যতঃ। অর্শঃস্থলে ততঃ শোথঃ কণ্ডু দাহার্ত্তিমাণ্ ভবেৎ। স শীঘ্রং পক্কভিন্নোঽস্য ক্লেদয়ন্ মূল মর্শসঃ। স্রবত্যজস্রং গতিভিরয় মর্শো ভগন্দরঃ।" কফ ও পিত্ত অর্শের আশয়ে কুপিত হইয়া অর্শের মূলে শোথ কণ্ডু ও দাহ জন্মায়। সেইটি শীঘ্র পাকিয়া বিদীর্ণ হয়, ও বলির মূল ক্লেদযুক্ত করে। গমনাগমনের দ্বারা তাহা হইতে নিয়ত আস্রাব হয়। তাহাকে অর্শ ভগন্দর কহে।

কুষ্ঠ রোগ।

কুষ্ঠ রোগের যে সকল কারণ লেখা হইয়াছে, তদতিরিক্ত অত্যর্থ স্নেহ পান করাও ইহার কারণ। ভ্রমবশতঃ এই কারণ নিদানে উল্লেখ করা হয় নাই।

কুষ্ঠরোগে যে সকল পূর্ব্বরূপের লক্ষণ বলা হইয়াছে, তদতিরিক্ত ক্ষতটী ক্রমশঃ প্রসারিত হওয়া ও অঙ্গে স্পর্শজ্ঞানের অভাব, এই দুটী লক্ষণও হইয়া থাকে।

"উৎসন্নতস্তু দোষ গ্রহণ মভিভবাঃ। ফুলা ও যন্ত্রণার দ্বারা দোষ জানা যায়। যেমন কণ্ডু যুক্ত হইলে কফের কার্য্য বলা যায়, অতিশয় স্রাব হইলে পিত্তের কার্য্য বলা যায়, এবং কৃষ্ণ বর্ণ হইলে বায়ুর কার্য্য বলা যায়।

৩১৩ র পাতের ৮ পংক্তিতে "বহুল" শব্দের স্থানে বহল- হইবে।

"বহল" অর্থাৎ স্রাবযুক্ত।

"পরিধ্বংসি" কখন কখন একেবারে মিলিয়া যায়।

"স্বাপ" শব্দের অর্থ স্পর্শজ্ঞান না থাকা বুঝায়। ভ্রমক্রমে কোনং স্থলে "ম্লানতা" লেখা হইয়াছে।

ঔডুম্বর নামক কুষ্ঠের আকৃতি ও বর্ণ উডুম্বরের ন্যায় হয়। কিন্তু গ্রন্থান্তরে কেবল বর্ণের সাদৃশ্য থাকা বলিয়াছেন যথা;— রুগ্দাহ রোগ কণ্ডূভিঃ পরীতং রোম পিঞ্জরং। ঔডুম্বর ফলাভাসং কুষ্ঠ মৌডুম্বরং বদেৎ।

এককুষ্ঠের বর্ণ কৃষ্ণরক্ত কেবল কৃষ্ণবর্ণ নহে। গ্রন্থান্তরে চর্ম্মদলের লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে যথা,—রক্তং সশূলং কণ্ডূমৎ সস্ফোটং যদ্দলত্যপি। তচ্চর্ম্ম দলমাখ্যাতং সংস্পর্শাসহমুচ্যতে।

রক্তবর্ণ বেদনা ও কণ্ডু ও স্ফোট-বিশিষ্ট হইলে ও তাহা হইতে রস নিঃসরণ হইলে চর্ম্মদল বলা যায়। ইহাতে স্পর্শ করিলে সহ্য হয় না। গ্রন্থান্তরে সিধ্ম কুষ্ঠ অলাবু ফুলের ন্যায় বলিয়াছে ও তাহা প্রায়ই বক্ষস্থলে জন্মিয়া থাকে। ও তাহা ঘর্ষণ করিলে গুঁড়ার ন্যায় পড়ে। গ্রন্থান্তরে বিচর্চ্চিকা নামক কুষ্ঠ কণ্ডূ ও পীড়কাযুক্ত (চুলকণি) ও শ্যাব বর্ণ (ঘোর কাল নয়) এবং তাহা হইতে অতিশয় রস স্রাব হয়। এইরূপ লক্ষণ লিখিয়াছে।

প্রমেহ রোগ।

৩১৭ পত্রে ১০ পংক্তিতে "প্রস্রাবের পর লিঙ্গ বৃদ্ধি হয়" এইস্থলে "বেগনা হইয়া অজস্র প্রস্রাব হয়" এই রূপ হইবে।

"তলিকা" স্নায়ের উদ্গার।

উদর রোগ।

৩৬০ পৃষ্ঠায় পঞ্চম পংক্তি "নেত্রে মল" স্থানে "নেত্র, এবং মল" হইবে।

দূষী বিষের বিবরণ কল্প স্থানে বিষ চিকিৎসায় বলা হইবে।

৩৬১ পৃষ্ঠায় ১১ পংক্তিতে "নাড়ীর" স্থানে "নাভির" হইবে।

মূঢ়গর্ভ।

৩৬২ পৃষ্ঠার অষ্টম পংক্তিতে "ধারণ" স্থানে "ধাবণ অর্থাৎ দৌড়ান" হইবে।

বিসর্প নাড়ী ও স্তনরোগ।

"প্রমেদ বহুল" এই শব্দের স্থানে প্রভেদ বহুল হইবে। ইহার অর্থ অতিশয় ফাটিয়া যায়।

নাড়ীব্রণে সকল দোষ একত্র অথবা প্রত্যেক দোষ ভিন্ন রূপে বর্দ্ধিত হইয়া রোগ জন্মায়। অথবা কোন প্রকার শল্য রুদ্ধ থাকিলেও এ রোগ জন্মে।

৩৮৬ পত্রে ১২ পংক্তিতে "বন্য অর্জ্জুন বৃক্ষের ক্ষীরের ন্যায়" এই শব্দের স্থানে "ঘন অর্জ্জুন বৃক্ষের ক্ষীরের ন্যায়" হইবে। অর্থাৎ অর্জ্জুন বৃক্ষের ক্ষীরের ন্যায় ঘন এবং শ্বেতবর্ণ।

গ্রন্থি, অপচী, অর্ব্বুদ ও গলগণ্ড রোগ।

"বালক দিগের গলদেশে বামনহাটী হইলে যেমন গ্রন্থির ন্যায় ফোঁড়া পুনঃ পুনঃ জন্মে ও গলিয়া যায়, সেইরূপ রোগ গালের হাড়ে; বগলে স্কন্দে, ঘাড়ে ও গলাতে জন্মিলে তাহাকে অপচী বলে। এই রোগ সাধ্য, কিন্তু পার্শ্বশূল, কাস, জ্বর বা বমন, এই সকলের মধ্যে কোন একটী উপসর্গ সঙ্গে থাকিলে অসাধ্য হয়।

"অর্ব্বুদ" ইহাকে সচরাচর আব বলে।

"বস্তি" ভিস্তির মসক।

পিত্ত জন্য বৃদ্ধি রোগে জ্বর হয়।

"ক্ষুব্ধ হইতে থাকে" অন্তরে চঞ্চল হয়, তাহাতে প্রস্রাবের কালে কোশের উপরের থাকে।